প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ ১৩৬৬

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রক
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

সোনামন

সহেলী বন্দ্যোপাধ্যায়

আনা কারেনিনা

॥ এক ॥

সমস্ত সুখী পরিবারই এক রকমের, কিন্তু প্রতিটা অসুখী পরিবারের অ-সুখের কারণ আলাদা।

অবলনস্কির ঘর-সংসারে সমস্ত কিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। প্রাক্তন ফরাসী গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা আবিষ্কার করে স্ত্রী জানিয়ে দিয়েছে, স্বামীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। গত তিন দিন ধরে এই পরিস্থিতি চলছে এবং শুধুমাত্র স্বামী স্ত্রীই নয়, পরিবারের সকলেই এখন দুঃখের সঙ্গে অনুভব করছে, এ অবস্থায় একই ছাদের তলায় বাস করার আর কোন অর্থ হয় না। তাদের—অর্থাৎ অবলনস্কির পরিবার-পরিজন এবং তাদের ভৃত্যকুলের চাইতে, একটা পথ-চলতি সরাইখানায় আকস্মিক ভাবে মিলিত হওয়া মুসাফিরদের মধ্যে মানসিক সাদৃশ্য অনেক বেশি। স্ত্রী এখন নিজের মহল থেকে আদৌ বেরোয় না আর স্বামী সমস্তটা দিন বাড়ির বাইরেই কাটায়। বাচ্চাগুলো কি করবে বুঝে না পেয়ে সারা বাড়িময় দৌরাত্ম্যি করে বেড়ায়। ইংরেজ গৃহশিক্ষিকাটি বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকার সঙ্গে ঝগড়া করে, তাকে একটা নতুন কাজ খুঁজে দেবার জন্যে বন্ধুকে চিঠি লিখে দিয়েছে। আগের দিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার ঠিক আগেই পাচকদের সর্দার চাকরিতে জবাব দিয়ে চলে গেছে। রান্নাঘরের পরিচারিকা এবং কোচোয়ানও হুমকি দিয়েছে, কাজ ছেড়ে দেবে বলে।

বিবাদ-বিসম্বাদের তৃতীয় দিনে প্রিন্স স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ অবলনস্কি—যাকে বন্ধুরা সাধারণত স্তিভা বলে ডাকে—তার রীতিমাফিক সময় বেলা আটটা নাগাদ স্ত্রীর শোবার ঘরে নয়, পড়ার ঘরে মরোক্কো চামড়ায় মোড়া একখানা কৌচে ঘুম থেকে জাগলো। যেন লম্বা করে একটা ঘুম দেবার ইচ্ছেতেই নিজের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া মোটাসোটা শরীরটাকে গদিতে উলটে দিয়ে, বালিশটাকে কাছে টেনে এনে গালের সঙ্গে চেপে ধরলো সে। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ চমক খেয়ে সোফায় উঠে বসে, চোখ মেলে তাকালো।

'হ্যাঁ, তারপরে যেন কি হয়েছিলো?' স্বপ্নটার কথা মনে করার চেষ্টা করলো অবলনস্কি, 'ও হ্যাঁ! আলাবিন দার্মস্তাদে ডিনার দিচ্ছিলো। না, দার্মস্তাদ নয়—কোন একটা অ্যামেরিকান রেস্তোরাঁয়। হ্যাঁ, কিন্তু স্বপ্নে

দার্মস্তাদ আমেরিকাতেই ছিলো।···কাচের টেবিলে ডিনার দিচ্ছিলো আলাবিন—আর টেবিলগুলো 'ইল মিয়ো তেসোরো' গাইছিলো। না, ওটা নয়, ওর চাইতে কোন ভালো গান। আর ছোট ছোট কতকগুলো কাচের সুরাপাত্র ছিলো—যেগুলো আসলে মহিলা!' অবলনস্কির চোখ দুটো খুশিতে ঝলমল করে উঠলো, হাসি ফুটে উঠলো ঠোঁটের পাতায়। 'ভারি সুন্দর ছিলো স্বপ্নটা, খুব সুন্দর! আরও অনেক কিছুই ছিলো—কিন্তু এখন জেগে উঠেছি বলে, মুখেও বলতে পারছি না—মনেও আনতে পারছি না।' ভারি পর্দাগুলোর এক পাশ দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে, খুশি মনে চটির খোঁজে পা দুটো সোফা থেকে নামিয়ে আনলো অবলনস্কি···সোনালি মরোক্কোয় কাজ করা ওই চটিজোড়া গত জন্মদিনে ওর স্ত্রী ওকে উপহার দিয়েছিলো। তারপর গত ন বছরের অভ্যেস মতো ঢিলে বহির্বাসটা তুলে নেবার জন্যে, সোফা থেকে না উঠেই হাত বাড়ালো নির্দিষ্ট কোণের দিকে। এবং তখনই বিদ্যুৎচমকের মতো তার মনে পড়ে গেলো, কেন সে স্ত্রীর ঘরে না ঘুমিয়ে পড়ার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। অবলনস্কির মুখ থেকে হাসি উধাও হয়ে গেলো, ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো তার।

'নাঃ, ও আমাকে কোনদিনও ক্ষমা করবে না—ক্ষমা করতে পারে না! সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, পুরো দোষটাই আমার। দোষ আমার, অথচ আমাকে দোষী করা চলে না—এটাই সব চাইতে দুঃখের কথা!' গভীর হতাশায় বিবাদের চরম যন্ত্রণাদায়ক অংশটুকু মনে করতে থাকে অবলনস্কি। সেই প্রথম মুহূর্তটাই ছিলো সব চাইতে খারাপ। খুশি আর তৃপ্তিতে ভরা মন নিয়ে স্ত্রীর জন্যে একটা বিশাল নাসপাতি হাতে করে থিয়েটার থেকে ফিরে এসেছিলা সে। কিন্তু বৈঠকখানায় স্ত্রী ছিলো না। অবাক হয়ে সে দেখেছিলো, পড়ার ঘরেও ও নেই। অবশেষে শোবার ঘরে ওকে আবিষ্কার করেছিলো অবলনস্কি—ওর হাতে সেই সব কিছু প্রকাশ করে দেওয়া সর্বনেশে চিঠিটা। ডলিকে সে চিরদিনই ব্যস্তবাগীশ এবং খানিকটা বোকা বলে মনে করতো। কিন্তু সেই মুহূর্তে চিঠিটা হাতে নিয়ে স্থাণু হয়ে বসে ছিলো ডলি। 'এটা কি? এর অর্থ কি?'—আতঙ্ক, হতাশা এবং ক্রোধের এক মিশ্রিত অভিব্যক্তি নিয়ে অবলনস্কির কাছে জবাবদিহি চেয়েছিলো ও।···আশাতীত ভাবে কোন লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে ধরা পড়ে গেলে প্রায়শই মানুষের যেমনটি হয়, অবলনস্কির অবস্থা তখন ঠিক

তেমনি। স্ত্রীর কাছে দোষ ধরা পড়ার পরে সে কোন উপযুক্ত অভিব্যক্তিই প্রকাশ করতে পারেনি। বরং উলটে আক্রমণ করা, বা সমস্ত বিষয়টাকে অস্বীকার করা, কিংবা নিজের সাফাই গাওয়া অথবা ক্ষমা ভিক্ষা করা, এমন কি ঔদাসীন্যের ভান পর্যন্ত না দেখিয়ে—অর্থাৎ যা পরিস্থিতিটাকে একটু ভালোভাবে সামাল দিতে পারতো তার কোনটাই না করে, নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ('মস্তিষ্কের প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়ার বশে', শারীরবৃত্তের প্রতি আকর্ষণ-হেতু অবলনস্কি এখন মনে করে) সে তখন হঠাৎ নিজের স্বভাবসিদ্ধ, সদাশয় এবং খানিকটা বোকাটে ধরনের হাসিটি হেসে ফেলে।

ওই বোকাটে হাসিটার জন্যেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি অবলনস্কি। ওই হাসি দেখে ডলি যেন দৈহিক যন্ত্রণায় শিউরে উঠেছিলো—তারপর যথারীতি উঁচু গলায় তিক্ত বাক্যস্রোত উগরে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলো ঘর থেকে। সেই থেকে ও আর স্বামীর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি।

'এ সমস্ত কিছুর কারণ হচ্ছে, ওই বোকাটে হাসিটা,' ভাবলো অবলনস্কি। 'কিন্তু কি আর করার আছে? কি করতে পারি আমি?' হতাশ-ভরে নিজেকে প্রশ্ন করলো সে, কোন জবাব পেলো না।

নিজের কাছে অবলনস্কি নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ অকপট। নিজের আচরণের জন্যে সে অনুতপ্ত বলে নিজেকে ধোঁকা দিতে পারে না। সে চৌত্রিশ বছর বয়সের এক সুদর্শন সমর্থ পুরুষ। তার স্ত্রী—যে তার পাঁচটি জীবিত এবং তিনটি মৃত সন্তানের মা, যে তার চাইতে মাত্র এক বছরের ছোট—তাকে সে ভালোবাসে না বলে, আজ আর ক্ষমাপ্রার্থী হতে পারে না। শুধু ওই বিশেষ ঘটনাটা স্ত্রীর কাছ থেকে আরও ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে পারেনি বলেই, অবলনস্কি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। তবে ঘটনাটা জানতে পেরে ডলির ওপরে তার এতখানি প্রতিক্রিয়া ঘটবে বলে অনুমান করতে পারলে, সে হয়তো এ পাপকাজটা আরও ভালোভাবে লুকিয়ে রাখতে সফল হতো। আসলে অবলনস্কি কোনদিনই বিষয়টা তেমন পরিষ্কার ভাবে চিন্তা করে দেখেনি। শুধু অস্পষ্ট ভাবে তার মনে একটা ধারণা ছিলো যে, তার স্ত্রী বহুদিন ধরেই তার অবিশ্বস্ততার কথা সন্দেহ করে আসছে এবং জেনেশুনেও চোখ বন্ধ করে রেখেছে। ডলি মা হিসেবে আদর্শ—কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর সৌন্দর্য ম্লান হয়ে এসেছে, এখন ও আর তরুণীটি নেই··· এখন ও একটা আকর্ষণহীন সাধারণ নারীমাত্র। কাজেই অবলনস্কির মনে হয়েছিলো, এবারে ওর মনে খানিকটা প্রশ্রয়পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আসা উচিত। কিন্তু

বাস্তবে ঘটনাটা ঠিক তার বিপরীত বলেই প্রমাণিত হলো।

'ওহ্, কি সাংঘাতিক, কি সাংঘাতিক!' বারবার নিজের মনে বলছিলো অবলনস্কি, কিন্তু পরিত্রাণের কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিলো না। 'এ পর্যন্ত সমস্ত কিছু কি চমৎকার ভাবেই না চলছিলো! বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ডলি দিব্যি সুখে-শান্তিতেই ছিলো। আমি কোন ব্যাপারেই মাথা গলাইনি—ওর ইচ্ছেমতোই বাচ্চা আর ঘর-সংসার চালাতে দিয়েছি। তবে এ কথা সত্যি যে ওই মেয়েটাকে গৃহশিক্ষিকা হিসেবে বাড়িতে রাখা, আমাদের পক্ষে উচিত হয়নি। আদৌ উচিত হয়নি। গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারটা নিতান্তই গতানুগতিক, কেমন যেন অশ্লীল।···কিন্তু কি একখানা মেয়ে! (মাদমোয়াজেল রোনাল্ডের দুষ্টুমিভরা কালো চোখ আর হাসিটির কথা মনে পড়লো অবলনস্কির) তবে যদ্দিন ও আমাদের বাড়িতে থাকতো, তদ্দিন আমি এতটুকুও স্বাধীনতা নিইনি। আর সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটা এখন······মনে হচ্ছে, এ সবকিছুই আমাকে ঝামেলায় ফেলার জন্য হয়েছে! ওহ্, এখন আমি কি করবো?'

শয্যাত্যাগ করে ধূসর রঙের অঙ্গবাসটা গায়ে গলিয়ে নেয় অবলনস্কি। তারপর হালকা নীল-রঙা রেশমী কোমরবন্ধটা বেঁধে নিয়ে, বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় একবার এবং স্বভাবসিদ্ধ দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে, জানলার পর্দাটা তুলে ঘণ্টি বাজিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টির জবাবে তার পুরনো বন্ধু এবং ভ্যালেট—মাতভি—পোশাক-আশাক, জুতো এবং একখানা তারবার্তা নিয়ে ঘরে এসে হাজির হয়। মাতভির পেছন পেছন ক্ষৌরকারও এসে হাজির হয় দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে।

'কাছাড়িবাড়ি থেকে কোন কাগজপত্র এসেছে?' তারবার্তাটা হাতে নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে বসে অবলনস্কি।

'টেবিলে রয়েছে,' সহানুভূতিময় অনুসন্ধিৎসু চোখে মনিবের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয় মাতভি।

তারবার্তাটা পড়ে অবলনস্কির মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, 'মাতভি, আমার বোন আনা আর্কাদিয়েভনা কাল এখানে আসছে।'

'ভালোই হবে!' মাতভি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, প্রমাণ করতে চায়—মনিবের মতো সে-ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন···অবলনস্কির প্রিয় ভগ্নী আনা আর্কাদিয়েভনা হয়তো ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা মিটমাট করিয়ে দিতে পারবে। 'একা আসছেন, না স্বামীর সঙ্গে?' মাতভি জিজ্ঞেস করে।

ক্ষৌরকার অবলনস্কির ওপরের ঠোঁটখানা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অবলনস্কি কোন জবাব দিতে পারে না, তাই একটা আঙুল তুলে দেখায়। আয়নায় তার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে মাতভি, 'একাই আসছেন। আমি কি তাহলে ওপরের ঘরখানা তৈরি করে রাখবো ?'

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনাকে বলো, উনিই বলে দেবেন।'

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা ?' দ্বিধান্বিত মনে নামটা ফের উচ্চারণ করে মাতভি।

'হ্যাঁ। আর তারটাও ওঁর কাছে নিয়ে যাও, ছাখো উনি কি বলেন।'

প্রসাধন শেষ করে অবলনস্কি যখন পোশাক পরতে শুরু করবে, মাতভি তখন ফের তারবার্তাটা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। ক্ষৌরকার ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছিলো। মাতভি বললো, 'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা আমাকে বলতে বললেন যে, উনি চলে যাচ্ছেন। উনি বললেন, ওঁর যা খুশি, উনি তা-ই করুন।'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো অবলনস্কি, এক করুণ হাসিতে সুন্দর মুখখানা ভরে উঠলো ওর।

'তা হলে ? তোমার কি মনে হয়, মাতভি ?' মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলো সে।

'ও কিছু নয়, স্যার। সব কিছু নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাবে ?'

'ঠিক তাই।'

'তোমার কি তাই মনে হয় ?···কে ওখানে ?' দরজার বাইরে মেয়েলি পোশাকের শব্দ শুনে প্রশ্ন করলো অবলনস্কি।

'আমি স্যার,' মধুর রমণীকণ্ঠে জবাব এলো। পরক্ষণেই বাচ্চাদের তত্ত্বাবধায়িকা মাত্রিয়োনা ফিলিমোনোভনার কঠোর ব্রণ-লাঞ্ছিত মুখখানা দরজার সামনে এগিয়ে এলো।

'কি ব্যাপার, মাত্রিয়োনা ?' দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলো অবলনস্কি।

অবলনস্কি নিজেও স্বীকার করে, স্ত্রীর কাছে সে সম্পূর্ণ দোষী। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ির সকলে, এমন কি দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার প্রিয় বান্ধবী মাত্রিয়োনাও, তার পক্ষে রয়েছে।

'কি ব্যাপার ?' হতাশ সুরে ফের প্রশ্ন করে অবলনস্কি।

'আপনি নিচে গিয়ে স্বীকার করে নিন, আপনি অন্যায় করেছেন।

করুণাময় ঈশ্বর বাকি কাজটুকু করে দেবেন। দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা নিজেকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছেন, ওঁর দিকে তাকাতেও দুঃখ হয়!···বাড়িটার সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে। তাছাড়া, বাচ্চাগুলোকেও আপনার একটু করুণা করা উচিত।···আপনি ওঁকে বলুন, আপনি দোষ করে ফেলেছেন।'

'কিন্তু ও তো আমার সঙ্গে দেখাই করবে না···'

'তা হলেও, আপনার কর্তব্যটুকু তো করা হবে! ঈশ্বর করুণাময়·· তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন, স্যার, তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন।'

'বেশ।···তাহলে তুমি এখন যাও—আমি পোশাক-টোশাক পরে নিচ্ছি।' আচমকা অবলনস্কির মুখখানা লাল হয়ে ওঠে।

খোলা দেরাজ-আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ডলি জিনিসপত্রগুলো বেছে বেছে বের করে নিচ্ছিলো। স্বামীর পায়ের শব্দ শুনে চকিতে দরজার দিকে ফিরে তাকালো ও, বৃথাই চেষ্টা করলো মুখে নিদারুণ ঘৃণার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে। গত তিনদিনে কয়েক ডজন বারের মতো এখনও ও মায়ের কাছে চলে যাবে বলে নিজের এবং বাচ্চাদের পোশাকগুলো বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলো। কিন্তু ও জানে, ওর পক্ষে তা অসম্ভব। অসম্ভব তার কারণ—ওই মানুষটাকে স্বামী বলে মেনে নেবার, তাকে ভালোবাসবার অভ্যেসটা থেকে ও কিছুতেই পরিত্রাণ পাবে না। তবু নিজেকে ধোঁকা দিয়ে এতক্ষণ ধরে ও জিনিসপত্র গোছগাছ করেছে, এমন ভান করেছে যেন ও সত্যিই চলে যাবে।···এখন স্বামীকে দেখে, কিছু খোঁজার ভঙ্গিমায় ফের দেরাজে হাত গুঁজে দেয় ডলি।

'ডলি!' ভীরু কণ্ঠস্বর অবলনস্কির। নিজের করুণ অবস্থা ফুটিয়ে তোলার বাসনায় মাথাটা কাঁধের কাছে নামিয়ে আনে সে।

মানুষটার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সতেজ শরীরটার দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ডলি। নিজের ঠোঁট দুটিকে চেপে রাখে ও, পাংশুল মুখের ডানদিকে একটা পেশী স্নায়বিক দুর্বলতায় কেঁপে কেঁপে ওঠে বারবার।

'কি চাও তুমি?' ডলির কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং অস্বাভাবিক।

'ডলি!' কাঁপা কাঁপা গলায় অবলনস্কি ফের ওর নাম ধরে ডাকে। 'আনা কালকে আসছে।'

'তাতে আমার কি? আমি তাকে অভ্যর্থনা করতে পারবো না।'

'কিন্তু তোমাকে তা করতেই হবে ডলি, তুমি কি তা বোঝো না?···'

'চলে যাও, চলে যাও এখান থেকে!' অবলনস্কির দিকে না তাকিয়েই

চিৎকার করে ওঠে ও—যেন দৈহিক আঘাতের দরুন চিৎকারটা ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসে ওর অন্তস্তল থেকে।

স্ত্রীর বিষয়ে চিন্তা করার সময় অবলনস্কি দিব্যি শান্ত সংযত হয়ে থাকতে পারে···মাতভির ভাষায় 'সব কিছু নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে' আশা করে নিরুদ্বেগে পত্রিকা পড়তে বা কফি খেতেও পারে। কিন্তু ডলির ওই যন্ত্রণাক্লিষ্ট শীর্ণ মুখ আর কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠা তীব্র হতাশায় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, গলার কাছে কেমন যেন একটা দলা পাকিয়ে ওঠে, অশ্রুর অন্তরঙ্গতায় চিকচিক করে ওঠে চোখ দুটো।

'হে ঈশ্বর, এ কি করেছি আমি! ডলি! ঈশ্বরের দোহাই, তুমি শোনো···' অবলনস্কি কথা শেষ করতে পারে না, কান্নার আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়।

সজোরে দেরাজটা বন্ধ করে স্বামীর দিকে ঘুরে তাকায় ডলি।

'ডলি, তোমাকে আর কি বলবো?···শুধু একটাই কথা—ক্ষমা করো, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।···ভেবে ত্যাখো নটা বছরের কথা···নটা বছর একত্রে মিলে কি এক মুহূর্তের একটা মোহের ক্ষতিপূরণ করতে পারে না?'

'চলে যাও, তুমি বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে!' আরও তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে ওঠে ডলি, প্রচণ্ড আক্ষেপে ওর ডান গালের মাংসপেশীটা কাঁপতে শুরু করে আবার।

'ডলি!' অবলনস্কি ফুঁপিয়ে ওঠে, 'ঈশ্বরের দোহাই, তুমি বাচ্চাগুলোর কথা একটু চিন্তা করো···ওরা তো কিছুই করেনি! সমস্ত দোষ আমার··· আমাকে তুমি শাস্তি দাও! আমাকে তুমি যা বলবে, আমি তা-ই করবো! শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা করো।'

'স্তিভা, তুমি যখন বাচ্চাগুলোর সঙ্গে খেলা করতে চাও, শুধু তখনই ওদের কথা চিন্তা করো। কিন্তু আমি সব সময়েই ওদের কথা ভাবি। আমি জানি, ওদের সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

ডলি তাকে 'স্তিভা' বলে ডেকেছে···কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে, ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিতে যায় অবলনস্কি। কিন্তু নিদারুণ বিরক্তিতে ডলি ওকে এড়িয়ে যায়।

'আমি বাচ্চাগুলোর কথা চিন্তা করি। ওদের বাঁচাবার জন্যে আমি দুনিয়ার যে কোন কাজ করবো। কিন্তু সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না, কি করে ওদের বাঁচাবো—ওদের বাবার কাছ থেকে ওদের দূরে সরিয়ে নিয়ে

যাবো, নাকি একটা অসচ্চরিত্র বাপের কাছে ওদের রেখে দিয়ে যাবো। হ্যাঁ, অসচ্চরিত্র !···বলো, যা ঘটে গেলো তারপরেও কি আমাদের পক্ষে একত্রে বাস করা সম্ভব ? বলো, সম্ভব কি না ?'

'কিন্তু···কিন্তু আমি কি করতে পারি ?'

'তুমি একটা বিরক্তিকর জঘন্য মানুষ !' ডলি আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'তোমার চোখের জলগুলো স্রেফ সাদা জল ! তুমি কোনদিনও আমাকে ভালোবাসোনি। তোমার হৃদয় বা মান-সম্মান বলতে কিচ্ছু নেই। তুমি আমার কাছে একটা অজানা-অচেনা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও !'

ডলির মুখে ফুটে ওঠা ঘৃণা আর বিদ্বেষের ছবি দেখে অবলনস্কি আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে পাশের ঘরে, সম্ভবত পড়ে গিয়ে, একটা বাচ্চা কাঁদতে শুরু করে। কান্না শুনেই আচমকা ডলির মুখখানা নরম হয়ে ওঠে, যেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে ও। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে।

'অন্তত আমার বাচ্চাটাকে ও ভালোবাসে,' বাচ্চাটার কান্নায় ডলির মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে ভাবলো অবলনস্কি। 'বাচ্চাটা আমার—কাজেই আমাকে ও ঘৃণা করবে কি করে ?'

'ডলি, আর একটা কথা—'

'তুমি আমার পেছন পেছন এলে, আমি চাকরবাকরদের ডাকবো··· বাচ্চাগুলোকে ডাকবো ! ওরা সবাই জানুক, তুমি কি জঘন্য প্রবৃত্তির মানুষ। আমি আজই চলে যাচ্ছি · তুমি তোমার রক্ষিতাটিকে নিয়ে এখানেই বাস করতে পারো !'

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সশব্দে দরজাটা টেনে দেয় ডলি। অবলনস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা মুছে নেয়। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। 'মাতভি বললো, সব কিছু নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কি করে ? আমি তো তেমন কোন সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি নে ! আর কি বিশ্রী চিৎকার·· ঝি-চাকরগুলো নিশ্চয়ই সব কিছু শুনতে পেয়েছে !' এক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ দুটো মুছে নেয় অবলনস্কি। তারপর কাঁধ দুটো সোজা করে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে।

· ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে বিশ বছরের যুবক, অভিনেতা, মন্ত্রী, ব্যবসায়ী, সহকারী প্রধান সেনাপতি—প্রায় সমস্ত পরিচিতজনের সঙ্গেই অবলনস্কির

অন্তরঙ্গতা। ফলে সমাজের ছুই বিপরীত মেরুর মানুষের সঙ্গেই তার নিবিড় পরিচিতি এবং এ কথা জানলে তারা খুবই অবাক হতো যে, অবলনস্কির মাধ্যমে তাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই কিছু না কিছু মানসিক সাদৃশ্য রয়েছে। যার সঙ্গে সে এক গ্লাস শ্যাম্পেন পান করেছে, তার সঙ্গেই অবলনস্কির আন্তরিকতা ঘটেছে এবং প্রত্যেকের সঙ্গেই সে এক গ্লাস শ্যাম্পেন গ্রহণ করেছে। কিন্তু দৈবাৎ অধীনস্থ কর্মচারীদের উপস্থিতিতে তার সঙ্গে যদি এমন কোন বন্ধুবান্ধবদের দেখা হয়ে যায়, যাদের সে ঠাট্টার ছলে 'অসম্ভ্রান্ত' বলে থাকে, তাহলে তার সহজাত কৌশল অধীনস্থদের মনে জমে ওঠা সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ধারণাটাকেও যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে পারে।···লেভিন তেমন অসম্ভ্রান্ত বন্ধু নয়। কিন্তু সহজাত বুদ্ধিবশেই অবলনস্কি অনুভব করলো, লেভিন ভাবছে যে অধীনস্থদের উপস্থিতিতে সে হয়তো তার সঙ্গে তেমন আন্তরিকতা দেখানো পছন্দ করবে না। তাই লেভিনকে নিয়ে সে দ্রুত নিজের ব্যক্তিগত অফিসঘরে ঢুকে পড়লো।

লেভিন অবলনস্কির প্রায় সমবয়সী এবং তাদের অন্তরঙ্গতা শুধুমাত্র শ্যাম্পেনপানের মধ্যেই সীমায়িত নয়। ওরা ছেলেবেলাকার বন্ধু এবং চরিত্র ও রুচির প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ওরা পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে—অল্প বয়সের বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যেটা প্রায়শই ঘটে থাকে। তবে আলোচনা প্রসঙ্গে ওরা একজন অন্যজনের জীবিকাকে ভাল বলে মেনে নিলেও, মনে মনে কিন্তু বিরুদ্ধ মনোভাবই পোষণ করে—ভিন্ন পেশার মানুষদের ক্ষেত্রে যেটা খুবই স্বাভাবিক। দুজনেই বিশ্বাস করে, একমাত্র তার জীবনধারাই আসল এবং তার বন্ধু যেভাবে জীবন কাটাচ্ছে, সেটা শুধু মোহ বা বিভ্রান্তি মাত্র। তাই লেভিনকে দেখে অবলনস্কি তার সামান্য বিদ্রূপাত্মক হাসিটা চেপে রাখতে পারলো না। কতবার এই মানুষটাকে সে গ্রাম থেকে মস্কোতে ছুটে আসতে দেখেছে! গ্রামে সে কিছু একটা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা কি কাজ—তা অবলনস্কি কিছুতেই ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারে না বা বোঝার জন্যে কোন আগ্রহও অনুভব করে না। আবার লেভিনও মনে মনে অবলনস্কির শহরজীবন এবং অফিসের কাজকর্মকে ঘৃণার চোখে দেখে—এগুলো তার কাছে নেহাতই তুচ্ছ কাজ, উপহাসের বস্তু।···

'আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই তোমাকে আশা করছি।' নিজের অফিস-ঘরে ঢুকে লেভিনের হাতটা ছেড়ে দেয় অবলনস্কি—যেন বোঝাতে চায় বিপদ কেটে গেছে। 'তোমাকে দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি! তারপর বলো, কি

করছো? কেমন আছো? কবে এসে পৌঁছুলে?'

অবলনস্কির দুই সহকর্মীর অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে লেভিন নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। অবলনস্কি অবিলম্বে তা লক্ষ্য করে মৃদু হাসলো, 'ওহো, এসো তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।...এঁরা হচ্ছেন আমার সহকর্মী—ফিলিপ ইভানিচ নিকিতিন আর মিহাইল স্তানিসলাভিচ গ্রিনেভিচ।' তারপর লেভিনের দিকে ফিরে তাকালো সে, 'ইনি আমার বন্ধু কনস্তানতিন দিমিত্রিচ লেভিন—গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সক্রিয় সদস্য, ক্রিয়াবিদ, এক হাতে একশো আশি পাউণ্ড ওজন তুলতে পারেন, গবাদি পশু পালন করেন এবং ইনি সার্জেই ইভানিচ কোজনিশেভের ভাই।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বয়স্ক ভদ্রলোক বললেন।

'আপনার দাদা সার্জেই ইভানিচের সঙ্গে আমার পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছে,' গ্রিনেভিচ তার লম্বা নখওয়ালা ছিপছিপে হাতখানা লেভিনের দিকে এগিয়ে দিলো।

ভ্রূ কুঁচকে, আবেগবর্জিত ঔদাসীন্যে করমর্দনের পালা চুকিয়েই লেভিন অবলনস্কির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। গোটা রাশিয়ার নামজাদা লেখক, সৎভাই কোজনিশেভের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কনস্তানতিন লেভিনের বদলে বিখ্যাত মানুষ কোজনিশেভের ভাই হিসেবে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারটা সে আদৌ বরদাস্ত করতে পারে না।

'না, আমি আর গ্রাম পঞ্চায়েতে নেই।' অবলনস্কিকে লেভিন জানালো, 'ওদের সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে, আজকাল আর সভা-সমিতিতেও যাই না।'

'এর মধ্যেই হয়ে গেলো?' মৃদু হাসলো অবলনস্কি, 'কিন্তু কি করে? কেনই বা হলো?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস—অন্য এক সময়ে বলবো।' কিন্তু লেভিন তক্ষুনি বলতে শুরু করে, 'ছোট্ট করে বলতে গেলে আমি এ কথাটাই বুঝতে পারলাম যে, গ্রাম পঞ্চায়েতকে দিয়ে কোনদিনই কিছু হয়নি আর হবেও না। ...ওটা একটা খেলা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু খেলাধুলোয় আনন্দ পাবার মতো অত অল্প বয়েস আমার আর নেই কিংবা তত বুড়োও আমি হইনি।' লেভিন এমন ভঙ্গিতে কথা বলতে থাকে, যেন এইমাত্র কেউ তাকে অপমান করেছে। 'আসলে ওটা হচ্ছে, স্থানীয় গোষ্ঠীর পক্ষে পয়সা বানাবার একটা পথ। ঘুষ নয়..কিন্তু রোজগার না করা মাইনে!'

'তাহলে দেখছি তোমার ফের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হলো···এবারে তুমি তাহলে একজন রক্ষণশীল!' অবলনস্কি বললো, 'ঠিক আছে, পরে আমরা এই নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করবো।'

'হ্যাঁ, পরে।' বিরূপ মনোভাব নিয়ে গ্রিনিভিচের হাতের দিকে তাকালো লেভিন, 'কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, আমার যে ধারণা ছিলো তুমি আর কোনদিনও ইউরোপিয়োদের পোশাক পরবে না?' লেভিনের নতুন স্যুটটা লক্ষ্য করে অবলনস্কি বললো। স্যুটটা স্পষ্টই এক ফরাসী দর্জির হাতের কাজ। 'তা হলে সত্যি সত্যিই তুমি একটা নতুন অধ্যায় শুরু করে দিয়েছো!'

আচমকা লাল হয়ে ওঠে লেভিন। ওর পরিবর্তনটা এতই প্রকট যে অবলনস্কি বন্ধুর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

'কিন্তু কোথায় আমাদের দেখা হবে?' লেভিন প্রশ্ন করে। 'তোমার সঙ্গে আমাকে একটু কথাবার্তা বলতেই হবে।'

অবলনস্কি যেন সামান্য চিন্তা করে নেয়, 'ধরো, আমরা যদি 'গুরিন'-এ লাঞ্চ করতে গিয়ে কথাবার্তা সেরে নিই?'

'না,' এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে লেভিন জবাব দেয়। 'তার আগে আমাকে অন্য একটা জায়গায় যেতে হবে।'

'বেশ, তাহলে একসঙ্গে ডিনার করা যাক।'

'ডিনার?···আমার কিন্তু তেমন কিছু বলার নেই—সামান্য দু-চারটে কথা···মানে, তোমাকে জিজ্ঞেস করবো···আর কি। তারপরে না হয় আমরা আড্ডা মারতে পারি।'

'বেশ। তাহলে তোমার দু-চারটে কথা তুমি এখুনি বলে নাও—ডিনারে আমরা আড্ডা মারবো।'

'ব্যাপারটা হচ্ছে · ইয়ে, মানে· তেমন জরুরী কিছু নয়,' লজ্জা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় আচমকা লেভিনের অভিব্যক্তি প্রায় বিদ্বেষপরায়ণ বলে মনে হয়। 'আচ্ছা, শ্চেরবাৎস্কিদের কি খবর? একই রকম?'

অবলনস্কি বেশ কিছুদিন ধরেই জানে, লেভিন তার শালী কিটি শ্চেরবাৎস্কিকে ভালোবাসে।···এতক্ষণে অবলনস্কির হাসিটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, চোখ দুটো ঝলমল করে ওঠে খুশির দীপ্তিতে। 'তুমি বললে, দু-চারটে কথা—কিন্তু আমি তো ভাই দু-চার কথায় এর জবাব দিতে পারবো না! কারণ···'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে···আমরা পরেই ও বিষয়ে কথাবার্তা বলবো,' ফের লেভিনের কান অব্দি লাল হয়ে ওঠে।

'বেশ, বুঝলাম!···ছাখো, তোমাকে আমার বাড়িতেই আসতে বলা উচিত ছিলো। কিন্তু আমার স্ত্রী তেমন ভালো নেই। তবে তুমি যদি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে চাও, তো চিড়িয়াখানায় যেতে পারো। চারটে থেকে পাঁচটা অব্দি ওঁরা নিশ্চয়ই সেখানে থাকবেন। কিটি ওখানে স্কেট করে। তুমি ওখানে যাও—আমি ওখানে গিয়েই তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তারপর দুজনে মিলে কোথাও ডিনারে যাওয়া যাবে।'

'খুব ভালো কথা। তাহলে চলি, ফের দেখা হবে।'

'কথাটা মনে রেখো কিন্তু!' হাসতে হাসতে অবলনস্কি পেছন থেকে ডেকে বলে, 'আমি তো তোমাকে জানি—তুমি হয়তো সব কিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ গাঁয়ের দিকে ছুট লাগাবে!'

'না, ভুলবো না!'

ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লেভিন। দোরগোড়ার কাছে এসে তার মনে পড়ে, অবলনস্কির সহকর্মীদের কাছ থেকে তার বিদায় নেওয়া হয়নি।

'ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা,' লেভিন চলে যাবার পর মন্তব্য করে গ্রিনিভিচ।

'হ্যাঁ,' অবলনস্কি মাথা নাড়ে, 'রীতিমতো ভাগ্যবান পুরুষ! কারাজিনস্কি জেলায় ছ হাজার একর জমি···সব কিছুই নাগালের মধ্যে···আর যেমন শক্তি, তেমনি উৎসাহ! আমাদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন আছেন, আদৌ সে রকম নয়।'

'কিন্তু আপনার কি দুঃখ করার মতো তেমন কিছু আছে?'

'হ্যাঁ,' একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবলনস্কি, 'আমার দিনকাল তেমন সুবিধের যাচ্ছে না!'

অবলনস্কি যখন লেভিনকে প্রশ্ন করেছিলো কি কারণে সে মস্কোতে এসেছে, তখন লেভিন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলো এবং ওই লাল হয়ে ওঠার জন্যে নিজের ওপরে রাগও হয়েছিলো তার। কারণ সে বলতে পারেনি, 'আমি তোমার শালীকে বিয়ের প্রস্তাব জানাতে এসেছি,' যদিও একমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তার আসা।

মস্কোর দুই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবার লেভিন এবং শ্চেরবাৎস্কিদের মধ্যে

চিরদিনই প্রীতি ও অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক। লেভিনের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার দিনগুলোতে এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ডলি ও কিটির ভাই কনিষ্ঠ প্রিন্স শ্চেরবাৎস্কির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলো লেভিন। তখন সে প্রায়ই শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতে যেতো এবং ওদের পুরো পরিবারটাকেই সে ভালোবেসে ফেলেছিলো। নিজের মাকে লেভিন মনে করতে পারতো না, একমাত্র বোনটিও ছিলো বয়সে তার চাইতে বড়। তাই শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতেই সে প্রথম একটা রুচিবান বনেদী পরিবারের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলো—নিজের বাবা মা'র মৃত্যুর ফলে যে আস্বাদ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিলো এতদিন। ওই পরিবারের সমস্ত সদস্য —বিশেষ করে মেয়েদের—তার মনে হতো, যেন রহস্যময় কোন কাব্যিক অবগুণ্ঠনে ঢাকা। ওদের কোন ত্রুটিই সে দেখতে পেতো না—বরং কল্পনা করতো, ওই কাব্যিক অবগুণ্ঠনের আড়ালে রয়েছে রাশি রাশি কোমল অনুভূতি আর সম্ভাব্য সমস্ত পরিপূর্ণতা।…ও বাড়ির ওই তিনটি তরুণীকে কেন একদিন ফরাসী এবং পরের দিন ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে হয়; কেন একটা সুনির্দিষ্ট সময়ে ওদের একের পরে এক পিয়ানোতে রেওয়াজ করতে হয় (যার আওয়াজ ওপরের তলায় ওদের ভাইয়ের ঘরে, যেখানে ওরা পড়া-শুনো করে, সর্বদা গিয়ে পৌঁছোয়); কেন ওই ফরাসী সাহিত্য, সংগীত, চিত্রাঙ্কন আর নাচের শিক্ষকরা ও বাড়িতে যান; কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে মাদমোয়াজেল লিনঁর সঙ্গে ওই মেয়ে তিনটিকে চার চাকার ব্যারুশ গাড়িতে চাপিয়ে তিভারস্কোয়ে বুলেভাতে নিয়ে যাওয়া হয়; কেন সেখানে একজন চাপরাশীর সঙ্গে তাদের পায়চারি করে বেড়াতে হয়—এই সমস্ত এবং আরও অনেক কিছু, যা তাদের রহস্যময় দুনিয়ায় হয়ে থাকে, তার কোন কিছুই লেভিন বুঝতে পারতো না। কিন্তু সে জানতো, ওখানকার সমস্ত কিছুই নিখুঁত এবং ওখানকার রহস্যময়তার সঙ্গেই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো সে।

ছাত্রজীবনে লেভিনও বাড়ির বড় মেয়ে ডলিকে প্রায় ভালোবেসে ফেলেছিলো, কিন্তু শীগগিরই অবলনস্কির সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় মেয়েটিকে সে ভালোবাসতে শুরু করে। লেভিন যেন বুঝতে পেরেছিলো, ওদের যে কোন একটি বোনের সঙ্গেই তাকে প্রেমে পড়তে হবে। তবে কোন্‌টির সঙ্গে, শুধুমাত্র সেই ব্যাপারেই সে নিশ্চিত ছিলো না। কিন্তু বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই নাতালি কূটনীতিবিদ্‌ লেভভকে বিয়ে করে ফেলে। লেভিন যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরোয়, কিটি তখনও নেহাত

ছেলেমানুষ। ওদিকে কনিষ্ঠ শ্চেরবাৎস্কি নৌবাহিনীতে যোগ দিয়ে বাল্টিকে ডুবে মারা যায়। কাজেই অবলনস্কির সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও, লেভিনের সঙ্গে শ্চেরবাৎস্কিদের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ কমে আসে। অবশেষে একটা বছর গ্রামে কাটিয়ে শীতের শুরুতে লেভিন যখন মস্কোতে ফিরে এসে আবার শ্চেরবাৎস্কিদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, তখনই সে বুঝতে পারে, তিনটি বোনের মধ্যে সত্যি সত্যি কাকে ভালোবাসা তার ভাগ্যে লেখা আছে।

যে কেউই মনে করবে, লেভিনের মতো একটা সুপরিবারের মানুষ, যাকে দরিদ্র না বলে বরং ধনীই বলা যায়, যার বয়েস বত্রিশ বছর—তার পক্ষে প্রিন্সেস শ্চেরবাৎস্কির কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলার চাইতে সহজ কাজ আর কিছু হতে পারে না। খুব সম্ভব বিনা দ্বিধাতেই তাকে উপযুক্ত পাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু প্রেমে পড়ার দরুন লেভিনের কাছে কিটি সমস্ত বিষয়ে একেবারে নিখুঁত, সমস্ত পার্থিব বিচারের ঊর্ধ্বে—আর সে নিজে নেহাতই এক সাধারণ মানুষ, কিটির উপযুক্ত পাত্র হিসেবে গণ্য হবার মতো কোন যোগ্যতাই তার নেই। তাই স্বপ্নের মতো তুটো মাস মস্কোতে কাটিয়ে, প্রায় প্রতি দিনই কিটির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে, আচমকা সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে—এ বিয়ে অসম্ভব এবং আবার সে গ্রামে ফিরে যায়। লেভিনের এ হেন সিদ্ধান্তের কারণ, সে কিটির পরিজনবর্গের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বুঝেছিলো, কিটির পাত্র হিসেবে সে ঠিক উপযুক্ত নয় এবং কিটি নিজেও কোনদিন তাকে ভালোবাসতে পারবে না। তার সমবয়সী বন্ধুবান্ধবরা সকলেই ইতিমধ্যে কর্নেল, সামরিক কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত সচিব, অধ্যাপক, ব্যাঙ্ক এবং রেল কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক অথবা অবলনস্কির মতো নির্দিষ্ট কারণে গঠিত বিচার-সভার সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু সে (অন্যদের চোখে তার স্থান কোথায়, তা সে ভালো মতোই জানে) নিজে সামান্য একটা গ্রাম্য জমিদার মাত্র—স্রেফ পশুপালন, পাখিশিকার আর খামার বাড়ি তৈরি করে সময় কাটায়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে—সে এমন একটা মানুষ, যার আসলে কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাবৎ তুনিয়ার চিন্তাধারা অনুযায়ী যে সমস্ত মানুষ অন্য কোন কিছুর পক্ষেই উপযুক্ত নয়, তারা যা করে —লেভিনও ঠিক তাই-ই করে।···রহস্যময়ী, মনোমোহিনী কিটি এমন একটা অতি সাধারণ মানুষকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারে না। তা ছাড়া কিটির প্রতি তার আগেকার মনোভাব—অর্থাৎ ছেলেমানুষের প্রতি একটা বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের মনোভাব, যা তার দাদার সঙ্গে সখ্যতার সূত্রে গড়ে উঠেছিলো—

লেভিনের কাছে প্রেমের পথে একটা অতিরিক্ত বাধা বলে মনে হয়েছিলো। লেভিনের মনে হয়েছিলো, তার মতো একটা সাদাসিধে সদাশয় মানুষকে বন্ধু হিসেবে পছন্দ করা যেতে পারে। কিন্তু কিটির জন্যে সে যেমনটি অনুভব করে, তেমন ভালোবাসা পেতে হলে একটা মানুষকে অবশ্যই সুদর্শন, এবং সব চাইতে বড় কথা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে হবে। সে শুনেছে, মেয়েরা কোন কোন ক্ষেত্রে সরল, সাধারণ, সাদাসিধে পুরুষমানুষকেও পছন্দ করে থাকে···কিন্তু বিশ্বাস করেনি। কারণ নিজেকে নিজে বিচার করে সে অনুভব করেছে—সুন্দরী, রহস্যময়ী, অসাধারণ মেয়ে ছাড়া সে কাউকে ভালোবাসতে পারতো না।

কিন্তু দু মাস নিঃসঙ্গ অবস্থায় গ্রামে কাটিয়ে লেভিন সুনিশ্চিত হয়েছে, এটা তার যৌবনের প্রেম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতাগুলোর মতো নয়। এ প্রেম তাকে মুহূর্তের জন্যেও শান্তি দিচ্ছে না। কিটি তার স্ত্রী হতে রাজী হবে কি না, এ প্রশ্নটার স্থায়ী সমাধান না করে সে বাঁচতে পারবে না। তার এতদিনকার হতাশার সৃষ্টি শুধুমাত্র একটা অলীক কল্পনা থেকে—এমন কোন প্রমাণই ছিলো না যে সে প্রত্যাখ্যাত হবে। তাই এবারে ওর কাছে বিয়ের প্রস্তাব তোলা এবং ও যদি রাজী হয় তাহলে ওকে বিয়ে করা সম্পর্কে দৃঢ় মনোভাব নিয়েই লেভিন মস্কোতে ফিরে এসেছে। আর যদি···যদি সে প্রত্যাখ্যাত হয়, তাহলে কি হবে—তা লেভিন এখনও ঠিক ভেবে উঠতে পারেনি।

বিকেল চারটের সময় চিড়িয়াখানার সামনে একটা ভাড়াটে স্লেজ থেকে নেমে, লেভিন দুরু দুরু বুকে মোড় ঘুরে বরফের পাহাড় এবং স্কেটিং-অঙ্গনের দিকে এগুতে লাগলো। কিটিকে ওখানে খুঁজে পাওয়া সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিলো, কারণ প্রবেশ পথের সামনেই শ্চেরবাৎস্কিদের গাড়িটা দেখতে পেয়েছিলো সে।···

ঝলমলে তুষার-ঝরা-দিন। বাগানের প্রাচীন বার্চগুলোর শাখায় শাখায় বরফ জমে থাকায় মনে হচ্ছে, ওদের যেন নতুন করে ধর্মানুষ্ঠানের পবিত্র পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।···স্কেটিং-অঙ্গনের দিকে এগুতে এগুতে লেভিন নিজেকে বলছিলো, 'কিছুতেই উত্তেজিত হবে না। অবশ্যই শান্ত সংযত হয়ে থাকবে। তোমার ব্যাপারটা কি? কি এমন হয়েছে? শান্ত হয়ে থাকো, বোকারাম!' কিন্তু যতই সে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা

করছিলো, ক্রমশ ততই বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো। একজন পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে লেভিনকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানালো —কিন্তু লোকটা যে কে, লেভিন তা লক্ষ্য পর্যন্ত করলো না।···আরও কয়েক পা এগিয়েই স্কেটিং-অঙ্গনটা দেখতে পেলো সে এবং অসংখ্য মানুষের মধ্য থেকে তৎক্ষণাৎ কিটিকে চিনে নিলো···অঙ্গনের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলো কিটি। ওর পোশাক-আশাক বা ভাব-ভঙ্গিমার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, লেভিনের পক্ষে ওই ভিড়ের ভেতর থেকে কিটিকে চিনে নেওয়া খুবই সহজ হয়েছিলো— যেমন সহজ কাঁটাগাছের জঙ্গলের মধ্যে একটা গোলাপ ফুলকে দেখতে পাওয়া। কিটি সমস্ত কিছুকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে। ও সেই হাসি, যা ওর চারপাশে আলো ছড়িয়ে রাখে। 'আমি কি সত্যি সত্যি বরফের ওপরে পা ফেলে ওর কাছ অব্দি যেতে পারি?' ভাবলো লেভিন। কিটি যেখানটাতে দাঁড়িয়ে ছিলো সেই জায়গাটাকে তার মনে হচ্ছিলো অনতিগম্য এক পবিত্র-ভূমি এবং তার মন সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমে এতই ভরে উঠেছিলো যে একবার সে প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলো। সচেষ্ট প্রয়াসে নিজেকে তার যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হলো যে, এত লোক যখন ওর কাছ দিয়ে যাতায়াত করছে, তখন সে-ও শুধুমাত্র স্কেট করার জন্যে ওখানে যেতে পারে বৈকি।···অবশেষে লেভিন ফের এগিয়ে চললো···বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নিজের চোখ দুটোকে সরিয়ে রাখলো কিটির দিক থেকে—কিটি যেন সূর্য। কিন্তু সূর্যের দিকে না তাকিয়েও যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি কিটিকেও সে দেখছিলো সর্বক্ষণ।

খাটো জ্যাকেট আর আঁটসাঁট পাতলুন পরা কিটির খুড়তুতো ভাই, নিকোলাই শ্চেরবাৎস্কি, পায়ে স্কেট বাঁধা অবস্থাতেই একটা বেঞ্চিতে বসে ছিলো। লেভিনকে দেখে সে ডেকে বললো, 'এই যে রাশিয়ার পয়লা নম্বর স্কেটবিদ! তুমি এখানে অনেক দিন ধরেই আছো নাকি হে?···বরফটা একেবারে প্রথম শ্রেণীর—তোমার স্কেট জোড়া পরে নাও!'

'আমার সঙ্গে স্কেট নেই,' কিটির উপস্থিতিতে এমন সহজ ও সপ্রতিভ জবাব দিয়ে লেভিন নিজেই চমৎকৃত হয়ে ওঠে।

কিটি সামান্য দূর থেকে তাকে চিনতে পেরে মৃদু হাসে—মৃদুল ভঙ্গিতে খানিকটা এগিয়ে এসে, ছোট্ট একটা ঝাঁপ দিয়ে সোজা শ্চেরবাৎস্কির সামনে এসে হাজির হয় ও। তারপর শ্চেরবাৎস্কির হাতটা আঁকড়ে নিজেকে সামলে নিয়ে, ঘাড় দুলিয়ে হাসে লেভিনের দিকে তাকিয়ে।

'অনেক দিন হলো এসেছো ?' লেভিনের দিকে নিজের হাতখানা এগিয়ে দেয় ও।

'আমি ? না, বেশি দিন নয়। গত কাল এসেছি··· মানে, আজ—' উত্তেজনায় কিটির প্রশ্নটা সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারে না লেভিন। 'তোমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছি।' কথাটা বলেই যথার্থ উদ্দেশ্যটার কথা মনে করে লাল হয়ে ওঠে সে। 'তুমি এতো ভালো স্কেট করতে পারো, আমি জানতাম না কিন্তু।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে লেভিনকে লক্ষ্য করে কিটি, যেন লেভিনের এ হেন বিহ্বলতার কারণ খুঁজে পেতে চায়।

'তোমার প্রশংসা পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।' কালো দস্তানা-পরা ছোট্ট হাত দুটি থেকে বরফের কুঁচি ঝেড়ে ফেলে কিটি, 'এখানে সবাই আজও বলে, তোমার মতো স্কেটার হয় না।'

'হ্যাঁ, এক সময় আমি প্রাণ ঢেলে স্কেট করতাম—এ ব্যাপারটাতে নিখুঁত হতে চাইতাম।'

'তুমি তো মনে হয়, সব কিছুই প্রাণ ঢেলে করো,' কিটির মুখে মৃদু হাসির ছোঁয়া। 'তোমার স্কেটিং দেখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। স্কেট পরে নাও, তারপরে একসঙ্গে স্কেটিং করি—চলো।'

'একসঙ্গে স্কেটিং করবো! তা-ও কি সম্ভব?' ওর দিকে তাকিয়ে চিন্তা করে লেভিন। 'দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি স্কেট নিয়ে আসছি,' বলে স্কেট ভাড়া নিতে চলে যায় সে।

'অনেক দিন হয়ে গেলো আমরা আপনাকে এখানে দেখিনি, স্যার—' পরিচারক লেভিনের পায়ে স্কেট পরিয়ে দিতে দিতে বলে। 'এখানকার কেউই আপনাকে ছুঁতে পারবে না।···ঠিক আছো তো স্যার?' ফিঁতেটা আঁট করে, জানতে চায় লোকটা।

'ঠিক আছে, চমৎকার হয়েছে!' লেভিন যেন খুশির হাসি আর চেপে রাখতে পারে না। 'হ্যাঁ, এই হচ্ছে জীবন—আর এরই নাম সুখ,' চিন্তা করে সে। 'একসঙ্গে···ও বলেছে, একসঙ্গে স্কেটিং করি চলো! এবারে কি ওকে কথাটা বলবো? না, সেজন্তেই আমার কথা বলতে ভয় লাগছে—কারণ এখন আমি সুখী, সুখী আমার আশা নিয়ে।···কিন্তু তারপর?···না, আমি বলবো, বলবো, বলবো! দূর হয়ে যাক এই দুর্বলতা!'

ওভার কোটটা খুলে রেখে, এলোমেলো বরফের ওপর দিয়ে বিনা

আয়াসে মসৃণ অঞ্চলে গিয়ে হাজির হয় লেভিন। প্রথমে নিজেকে খানিকটা অপ্রতিভ বলে মনে হয় তার, কিন্তু কিটির হাসি ফের তাকে আশ্বস্ত করে তোলে। কিটি নিজের হাতখানা তার হাতে তুলে দেয়, পাশাপাশি এগিয়ে চলে দুজনে, জোরে…আরও জোরে—এবং গতি যতোই বেড়ে ওঠে, কিটি ততোই জোরে আঁকড়ে ধরে লেভিনের হাতখানা।

'তুমি সঙ্গে থাকলে, আমি শিগগিরই শিখে নিতে পারবো।' কিটি বলে, 'যে কোন কারণেই হোক, তোমার ওপরে আমার আস্থা আছে।'

'আর তুমি যখন আমার ওপরে নির্ভর করে থাকো, তখন আমিও নিজের ওপরে আস্থা খুঁজে পাই।' কথাটা বলেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে লেভিন। আর সত্যিই, লেভিন কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিটির মুখ থেকে সমস্ত অন্তরঙ্গতা হারিয়ে যায়—যেন সূর্য চলে যায় মেঘের আড়ালে। ওর অভিব্যক্তির পরিচিত পরিবর্তনটা চিনতে পারে লেভিন…কিটির মসৃণ ভুরুতে মৃদু কুঞ্চন। রেখা…কিছু চিন্তা করছে ও।

'তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে? অবিশ্যি আমার জিজ্ঞেস করার কোন অধিকার নেই…'

'অসুবিধে কেন থাকবে?…না, কোন অসুবিধে নেই,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় কিটি। 'তুমি কিন্তু মাদমোয়াজেল লিনঁর সঙ্গে দেখা করোনি—করেছো?'

'এখনও করিনি।'

'যাও, তাহলে ওঁর সঙ্গে কথা বলে এসো। উনি তোমাকে ভীষণ ভালোবাসেন।'

'এ কি হলো? আমি ওকে বিচলিত করে ফেলেছি। ঈশ্বর, তুমি আমাকে সাহায্য করো!' ভাবতে ভাবতে দ্রুত স্কেট করে একটা বেঞ্চিতে বসে থাকা বৃদ্ধা ফরাসী মহিলার কাছে গিয়ে হাজির হয় লেভিন।

'দেখেছো তো, আমরা কেমন বুড়ো হয়ে যাচ্ছি…বয়েস বাড়ছে', লেভিনকে দেখে বৃদ্ধা বাঁধানো দাঁত বের করে হাসলেন। কিটির দিকে দেখালেন উনি, 'ওই ছোট্ট ভালুকটাও এখন বড়ো হয়ে গেছে! তুমি কবে ওকে ওই নামে ডাকতে, মনে আছে?'

কথাটা লেভিনের একটুও মনে নেই। কিন্তু বৃদ্ধা গত দশ বছর ধরে কথাটা মনে রেখে আনন্দ পেয়ে এসেছেন, আজও পাচ্ছেন।

'এবারে তুমি তাহলে যাও, স্কেট করো গে,' মাদমোয়াজেল লিনঁ

বললেন। 'আমাদের কিটি তো আজকাল ভালোই স্কেট করে তাই না?'

লেভিন যখন কিটির কাছে ফিরে এলো, তখন ওর মুখে আর সেই কঠোরতা নেই। চোখদুটি আবার প্রীতিময় হয়ে উঠেছে। বৃদ্ধ গৃহ-শিক্ষিকাকে নিয়ে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে, লেভিনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চাইলো ও।

'শীতের দিনে গ্রামে থাকতে তোমার নিশ্চয়ই খুব একঘেঁয়ে লাগে—তাই না?'

'একটুও না, আমি ভীষণ ব্যস্ত থাকি।'

'এখানে কি বেশ কিছুদিন থাকবে?'

'জানি না।'

'জানো না কি রকম?'

'সব কিছুই তোমার ওপরে নির্ভর করছে।'

কিটি কথাটা শোনেনি কিংবা শুনতে চায়নি। জুতোর ডগা দিয়ে বরফে কয়েকটা ঠোক্কর মেরে, হঠাৎ ও দ্রুত স্কেট করে মাদমোয়াজেল লিনঁর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর তাঁকে কিছু বলে, যে কুঠরীটাতে মেয়েরা স্কেট খুলে রাখে, সেটার দিকে চলে যায়।

'হে ঈশ্বর, এ আমি কি করলাম! করুণাময়, তুমি আমাকে সাহায্য করো…আমাকে পথ দেখাও—' মনে মনে প্রার্থনা জানালো লেভিন। সেই সঙ্গে অনুভব করলো, এই মুহূর্তে তার প্রচণ্ডভাবে কিছু শারীরিক কসরৎ করা প্রয়োজন। তাই পূর্ণগতি স্কেট করতে শুরু করলো সে।

কুঠরী থেকে বেরিয়ে এসে কিটি দেখলো, লেভিন পাগলের মতো স্কেট করে চলেছে। 'কি ভীষণ ভালো ওই মানুষটা!' স্নেহের হাসিতে সারা মুখ ভরে উঠলো ওর, যেন লেভিন ওর প্রিয় ভাইটি। 'এটা কি আমার অন্যায় হয়েছে?…লোকে বলবে, আমি প্রেমের অভিনয় করে বেড়াই।…আমি জানি ও সেই মানুষ নয়, যাকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু ওর কাছে থাকতে আমার ভালো লাগে · আর ও এতো ভালো!…কেন যে ও ওই কথাটা বললো…' ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে ওঠে কিটি।

কিটির মা সিঁড়ি অব্দি নেমে এসেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ও চলে যাচ্ছে দেখে, লেভিন কসরৎ করা ছেড়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে একটু চিন্তা করে নেয়। তারপর দ্রুত স্কেট খুলে, প্রবেশপথের মুখে এসে ওদের ধরে ফেলে।

'তোমাকে দেখে খুশি হলাম,' প্রিন্সেস শ্চেরবাৎস্কি বললেন। 'বেস্পতি-

বার আমরা যথারীতি বাড়িতেই আছি।'

'তাহলে, আজ?'

'আমরা খুশি হবো,' শুকনো গলায় জবাব দিলেন প্রিন্সেস।

মায়ের ব্যবহারে কিটি দুঃখিত হলো এবং সেটাকে শুধরে দেবার বাসনাকে ও কিছুতেই দমিয়ে রাখতে পারলো না। মুখ ঘুরিয়ে মৃদু হাসলো ও, 'আবার দেখা হবে।'

ঠিক এই সময়ে ঝলমলে মুখ নিয়ে বিজয়ী বীরের মতো অবলনস্কি বাগানে এসে ঢুকলো। ডলির স্বাস্থ্য সম্পর্কে শাশুড়ীর প্রশ্নের জবাবে নরম গলায় দুঃখিত স্বরে দু-চারটে কথাবার্তা বলে, লেভিনের হাতে হাত রাখলো সে।

'তাহলে, তুমি তৈরি তো? আমরা তাহলে যাবো?' অবলনস্কি বললো, 'এই পুরো সময়টা আমি তোমার সম্পর্কেই ভাবছিলাম···তুমি এসেছো বলে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লেভিনের দিকে তাকালো সে।

'হ্যাঁ, চলো', জবাব দিলো সুখী লেভিন—সে তখনও কিটির কণ্ঠস্বরে শুনতে পাচ্ছে 'আবার দেখা হবে'···তার চোখে ভাসছে কিটির তখনকার মুখের হাসি।

'কোথায় যাবে—দ্য ইংলণ্ডে, না হার্মিটেজে?'

'আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই।'

'বেশ, তাহলে দ্য ইংলণ্ডেই যাওয়া যাক।' হার্মিটেজের চাইতে ওখানে অবলনস্কির ঋণ বেশি। কিন্তু ওই কারণেই ওটাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয় বলে মনে করে সে।

লেভিন তার গ্লাসটা খালি করে ফেললো। খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো দুজনে। তারপর অবলনস্কি লেভিনকে বললো, 'আর শুধু একটা জিনিস তোমাকে আমার বলা উচিত। তুমি ভ্রনস্কিকে চেনো?'

'না, কিন্তু তার কথা আমার জানা উচিত কেন?'

'জানা উচিত, তার কারণ সে তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী।'

'কে এই ভ্রনস্কি?' লেভিনের মুখ থেকে ছেলেমানুষী ভাবটা—যেটা অবলনস্কির ভালো লাগে—হঠাৎ হারিয়ে যায় এবং ভীষণ ক্রুদ্ধ আর বিসদৃশ বলে মনে হয় ওকে।

'কোন এক কাউন্ট কিরিল ইভানোভিচ ভ্রনস্কির পুত্র, পিটার্সবুর্গের গিলটি করা যুব সম্প্রদায়ের একটি চমৎকার নমুনা। অফিসের কাজে আমি যখন

তিভারে গিয়েছিলাম, তখনই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়—ও সেখানে রংরুটের লেভিন জন্যে গিয়েছিলো। লোকটা ভয়ঙ্কর রকমের ধনী, সুদর্শন, সম্রাটের একজন ব্যক্তিগত কর্মচারী, তাছাড়া প্রভাবশালী যোগাযোগও আছে যথেষ্ট। কিন্তু এখানে তাকে যতোটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়, লোকটা রুচিসম্পন্ন এবং ভীষণ বুদ্ধিমান। ও এমন একটা মানুষ, যে নিজের নাম রাখবেই।'

লেভিন মুখ বিকৃত করে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাবার অল্প কিছুদিন পরেই, ভ্রনস্কি এখানে এসে উদয় হয়। আমি যতোদূর জানি, সে কিটির প্রেমে একেবারে ডুবে রয়েছে। আর তুমি তো জানোই, ওর মা···'

'মাফ করো, আমি কিছুই জানি না,' ভ্রূ কুঁচকে লেভিন বিষণ্ণ স্বরে বলে।

'রোসো, রোসো,' হাসতে হাসতে লেভিনের হাত ধরে অবলনস্কি। 'আমি যা জানি, তোমাকে তা-ই বলেছি এবং আমি আবার বলছি—এই সূক্ষ্ম কোমল বিষয়ে যতোটা বিচার করা যায় তাতে আমার বিশ্বাস, সম্ভাবনাটা তোমার পক্ষেই রয়েছে।'

লেভিন কুর্সিতে ঠেস দিয়ে বসে। তার মুখটা ফ্যাকাশে।

'তবে আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দেবো,' লেভিনের গ্লাসটা ভর্তি করতে থাকে অবলনস্কি, 'ব্যাপারটা যতো শিগগিরি সম্ভব ঠিকঠাক করে ফেলো।'

'না, ধন্যবাদ, আমি আর খাবো না'—নিজের গ্লাসটা একধারে সরিয়ে রাখে লেভিন। 'হ্যাঁ, তুমি যেন কি বলছিলে?'

'আর স্রেফ একটি কথা: ব্যাপারটা যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা হেস্তনেস্ত করে নাও। তবে আমি আজকে রাত্তিরের কথা বলছি না—কাল সকালের দিকে একবার যাও, ধ্রুপদী ভঙ্গিমায় একটা প্রস্তাব রাখো··· তারপর ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!'

'তুমি তো প্রায়ই শিকার-টিকারের জন্যে আমার ওখানে আসার কথা বলো। তা এই বসন্তেই এসো না কেন?' অবলনস্কির সঙ্গে এই আলোচনাটা শুরু করার জন্যে এখন মনে মনে অনুতাপ হয় লেভিনের।

অবলনস্কি হাসে। লেভিনের মনে এখন কি হচ্ছে, তা বুঝতে পারে সে। 'এসে পড়বো একদিন।···ত্যাখো ভায়া, মেয়েরা হচ্ছে পিভট—যার ওপরে দুনিয়াটা ঘুরছে। আমার অবস্থাটা ত্যাখো···আমিও ঝামেলায় জড়িয়ে আছি, আর তার কারণও ওই মেয়েছেলে।'

যুদ্ধে নামার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে একটা তরুণ সৈনিকের মানসিক অবস্থা যেমনটি হয়ে থাকে, ডিনার এবং অভ্যাগতদের এসে পৌঁছবার অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে কিটিরও ঠিক তেমনি মনে হচ্ছিলো। হৃৎস্পন্দন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে উঠেছিলো ওর, কোন বিষয়েই নিজের চিন্তাধারাকে স্থির রাখতে পারছিলো না। আজকের এই সন্ধ্যায় দুটি পুরুষমানুষ এই প্রথম এক জায়গায় মিলিত হবে এবং কিটি অনুভব করছিলো, এই সন্ধ্যাটা ওর জীবনের এক সন্ধিক্ষণ হয়ে উঠবে। শৈশবের স্মৃতি এবং পরলোকগত ভাইয়ের সঙ্গে লেভিনের সখ্যতা কিটির সঙ্গে লেভিনের সম্পর্কের ওপরে এক অদ্ভুত কাব্যিক সুষমা ছড়িয়ে রেখেছে। অথচ ভ্রনস্কির সঙ্গে নিজের ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করলেই কিটির সামনে এক চোখ ধাঁধানো সুখের ছবি ভেসে ওঠে আর লেভিনের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে মনে হয় কুয়াশায় ঘেরা অস্পষ্ট অন্ধকার।

সাড়ে সাতটার সময় কিটি বৈঠকখানায় আসতেই চাপরাশী ঘোষণা করলো: 'কনস্তানতিন দিমিত্রিচ লেভিন!' প্রিন্সেস এখনও নিজের ঘরে রয়েছেন, প্রিন্সও ওপরতলা থেকে নেমে আসেননি। 'তবে তাই হোক,' ভাবলো কিটি—ওর দেহের সব রক্ত ছুটে গেলো হৃৎপিণ্ডের দিকে। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের পাণ্ডুরতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো ও।

কিটি এবারে নিশ্চিতভাবে অনুভব করলো, ওকে একা পেয়ে প্রস্তাব জানাবার জন্যেই লেভিন এতো তাড়াতাড়ি এখানে এসে হাজির হয়েছে। এবং এখনই এই প্রথম সমস্ত ব্যাপারটা এক সম্পূর্ণ আলাদা ও নতুন আলোতে কিটির সামনে জেগে উঠলো। কিটি অনুভব করলো, কার সঙ্গে ও সুখী হবে, কোন পুরুষটিকে ও ভালোবাসে—এ প্রশ্নের সঙ্গে শুধুমাত্র ও একাই জড়িত নয়। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একজনকে ওর নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে হবে। কেন? কারণ, মানুষটা ওকে ভালোবাসে। কিন্তু কিছুই করার নেই! যা হবার, তাই হবে।

'হে ঈশ্বর, কথাটা কি আমার নিজেকেই বলতে হবে?' কিটি ভাবলো। 'এখন ওকে কি বলবো আমি? সত্যি কি ওকে বলতেই হবে যে, আমি ওকে ভালোবাসি না? কিন্তু তাহলে তো সত্যি কথা বলা হবে না! তবে কি বলবো? বলবো যে আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি? না, তা অসম্ভব! তার চাইতে আমি বরং চলে যাই, পালিয়ে যাই এখান থেকে।'

দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই, পায়ের শব্দ শুনতে পায় কিটি। 'না, এটা সম্মানজনক হবে না! ভয় পাবার কি আছে? আমি তো কোন

অন্যায় করিনি! যা হবার হোক, আমি সত্যি কথাই বলবো।...ওই যে, এসে গেছে'—লেভিনের শক্ত-সমর্থ আত্মবিশ্বাসহীন শরীরটাকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে, নিজেকে বললো কিটি। লেভিনের ঝকঝকে চোখ দুটো ওর দিকে স্থির হয়ে আছে। সরাসরি মানুষটার চোখের দিকে তাকালো কিটি, যেন মিনতি জানালো ওকে অব্যাহতি দেবার জন্যে, তারপর নিজের হাতটা এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'আমি বোধহয় ঠিক সময়ে আসিনি, বড্ডো তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি,' শূন্য বৈঠকখানা ঘরে চোখ বুলিয়ে লেভিন বললো।

'না, না,' একটা টেবিলের কাছে গিয়ে বসলো কিটি।

'তবে আমি কিন্তু ঠিক এইটেই চেয়েছিলাম, মানে তোমাকে একা পেতে চেয়েছিলাম।' সাহস হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় না বসে, কিটির দিকে না তাকিয়ে, বলতে শুরু করলো লেভিন।

'মা কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেমে আসবেন। গতকাল উনি খুব ক্লান্ত ছিলেন ...' ঠোঁট দুটো কি বলছে না বুঝেই বলতে থাকে কিটি।

লেভিন এক ঝলক তাকায় ওর দিকে। কিটি লাল হয়ে ওঠে, কথা বন্ধ হয়ে যায় ওর।

'আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমি এখানে বেশিদিন থাকবো কিনা জানি না...বলেছিলাম, সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে...'

মাথাটা ক্রমাগত নিচের দিকে নামিয়ে আনে কিটি। বুঝতে পারে না, যে কথাটা আসছে তার জবাব ও কি করে দেবে।

'সেটা তোমার ওপরেই নির্ভর করছে,' পুনরাবৃত্তি করে লেভিন। 'তার মানে · তার মানে...আমি এ কথাটাই বলতে এসেছিলাম যে... ...তুমি আমার স্ত্রী হও!'

কিটি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে, লেভিনের দিকে তাকায় না। পরম-আনন্দে ওর মন ভরে উঠেছে। বুকটা যেন সুখের আতিশয্যে ফেটে যেতে চাইছে। কথাটা ওর মনে যে এতোখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, তা ও কোনদিন ভাবতেও পারেনি।...কিন্তু এর স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মুহূর্ত। ভ্রনস্কির কথা মনে পড়ে ওর। স্বচ্ছ, আন্তরিক চোখদুটি তুলে লেভিনের দিকে তাকায় কিটি। তারপর লেভিনের মরিয়া হয়ে ওঠা মুখখানা দেখে দ্রুত বলে ওঠে, 'না, তা হয় না...আমাকে ক্ষমা করো।'

এক মুহূর্ত আগে মানুষটার কতো কাছাকাছি ছিলো ও, আর এখন

কতো দূরে চলে গেছে!···

'এটাই হবার কথা ছিলো,' ওর দিকে না তাকিয়ে বললো লেভিন। তারপর মাথা নিচু করে, চলে যাবার জন্তে ঘুরে দাঁড়ালো।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই প্রিন্সেস ঘরে এসে ঢুকলেন। ওদের তুজনকে একসঙ্গে দেখে এবং ওদের মুখের অবস্থা দেখে, প্রিন্সেস আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লেভিন মাথা নুইয়ে ওঁকে অভিবাদন জানালো, কিছু বললো না। কিটিও চোখ নিচু করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলো। দেখে-শুনে খুশি হয়ে উঠলেন প্রিন্সেস, 'ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, কিটি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে।' পরক্ষণেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আমন্ত্রিত অতিথিদের অভ্যর্থনা জানানোর স্বয়ংসিদ্ধ হাসিটি ওঁর মুখে ফুটে উঠলো। কুর্সিতে বসে লেভিনের গ্রাম-জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করলেন উনি। লেভিনও কখন অন্যান্য অভ্যাগতরা এসে পেঁাছবেন, যাতে সে সকলের অলক্ষিতে চলে যেতে পারবে—সেই আশায় ধৈর্য ধরে বসে রইলো।

পাঁচ মিনিট পরে কিটির বান্ধবী কাউণ্টেস নর্দস্তনের পৌছনোর কথা ঘোষিত হলো। গত শীতেই ওঁর বিয়ে হয়েছে। উনি চান, কিটি ভ্রনস্কিকে বিয়ে করে সুখী হোক। লেভিনকে ওঁর বরাবরের অপছন্দ এবং লেভিনকে নিয়ে মজা করাটা ওঁর একটা প্রিয় আমোদের বিষয়। লেভিনও ওঁকে সহ্য করতে পারে না এবং যে সমস্ত কারণের জন্য মহিলা গর্ব অনুভব করেন—যথা, উঁচু তারে বাঁধা মেজাজ, মাটির কাছাকাছি সমস্ত জিনিসের প্রতি অবজ্ঞা—সেগুলোই তার কাছে ঘৃণার বস্তু।

অবিলম্বে কাউণ্টেস নর্দস্তন লেভিনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'এই যে কনস্তানতিন দিমিত্রিচ! আবার আমাদের কলুষিত ব্যাবিলনেই ফিরে এলেন!' ভদ্রমহিলার মনে আছে, শীতের শুরুতে লেভিন মস্কো আর ব্যাবিলনকে সমগোত্রীয় বলে মত প্রকাশ করেছিলো। 'তা ব্যাবিলন কি শুদ্ধ হয়েছে, না আপনিই কলুষিত হয়ে উঠেছেন?'

'আপনি যে আমার কথাগুলো এতো ভালো ভাবে মনে রেখেছেন, সে জন্তে আমি ভীষণ গর্ব অনুভব করছি, কাউণ্টেস।' মুহূর্তের মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বরে শ্লেষের তীক্ষ্ণতা খুঁজে পেলো লেভিন, 'স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কথাগুলো আপনার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।'

'রেখেছে বৈকি! আপনি যা বলেন, আমি তা সবই টুকে রাখি কিনা!

তা কিটি, তুই কি আবার স্কেটিং করতে গিয়েছিলি নাকি?'

কাউণ্টেস কিটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। এই মুহূর্তেই এখান থেকে চলে যাওয়াটা ভালো দেখায় না। কিন্তু কিটি বারবার লেভিনের দিকে তাকাচ্ছে, অথচ তার চোখদুটোকে এড়িয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বাকি সন্ধ্যাটা বসে বসে কিটিকে লক্ষ্য করার চাইতে, চলে যাওয়া অনেক ভালো।...

কিন্তু লেভিন আসন ছেড়ে উঠতে যেতেই প্রিন্সেস তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'তুমি কি বেশ কিছুদিন মস্কোতে থাকবে? অবিশ্যি তুমি তো আবার তোমার ওই গ্রাম-পঞ্চায়েত নিয়ে ব্যস্ত, বেশিদিন দূরে থাকতে পারো না।'

'না প্রিন্সেস, এখন আমি আর গ্রাম-পঞ্চায়েতে নেই।' লেভিন বললো, 'তবে এবারে সামান্য কিছুদিনের জন্যেই এসেছি।'...

'লোকটার আজ কি হয়েছে?' লেভিনের গম্ভীর-কঠোর মুখখানা লক্ষ্য করে কাউণ্টেস নর্দস্তন ভাবছিলেন, 'আজ ও আর তেমন করে বক্তৃতা ছড়াচ্ছে না কেন? কিন্তু আমি ওকে খোলস থেকে টেনে বের করবোই। কিটির সামনে ওকে বোকা বানাতে আমার ভীষণ মজা লাগে—তা-ই করবো!'

'কনস্তানতিন দিমিত্রিচ,' কাউণ্টেস শুরু করলেন, 'দয়া করে আমাকে একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে দিন · এসব ব্যাপারে আপনি তো সমস্ত কিছুই জানেন! দেখুন, আমাদের কালুগা গ্রামের বাড়িতে চাষাভূষোগুলো আর তাদের বউঝিউরিরা মদের পেছনে যথাসর্বস্ব খরচ করে ফেলেছে—এখন আমাদের কিছুই দিচ্ছে না। এটা কি রকম হলো? আপনি তো সব সময়েই চাষীদের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ!'

ঠিক এই সময় আর একটি মহিলা ঘরে এসে ঢুকলেন। লেভিন উঠে দাঁড়ালো, 'মাফ করবেন, কাউণ্টেস। এ সম্পর্কে আমি সত্যিই কিছু জানি না, তাই আপনাকেও কিছু বোঝাতে পারছি না।'

মহিলার পেছন পেছন একটি অফিসারকে ঢুকতে দেখে হঠাৎ লেভিনের মনে হলো, এই সেই ভ্রনস্কি। নিজের সিদ্ধান্ত যাচাই করে নেবার জন্যে কিটির দিকে তাকালো সে। এবং কিটির আলোকিত চোখদুটিকে দেখেই বুঝতে পারলো, ওই মানুষটিকেই কিটি ভালোবাসে। কিন্তু কি ধরনের মানুষ এই ভ্রনস্কি? ভাল হোক বা মন্দ হোক, লেভিন এখন এখান থেকে কিছুতেই যেতে পারে না। কিটি যাকে ভালবাসে সে কি ধরনের মানুষ, তা

লেভিনকে জানতেই হবে।

কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা সফল প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেখা হলে, মানুষটার গুণের দিকে চোখ বন্ধ করে রাখে—শুধু দোষই দেখতে পায়। অন্যেরা আবার আবিষ্কার করতে চায়, কোন্ গুণের বলে ভাগ্যবান মানুষটা সফলতা অর্জন করে নিলো। লেভিন এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ। ভ্রনস্কির মধ্যে কি কি আকর্ষণীয় বস্তু আছে, তা বুঝে নিতে তার এতোটুকুও অসুবিধে হলো না। ভ্রনস্কির গায়ের রঙ ঘন, উচ্চতা মাঝারি, শক্ত সমর্থ চেহারা, সুদর্শন মুখে অসাধারণ এক প্রশান্ত ও দৃঢ় অভিব্যক্তি। মাথার ছোট করে ছাঁটা কালো চুল এবং মসৃণভাবে কামানো চিবুক থেকে শুরু করে, মানুষটার পরনের ঢিলেঢালা নতুন উর্দি অব্দি সব কিছুই সাদাসিধে অথচ সুরুচিপূর্ণ।

ঘরের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে, লেভিনের দিকে একটিবারও না তাকিয়ে, ভ্রনস্কি আসন গ্রহণ করলো। লেভিন কিন্তু ততোক্ষণে একবারও ভ্রনস্কির দিক থেকে চোখ সরায়নি।

'এসো, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই', লেভিনকে দেখিয়ে প্রিন্সেস বললেন, 'এ হচ্ছে, কনস্তানতিন দিমিত্রিচ লেভিন। আর এর নাম, কাউন্ট অ্যালেক্সি কিরিলোভিচ ভ্রনস্কি।'

উঠে দাঁড়িয়ে, অমায়িক দৃষ্টিতে লেভিনের চোখের দিকে তাকিয়ে, ভ্রনস্কি করমর্দন করলো।

'আমার বিশ্বাস, এই শীতের গোড়ার দিকে আপনার সঙ্গে আমার ডিনার করার কথা ছিলো,' ভ্রনস্কি অকপটে হাসলো। 'কিন্তু আপনি হঠাৎ একেবারে আশাতীতভাবে গ্রামে চলে গিয়েছিলেন।'

'কনস্তানতিন দিমিত্রিচ কিন্তু শহর আর শহুরে মানুষদের ঘৃণার চোখে দেখেন,' কাউন্টেস নর্দস্তন ফোঁড়ন কাটলেন।

'আমার কথাগুলো আপনি এতো ভালোভাবে মনে রেখেছেন!... কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনার মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে,' লেভিন বললো। এবং তারপরেই, একটু আগে সে এই একই মন্তব্য প্রকাশ করেছে মনে পড়ায়, লাল হয়ে উঠলো।

'আপনি কি পুরো সময়টা গ্রামেই থাকেন?' ভ্রনস্কি জিজ্ঞেস করলো, 'শীতের সময়টা ওখানে নিশ্চয়ই খুব একঘেয়ে লাগে?'

'না, কাজ থাকলে লাগে না। তাছাড়া নিজের সাহচর্যে নিজেকে কখনই একঘেয়ে বলে মনে হয় না,' লেভিনের কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে ওঠে।

'গ্রাম আমার ভালো লাগে,' লেভিনের স্বর লক্ষ্য করেও তা এড়িয়ে যায় ভ্রনস্কি।

'কিন্তু কাউন্ট,' কাউন্টেস নর্দস্তন বললেন, 'আমি আশা করি, আপনি নিশ্চয়ই সর্বদা গ্রামে থাকার পক্ষে সায় দেবেন না।'

'জানি না, বহুদিন সে চেষ্টা করিনি। একবার আমার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।' ভ্রনস্কি বলতে থাকে, 'সেবারে শীতের সময়টা আমি মাকে নিয়ে নিস্-এ কাটাচ্ছিলাম। গ্রামের জন্যে···রাশিয়ার গ্রামের জন্যে সেবারের মতো আমার কোনদিনও ততো মন খারাপ হয়নি। নিস্ এমনিতেই বেশ একঘেয়ে। আর সত্যি কথা বলতে কি, নেপলস আর সোরেণ্টোও অল্পস্বল্প কয়েকটা দিন থাকার পক্ষে ভালো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেখানে থেকে রাশিয়ার জন্যে মন কাঁদে···বিশেষ করে রাশিয়ার শহরতলির জন্যে। ওরা যেন ··'

একবার কিটি, আর একবার লেভিনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যা মাথায় আসে—তাই বলতে থাকে ভ্রনস্কি। তারপর একসময় কাউণ্টেস নর্দস্তন কিছু বলতে চাইছেন লক্ষ্য করে, নিজের কথা থামিয়ে মনোযোগ সহকারে ওঁর কথা শুনতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত কাউণ্টেসের সঙ্গে আসছে সপ্তাহের বল-নাচ সম্পর্কে তার আলোচনা চলতে থাকে।···'আশা করি, তুমি ওখানে থাকবে?' কিটিকে জিজ্ঞেস করে ভ্রনস্কি।

লেভিন সকলের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।···সেদিন সন্ধ্যার শেষ স্মৃতিটুকু যা সে সঙ্গে করে নিয়ে আসে তা হচ্ছে, বলনাচ সম্পর্কে ভ্রনস্কির প্রশ্নের জবাবে কিটির হাসিভরা সুখী মুখখানা।

কোন দিনই ভ্রনস্কির সত্যিকারের পারিবারিক জীবন বলতে কিছু ছিলো না। তার মা নিজের যৌবন বয়সে শৌখিন সমাজের এক চোখ ধাঁধানো মক্ষিরাণী ছিলেন। স্বামীর জীবৎকালে এবং তিনি মারা যাবার পরেও, উনি অনেকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়িয়েছেন—যা সকলেই জানতো। বাবার কথা ভ্রনস্কির প্রায় মনেই পড়ে না।

কর্পস অফ পেইজেস থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করার পরে, একজন তরুণ অফিসার হিসেবে ভ্রনস্কি অবিলম্বে পিটার্সবুর্গের সম্পদশালী সৈনিক সমাজের বৃত্তে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পিটার্সবুর্গের স্থূল-বিলাসী জীবনের পরে মস্কোতে এসে সে এই প্রথম নিজের সমপর্যায়ের এমন একটি সরল নিষ্পাপ মিষ্টি

মেয়ের সন্ধান পেয়েছে, যে তার কথা চিন্তা করে। এ কথাটা কোন সময়েই তার মাথায় ঢোকেনি যে, কিটির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কোন না কোনভাবে কিটির পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। বলনাচের সময় ভ্রনস্কি প্রধানত ওর সঙ্গেই নাচে, প্রায়ই ওদের বাড়িতে যায় এবং কথা বলে। যদিও সে কোনদিন ওকে এমন কোন কথা বলেনি যা সকলের সামনে বলা যায় না, কিন্তু ভ্রনস্কি অনুভব করেছে, মেয়েটি একটু একটু করে ক্রমশ তার ওপরে নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এবং এটা সে যতোই বেশি করে বুঝতে পেরেছে, ততোই ব্যাপারটা তার আরও বেশি করে ভালো লেগেছে··· কিটির প্রতি তার অনুভূতি আরও কোমল হয়ে উঠেছে।·· ওই সন্ধ্যায় ভ্রনস্কি যদি কিটির বাবা-মা'র কথাবার্তাগুলো শুনতে পেতো, যদি নিজেকে সে ওদের পরিবারের একজন বলে মনে করতে পারতো এবং জানতো যে, সে কিটিকে বিয়ে না করলে কিটি অসুখী হবে—তাহলে ভ্রনস্কি সত্যিই খুব অবাক হয়ে যেতো এবং কথাটা বিশ্বাস করতো না। সে বিশ্বাস করতো না—যা তাকে এবং সর্বোপরি কিটিকেও এতোখানি সুখ আর আনন্দ দেয়, তা কখনো অন্যায় হতে পারে। ওকে বিয়ে করা সম্পর্কে তার যে কিছুটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে, তা সে আরও কম করে বিশ্বাস করতো।

বিয়ের ব্যাপারটা ভ্রনস্কির কাছে কোনদিনই একটা সম্ভাবনা হয়ে হাজির হয়নি। পারিবারিক-জীবনকে সে যে শুধুমাত্র অপছন্দ করে, তাই নয়—সে যে অবিবাহিত দুনিয়ার বাসিন্দা, তার চলতি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী—সংসার, বিশেষ করে একজন স্বামীকে সে নিজস্বতাবিহীন, বেমানান এবং সব চাইতে বিশ্রী কথা—একটা উপহাসাস্পদ বস্তু বলে মনে করে। তবু সেদিন রাতে শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ভ্রনস্কির মনে হচ্ছিলো, তার এবং কিটির মধ্যে যে গোপন আত্মিক বন্ধন রয়েছে, এই সন্ধ্যায় সেটা এতোই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, এ বিষয়ে অবশ্যই একটা কিছু করা উচিত। কিন্তু কি করা যায় বা সে কি করবে, তা ভ্রনস্কি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলো না।

পিটার্সবুর্গ থেকে রওনা হয়ে আসা মায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে পর দিন বেলা এগারোটার সময় ভ্রনস্কি গাড়ি হাঁকিয়ে রেল স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো। এবং সেখানে বিশাল সিঁড়িগুলোর সারিতে প্রথম যে ব্যক্তিটিকে সে দেখতে পেলো, সে অবলনস্কি—ওই একই ট্রেনে তার বোন আসবে বলে সে

আশা করছে।

'এই যে, মশাই!' অবলনস্কি উঁচু গলায় ডাকলো। 'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'আমার মা।' অবলনস্কির সঙ্গে দেখা হলে সবাই যেমন হাসে, ভ্রনস্কিও তেমনি ভাবে হেসে ওর সঙ্গে করমর্দন করলো। তারপর একসঙ্গে উঠতে লাগলো সিঁড়ি বেয়ে। 'উনি পিটার্সবুর্গ থেকে আসছেন।'

'আর আমি গতকাল রাত দুটো অব্দি আপনাকে খোঁজাখুঁজি করেছি।···শ্চেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে কোথায় গিয়েছিলেন, মশাই?'

'বাড়ি। সত্যি কথা বলতে কি, শ্চেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন মনটা এতো ভালো লাগছিলো যে অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে হলো না।'

'ঘোড়ার লক্ষণে বুঝি, উচ্চকুলে জন্ম—
যুবকের চক্ষে বুঝি, প্রেম বিনা নেই অন্ত!'

ভ্রনস্কি ঠিক ততোটুকুই হাসলো, যতোটুকু হাসলে কথাটা অস্বীকার করা হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই প্রসঙ্গটা পালটে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'আমি? আমি এক সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'সত্যি নাকি!'

'আমার বোন, আনা।'

'ওহো, কারেনিনের স্ত্রী?'

'আপনি ওকে চেনেন বুঝি?'

'মনে হচ্ছে···তবে না-ও হতে পারে···ঠিক মনে করতে পারছি না—' অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয় ভ্রনস্কি।

'কিন্তু আমার সুবিখ্যাত ভগ্নীপতি অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচকে আপনি নিশ্চয়ই চেনেন···দুনিয়ার সবাই তাঁকে চেনে।'

'হ্যাঁ, ওঁর খ্যাতি আর চোখের দেখায় চিনি। শুনেছি, উনি খুব চতুর, শিক্ষিত এবং খানিকটা ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে কি জানেন, উনি···উনি ঠিক আমার পর্যায়ের মানুষ নন,' ইংরেজী ভাষায় কথাটা শেষ করলো ভ্রনস্কি।

'হ্যাঁ, উনি খুবই বৈশিষ্ট্যবান পুরুষ—একটু রক্ষণশীলতার দিক ঘেঁষা, তবে লোক ভালো।···ভালো কথা, গতকাল আমার বন্ধু লেভিনের সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছিলো নাকি?'

'হ্যাঁ, হয়েছিলো। তবে উনি খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন।'

'লেভিন খুব চমৎকার মানুষ—তাই না?'

'কেন জানি না, রাশিয়ার সমস্ত মানুষের মধ্যেই—আমার এখনকার সঙ্গীটির কথা বাদ দিয়ে বলছি কিন্তু—ভ্রনস্কি রসিকতা করে বললো, 'খানিকটা আপোষবিরোধী মনোভাব রয়ে গেছে। সবাই দেখছি নিজের মতটা রাখার জন্যে দপ করে ক্ষেপে উঠছে, যেন অন্যদের মধ্যে তারা উত্তেজনা জাগিয়ে তুলতে চায়।

'খুবই সত্যি কথা, আপনি ঠিক বলেছেন—' হাসি মুখে কথাটা মেনে নিলো অবলনস্কি।

'ট্রেনটা কি শিগগিরই আসছে?' ভ্রনস্কি রেল বিভাগের একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলো।

'সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে', জবাব দিল সে।

ট্রেনটা যে বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে, তা স্টেশনের কর্মপ্রস্তুতি, কুলিদের অস্থির ছোটাছুটি এবং আরক্ষা-বাহিনী, পরিচারকবর্গ ও আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হতে আসা মানুষদের উপস্থিতিতে ক্রমশ আরও স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছিলো। দূর থেকে একটা ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ বাঁশি এবং কোনো ভারি জিনিসের গুরুগুরু আওয়াজও শোনা গেলো।

কিটির সম্পর্কে লেভিনের ইচ্ছেটা ভ্রনস্কিকে জানাবার জন্যে ভীষণ আগ্রহ অনুভব করছিলো অবলনস্কি। বললো, 'না, আমার লেভিনকে আপনি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। একথা সত্যি যে মানুষটা ভীষণ নার্ভাস—মাঝে মাঝে বেখাপ্পা ধরনের হয়ে ওঠে। কিন্তু ও প্রচণ্ড সৎ, সোজা কথার মানুষ আর ওর মনটা একেবারে খাঁটি সোনার। তবে গতকাল অবিশ্যি বিশেষ কিছু কারণ ছিলো…'আগের দিন অবলনস্কি বন্ধুর জন্যে যে প্রকৃতই সহানুভূতি অনুভব করেছিলো, সে কথা ভুলে গিয়ে ভ্রনস্কির দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলো। এখনও সে ওই একই সহানুভূতি অনুভব করছিলো, কিন্তু এবারে তা ভ্রনস্কির জন্যে।

'তার মানে, কি বলতে চাইছেন আপনি? কাল রাত্তিরে উনি কি আপনার শালীর কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলেছিলেন নাকি? নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলো ভ্রনস্কি।

'তুলে থাকতে পারে—গতকাল আমি বাতাসে তেমনি একটা আভাস পেয়েছিলাম।…হ্যাঁ, সে যদি মন খারাপ করে তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে থাকে,

তার মানেই হচ্ছে·····মেয়েটাকে ও অনেক দিন ধরে ভালবাসতো, ওর জন্মে আমার ভীষণ দুঃখ হয়।'

'তাহলে এই ব্যাপার! ··'.বুক ফুলিয়ে ফের এগুতে থাকে ভ্রনস্কি 'ভদ্রলোককে আমি জানি না, তবে পরিস্থিতিটা তাঁর পক্ষে সত্যিই খুব যন্ত্রণাদায়ক। এই জন্মে আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের 'ক্লারা'দের মানে শৌখিন সমাজের মেয়েদের পছন্দ করে। ওদের কাছে সফল না হলে বুঝতে হবে, আপনার পয়সা-কড়ির তেমন জোর নেই। কিন্তু অন্যেরা আমাদের গুণগুলোকে নিক্তিতে ওজন করে গ্যাখে···কিন্তু ওই যে, ট্রেন আসছে।'

দূরে এঞ্জিনটা তখন সত্যিই বাঁশি বাজাচ্ছিলো। দেখতে দেখতে ট্রেনটা ভেতরে এসে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা কেঁপে কেঁপে উঠতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে ছন্দোবদ্ধ ভাবে মাঝের চাকার পিস্টনটা ওপরের দিকে উঠে, সামনের দিকে এগিয়ে গেলো—তারপর থেমে রইলো স্থির হয়ে। ইঞ্জিন।চালকের পোশাকে মুড়ি দেওয়া শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। পেছনে মাল-বইবার বগিতে একটা কুকুর করুণ স্বরে ডাকছে।···অবশেষে যাত্রীবাহী বগিগুলি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।···চটপটে গার্ড সাহেব একলাফে ট্রেন থেকে নেমে এসে যথারীতি বাঁশিটা বাজাতেই, অধৈর্য যাত্রীরা একে একে গাড়ি থেকে নামতে শুরু করলেন। নিজেকে ঋজু করে রাখা রক্ষীবাহিনীর এক অফিসার, মুখে হাসি হাতে ব্যাগ এক চটপটে ব্যবসায়ী, বস্তা কাঁধে একজন চাষী ···'

মা'র কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, ভ্রনস্কি অবলনস্কির পাশে দাঁড়িয়ে বগি থেকে নেমে আসা যাত্রীদের লক্ষ্য করছিলো। কিটির সম্পর্কে এইমাত্র সে যা শুনলো, তা তাকে উত্তেজিত এবং পুলকিত করে তুলেছিলো। নিজের অজ্ঞাতেই সে তার কাঁধ দুটোকে উঁচু করে তুললো। নিজেকে বিজয়ী বীরের মতো মনে হচ্ছিলো তার।

'কাউন্টেস ভ্রনস্কি ওই বগিটাতে রয়েছেন', কর্মতৎপর গার্ডটি ভ্রনস্কির কাছে এগিয়ে গিয়ে জানালো।

গার্ডের কথাগুলো ভ্রনস্কিকে জাগিয়ে তুললো, জোর করে মনে করিয়ে দিলো তার মায়ের কথা। মনের গভীরে মায়ের প্রতি তার তেমন কোন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই এবং নিজে স্বীকার না করলেও আসলে মাকে সে ভালোও বাসে না। তবু তার নিজস্ব শিক্ষা-দীক্ষা এবং যে সমাজে সে মানুষ তার রীতি-নীতি অনুসারে, মায়ের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান হওয়া ছাড়া

অন্ত কিছু সে কল্পনাও করতে পারে না। কিন্তু বাহ্যত মায়ের প্রতি সে যতো বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবানই হোক না কেন, মনে মনে মাকে সে ততোখানিই কম শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।

গার্ডকে অনুসরণ করে নির্দিষ্ট বগিটার সামনে এসে, বগি থেকে নেমে আসা এক মহিলাকে পথ দেবার উদ্দেশ্যে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াতে হয় ভ্রনস্কিকে। এক ঝলক তাকিয়েই ভ্রনস্কি বুঝতে পারে, মহিলা সমাজের সব চাইতে উঁচুতলার বাসিন্দা। মহিলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, বগিতে উঠতে গিয়েও আর একবার মহিলাকে দেখার জন্যে এক তীব্র তাগিদ অনুভব করে সে। এবং তাকিয়েই দেখতে পায়, মহিলাও মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে রয়েছেন। গাঢ় অক্ষিপক্ষ্মের ছায়ায় ঢাকা ওঁর ঝলমলে ধূসর চোখ দুটিতে এক আশ্চর্য আন্তরিকতার দীপ্তি। ওই সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি। বিনিময়ের অবসরেই ভ্রনস্কি অনুভব করে, কোন কারণে মহিলার সারা প্রাণ মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—সচেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও তা ছড়িয়ে পড়েছে ওঁর ঝলমলে চোখ আর রক্তিম ঠোঁট দুটির ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিমায়।

ভ্রনস্কি কামরায় ঢুকতেই ওর মা'র মুখে হাসি ফোটে। চুমু দেবার জন্যে ছেলের দিকে নিজের কোঁচকানো হাতখানা এগিয়ে দেন বৃদ্ধা। তারপর ছেলের গালে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রশ্ন করেন, 'তুমি আমার তার পেয়েছিলে? ভালো আছো তো?'

'পথে তোমার কোন অসুবিধে হয়নি?' মা'র পাশে বসে জানতে চায় ভ্রনস্কি। এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কামরার বাইরে থেকে ভেসে আসা এক মহিলার কণ্ঠস্বরের দিকে কান যায় তার। ভ্রনস্কির কেমন যেন মনে হয়, কামরায় ঢোকার সময় ওই মহিলার সঙ্গেই তার দেখা হয়েছিলো।

'সে যা-ই হোক, আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না', মহিলাটি বলছিলেন।

'কোন কিছু বিচার করার ব্যাপারে, এইটেই হচ্ছে পিটার্সবুর্গের রীতি।'

'মোটেই না, স্রেফ মেয়েদের রীতি।'

'আচ্ছা, বেশ! এবারে আমাকে আপনার হস্ত চুম্বনের অনুমতি দিন।'

'বিদায়, ইভান পেত্রোভিচ। আপনি একটু দয়া করে দেখুন, আমার ভাই এখানে আছেন কিনা। থাকলে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন।' এবারে দরজার কাছ থেকে কথাটা বলে, ফের কামরায় ফিরে এলেন মহিলা।

'ভাইকে পেলে ?' ভ্রনস্কির মা মহিলাকে প্রশ্ন করেন।

এতক্ষণে ভ্রনস্কি বুঝতে পারে, এই মহিলাই মাদাম কারেনিনা।

'আপনার ভাই এখানেই আছেন,' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ভ্রনস্কি। 'মাপ করবেন, আমি তখন আপনাকে চিনতে পারিনি। এত সামান্য সময়ের জন্যে আমাদের আলাপ হয়েছিলো যে আমি নিশ্চিত জানি, আমাকে আপনার মনে নেই।'

'ওহো, আপনাকে আমার চেনা উচিত ছিলো! পুরো পথটা আপনার মা আর আমি, বোধহয় আপনি ছাড়া আর কারুর কথাই আলোচনা করিনি।' এতক্ষণ চেপে রাখা মানসিক উচ্ছ্বাসটা এতক্ষণে মহিলার মুখে হাসি হয়ে ফুটে ওঠে। 'কিন্তু আমার ভাইয়ের তো দেখছি কোন চিহ্নই নেই!'

'তুমি গিয়ে ওঁকে ডেকে আনো, আলিয়োশা,' বৃদ্ধা কাউণ্টেস বললেন।

ভ্রনস্কি তৎক্ষণাৎ প্ল্যাটফর্মে নেমে চিৎকার করে ডাকে, 'এই যে অবলনস্কি, এখানে!'

কিন্তু মাদাম কারেনিনা আর অপেক্ষা না করে, ভাইকে দেখামাত্র হাল্কা পায়ে ছোট্ট একটু লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ে। তারপর একছুটে অবলনস্কির কাছে গিয়ে, বাঁ হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে, কাছে টেনে নিয়ে চুমু দেয়। ভ্রনস্কি ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারে না এবং কেন তা না জেনেই, মৃদু হাসে। কিন্তু পরক্ষণেই, মা তার জন্যে অপেক্ষা করছেন মনে পড়ায়, ফের কামরায় ফিরে আসে।

'ভারি মিষ্টি মেয়েটা, তাই না?' বৃদ্ধা কাউণ্টেস বললেন, 'ওর স্বামী ওকে আমার কাছে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সারাটা পথ আমরা গল্প করতে করতে এসেছি।'

তখনই কাউণ্টেসের কাছ থেকে বিদায় নিতে মাদাম কারেনিনা কামরায় এসে ঢোকে। 'তাহলে কাউণ্টেস, আপনি আপনার ছেলের দেখা পেয়েছেন আর আমিও আমার ভাইকে পেয়েছি।' খুশিতে ভরা কণ্ঠস্বর ওর, 'এবারে আমার সব কথা ফুরালো, নটে গাছটিও মুড়লো!'

'তোমার সঙ্গে গোটা তুনিয়ায় ঘুরে বেড়ালেও আমার কক্ষনো এতটুকু একঘেঁয়ে লাগবে না।' কাউণ্টেস ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন, 'ছেলের জন্যে মন খারাপ কোরো না—ছেলের সঙ্গে কোনদিনই ছাড়াছাড়ি হবে না বলে তুমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারো না।'

শরীরটাকে ঋজু রেখে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাদাম কারেনিনা।

চোখ দুটো হাসিতে ভরে থাকে ওর।

'আনা আর্কাদিয়েভনার আট বছরের একটি ছোট্ট ছেলে আছে।' কাউন্টেস বুঝিয়ে বলেন, 'এটাই বোধহয় ছেলের সঙ্গে ওর প্রথম ছাড়াছাড়ি। তাই বেচারীর খুব মন খারাপ লাগছিলো।'

'পুরো সময়টা আমরা নিজেদের ছেলের কথাই আলোচনা করছিলাম—আমি বলছিলাম আমার ছেলের কথা আর কাউন্টেস বলছিলেন ওঁর ছেলের কথা।' মধুর হাসিতে মাদাম কারেনিনার মুখখানা ফের আলোকিত হয়ে ওঠে।

'আপনার পক্ষে বিষয়টা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিলো,' তৎপর ভঙ্গিতে মহিলার ছুঁড়ে দেওয়া বলটা লুফে নেয় ভ্রনস্কি। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে মাদাম কারেনিনা প্রসঙ্গটা টেনে নিতে উৎসাহী না হয়ে কাউন্টেসের দিকে ঘুরে তাকায়।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেলো।... তাহলে আমি চলি কাউন্টেস।'

'এসো, বাছা।' কাউন্টেস বললেন, 'দেখি, তোমার সুন্দর মুখখানাতে একটা চুমু দিয়ে দিই।'

লাল হয়ে উঠে, নিজের গালটা কাউন্টেসের ঠোঁটের কাছে নামিয়ে আনে মাদাম কারেনিনা। তারপর ঠোঁট এবং চোখের তারায় ভেসে বেড়ানো সেই অস্পষ্ট হাসিটাকে অম্লান রেখে একটা হাত এগিয়ে দেয় ভ্রনস্কির দিকে। ওর ছোট্ট হাতখানাতে সামান্য চাপ দেয় ভ্রনস্কি। মহিলার উৎসুক মুঠি আর সঙ্কোচবিহীন করমর্দনের ভঙ্গিমা তার সমস্ত মন খুশিতে ভরিয়ে তোলে।...

'ভারি মিষ্টি মেয়ে!' মাদাম কারেনিনা কামরা থেকে নেমে যেতেই কাউন্টেস ফের মন্তব্য করলেন।

কাউন্টেসের ছেলেও ওই একই কথা ভাবছিলো। জানলা দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছিলো, মহিলা অস্বাভাবিক হাল্কা ভঙ্গিমায় নিজের সুগঠিত শরীরটাকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভাইয়ের কাছে পৌঁছে, তার হাতটা ধরলো ও। তারপর দারুণ উৎসাহে তাকে এমন কিছু বলতে শুরু করলো, যার সঙ্গে স্পষ্টতই ভ্রনস্কির কোন সম্পর্ক নেই।...

'চলো মামন, এখন আর তেমন ভিড় নেই।' ভ্রনস্কি বললো।

পরিচারিকা হাতব্যাগ আর কুকুরটাকে নিলো। বুড়ো বাজার-সরকার এবং একটা কুলি নিলো অন্যান্য মালপত্রগুলো। কিন্তু ভ্রনস্কি মায়ের হাত

ধরে গাড়ি থেকে নামতে যেতেই, বেশ কয়েকজন মানুষ বিচলিত মুখে ছুটতে ছুটতে ওদের কামরাটা পেরিয়ে গেলো। তাদের সঙ্গে অদ্ভুত রঙের টুপি পরা স্টেশন-মাস্টারও রয়েছেন। স্পষ্টই বোঝা গেলো, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। যে সমস্ত যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছিলেন, তাঁরাও সকলে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছেন।···

'কি ?···কি হয়েছে ? কোথায় ? নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে !···চাপা পড়েছে !···' জানলার কাছ দিয়ে এগিয়ে চলা লোকগুলোকে বলাবলি করতে শোনা যায়। ততক্ষণে বোনের হাত ধরে অবলনস্কিও ফিরে এসেছে। মহিলারা কামরায় উঠে বসলেন। দুর্ঘটনার ব্যাপারটা বুঝে আসার জন্যে অবলনস্কি এবং ভ্রনস্কি জনস্রোতকে অনুসরণ করলো।···

একজন গার্ড, হয় মাতাল আর নয়তো প্রচণ্ড তুষারের জন্যে, ট্রেনটার শান্টিঙের আওয়াজ শুনতে না পেয়ে চাপা পড়েছিলো। ভ্রনস্কি এবং অবলনস্কি ফিরে আসার আগেই মেয়েরা বাজার-সরকারের মুখ থেকে ঘটনাটা জেনে গিয়েছিলেন। অবলনস্কি ও ভ্রনস্কি দুজনেই ওই বিকৃত দেহটা দেখে এসেছে। অবলনস্কি রীতিমতো বিচলিত। তার মুখটা কুঁচকে উঠেছে, দেখে মনে হয় বুঝি এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে। 'ওহ্,, কি সাংঘাতিক ! আনা, তুমি যদি দেখতে ! ইস্, কি বীভৎস !' বলছিলো সে। ···ভ্রনস্কি কোন কথা বলছিলো না। তার সুন্দর মুখখানা গম্ভীর, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রশান্ত।

'ওহ্,, আপনি যদি দেখতেন কাউন্টেস !' অবলনস্কি বলছিলো, 'লোকটার স্ত্রী-ওখানেই ছিলো···মহিলার দিকে তাকানো যায় না ! লাশটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বেচারী। সবাই বলাবলি করছিলো, লোকটা নাকি একটা বিরাট পরিবারের একমাত্র রোজগেরে পুরুষ। কি সাংঘাতিক ব্যাপার !'

'মহিলাটির জন্যে কেউই কি কিছু করতে পারে না ?' অস্ফুটে শুধায় মাদাম কারেনিনা।

'আমার বেশি দেরি হবে না মামন,' চকিতে মাদাম কারেনিনার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে কামরা থেকে নেমে পড়ে ভ্রনস্কি। কয়েক মিনিট বাদেই সে যখন ফিরে এলো তখন অবলনস্কি কাউন্টেসের সঙ্গে অপেরার নতুন গায়িকাটির সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

'এবারে আমরা যেতে পারি,' ভ্রনস্কি বললো।

একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লো ওরা—প্রথমে মায়ের সঙ্গে ভ্রনস্কি এগিয়ে গেলো,

তাদের পেছন পেছন মাদাম কারেনিনা আর ওর ভাই। বেরুবার দরজার কাছাকাছি আসতেই স্টেশন-মাস্টার পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে ভ্রনস্কিকে বললেন, 'আপনি আমার সহকারীকে দুশোটা রুবল দিয়েছেন। টাকাটা আপনি কাকে দিতে চান, দয়া করে জানাবেন কি?'

'ওই বিধবাটিকে।' ভ্রনস্কি কাঁধ ঝাঁকালো, 'এ ব্যাপারে আবার কিছু বলার প্রয়োজন হতে পারে বলে, আমি মনে করিনি।'

'আপনি দিয়েছেন?' বোনের হাতে সামান্য চাপ দিয়ে অবলনস্কি পেছন থেকে চিৎকার করে উঠলো, 'খুব ভালো, খুব ভালো! চমৎকার মানুষ উনি, তাই না? আপনি আমার শ্রদ্ধা জানবেন, কাউণ্টেস।'

অবলনস্কি ও তার বোন ওর পরিচারিকার জন্যে অপেক্ষা করে রইলো। ওরা যখন স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো, ততক্ষণে ভ্রনস্কির গাড়ি চলে গেছে। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসা মানুষজন তখনও দুর্ঘটনার সম্পর্কে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন। একজন ভদ্রলোক ওদের পেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'কি ভয়ংকর মৃত্যু! ওরা বলছিলো, লোকটা নাকি দু-টুকরো হয়ে গেছে।'

'আমার কিন্তু মনে হয়, এভাবে মরাটাই সব চাইতে সহজ,' আর একজন মন্তব্য করলেন, 'একেবারে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।'

গাড়িতে বসে অবলনস্কি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো, তার বোনের ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে···কিছুতেই চোখের জল সামলে রাখতে পারছে না।

'কি হলো আনা?' গাড়িটা কয়েকশো গজ এগুবার পরে প্রশ্ন করলো অবলনস্কি।

'এটা একটা অশুভ পূর্বলক্ষণ।'

'কি বাজে কথা বলছো!' অবলনস্কি বললো, 'তুমি এসেছো, সেটাই সব চাইতে বড় জিনিস। তোমার ওপরে আমি কতটা ভরসা করে রয়েছি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'ভ্রনস্কিকে তুমি কি অনেক দিন ধরেই চেনো?'

'হ্যাঁ। জানো তো, আমরা আশা করছি ও কিটিকে বিয়ে করবে।'

'সত্যি?' মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে যেন একটা অস্বস্তিকর চিন্তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চায় আনা, 'যাকগে, এবারে তোমার ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক। আমি তোমার চিঠি পড়েছি।'

'হ্যাঁ, তোমার ওপরেই আমার সমস্ত আশা-ভরসা।'

'ঠিক আছে, ব্যাপারটার সমস্ত কিছু আমাকে খুলে বলো।'

অবলনস্কি তার কাহিনী বলতে শুরু করলো।···

বাড়িতে পৌঁছে আনাকে গাড়ি থেকে নেমে আসতে সাহায্য করলো অবলনস্কি, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওর হাতে একটু চাপ দিলো, তারপর গাড়ি হাঁকিয়ে কাছারি-বাড়িতে রওনা হয়ে গেল।

আনা যখন ঘরে গিয়ে ঢোকে, তখন ডলি ছোট বৈঠকখানা ঘরটাতে বসে একটা বাচ্চা ছেলের ফরাসী পড়া শুনছিলো। ছেলেটির মাথায় সাদা চুল, নাদুস নুদুস চেহারা, ইতিমধ্যেই দেখতে বাপের মতো হয়ে উঠেছে। পড়তে পড়তে ছেলেটা কোট থেকে সুতোর সঙ্গে ঝুলতে থাকা একটা বোঁতামকে মুচড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলো। মা বেশ কয়েক বারই হাতটা সরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু গাবলু-গুবলু ছোট্ট হাতখানা প্রতিবারই আবার বোতামটার পথ খুঁজে পেয়েছে। অবশেষে ডলি নিজেই বোতামটা ছিঁড়ে নিজের পকেটে রেখে দিয়েছে।

'তোমার হাত দুটোকে স্থির করে রাখো, গ্রিশা,' ছেলেকে নির্দেশ জানিয়ে ফের সুজনিটা নিয়ে বসে ডলি। এটা ও বহুদিন ধরে সেলাই করছে, মনটা খারাপ হলেই এটাকে নিয়ে বসে। এখনও কাঁপা কাঁপা আঙুলে ছুঁচের ফোঁড় গুণে গুণে সেলাই করতে থাকে ও। যদিও আগের দিন স্বামীকে ও খবর পাঠিয়েছিলো, তার বোন আসুক বা না আসুক তাতে ওর কিছুই এসে যায় না—তবু আনার জন্যে ও সমস্ত রকমের বন্দোবস্তই পাকা করে রেখেছে এবং নিজেও উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

নিজের দুঃখে ডলি এখন একেবারে অসহায় হয়ে উঠেছে, দুঃখটা সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে ওকে। তবু ওর ননদ আনা যে পিটার্সবুর্গের একজন অন্যতম মান্যগণ্য ব্যক্তির স্ত্রী এবং পিটার্সবুর্গের শৌখিন সমাজের একটি আকর্ষণীয়া মহিলা, তা ও ভোলেনি। তাই স্বামীকে ও যে ভয়টা দেখিয়েছিলো, তা শেষ অব্দি পালন করেনি আর ননদের আসার ব্যাপারটাকে উপেক্ষাও করেনি। 'শত হলেও দোষটা তো আনার নয়', ডলি চিন্তা করেছিলো। 'আমি ওর সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না আর ও-ও আমাকে পরোপকারিতা আর বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কিছু দেখায়নি।' এ কথা সত্যি যে, ডলির যতদূর মনে পড়ে, ও যখন পিটার্সবুর্গে কারেনিনদের বাড়িতে গিয়েছিলো তখন ওদের বাড়িটাকে ওর ঠিক পছন্দ হয়নি—ওদের সাংসারিক জীবনের পুরো কাঠামোটার মধ্যেই কেমন যেন কৃত্রিমতা রয়েছে বলে মনে

হয়েছিল ওর। 'কিন্তু তাই বলে আমি ওকে অভ্যর্থনা করবো না কেন? অন্তত ও যদি আমাকে সান্ত্বনা দেবার ব্যাপারটা নিজে মাথায় না ঢোকায়! ···সান্ত্বনা, পরামর্শ, খ্রীষ্টিয় ক্ষমা—ও সব কথা আমি হাজার বার ভেবে দেখেছি—ওগুলো কোন কাজের নয়।'

গত কয়েকদিন ডলি একাই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে রয়েছে। নিজের দুঃখের কথা ও কাউকে বলতে চায় না। কিন্তু সে দুঃখটা মনে চেপে রেখে, বাইরের অন্য কোন ব্যাপারে কথা বলাও ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ও জানে, এক ভাবে না হোক অন্য ভাবে, আনাকে ও সমস্ত কিছুই খুলে বলবে। এবং কথাগুলো ওকে বলার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো ডলি। অথচ নিজের অপমানের কথা ওই মানুষটার বোনের কাছেই বলতে হবে এবং ওর মুখ থেকে যথারীতি সেই একই সুপরামর্শ আর সান্ত্বনার বাণী শুনতে হবে —ভাবতেই বিরক্তি লাগছিলো ওর।···প্রতিটি মিনিট ঘড়ির দিকে নজর রেখে আনার জন্যে অপেক্ষা করছিলো ডলি। কিন্তু প্রায়শই যেমনটি হয়ে থাকে—অতিথির এসে পৌঁছনোর মুহূর্তটিতে আর খেয়াল থাকে না—তেমনি এবারেও ঘন্টির আওয়াজটা ও শুনতে পায়নি।···

দরজার কাছে হালকা পায়ের শব্দ আর স্কার্টের খসখসানি শুনে ডলি ঘুরে তাকায়, নিজের অজানিতেই ওর শুকনো মুখখানিতে হাসি নয়, বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। উঠে গিয়ে ননদকে জড়িয়ে ধরে ও।

'আরে, তুমি এর মধ্যেই এসে পড়েছো?' আনাকে চুমু দেয় ডলি।

'ডলি তোমাকে দেখে আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে!'

'আমিও খুশি হয়েছি,' মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটিয়ে জবাব দেয় ডলি—আনার অভিব্যক্তি দেখে বুঝতে চেষ্টা করে, ওকে কিছু বলা হয়েছে কি না। 'ও নিশ্চয়ই জানে,' আনার মুখে সহানুভূতির ছায়া দেখে চিন্তা করে ও।

'চলো তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই', বিশেষ মুহূর্তটিকে যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করে তুলতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে ডলি।

'এই কি গ্রিশা নাকি? দেখেছো কাণ্ড, কত্তো বড় হয়ে গেছে!' ডলির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই আনা বাচ্চাটাকে চুমু দেয়। তারপর একটু নিশ্চুপ হয়ে থেকে, সামান্য লাল হয়ে ওঠে। 'না গো, আমরা বরং এখানেই থাকি।'

'ওহ্, তোমাকে কত্তো সুখী আর কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!' ডলির কণ্ঠস্বরে ঈর্ষার ছোঁয়া লাগে।

'তাই বুঝি?...আরে তানিয়া যে! তুমি তো আমার সেরিয়োঝার সমবয়সী!' ঘরের মধ্যে হঠাৎ ছুটে আসা বাচ্চা মেয়েটিকে কোলে নিয়ে চুমু দেয় আনা। 'ইস্, কি মিষ্টি গো বাচ্চাটা! চলো ওদের সবাইকে আমি দেখবো।'

শুধুমাত্র সকলের নামগুলোই নয়—বাচ্চাগুলোর সঠিক বয়স, স্বভাব, তাদের কি কি অসুখ হয়েছিলো—সবই মনে আছে আনার। ডলি মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

'তাহলে চলো, ওদের দেখিয়ে আনি।' ডলি বলে, 'দুঃখের বিষয়, ভাস্‌সিয়াটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাচ্চাগুলোকে দেখে বৈঠকখানা থেকে ফিরে এসে, কফি নিয়ে বসে দুজনে। ট্রেটা নিজের দিকে টেনে নিয়েও আনা ফের সেটাকে একধারে সরিয়ে রাখে।

'ডলি, ও আমাকে বলেছে।'

ডলি হিমদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। রীতি মাফিক কিছুটা সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশ আশা করছিলো ও, কিন্তু আনা সে ধরনের কিছুই বলে না।

'ডলি, লক্ষ্মীটি,' আনা ফের বলতে শুরু করে, 'আমি ওর হয়ে তোমাকে কিছু বলতে চাই না বা তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কোন চেষ্টাও আমি করবো না—সেটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে আমি...আমি তোমার জন্যে দুঃখিত... আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

ঘন অক্ষিপক্ষ্মের নিচে আনার ঝলমলে চোখ দুটি আচমকা জলে ভরে ওঠে। এগিয়ে গিয়ে ডলির হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নেয় ও। ডলি পেছিয়ে যায় না, কিন্তু ওর মুখখানা সেই একই হিমস্তব্ধ অভিব্যক্তি বজায় রেখে চলে।

'আমাকে স্বস্তি দেওয়া অসম্ভব,' ডলি জবাব দেয়। 'সব কিছুই এখন শেষ হয়ে গেছে!...যা ঘটে গেলো, তারপর...তারপর সবই শেষ!'

সরাসরি কথাটা বলায়, ডলির মুখখানা আচমকা কোমল হয়ে ওঠে। ওর শুকনো শীর্ণ হাতখানা তুলে নিয়ে, তাতে চুমু দেয় আনা।

'কিন্তু ডলি, এ ব্যাপারে কি করা যায়? এই জঘন্য পরিস্থিতিতে কোন্ কাজটা করা সব চাইতে ভালো হবে? সেটা আমাদের অবশ্যই ভেবে বের করতে হবে।'

'সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে, কোন কিছুই আর বলার নেই,' ডলি জবাব

দেয়। 'সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, ওকে আমি ঝেড়ে ফেলতেও পারি না। বাচ্চাগুলো রয়েছে···আমি বাঁধা পড়ে গেছি। কিন্তু ওর সঙ্গে আমি একত্রে বাস করতে পারবো না, ওকে দেখাও আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক।'

'ডলি, লক্ষ্মীটি—ও আমাকে সব বলেছে, কিন্তু ব্যাপারটা আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই। তুমি আমাকে ওই ব্যাপারে সবকিছু খুলে বলো।'

প্রশ্নালু চোখে ডলি ওর দিকে তাকায়।

আনার মুখে শুধু অকৃত্রিম সহানুভূতি আর ভালোবাসা লেখা।

'আমি গোড়া থেকেই শুরু করছি,' ডলি বলতে থাকে। 'তুমি তো জানো, কিভাবে আমার বিয়ে হয়েছিলো। মামনের শাসনে আমি যে শুধুমাত্র নিষ্পাপ ছিলাম, তা-ই নয়—আমি বোকা ছিলাম। কিছুই জানতাম না। আমি জানি, সবাই বলে—স্বামীরা স্ত্রীদের কাছে তাদের অতীত জীবনের কথা বলে থাকে। কিন্তু স্তিভা···স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ,' নিজেকে শুধরে নেয় ডলি, 'আমাকে কিছুই বলেনি। হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটার আগে পর্যন্ত আমি মনে করতাম—আমিই একমাত্র নারী, যাকে ও এ যাবৎ ভালোবেসেছে। ওই ধারণা নিয়েই আমি আট বছর বাস করেছি। আমার সঙ্গে অবিশ্বস্ত হবার জন্যে ওকে সন্দেহ করার কথাটা, কোনদিন আমার মাথাতেই ঢোকেনি। সেরকম কোন সম্ভাবনাকে আমি অসম্ভব বলেই বিশ্বাস করতাম। আর তারপর···ভেবে দ্যাখো, তারপর ওই সমস্ত জঘন্য, নিচতা আবিষ্কার করে মনের অবস্থা কেমন হয়! তুমি বুঝতে চেষ্টা করো আনা, নিজের সুখ সম্বন্ধে একজন যখন পুরোপুরি নিশ্চিন্ত···তখন অমন একটা চিঠি···প্রেমিকাকে লেখা ওর চিঠি··· যে মেয়েটা কিনা আমারই বাচ্চাদের শিক্ষিকা···' দ্রুত রুমাল বের করে, নিজের মুখটা লুকিয়ে ফেলে ডলি। 'ওহ্, কি সাংঘাতিক!···তুমি বুঝতে পারবে না, আনা··· ···'

'বুঝতে পেরেছি, ডলি···আমি বুঝতে পেরেছি,' ওর হাতে আলতো করে চাপ দেয় আনা।

'তুমি কি মনে করেছো, আমার পরিস্থিতিটা কতখানি সাংঘাতিক তা ও নিজে বুঝতে পারছে? একটুও না! সে দিব্যি সুখে তৃপ্তিতে আছে।'

'না, না!' ওকে দ্রুত বাধা দেয় আনা, 'ওর অবস্থাও খুব করুণ, অনুতাপে নুয়ে পড়েছে···'

'ও কি অনুতাপ করতে পারে?' ননদের মুখখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য

করতে থাকে ডলি।

'হ্যাঁ। আমি ওকে জানি। ওর দিকে তাকালে আমি ওর জন্যে দুঃখ অনুভব না করে পারি না।···ডলি, আমরা দুজনেই ওকে জানি। ওর মনটা ভালো, কিন্তু অহঙ্কারীও বটে। এখন ও নিজেকে ভীষণ অবমানিত বলে মনে করছে। যেটা আমার অনুভূতিতে সব চাইতে বেশি নাড়া দিয়েছে, তা হচ্ছে···'(এখানে আনা চিন্তা করে নেয়, কোন্‌টা ডলিকে সব চাইতে বেশি স্পর্শ করবে) 'ও দুটো জিনিসের জন্য মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে—বাচ্চাগুলোর জন্যে ও লজ্জিত এবং তোমাকে···হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে ও দুনিয়ায় যে কোন জিনিসের চাইতে বেশি ভালোবাসে···' পাছে ডলি বাধা দেয়, সেই ভয়ে আনা দ্রুত বলতে থাকে, 'অথচ তোমাকেই ও আঘাত দিয়েছে··· তোমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়েছে। ও শুধু বলছে, ডলি আমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবে না।'

'কিন্তু আমি কি করে ওকে ক্ষমা করবো? এখন ওর সঙ্গে বাস করা আমার পক্ষে নিদারুণ যন্ত্রণার সামিল হবে। শুধুমাত্র ওকে ভালোবাসতাম বলে, ওর প্রতি আমার অতীতের প্রেম আমি সযত্নে মনে রেখে দিয়েছি বলে···' কান্নার আবেগে ডলির কথা হারিয়ে যায়। 'অবিশ্যি মেয়েটার বয়েস কম, দেখতে সুন্দরী,' ফের বলতে শুরু করে ও। 'আর আমার যৌবন, আমার সৌন্দর্য সবই চলে গেছে। কিন্তু কে সেগুলো নিয়েছে, আনা? নিয়েছে সে নিজে আর তার সন্তানরা। আজ যে কোন একটা তাজা মেয়ের সৌন্দর্য ওর কাছে বেশি আকর্ষণীয় বলে মনে হবে বৈকি! খুব সম্ভবত, ওরা একসঙ্গে হলে আমাকে নিয়ে আলোচনা করে কিংবা আরও খারাপ হলে, আমার কথা উল্লেখও করে না।' ডলির দু চোখ তিক্ততায় জ্বলে ওঠে, 'আর এত কাণ্ডের পরেও, সে কিনা আমাকে এসে বলবে··· ···আর আমাকে তা-ই বিশ্বাস করতে হবে? না, কিছুতেই না! একদিন যা আমাকে আনন্দ দিতো, যা ছিলো আমার পরিশ্রমের পুরস্কার, আমার যন্ত্রণা—তা সবই আজ শেষ হয়ে গেছে। জানো, এইমাত্র আমি গ্রিশাকে পড়াচ্ছিলাম, একসময় এটা আমার কাছে আনন্দের জিনিস ছিলো · এখন শুধু বিরক্তি। পরিশ্রম করে কি লাভ? ছেলে-মেয়ে হয়ে কি হবে? ·· আমার মনটা একেবারে ঘুরে গেছে···ভালোবাসা আর কোমলতার বদলে আমি ওর জন্যে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু অনুভব করি না—হ্যাঁ, ঘৃণা। আমি ওকে খুন করে ফেলতে পারি, আর···'

'ডলি, লক্ষ্মীটি ! আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু এভাবে তুমি নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। তুমি এতই আহত আর এতই বিচলিত যে অনেক কিছুই তুমি ভুল আলোতে দেখছো।'

ডলি শান্ত হয়ে ওঠে, কয়েক মিনিট নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে তুজনে।

'আমি কি করবো ? তুমি আমার জন্যে চিন্তা করো, আনা—আমাকে সাহায্য করো। আমি বারবার সব কিছু ভেবে দেখেছি, কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাইনি।'

আনা কিছুই চিন্তা করতে পারছিলো না। কিন্তু ডলির প্রতিটি কথা, প্রতিটা অভিব্যক্তি সোজা গিয়ে ওর মর্মে বিদ্ধ হচ্ছিলো।

'একটা জিনিস আমি বলবো,' আনা শুরু করে, 'আমি ওর বোন—আমি ওর স্বভাব-চরিত্র জানি। ও সমস্ত কিছুই যেমন দিব্যি ভুলে যেতে পারে, আবেগের বশে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিতে পারে—তেমনি প্রাণ খুলে অনুতাপও করতে পারে। কি করে যে ও অমন সমস্ত কাজ করেছে, তা এখন ও চিন্তাও করতে পারে না।'

'হ্যাঁ, ও বোঝে · ও বুঝতে পেরেছে!' ডলি বাধা দিয়ে বলে, 'কিন্তু আমার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছো···এতে আমার কিছু সুবিধে হয়েছে কি ?'

'দাঁড়াও। স্বীকার করছি, ও যখন আমাকে কথাগুলো বলেছিলো, তখন আমি তোমার এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। আমি তখন শুধু ওর দিকটা দেখেছিলাম, আর দেখেছিলাম—সংসারটা ভেঙেচুরে যাচ্ছে। ওর জন্যে আমার তুঃখ হয়েছিলো। কিন্তু এখন একজন নারী হিসেবে তোমার সঙ্গে কথা বলে, আমি অন্য কিছু দেখতে পেলাম—দেখলাম, কি অসহ্য যন্ত্রণাতে তুমি ভুগছো! ··তোমার জন্যে আমি যে কতটা তুঃখিত, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, ডলি! কিন্তু তোমার এ যন্ত্রণার দিকটা পুরোপুরি মেনে নিয়েও, একটি মাত্র জিনিস আছে যা আমি এখনও জানি না। আমি জানি না, এখনও তোমার মনে ওর জন্যে কতটা ভালোবাসা অবশিষ্ট রয়েছে। একমাত্র তুমিই জানো, ওকে ক্ষমা করার মতো যথেষ্ট ভালোবাসা এখনও তোমার মধ্যে আছে, কি না। যদি তা থেকে থাকে, তাহলে তুমি ওকে ক্ষমা করে দাও, ডলি!'

'না', ডলি শুরু করতেই, আনা ফের ওর হাতে চুমু দিয়ে ওকে থামিয়ে দেয়।

'ডলি, পৃথিবীটাকে আমি তোমার চাইতে ভালো ভাবে জানি।' আনা

বলতে থাকে, 'আমি জানি, স্তিভার মতো মানুষরা কি চোখে সব কিছু দেখে। তুমি বলছিলে, তোমার প্রসঙ্গে ও ওই মেয়েটার সঙ্গে আলোচনা করে, কি না। তা হয় না, ডলি। পুরুষ মানুষ অবিশ্বস্ত হতে পারে—কিন্তু তাদের বাড়ি-ঘর, তাদের স্ত্রী তাদের কাছে পবিত্র জিনিস। যে কোন কারণেই হোক, ওই সমস্ত মেয়েদের তারা এখনও ঘৃণার চোখে দেখে—নিজেদের সংসার সম্পর্কে তাদের মনে যে আবেগ অনুভূতি রয়েছে, তার মধ্যে তারা কখনই ওদের নাক গলাতে দেয় না। নিজেদের এবং পরিবারের মধ্যে তারা এক ধরনের রেখা টেনে রাখে, যেটাকে পেরিয়ে যাওয়া যায় না।···আমি এটা ঠিক বুঝি না, কিন্তু ঘটনাটা তাই।'

'কিন্তু ওকে সে চুমু দিয়েছিলো···'

'ডলি, শোনো লক্ষ্মীটি। স্তিভা যখন তোমার প্রেমে পড়ে, তখন আমি তাকে দেখেছি। মনে আছে, ও যখন আমার কাছে গিয়ে তোমার প্রসঙ্গে কথা বলতো, ওর দু চোখ জলে ভরে উঠতো—ওর কাছে কত কবিতা, কত উঁচু ধারণায় ভরা ছিলে তুমি! আমি জানি, তোমার সঙ্গে ও যতই দিন কাটিয়েছে, ওর চোখে তুমি ততই উঁচুতে উঠে গেছো। জানো, প্রতি কথাতেই 'ডলি এক আশ্চর্য মেয়ে' বলার জন্যে, মাঝে মধ্যে আমরা ওকে ঠাট্টাও করেছি। ওর চোখে তুমি চিরদিনই এক স্বর্গীয় দেবী ছিলে, আজও তাই আছো এবং এটা প্রাণ থেকে করা বিশ্বাসঘাতকতা নয়··'

'কিন্তু ধরো, আবার যদি অমন কিছু হয়?'

'আমার মনে হয় না, তা হবে'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি এটা ক্ষমা করতে পারতে?'

'জানি না, বলতে পারি না।' এক মুহূর্ত চিন্তা করে নেয় আনা, 'হ্যাঁ, পারতাম।···নিজে আর আগের মতো হতে পারতাম না বটে, কিন্তু ক্ষমা করে দিতাম। এমন ভাবে ক্ষমা করতাম যেন অমন ঘটনা কোন দিনই ঘটেনি—আদৌ ঘটেনি।'

'তা তো বটেই,' যে কথাটা ডলি মনে মনে একাধিক বার চিন্তা করেছে, যেন সে কথাটাই বলতে থাকে ও, 'তা না হলে, সেটা আর ক্ষমা হয় না। ক্ষমা করতে হলে সম্পূর্ণ ভাবেই করতে হয়—একেবারে সম্পূর্ণভাবে।·· এবারে চলো, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই।' এক হাতে আনাকে বেষ্টন করে এগুতে থাকে ডলি, 'তুমি এসেছো বলে আমার কি যে আনন্দ হয়েছে! এখন আগের চাইতে অনেকটা ভালো লাগছে আমার—অনেকটা ভালো।'

সেদিন পুরো দিনের বেলাটা আনা বাড়িতেই রইলো—তার মানে, অবলনস্কির বাড়িতে। যদিও ওর পেঁ ৗছনোর সংবাদ শুনে পরিচিত অনেকেই ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো, কিন্তু আনা কারুর সঙ্গেই দেখা করেনি। সকালের দিকটা ও ডলি আর বাচ্চাগুলোর সঙ্গেই কাটিয়েছে, শুধু ভাইকে ছোট্ট একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, সে যেন অতি অবশ্যই বাড়িতে এসে ডিনার করে।

অবলনস্কি বাড়িতেই ডিনার করেছে। আলাপ-আলোচনা সচরাচর যেমন হয়ে থাকে, তেমনিই হয়েছে। এবং অবলনস্কির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার স্ত্রী তাকে 'স্তিভা' বলে সম্বোধন করেছে—বিবাদ-বিসম্বাদের পর থেকে যা ও ইতিমধ্যে আর করেনি। ওদের সম্পর্কের মধ্যে সেই একই রকমের বিচ্ছিন্নতাটা কিন্তু রয়েই গেছে, তবে বিচ্ছেদ নিয়ে আর কোন কথাবার্তা হয়নি এবং অবলনস্কির মনে হয়েছে, একটা কিছু মিটমাট হয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে।

ডিনারের ঠিক পরেই কিটি এসে হাজির হলো। আনাকে ও চিনতো, কিন্তু সে চেনা অতি সামান্যই। পিটার্সবুর্গের এই কেতাদুরস্ত মহিলা, সকলের মুখেই যার প্রশংসা—সে কিটিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে—তা চিন্তা করতে করতে একটা আশঙ্কা ঘেরা চাঞ্চল্য নিয়েই বোনের বাড়িতে এসেছিল কিটি। কিন্তু এসেই ও অনুভব করলো, আনার মনে ও একটা সন্তোষজনক ছাপ ফেলতে পেরেছে। আনা খোলাখুলি ভাবেই ওর রূপ-যৌবনের প্রশংসা করেছে এবং কিটি স্পষ্টই বুঝতে পারলো—ও যে শুধুমাত্র আনার প্রভাবেই নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে, তা নয়—অল্পবয়সী মেয়েরা যেমন নিজেদের চাইতে বেশিবয়সী বিবাহিতা মেয়েদের ভালোবেসে ফেলে, তেমনি ও-ও আনার প্রেমে পড়ে গেছে। আনা সৌখিন সমাজের আর পাঁচটা মহিলার মতো নয়, একটা আট বছরের ছেলের মা বলেও ওকে মনে হয় না। ওর যে জিনিসটা কিটিকে সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেছে এবং ওর কাছে টেনে নিয়ে গেছে, তা হচ্ছে মাঝে মাঝে ওর দু চোখে ফুটে ওঠা এক আশ্চর্য বিষাদের ছবি। সেটুকু না থাকলে ওর নমনীয় চলন ভঙ্গিমা, সজীব সৌন্দর্য আর সর্বক্ষণ মুখে লেগে থাকা প্রাণচঞ্চলতা—যা কখনও মৃদু হাসি বা কখনও চকিত চাহনিতে ভেঙে ভেঙে পড়ে—তার সব কিছুর জন্যে ওকে বরঞ্চ একটি বিশ বছরের মেয়ে বলেই মনে হতো। কিটির মনে হয়েছে, আনার আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তার মধ্যে ওর কিছুই লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা নেই। কিন্তু ওর অন্য একটা জটিল ও কাব্যিক অনুভূতির উঁচু পৃথিবী রয়েছে,

যা কিটির নাগালের বাইরে।

ডিনারের পরে ডলি নিজের ঘরে চলে গেলো। আনা তাড়াতাড়ি উঠে, ভাইয়ের কাছে এগিয়ে গেলো। অবলনস্কি তখন একটা সিগার ধরাচ্ছে।

'স্তিভা,' দু চোখে খুশির ঝিলিক তুলে দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করলো, আনা, 'ওর কাছে যাও—ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।'

অবলনস্কি ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলো, সিগারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দরজা দিয়ে উধাও হয়ে গেলো সে।

অবলনস্কি চলে যাবার পর, আনা এতক্ষণ যে কৌচটাতে বাচ্চা পরিবেষ্টিত হয়ে বসছিলো, আবার সেখানেই ফিরে এলো। মা ওদের এই পিসীটিকে পছন্দ করেন বলেই হোক বা ওর অদ্ভুত আকর্ষণে মুগ্ধ হয়েই হোক —বাচ্চাগুলো ডিনারের আগে থেকেই—বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে···প্রথমে বড় দুটো এবং তাদের পিছু পিছু ছোটগুলো—সব সময় আনার সঙ্গে সঙ্গে লেগে ছিলো। যথাসম্ভব ওর কাছ ঘেঁষে বসা, ওকে ছোঁয়া, ওর ছোট্ট হাতখানা ধরে থাকা, হাতে চুমু দেওয়া, ওর আংটিটা নিয়ে খেলা করা, এমন কি ওর স্কার্টের কুঁচিগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখাও ওদের কাছে একটা খেলার মতো হয়ে উঠেছিলো।

'তাহলে, এখন আবার আমরা আগের মতো বসি,' নিজের জায়গায় ফের বসে আনা বললো।

এবং গ্রিশা আবার তার ছোট্ট মুখখানা আনার হাতের তলা দিয়ে ঢুকিয়ে, গাউনের ওপরে মাথা রাখলো।···

'বল্‌নাচটা কবে হচ্ছে?' কিটির দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো আনা।

'আসছে সপ্তাহে···দারুণ হবে! এটা হচ্ছে সেই ধরনের বল্‌, যেখানে সব সময়েই আনন্দ করা যায়।'

'সব সময় আনন্দ করা যায়—তেমন বল্‌ও আছে নাকি?' ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করে আনা।

'ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও, আছে কিন্তু! বব্‌রিশচেভদের বল্‌-এ আমরা সব সময়েই আনন্দ করি—নিকিতিনদের ওখানেও তাই। কিন্তু মেঝখভদের বল্‌ চিরদিনই খুব নীরস লাগে। আপনি নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য করেছেন?'

'না গো—আমার পক্ষে এখন আর তেমন কোন বল্‌ই নেই, যেখানকার সব কিছুতেই শুধু মজা।' কিটি মুহূর্তের জন্যে আনার চোখে সেই রহস্যময়

পৃথিবীর ছায়া ফুটে উঠতে ছাখে, যার দরজা তার কাছে খোলা নয়। 'তবে এমন কিছু কিছু বল্ আছে, যেগুলো বাকিগুলোর তুলনায় খানিকটা কম ক্লান্তিকর আর কম নিষ্প্রভ।'

'বল্‌নাচে আপনি কি করে নিষ্প্রভ থাকতে পারেন?'

'কেন পারবো না?'

কিটি বুঝতে পারে, আনা ওর জবাবটা আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছে।

'কারণ, আপনাকে সব সময়েই অন্যদের চাইতে সুন্দর দেখায়।'

আনা সহজেই লাল হয়ে ওঠে। এবারেও ও সামান্য লাল হয়ে বললো, 'প্রথমত, ব্যাপারটা কখনই তা নয়। আর দ্বিতীয়ত, তা হলেই বা আমার কি এসে যায়?'

'আপনি কি এই বল্-এ আসছেন?' প্রশ্ন করে কিটি।

'মনে হয়, যেতে হবে।' আনা ওর ফর্সা ছিপছিপে আঙুলে ঢিলে হওয়া আংটিটা নিয়ে টানাটানি করতে থাকা তানিয়ার দিকে তাকায়, 'এই নাও—'

'আপনি এলে, আমি খুশী হবো। আপনাকে আমার একটা বল্‌নাচের আসরে দেখার খুব ইচ্ছে।'

'বেশ। যদি আমাকে যেতেই হয়, তাহলে তখন অন্তত এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবো যে,আমার উপস্থিতি তোমার কাছে আনন্দের কারণ হবে।···গ্রিশা, আমার চুলগুলো টেনো না, লক্ষ্মীটি। এমনিতেই এগুলো যথেষ্ট এলোমেলো হয়ে রয়েছে—' একগোছা বিপথগামী চুল নিয়ে খেলা করতে থাকা গ্রিশাকে বললো আনা।

'ওই আসরে আমি লাইল্যাক রঙের পোশাকে আপনাকে কল্পনায় দেখছি।'

'বিশেষ করে লাইল্যাক রঙ কেন?' আনা মৃদু হাসে। 'বাচ্চারা, এবারে তোমরা উঠে পড়ো—ছুট্টে চলে যাও। শুনছো না, মিস হুলি তোমাদের চায়ের জন্যে ডাকছেন?' নিজেকে বাচ্চাগুলোর কাছ থেকে ছাড়িয়ে তাদের খাবার-ঘরে পাঠিয়ে দেয় ও। 'আমি কিন্তু জানি, তুমি কেন আমাকে ওই আসরে যাবার জন্যে পেড়াপেড়ি করছো। তুমি ওই আসরে অনেক বড় কিছু আশা করছো এবং তুমি চাইছো, সবাই ওখানে উপস্থিত থেকে তার অংশ পাক।'

'হ্যাঁ। আপনি কি করে জানলেন?'

'তোমার এ বয়েসটা বড়ো সুন্দর, কিটি! সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়-গুলোর ওপরকার আবছা কুয়াশার মতো ওই নীল কুয়াশার কথা আমার আজও মনে পড়ে। শৈশব যখন প্রায় শেষ হয়ে আসে, তখন ওই কুয়াশা সেই পরম সুখের দিনগুলোর সব কিছুকে সস্নেহে আড়াল করে রাখে। তারপর সুখের সেই বিশাল বৃত্তটা ক্রমশ সরু হতে হতে একটা পথ হয়ে যায়— যে পথ দিয়ে সকলে খুশি মনে, অথচ ভয়ে ভয়ে, আলো ঝলমলে জাঁকজমকে ভরা জীবন প্রাঙ্গণে গিয়ে ঢোকে। কে সে পথ পেরিয়ে আসেনি, বলো?'

কিটি স্মিত হাসে, কোন কথা বলে না। 'উনি কি ভাবে সে পথ পেরিয়ে এসেছেন? ওঁর জীবনের সব রোমান্সের কথা আমার যে কি ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে!' আনার স্বামীর নেহাতই মামুলী চেহারাটা মনে করে, কিটি নিজের মনে চিন্তা করে।

'আমি কিছুটা জানি—স্তিভা আমাকে বলেছে। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।' আনা বলতে থাকে, 'ভ্রনস্কির সঙ্গে আমার রেল স্টেশনে দেখা হয়েছিলো। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে।'

'ও সেখানে গিয়েছিলো নাকি?' কিটি রাঙা হয়ে ওঠে। 'স্তিভা আপনাকে কি বলেছে?'

'সব কিছুই বলে দিয়েছে। ···গতকাল আমি আর ভ্রনস্কির মা একসঙ্গে এসেছি। উনি সারা রাস্তা অনর্গল ছেলের কথা বলতে বলতে এসেছেন।·· ভ্রনস্কি ওঁর প্রিয় সন্তান। মায়েরা কি রকম পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে থাকেন আমি জানি, কিন্তু···

'ওঁর মা আপনাকে কি বললেন?'

'অনেক কথাই! ভ্রনস্কি ওঁর প্রিয় সন্তান—তাহলেও ভ্রনস্কির চরিত্রে দুর্বলকে রক্ষা করার প্রবৃত্তি যে কতটা বেশি, তা যে কেউই বুঝতে পারবে। যেমন ধরো, মহিলা বললেন যে ভ্রনস্কি তার সমস্ত সম্পত্তি তার ভাইকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলো। তারপর ধরো, ভ্রনস্কি যখন নেহাতই একটা বাচ্চা ছেলে, তখন সে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে ফেলেছিলো···এক মহিলাকে সে জল থেকে উদ্ধার করেছিলো। সত্যি কথা বলতে কি, ভ্রনস্কি একটি আদর্শ বীর পুরুষ।' হাসতে হাসতে কথাটা বলেই, স্টেশনে ভ্রনস্কির দুশো রুবল দান করার ঘটনাটা মনে পড়ে আনার। কিন্তু সেটা ও উল্লেখ করে না। যে কোন কারণেই হোক, ঘটনাটার কথা চিন্তা করতে ওর ভালো লাগছিলো না। আনা অনুভব করছিলো, ওই ঘটনাটার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে ওর

নিজেরও কিছু সম্পর্ক রয়ে গেছে—যেটা থাকা উচিত ছিলো না।

'মহিলা ওঁর বাড়িতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে অনেক করে অনুরোধ করেছিলেন—আসছে কাল একবার যাবো।·· ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্তিভা কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ডলির ঘরে রয়েছে!' আচমকা প্রসঙ্গ পালটে উঠে দাঁড়ায় আনা। কিটির মনে হয়, কোন কিছুর ওপরে অসন্তুষ্টিই এর কারণ।

'না, আমি আগে! না, আমি আগে!' চা শেষ করে, আনা-পিসীর দিকে ছুটে আসতে আসতে বাচ্চাগুলো চিৎকার করতে থাকে।

'সবাই একসঙ্গে!' হাসতে হাসতে ওদের দিকে ছুটে যায় আনা। তারপর খুশিতে ডগোমগো শিশুর দলটাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে, সবাইকে নিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে।

বৈঠকখানা ঘরে যখন চা দেওয়া হলো, তখন ডলি নিজের ঘর থেকে বেরুলো। অবলনস্কি তখনও হাজির হয়নি, স্পষ্টতই সে অন্য দরজাটা দিয়ে স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

'আমার ভয় হচ্ছে, ওপরে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে,' ডলি আনাকে বললো। 'তাই আমি ভালো মনেই ঠিক করেছি, তোমাকে নিচে নামিয়ে আনবো। তাহলে আমরা একে অন্যের কাছাকাছিও থাকতে পারবো।'

'ওহো, দয়া করে তুমি আমাকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।' ডলির মুখের দিকে তাকিয়ে আনা বুঝে নিতে চেষ্টা করে, ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন রকম মিটমাট হয়েছে কি না।

'এখানে আলো বেশি হবে।'

'তুমি বিশ্বাস করো, আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে গেছো ইঁদুরের মতো ঘুমোতে পারি।'

'কিসের কথা হচ্ছে?' পড়ার ঘর থেকে বৈঠকখানায় ঢুকে, স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে অবলনস্কি। তার কণ্ঠস্বরের সুর থেকে কিটি ও আনা দুজনেই তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, একটা মীমাংসা হয়ে গেছে।

'আমি আনাকে নিচের তলায় নিয়ে আসতে চাইছি। কিন্তু ঘরের পর্দা পালটাতে হবে। সেটা কি করে করতে হয়, তা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না—তাই আমার নিজেকেই সেটা দেখতে হবে।' অবলনস্কির দিকে ফিরে জবাব দেয় কিটি।

'ঈশ্বর জানেন, ওরা সত্যি সত্যিই মিটমাট করে নিয়েছে কিনা,' ডলির ঠাণ্ডা সংযত কণ্ঠস্বর শুনে চিন্তা করে আনা।

'কি বাজে বকছো, ডলি—তুমি সব সময় শুধু ঝামেলা তৈরি করো!' অবলনস্কি বলে, 'চলো, আমিই সব কিছু করে দেবো—তুমি যদি চাও…'

'তুমি যা করবে, তা আমার জানা আছে,' ডলি জবাব দেয়। 'তুমি মাতভিকে অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত হুকুম দেবে। তারপর সব কিছু জট পাকাবার জন্যে ওকে একা ফেলে রেখে নিজে কেটে পড়বে।' বলতে বলতে স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপাত্মক হাসির ভঙ্গিমায় ডলির ঠোঁটের প্রান্ত দুটি সামান্য কুঁচকে ওঠে।

'হ্যাঁ, ওদের ঝামেলাটা সম্পূর্ণভাবে মিটে গেছে…ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' ও নিজেই যোগাযোগের মাধ্যম ছিলো বলে, নিজের ওপরে খুশী হয়ে ওঠে আনা। আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ডলিকে চুমু দেয় ও।

'মোটেই না,' অবলনস্কি প্রায় হেসে ফেলে। 'আচ্ছা, তুমি মাতভি আর আমার ওপরে এত খাপ্পা কেন, বল তো?'

সারাটা সন্ধ্যে ডলি যথারীতি হালকা শ্লেষ-বিদ্রূপে স্বামীকে অতিষ্ঠ করে তোলে। অবলনস্কিও সুখী ও প্রফুল্ল। কিন্তু এখন ক্ষমা পেলেও, সে তার অন্যায় কাজটা ভুলতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

সাড়ে নটার সময় অবলনস্কির চায়ের টেবিলে চলতে থাকা খোশমেজাজী পারিবারিক আলোচনাটা একটা সাধারণ ঘটনায় বিঘ্নিত হয়ে ওঠে। আপাত-দৃষ্টিতে ঘটনাটা অতি সাধারণ বলে মনে হলেও, যে কোন কারণেই হোক, সকলের কাছে সেটা খানিকটা অদ্ভুত বলে মনে হয়।…পিটার্সবুর্গের কয়েকজন চেনা মানুষকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিলো ওরা। হঠাৎ আনা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, 'আমার অ্যালবামে ওই মহিলার ছবি আছে—নিয়ে আসছি। সেই সঙ্গে আমার সেরিয়োঝাকেও তোমাদের দেখাতে পারবো।' মাতৃগর্বের ঈষৎ হাসি মুখে ফুটে ওঠে ওর।

তখন রাত প্রায় দশটা—সাধারণত এই সময়টাতে আনা ছেলের কাছ থেকে রাতের মতো বিদায় নেয় এবং প্রায়ই নাচের আসরে যাবার আগে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেয়। আজ ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকার দরুন ওর মনটা ভাল লাগছিলো না। সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেও বারবার ওর মনটা শুধু কোঁকড়া চুলওলা সেরিয়োঝার দিকে ফিরে ফিরে যাচ্ছিলো। অনেকক্ষণ থেকেই ছেলের ছবিটা দেখতে, তাকে নিয়ে কথাবার্তা বলতে ইচ্ছে করছিলো

আনার। তাই প্রথম ছুঁতোটাই সাগ্রহে গ্রহণ করে, হালকা পায়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায় ও। কিন্তু ও বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরুতে যেতেই, সদর দরজায় ঘন্টি বেজে ওঠে।

'কে হতে পারে?' ডলি অবাক হয়।

'যদি আমাকে নিয়ে যাবার জন্তে কেউ এসে থাকে তাহলে বলতে হবে, বড্ড তাড়াতাড়ি এসেছে। আর অন্ত কেউ হলে বলবো, অনেক দেরি করে এসেছে।' কিটি মন্তব্য করে।

আনা যখন সিঁড়ির ওপরের অংশটা পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন চাপরাশী ছুটতে ছুটতে এসে আগন্তুকের নামটা ঘোষণা করে। আগন্তুক নিজে তখন হলঘরে একটা বাতির তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিচের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই ভ্রনস্কিকে চিনতে পারে আনা—একই সঙ্গে সুখ এবং এক নাম-না-জানা আশঙ্কা ওর বুকের ভেতরটাকে তোলপাড় করে তোলে। ভ্রনস্কির পরনে ওভারকোট, পকেটের ভেতরে কি যেন একটা খুঁজছিলো সে। চোখ তুলে আনাকে দেখেই তার মুখে বিহ্বলতা আর আতঙ্কের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। মাথাটা সামান্ত নুইয়ে আনা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। পেছন থেকে শুনতে পায়, অবলনস্কি উঁচু গলায় ভ্রনস্কিকে ভেতরে আসার আহ্বান জানাচ্ছে আর ভ্রনস্কি নিচু স্বরে ভদ্রভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছে।

আনা যখন অ্যালবাম নিয়ে ফিরে এলো, ভ্রনস্কি ততক্ষণে চলে গেছে। অবলনস্কি বলছে, আসছে কাল একজন বিশিষ্ট অতিথিকে তারা যে ডিনার দিচ্ছে, সেই সম্পর্কেই ভ্রনস্কি জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসেছিলো। 'কিন্তু কি অদ্ভুত লোক! অবলনস্কি মন্তব্য করলো, 'কিছুতেই ওকে ভেতরে আনা গেলো না।'

কিটি রাঙা হয়ে উঠলো। ওর মনে হলো, একমাত্র ও-ই জানে কেন সে এত রাতে এসেছিলো এবং কেন সে ভেতরে আসেনি। 'ও নিশ্চয়ই আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলো,' কিটি ভাবলো। 'সেখানে আমাকে না দেখে ভেবেছে, আমি নিশ্চয়ই এখানে আছি। কিন্তু ও ভেতরে আসেনি, কারণ ওর মনে হয়েছে—অনেক রাত হয়ে গেছে ··আর আনাও এখানে রয়েছে।'

ওরা সবাই একবার করে এ ওর দিকে তাকায় এবং কেউ কোন কথা না বলে আনার অ্যালবাম দেখতে শুরু করে।

রাত সাড়ে নটার সময় বন্ধুর বাড়িতে এসে তাদের আয়োজন করা

ডিনার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং ভেতরে ঢুকতে না চাওয়ার মধ্যে অসাধারণত্ব বা বৈসাদৃশ্যের কিছু নেই। কিন্তু ওদের সকলের কাছেই ঘটনাটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিলো। বিশেষ করে আনার কাছে।

কিটি এবং ওর মা যখন চওড়া, আলো ঝলমলে, তুধারের হাতলে ফুলে ফুলে সাজানো সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে উঠছিলো, তখন নাচের আসর সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সিঁড়ির নিচেই লাল উর্দি পরা একজন চাপরাশী। ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো নাচঘর থেকে ক্রমাগত একটা অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিলো। সৌখিন গাছের সারি দিয়ে সাজানো দুই সিঁড়ির মাঝখানকার চাতালটাতে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আর বেশবাশ পরিপাটি করে নিতে নিতে, ওরা বেহালায় প্রথম ওয়্যলজের নিখুঁত স্বর বেজে উঠতে শুনলো। সুগন্ধ ছড়ানো অসামরিক পোশাক পরা একজন বেঁটেখাটো চেহারার অপরিচিত বৃদ্ধ অন্য একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ধূসর চুলগুলোকে ঠিকঠাক করে নিচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ওদের ধাক্কা মেরে উঠতে গিয়েও, এক পাশে থমকে দাঁড়িয়ে সুস্পষ্ট প্রশংসার দৃষ্টিতে কিটির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। দাড়িবিহীন, অতিরিক্ত বড় গলার ওয়েস্ট কোট পরা একটি যুবক—সৌখিন সমাজভুক্ত সেই সমস্ত যুবা পুরুষদের মধ্যে একজন, যাদের বৃদ্ধ প্রিন্স শ্চেরবাৎস্কি 'অসার দাম্ভিক' বলে অভিহিত করে থাকেন—নিজের সাদা টাইটা সোজা করে, অভিবাদনের ভঙ্গিমায় ওদের দিকে মাথাটা সামান্য নুইয়ে, সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই ফিরে এসে কিটিকে নাচার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। প্রথম যুগ্ম-যুগল নাচটা ভ্রনস্কির সঙ্গে নাচবে বলে কথা দিয়েছিলো কিটি। তাই যুবককে দ্বিতীয় নাচের জন্যে সম্মতি দিতে হলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একজন অফিসার দস্তানার বোতাম আঁটছিলেন। আরক্ত-কপোল কিটির দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের গোঁফজোড়ায় একটু তা দিয়ে নিলেন উনি।

যদিও প্রসাধন, কেশবিন্যাস এবং নাচের আসরে আসার অন্যান্য প্রস্তুতির জন্যে কিটিকে অনেক চিন্তা করতে হয়েছে, অনেক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা স্বীকার করতে হয়েছে—কিন্তু এখন গোলাপি অন্তর্বাসের ওপরে সূক্ষ্ম জালি কাটা রেশমি গাউন পরে ওকে নাচঘরে ঢুকতে দেখে মনে হলো, যেন এসব ব্যাপারে ওকে মুহূর্তের জন্যেও মনোযোগ দিতে হয়নি···যেন ওই লেস

লাগানো ফ্রক এবং দুটি ছোট্ট পাতা ও একটি গোলাপ দিয়ে সাজানো ওই উঁচু খোঁপাটি নিয়েই ও জন্মগ্রহণ করেছিলো।···নাচঘরে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে ওর মা যখন ওর পোশাকের একটা জড়িয়ে থাকা ফিতেকে সোজা করে দেবার চেষ্টা করছিলেন, তখন কিটি আস্তে করে এক ধারে একটু সরে দাঁড়ালো। ও অনুভব করছিলো— ও যা কিছু পরে এসেছে, তা যেমনটি রয়েছে তেমনটিই ঠিক এবং সেভাবেই সেটাকে সুন্দর লাগছে···কোন কিছু পরিবর্তন করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

আজ কিটির একটা অন্যতম সুখের দিন। ওর গাউনটা খুব একটা আঁটসাট নয়, কাঁধের ওপরে বেছানো লেস দুটি সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং পোশাকের কৃত্রিম গোলাপগুলি এলিয়ে পড়েনি বা ছিঁড়েও যায়নি। উঁচু-ফাঁপা গোড়ালি লাগানো গোলাপি চটিজোড়াতে ওর পায়ে এতটুকুও ব্যথা লাগছে না, বরং খুশিয়াল করে তুলেছে ওর ছোট্ট পা দুটিকে। শুভ্র চুলের মোটা বিনুনিগুলো এমন ভাবে ওপরের দিকে তোলা রয়েছে যে দেখে মনে হয়, ওটাই যেন স্বাভাবিক। লম্বা দস্তানার তিনটে বোতাম লাগিয়ে রাখা সত্ত্বেও সেটা ওর হাতে এতটুকু চেপে বসেনি। লকেটের কালো মখমলের ফিতেটা পরম সোহাগে ওর গলাটিকে ঘিরে রেখেছে। ভারি সুন্দর ওই ফিতেটা। বাড়িতে আয়নায় ফিতেটার দিকে তাকিয়ে কিটির মনে হয়েছিলো, ওটা নিজেই একটা অলঙ্কার। নাচঘরেও আয়নায় ওটাকে দেখে মৃদু হেসে উঠলো ও। ওর নগ্ন বাহু এবং কাঁধ দুটিতে যেন মর্মর পাথরের হিমতা—যে অনুভূতিটা কিটি বিশেষভাবে পছন্দ করে।·· ঝিলমিল করছিলো কিটির চোখ দুটি, নিজের আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্য গোলাপি ঠোঁট দুটি থেকে কিছুতেই হাসি লুকিয়ে রাখতে পারছিলো না ও।

নাচঘরের একাংশে নাচের আমন্ত্রণ পাবার অপেক্ষায় নানান রঙের সূক্ষ্ম রেশমি পোশাক, লেস ও ফুল পরিহিতা মহিলারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলেন—কিটি কোনদিনই ওদের একজন নয়। কিন্তু ও ঘরে ঢুকতে না না ঢুকতেই, ওয়্যলজ নাচার আমন্ত্রণ পেয়ে গেলো। আমন্ত্রণ যিনি জানালেন তিনি নাচের সঙ্গী হিসেবে সবচাইতে সেরা, নামজাদা নৃত্য পরিচালক এবং সেরা নাচিয়ে ইগোরুশকা করসুনস্কি। ভদ্রলোক বিবাহিত—সুদর্শন এবং শক্তসমর্থ চেহারা। একটু আগেই উনি কাউন্টেস বনিঁর সঙ্গে ওয়্যলজের প্রথম অংশটুকু নেচে, নিজের রাজত্বটা—অর্থাৎ নাচতে শুরু করা কয়েকটি যুগলকে—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিলেন। কিটিকে ঘরে ঢুকতে

দেখেই, উনি নৃত্য পরিচালকদের স্বভাবসিদ্ধ সহজ ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে ধরার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন—কিটির সম্মতির জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না।···হাতের পাখাটা কাউকে দেবার জন্যে ঘরের চতুর্দিকে তাকাতে লাগলো কিটি। গৃহকর্ত্রী মিষ্টি হেসে ওর হাত থেকে পাখাটা নিয়ে নিলেন।

'সময়মতো এসে খুব ভালো করেছেন,' কিটির কোমরটা জড়িয়ে ধরেন ভদ্রলোক। 'দেরি করাটা এমন বিশ্রী বদ অভ্যেস!'

বাঁ হাতটা একটু বাঁকিয়ে ভদ্রলোকের কাঁধে হাত রাখে কিটি—বাজনার তালে তালে মসৃণ মেঝেতে হালকা ও চটুল ছন্দে এগিয়ে চলে ওর গোলাপি চটি-পরা ছোট্ট পা-দুখানি।

'আপনার সঙ্গে ওয়্যলজ নাচা আর বিশ্রাম করা একই কথা,' নাচের প্রথম অংশে ঢিমে তালে পা ফেলতে ফেলতে মন্তব্য করেন করসুনস্কি। 'এ এক সত্যি আনন্দের বিষয়···কত্তো হালকা আর কি নিখুঁত!' পরিচিত প্রায় প্রতিটি নৃত্যসঙ্গিনীকে বলা কথাগুলো ফের পুনরাবৃত্তি করেন উনি।

নিজের প্রশংসায় মৃদু হেসে, কাঁধের ওপর দিয়ে সমস্ত নাচঘরটা লক্ষ্য করতে থাকে কিটি। ও প্রথম বার নাচের আসরে আসা মেয়েদের মতো নয়—যাদের কাছে জাদুর খেলায় ঘরের প্রতিটা মুখই মিলেমিশে এক রকমের হয়ে যায়। আবার ততটা বেশি অভ্যস্তও নয়, যাতে সমস্ত মুখগুলোই ওর কাছে পরিচিত আর একঘেঁয়ে বলে মনে হবে। · কিটি লক্ষ্য করে, ঘরের বাঁ ধারের কোণে সমাজের সেরা মানুষগুলো একসঙ্গে জোট বেঁধে রয়েছেন। ওখানে রয়েছেন করসুনস্কির সুন্দরী স্ত্রী লিডি—একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসী নিচু-গলার পোশাক পরেছেন মহিলা। রয়েছেন গৃহকর্ত্রী স্বয়ং। নামজাদা লোকেদের সঙ্গে যাঁকে সর্বদাই দেখা যায়, সেই ক্রিভিনের টাকটাও ওখানে চকচক করছে।···কাছে যাবার ভরসা না পেয়ে, যুবকের দল তাকিয়ে রয়েছে ওদিকটাতে। ওখানেই স্তিভা এবং কালো মখমলের পোশাকে মোড়া আনার সুন্দর শরীরটাকে দেখতে পায় কিটি। আর রয়েছে ভ্রনস্কি। সেদিন সন্ধ্যায় লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করার পর থেকে কিটির সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। এক ঝলক তাকিয়েই মানুষটাকে চিনতে পারে ও এবং এ-ও লক্ষ্য করে যে, ভ্রনস্কি ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

'আমরা কি আর এক চক্কর নাচবো, না কি আপনি ক্লান্ত?' সামান্য হাঁফিয়ে ওঠা করসুনস্কি প্রশ্ন করেন ওকে।

'না, আর নয়—ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আপনাকে তাহলে কোথায় নিয়ে যাবো?'

'মাদাম কারেনিনার কাছে···ওখানটাতেই নিয়ে চলুন।'

'যেখানে আপনার খুশি—'

আস্তে আস্তে গতি কমিয়ে, ওয়্যালজের ছন্দে ছন্দে ঘরের বাঁ দিকের কোণে জমায়েত হওয়া মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে চলেন করসুনস্কি। মুখে ক্রমাগত 'মাফ করবেন মাদাম···মাফ করবেন, মাফ করবেন মেইস্থাম—' বলতে বলতে অসংখ্য লেস, পাতলা ফ্রক ও রঙবাহারী ফিতের সমুদ্রের ভেতরে দিয়ে পালকের মতো কাউকে না ছুঁয়ে যেতে যেতে আচমকা এক সময় হঠাৎ কিটিকে একটা পাক খাইয়ে ঘুরিয়ে দেন উনি। কিটির পোশাকটা গতির আবেগে ওপরের দিকে উঠে যাওয়ায় স্বচ্ছ মোজার আবরণে মোড়া ওর সুন্দর গোড়ালি দুটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, পোশাকের দীর্ঘ প্রান্তভাগটা পাখার মতো ছড়িয়ে পড়ে ক্রিভিনের দু হাঁটুর ওপরে। অভিবাদনের ভঙ্গিমায় মাথাটা একটু নুইয়ে জামার চওড়া সামনের অংশটা সোজা করে নিলেন করসুনস্কি, তারপর মাদাম কারেনিনার কাছে ওকে নিয়ে যাবার জন্যে হাত বাড়ালেন কিটির দিকে। মাথাটা অমন হঠাৎ করে ঘোরার জন্যে কিটির বমি বমি লাগছিলো। লজ্জায় রাঙা হয়ে ক্রিভিনের হাঁটু থেকে পোশাকের প্রান্তভাগটা তুলে নেয় ও, তারপর আনাকে খুঁজে পাবার জন্যে তাকাতে থাকে চতুর্দিকে।···সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলতে থাকা একদল মেয়ে-পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলো আনা। ওর পরনের পোশাকটা লাইল্যাক রঙের নয়, যে রঙটা ওর অবশ্যই পরা উচিত বলে মনে হয়েছিলো কিটির। কিন্তু নিচু গলার কালো মখমলের পোশাকে ওর অবারিত গ্রীবা ও কাঁধ-দেখে মনে হয় যেন পুরনো হাতির দাঁতে খোদাই করা—এবং নিটোল বাহু ও ক্ষীণ মণিবন্ধ দুটিকে ভারি অপরূপ লাগছিলো। পোশাকটাতে প্রচুর পরিমাণে ভেনিস দেশীয় লেস বসানো। মাথার অকৃত্রিম কালো চুলে প্যানজি ফুলের ছোট্ট একটা মালা। কোমরে সাদা লেসটাকে জড়িয়ে রাখা কালো ফিতেটাতে আরও কয়েকটা প্যানজি। কপালের দুধারে এবং ঘাড়ের কাছে সর্বদা ইচ্ছে করে এলিয়ে রাখা কয়েক গুচ্ছ গুঁড়ো গুঁড়ো চুল ছাড়া ওর খোঁপাটাতে তেমন কোন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নেই।···সুন্দর, ঋজু গলায় একছড়া মুক্তোর মালা পড়েছে ও।

কিটি প্রতিদিনই আনাকে দেখছে, আনাকে ও ভালোবেসে ফেলেছে এবং

সব সময়েই আনাকে ও লাইল্যাক রঙের পোশাকে কল্পনা করে এসেছে। কিন্তু এখন কালো পোশাক-পরা আনাকে দেখে ও অনুভব করলো, আনার সবটুকু সৌন্দর্য ও এর আগে কোনদিনই উপলব্ধি করতে পারেনি। আসলে আনার সৌন্দর্য আদৌ পোশাকের ওপরে নির্ভরশীল নয়।···

'না, আমি এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাচ্ছি না,' গৃহস্বামীর কি একটা প্রশ্নের জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো আনা, 'যদিও ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।' পরক্ষণেই কিটিকে দেখতে পেয়ে মৃদু হাসলো ও, 'নাচতে নাচতেই ঘরে এসে ঢুকলে!'

'ইনি আমার অন্যতম সেরা নৃত্যসঙ্গিনী,' আনার সামনে এসে অভিবাদন জানালেন করস্থনস্কি। 'প্রিন্সেস বল নাচকে স্থখময় ও সফল করে তুলতে সাহায্য করেন। ··আনা আর্কাদিয়েভনা, একটা ওয়্যালজ হবে কি?'

'আপনারা তুজনে তুজনকে চেনেন নাকি?' গৃহস্বামী শুধালেন।

'আমরা কাকে চিনি না বলুন তো? আমার স্ত্রী আর আমি—আমরা তুজনে হচ্ছি সাদা নেকড়ের মতো। সবাই আমাদের চেনে,' জবাব দিলেন করস্থনস্কি। 'ছোট্ট একটা ওয়্যালজ, আনা আর্কাদিয়েভনা?'

'আমি পারতপক্ষে কখনো নাচি না।' আনা বললো।

'কিন্তু আজ রাতে না নেচে থাকা অসম্ভব।'

সেই মুহূর্তে ভ্রনস্কি এগিয়ে এলো ওদের দিকে।

'আজ রাতে না নেচে থাকা যদি নেহাতই অসম্ভব হয়, তাহলে আস্থন—শুরু করা যাক,' ভ্রনস্কির অভিবাদন উপেক্ষা করে দ্রুত করস্থনস্কির কাঁধে হাত রাখলো আনা।

'আনা ওর ওপরে এতটা অখুশি কেন?' আনা ইচ্ছে করেই ভ্রনস্কির অভিবাদনের জবাব দিল না দেখে, কিটি ভাবলো।

ভ্রনস্কি কিটির কাছে এগিয়ে গিয়ে, ওকে প্রথম যুগ্ম যুগল নাচের কথাটা মনে করিয়ে দিলো—তুঃখ করলো, এতক্ষণ ওকে সে দেখতে পায়নি বলে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নৃত্যরতা আনাকে দেখতে দেখতে ভ্রনস্কির কথাগুলো শুনলো কিটি। ও আশা করেছিলো, ভ্রনস্কি ওকে ওয়্যালজ নাচার জন্যে আমন্ত্রণ জানাবে। কিন্তু ভ্রনস্কি সে সব কিছুই বললো না। অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো কিটি। ভ্রনস্কি লাল হয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ ওকে নাচের জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু সে কিটির ক্ষীণ কটিখানি হাতে জড়িয়ে নাচার জন্যে প্রথম বার পা ফেলতে না ফেলতেই, আচমকা বাজনা থেমে গেলো। ভ্রনস্কির মুখের দিকে তাকালো

কিটি···ওর মুখের একেবারে কাছাকাছি ভ্রনস্কির মুখ। কিন্তু দীর্ঘদিন—বেশ কয়েক বছর পরে অত প্রেমে ভরা ওর ওই দৃষ্টি, যার কোন সাড়া মেলেনি—তা কিটির প্রাণে বড় অপমানকর জ্বালা হয়ে বড় বেদনার মতো বিঁধেছিলো।

'মাফ করবেন! মাফ করবেন—ওয়্যালজ, একখানা ওয়্যালজ!' ঘরের অপর প্রান্ত থেকে চিৎকার করে উঠলেন করসুনস্কি এবং নাগালের মধ্যে পাওয়া প্রথম তরুণীটিকে পাকড়াও করে, নিজেই নাচতে শুরু করে দিলেন উনি।

ওয়্যালজ শেষ করে কিটি ওর মায়ের কাছে ফিরে গেলো। কিন্তু সেখানে কাউণ্টেস নর্দস্তনের সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলতে না বলতেই, ভ্রনস্কি এসে ওকে প্রথম যুগ্ম-যুগল নাচের জন্যে নিয়ে গেলো। নাচের মধ্যে তেমন উল্লেখ-যোগ্য কোন আলোচনা হয়নি। করসুনস্কি দম্পতিকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কথাবার্তা হলো—রসিকতা করে ভ্রনস্কি ওঁদের 'চল্লিশ বছর বয়সী শিশু' বলে উল্লেখ করলো। একবার মাত্র আলোচনাটা কিটিকে ব্যক্তিগতভাবে স্পর্শ করেছিলো—যখন ভ্রনস্কি জানতে চেয়েছিলো, লেভিন এ নাচের আসরে উপস্থিত আছে কিনা। সে আরও বলেছিলো, লেভিনকে তার ভীষণ ভালো লেগেছে। যুগ্ম নাচের আসর থেকে কিটি এর চাইতে বেশি কিছু আশা করেনি। দুরু দুরু বুকে ও অপেক্ষা করছিলো পোল্যাণ্ডের উদ্দাম নাচ মাজ্যাকার জন্যে। ওর কেমন যেন মনে হচ্ছিলো, মাজ্যাকার সময়েই সব কিছু স্থির হয়ে যাবে। আগেকার নাচের আসরগুলোর মতো ভ্রনস্কি এবারেও ওর সঙ্গেই মাজ্যাকা নাচবে বলে কিটি এতোই নিশ্চিত হয়েছিলো যে, ওর সঙ্গী স্থির আছে জানিয়ে ইতিমধ্যেই ও পাঁচজন যুবককে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে।···শেষতম যুগ্ম-যুগল নাচ পর্যন্ত পুরো নাচের আসরটাই কিটির কাছে ছিলো রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে ভরা এক অপরূপ স্বপ্ন।···একটি একগুঁয়ে বিরক্তিকর যুবক কিছুতেই হাল ছাড়ছিলো না—তার সঙ্গে শেষ দফায় নাচতে গিয়েই আচমকা ভ্রনস্কি এবং আনার মুখোমুখি হলো ও। নাচের আসর শুরু হবার পর থেকে আনার সঙ্গে ইতিমধ্যে ওর আর দেখা হয়নি—এখন হঠাৎ আনাকে এক সম্পূর্ণ আলাদা এবং আশাতীত নতুন আলোতে দেখতে পেলো ও। কিটি লক্ষ্য করলো, আনা সফলতায় ঝিলমিলিয়ে উঠেছে—যে অনুভূতিটা ওর নিজের কাছেও ভীষণ পরিচিত।

ও দেখলো, মুগ্ধ প্রশংসায় মাতাল হয়ে উঠেছে আনা। লক্ষণগুলো সবই কিটির জানা—সেগুলোই আনার সঙ্গে মিলিয়ে নিলো ও। আনার চোখে থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠা ঝলমলে আলো, সুখ আর উত্তেজনার আবেগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বেঁকে ওঠা ঠোঁটের অস্ফুট হাসি, ছন্দে ভরা সহজ ও নিশ্চিত পদক্ষেপ—কিটি সবই দেখতে পেলো।

'কে এর কারণ? সবাই, না শুধু একজন?' কিটি চিন্তা করে, 'না, জনতার মুগ্ধ-মূক স্তুতি ওকে মাতাল করেনি—করেছে বিশেষ একজনের প্রশংসা। কিন্তু কে সে? সে কি ভ্রনস্কি?' ভ্রনস্কি যতবারই আনার সঙ্গে কথা বলছে, ততবারই আনার চোখ দুটো খুশীতে ঝিকিয়ে উঠছে··· সুখের হাসিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠছে ওর লাল রঙের ঠোঁট দুখানা। ও যেন চেষ্টা করছে খুশীর ওই লক্ষণগুলোকে চেপে রাখতে—কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলো ওর মুখে ফুটে উঠছে বারবার।···'কিন্তু ভ্রনস্কির কি অবস্থা?' ভ্রনস্কির দিকে তাকাতেই কিটির মন আতঙ্কে ভরে ওঠে। আনার মুখের আয়নায় ও যে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে দেখেছিলো, ভ্রনস্কির মুখেও ঠিক তা-ই দেখতে পায় ও। কি হলো ভ্রনস্কির মুখের সেই সহজাত প্রশান্তি, দৃঢ় ভঙ্গিমা আর বেপরোয়া অভিব্যক্তির? এখন যতবারই সে আনার দিকে তাকাচ্ছে, ততোবারই মাথাটা সামান্য নিচু করছে—যেন নিবিড় ভক্তিতে লুটিয়ে পড়তে চাইছে ওর পায়ের ওপরে। ভ্রনস্কির চোখে শুধু ভয় আর আত্মসমর্পণ। প্রতিবারই তার চোখ দুটো যেন বলছে, 'আমি তোমাকে অপমান করবো না। আমি শুধু নিজেকে বাঁচাতে চাইছি···কিন্তু কি করে বাঁচাবো, জানি না।'···ভ্রনস্কির মুখের এমন অভিব্যক্তি কিটি এর আগে কোনদিনও দেখেনি। একটা অস্পষ্ট কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ে ওর সমস্ত সত্তার ওপরে—মুছে দেয় নাচের আসর আর সমস্ত পৃথিবীটাকে।

মাজ্যাকা নাচ শুরু হবার ঠিক আগে, যখন কুর্সিগুলো জায়গামতো সাজিয়ে রাখা হয়ে গেছে, কয়েকটি যুগল ছোট নাচঘরটা থেকে বড় নাচঘরে আসতে শুরু করে দিয়েছে—তখন হতাশা আর আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে উঠলো কিটি। এর আগে ও পাঁচটি যুবককে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে, কিন্তু এখন ওর সঙ্গে মাজ্যাকা নাচার মতো কোন সঙ্গীই নেই! ফের কেউ এসে ওকে নাচতে বলবে, সে আশাও নেই—কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে আগে থেকে ওর কোন সঙ্গী ঠিক করা নেই। বাধ্য হয়েই এখন ওর মাকে গিয়ে বলতে হবে, ওর শরীর ভালো লাগছে না—বাড়ি যাবে। কিন্তু তা

করার মতো শক্তিও এখন ওর নেই!

ছোট্ট বৈঠকখানার দূরতম প্রান্তে গিয়ে একটা আরাম কুর্সিতে শরীর ডুবিয়ে বসে পড়ে কিটি। হালকা ও স্বচ্ছ স্কার্টটা মেঘের মতো ছড়িয়ে থাকে ওর কোমরের চারপাশে। কিশোরীর হাতের মতো একখানা নিটোল হাত অসহায়ের মতো লুটিয়ে থাকে কোলের কাছে গোলাপি টিউনিকের ভাঁজে। পাখা ধরে থাকা অন্য হাতখানা দ্রুত হাওয়া করে লাল হয়ে ওঠা মুখখানিকে। ...ওকে দেখে মনে হয়, ও যেন একটা প্রজাপতি—এইমাত্র একটা ঘাসের ডগায় স্থির হয়ে বসেছে...আবার যে কোন মুহূর্তেই রামধনু পাখা মেলে উড়ে যাবে নতুন আলোর সন্ধানে। কিন্তু আসলে একটা নিবিড় হতাশা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে এখন সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে।

'কিন্তু হয়তো আমি ভুল করেছি—এমনও তো হতে পারে, আমি যা মনে করেছি, আসলে তা হয়তো ঠিক নয়?' কথাটা ভাবতেই, খানিকক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যগুলো ফের মনে করতে থাকে কিটি।

'এর মানে কি, কিটি?' কাউণ্টেস নর্দস্তন নিঃশব্দে গালচে মাড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

কিটির নিচের ঠোঁটখানা থিরথিরিয়ে কেঁপে ওঠে, দ্রুত কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ও।

'তুমি মাজ্যাকা নাচছো না?'

'না, না,' কান্নাভেজা কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দেয় কিটি।

'আমি শুনেছি, সে ওকে মাজ্যাকা নাচার কথা বলছিলো।'

'সে' এবং 'ওকে' বলতে উনি কাদের বোঝাতে চাইছেন, তা কিটি বুঝতে পারবে মনে করেই জবাব দিলেন কাউণ্টেস নর্দস্তন। তারপর ফের প্রশ্ন করলেন, 'তুমি প্রিন্সেস শ্চেরবাৎস্কির সঙ্গে নাচছো না?'

'না—'

...কেউই ওর অবস্থাটা বুঝতে পারবে না। কেউ জানে না, মাত্র কয়েকটা দিন আগেই ও এমন একজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে—যাকে হয়তো ও ভালোবাসতো—এবং প্রত্যাখ্যান করার কারণ, ও আর একজনকে বিশ্বাস করেছিলো।...

কাউণ্টেস নর্দস্তনের সঙ্গে করসুনস্কির নাচার কথা ছিলো। উনি তাঁকে ওঁর বদলে কিটিকে নাচের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে বললেন।...ভাগ্যক্রমে করসুনস্কি সব সময় ছুটোছুটি করে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তাই নাচের সময় কিটিকে কোন

কথাবার্তা বলতে হলো না। নাচের মধ্যেই আনা এবং ভ্রনস্কিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পেলো ও। ও দেখলো, ওরা মনে করছে এই ভিড়ে বোঝাই নাচঘরে যেন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। সচরাচর দৃঢ় ও আত্ম-সংযমী ভ্রনস্কির মুখে অসহায় আত্মসমর্পণের করুণ অভিব্যক্তি এবং হতবিহ্বল দৃষ্টি দেখে অবাক হয়ে উঠলো কিটি। ভ্রনস্কির মুখের অবস্থা ঠিক যেন অন্যায় করে বুঝতে পারা একটা বুদ্ধিমান কুকুরের মতো।···আনা হাসলে, ভ্রনস্কিও হাসছে। ও চিন্তিত হলে, ভ্রনস্কির মুখখানাও গম্ভীর হয়ে উঠছে।···

একটা অপ্রাকৃত শক্তি কিটির চোখ দুটোকে আনার মুখের দিকে টেনে নিয়ে যায়। সাধারণ কালো পোশাকটাতেও ভারি সুন্দর লাগছে আনাকে। সুন্দর লাগছে ওর ব্রেসলেট-পরা নিটোল দুটি বাহু, মুক্তোর মালা জড়ানো ঋজু গ্রীবা, শাসন না মানা কয়েক গুচ্ছ গুঁড়ো-গুঁড়ো চুল, ওর ছোট-ছোট হাত পায়ের স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমা আর অপরূপ প্রাণোচ্ছল মুখখানা। কিন্তু ওই সৌন্দর্যের মধ্যে কি যেন একটা ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুরতা রয়ে গেছে।

আনাকে দেখে এখন আগের চাইতে অনেক বেশি করে মুগ্ধ হয় কিটি এবং সেই সঙ্গে আরও বেশি করে যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে পড়ে ও। নিজেকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত বলে মনে হয় ওর এবং ওর মুখেও সেটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। নাচের তালে তালে ভ্রনস্কি যখন ওর কাছাকাছি এগিয়ে এলো, তখন ওর মুখটা এতোই পালটে গেছে যে প্রথমটাতে ভ্রনস্কি ওকে ঠিকমতো চিনতেই পারলো না।

'চমৎকার নাচের আসর !' কিছু বলার জন্যেই মন্তব্য করলো ভ্রনস্কি।

'হ্যাঁ,' কিটি জবাব দিলো।

নাচের মাঝামাঝি সময়ে যখন সকলে করসুনস্কির অবিষ্কৃত একটা জটিল আঙ্গিক পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তখন আনা বৃত্তটার মাঝখানে এসে দুজন ভদ্রলোক এবং দুটি মহিলাকে—তাদের মধ্যে কিটি একজন—আলাপ করার সঙ্গী হিসেবে বেছে নিলো। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে সামান্য এগিয়ে গেলো কিটি। আধবোজা চোখে মৃদু হেসে আনা ওর হাতে চাপ দিলো। কিন্তু তার জবাবে কিটি শুধু বিস্ময় আর হতাশার দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো দেখে, আনা মুখ ঘুরিয়ে উচ্ছল স্বরে অন্য মহিলাটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলো।

'হ্যাঁ, ওর মধ্যে একটা অদ্ভুত শয়তানি মোহিনী শক্তির মতো কিছু আছে,' ভাবলো কিটি।

আনা নৈশভোজের জন্যে থাকতে চাইছিলো না, কিন্তু গৃহস্বামী বারবার ওকে রাজী করাবার চেষ্টা করছিলেন।

'আসুন, আনা আর্কাদিয়েভনা,' করসুনস্কি ওর অবারিত বাহুখানা চেপে ধরলেন, 'একটা অপূর্ব লোকনৃত্য আমার মাথায় এসেছে।' আনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আশায় আস্তে আস্তে এগুতে শুরু করলেন উনি।

'না, আমি থাকবো না,' মৃদু হেসে জবাব দিলো আনা। কিন্তু মুখে হাসি থাকা সত্ত্বেও ওর কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তায় করসুনস্কি এবং গৃহস্বামী দুজনেই অনুভব করলেন, ও থাকবে না। 'পুরো শীতের সময়টাতে পিটার্সবুর্গে আমি যতটা নেচেছি, মস্কোতে আপনাদের এই একটা নাচের আসরেই তার চাইতে বেশি নেচে ফেলেছি।' পাশে দাঁড়ানো ভ্রনস্কির দিকে ঘুরে তাকালো আনা, 'রওনা দেবার আগে আমাকে অবশ্যই একটু বিশ্রাম নিতে হবে।'

'তাহলে কাল আপনি সত্যিই যাচ্ছেন?' প্রশ্ন করলো ভ্রনস্কি।

'হ্যাঁ, তাই ভাবছি।' প্রশ্নটার দুঃসাহসিকতায় যেন অবাক হলো আনা। কিন্তু জবাব দেবার সময় ওর চোখের অসংযত দীপ্তি আর মুখের মৃদু হাসি ভ্রনস্কির মধ্যে আগুন জ্বেলে দিলো।

নৈশভোজের জন্যে আনা আর অপেক্ষা করে রইলো না, চলে গেলো।

পরদিন সকালে মস্কো থেকে রওনা হয়ে, সন্ধ্যা নাগাদ লেভিন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলো। ফিরতি পথে ট্রেনে সে সহযাত্রীদের সঙ্গে রাজনীতি আর নতুন রেলপথ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেছে এবং নিজের মানসিক বিশৃঙ্খলা, নিজের প্রতি অসন্তোষ আর একটা অস্পষ্ট লজ্জার অনুভূতির জন্যে মনে মনে এক নিবিড় হতাশা অনুভব করেছে—যেমনটি সে অনুভব করেছিলো মস্কোতেও। কিন্তু স্টেশন থেকে বেরিয়ে যখন সে দেখলো, তার এক চোখ কানা কোচোয়ান ইগনাত কোটের কলারটা ওপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে···স্টেশন থেকে ছড়িয়ে পড়া ম্লান আলোয় যখন সে তার নিজের গদি-মোড়া স্লেজ, লেজে বিনুনি বাঁধা ঘোড়া আর ঘোড়ার সাজসরঞ্জামগুলো দেখতে পেলো এবং রওনা দেবার জন্যে তৈরি হতে হতে ইগনাত যখন তাকে গ্রামের খবরাখবর বলতে শুরু করলো—কিভাবে ঠিকাদার এসে পৌঁছেছে এবং পাভা বাচ্চা বিইয়েছে—তখন লেভিন অনুভব করলো, একটু একটু করে তার মানসিক বিভ্রান্তিটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে···গলে গলে মিলিয়ে যাচ্ছে লজ্জা আর আত্মঅসন্তুষ্টির বিশ্রী অনুভূতিটা। শুধুমাত্র ইগনাত এবং

ঘোড়াগুলোকে দেখেই এসব কথা মনে হলো তার। কিন্তু তার জন্যে নিয়ে আসা খাটো জ্যাকেটটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে যখন সে শ্লেজে উঠে বসলো এবং গাড়িতে যাবার সময় গ্রামে তার জন্যে সামনে পড়ে থাকা কাজগুলোর কথা চিন্তা করতে করতে যখন সে একই সঙ্গে পাশের ঘোড়াটাকে (একসময় সওয়ারি বইবার ঘোড়া ছিলো—এখন যৌবন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ডনের এক চমৎকার টগবগে জন্তু) লক্ষ্য করতে লাগলো—তখন ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো এক সম্পূর্ণ নতুন আলোয় দেখতে শুরু করলো সে। প্রথমত, লেভিন স্থির করলো, আজ থেকে কোন বিশেষ ধরনের সুখ, যেমন বিয়ে, তার ভাগ্যে আসবে—এমন আশা করা সে ত্যাগ করবে এবং যেটুকু তার সত্যি সত্যি আছে, সেটুকুকে সে কখনও অতোটা ছোট করে দেখবে না। দ্বিতীয়ত, কিটিকে প্রস্তাবটা জানানোর ব্যাপারে মনস্থির করার সময় যে স্মৃতিটা তাকে অত যন্ত্রণা দিয়েছিলো, সেই নিচু মানসিক আবেগকে সে আর কোনদিনও পথ ছেড়ে দেবে না।···

বাড়ির সামনে বরফে ঢাকা ছোট্ট চতুষ্কোণ অঞ্চলটাতে আগাথা মিহালোভনার জানলাগুলো থেকে আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছিলো। আগাথা মিহালোভনা লেভিনের বৃদ্ধা ধাত্রী, এখন তার বাড়ির তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে কাজ করে। বুড়ি তখনও ঘুমোয়নি। সে কুজমাকে ঘুম থেকে তুলে দিতেই, কুজমা ঘুম-ঘুম চোখে খালি পায়ে ছুটতে ছুটতে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ায়। শিকারী কুকুর ল্যাস্কাও ছুটে আসে—কুজমাকে ধাক্কা মেরে প্রায় ফেলে দিয়ে, নিচু গলায় অস্পষ্ট আওয়াজ করতে করতে লেভিনের হাঁটুতে গা ঘষতে থাকে সে···লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে···ইচ্ছে, লেভিনের বুকে সামনের থাবা দুটো রেখে দাঁড়াবে—কিন্তু সাহস পায় না।

'আপনি বেশ তাড়াতাড়ি করে ফিরে এসেছেন, স্যার,' আগাথা মিহালোভনা বলে।

'আমি ক্লান্ত হয়ে উঠছিলাম, আগাথা মিহালোভনা। বন্ধুদের সঙ্গে থাকা খুবই ভালো, কিন্তু বাড়ির মতো জায়গা আর হয় না।' জবাব দিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে লেভিন।

মোমবাতির আলোয় ঘরটা আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে ওঠে, স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরিচিত সমস্ত খুঁটিনাটি জিনিসগুলো—হরিণের শিঙ, একটা স্টোভ—যার ভেতরকার বায়ু চলাচলের যন্ত্রটা দীর্ঘদিন হলো খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, লেভিনের বাবার সোফা, একটা বিরাট টেবিল, টেবিলের ওপরে

একটা খোলা বই, একটা ভাঙা ছাইদান, লেভিনের হাতে লেখা একটা পাণ্ডুলিপি। এসব দেখতে দেখতে মুহূর্তের জন্যে লেভিনের সন্দেহ হলো, গাড়িতে আসার সময় নিজের জীবনটা নতুনভাবে গুছিয়ে নেবার ব্যাপারে যে স্বপ্ন সে দেখেছিলো, তা সার্থক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কতখানি। পুরনো জীবনের ওই সমস্ত সাক্ষীগুলো যেন তাকে আঁকড়ে ধরে বলছে—'না, তুমি আমাদের কাছ থেকে রেহাই পাবে না···তুমি পালটে যেতে পারবে না। তোমার দ্বিধা, তোমার অশেষ আত্ম-অসন্তুষ্টি এবং তাকে শুধরে নেবার বৃথা চেষ্টা, তোমার বিফলতা এবং যে সুখ তুমি কোনদিনও পাবে না···যা পাওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়—তার জন্যে তোমার অনন্ত আকাঙ্ক্ষা—এর সব কিছু নিয়ে তুমি চিরদিন যেমনটি ছিলে, তেমনটিই থাকবে।'

জিনিসপত্রগুলো এই সমস্ত কথা বলছিলো, কিন্তু ভেতর থেকে অন্য একটা কণ্ঠস্বর লেভিনকে অতীতের কাছে আত্মসমর্পণ করতে নিষেধ করছিলো—বলছিলো, ইচ্ছে থাকলে মানুষ সব কিছু করতে পারে।··· কথাগুলো শুনতে শুনতে ঘরের কোণে পড়ে থাকা ভারি ডাম্বেল দুটোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লেভিন। তারপর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় ওই দুটোকে নিয়ে ব্যায়াম করতে শুরু করলো। কিন্তু দরজার মৃদু শব্দ হতেই দ্রুত ডাম্বেল দুটোকে নামিয়ে রাখলো সে।

বেইলিফ ঘরে ঢুকে জানালো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—সমস্ত কিছুই ভালোভাবে চলছে। কিন্তু শস্য শুকোবার নতুন যন্ত্রটাতে বজরাগুলো খানিকটা পুড়ে গেছে। খবরটা লেভিনকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো। যন্ত্রটা লেভিনই তৈরি করেছে এবং অংশত সেটা তারই আবিষ্কার। বেইলিফ প্রথম থেকেই ওটা ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ছিলো এবং এখন সে চেপে রাখা জয়গৌরবে ঘোষণা করছে, ওটার জন্যেই বজরাগুলো পুড়ে গেছে। লেভিন পরিষ্কার বুঝতে পারলো, একশো বার করে সে যে সর্তকতাগুলো নেবার নির্দেশ দিয়েছিলো, সেগুলো অবহেলা করা হয়েছে বলেই বজরাগুলো পুড়েছে। ভীষণ বিরক্ত হয়ে বেইলিফকে খুব বকুনি লাগালো সে।···কিন্তু এ ছাড়া একটা দরকারী এবং আনন্দের খবরও ছিলো—পাভা, তার সব চাইতে ভালো গরু, যাকে সে অনেক দাম দিয়ে একটা প্রদর্শনী থেকে কিনেছিলো—সেই পাভা, বাচ্চা দিয়েছে।

'কুজমা, আমার খাটো জ্যাকেটটা দাও।' বেইলিফের দিকে তাকালো লেভিন, 'তুমি ওদের একটা লণ্ঠন নিয়ে আসতে বলো। আমি একবার গিয়ে

পাভাকে একটু দেখে আসবো।'

অপেক্ষাকৃত দামী গরুগুলোর গোয়াল ঘর বাড়ির ঠিক পেছনেই। উঠোন পেরিয়ে, লাইল্যাক ঝোপটার পাশে বাতাসে ভেসে বেড়ানো তুষারের ভেতর দিয়ে, লেভিন গোয়ালে গিয়ে ঢুকলো। হিম-শীতল দরজাটা খুলতেই ভেতরে উষ্ণ গোময়ের গন্ধ পাওয়া গেলো—লণ্ঠনের অনভ্যস্ত আলোয় গরুগুলো চমকে উঠে নতুন খড়ে নড়েচড়ে বসলো। নাকে আংটা পরানো ষাঁড় বেরকুৎ উঠে দাঁড়াচ্ছিলো প্রায়। তারপর যেন চিন্তা-ভাবনা করে, ওরা এগিয়ে যাবার সময় দু-একবার শুধু একটু হাম্বা রবে ডেকে উঠলো। জলহস্তীর মতো বিশাল চেহারার পাভা পিঠটা ফিরিয়ে রাখায় বাছুরটাকে দেখাই যাচ্ছিলো না। নাক দিয়ে বাচ্চাটার সর্বাঙ্গে আদর করছিলো পাভা। লেভিন ভেতরে ঢুকে বাছুরটাকে তুলে, লম্বা টলমলে পায়ের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিলো। পাভা অস্বস্তিতে প্রায় ডেকে উঠতে যাচ্ছিলো। কিন্তু লেভিন বাছুরটাকে ওর কাছে ফিরিয়ে দেওয়ায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাভা নিজের কর্কশ জিভ দিয়ে বাচ্চাটাকে চেটে দিতে শুরু করলো। আর বাছুরটাও মায়ের পেটে নাক গুঁজে দিয়ে ছোট্ট লেজটা দ্রুত নাচাতে লাগলো।

'আলোটা এখানে নিয়ে এসো, ফিয়োদোর।' বাছুরটাকে পরীক্ষা করে লেভিন বললো, 'ঠিক মায়ের মতো! যদিও গায়ের রঙটা বাপের মতো হয়েছে। কোমর থেকে কুঁচকি অব্দি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। দারুণ সুন্দর—তাই নয় কি, ভাস্মিলি ফেদোরোভিচ?' আনন্দের প্রভাবে বজরার ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে বেইলিফকে প্রশ্ন করে লেভিন।

'সুন্দর না হয়ে পারে কখনো? ও হ্যাঁ, আপনি চলে যাবার পরের দিনই সাইমন ঠিকাদার এসেছিলো। ওর সঙ্গে আপনি সবকিছু অবশ্যই ঠিকঠাক করে নেবেন, কনস্তানতিন দিমিত্রিচ।' বেইলিফ বলতে থাকে, 'আমি যন্ত্রটার ব্যাপারেও আপনাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

এটুকুই লেভিনের মনটাকে তালুকের কাজকর্মে ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। কাজগুলো যেমন জটিল, তেমনি দীর্ঘ। গোয়াল থেকে সোজা অফিসে চলে যায় লেভিন। এবং সেখানে বেইলিফ এবং সাইমন ঠিকাদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর, বাড়িতে ফিরে ওপর তলায় বৈঠকখানায় গিয়ে ঢোকে।

বলনাচের পরদিন খুব ভোর বেলাতেই আনা ওর স্বামীকে তার করে

জানিয়ে দিলো, ও সেদিনই মস্কো থেকে রওনা হচ্ছে।

'না, আমি যাবোই,' নিজের পরিকল্পনা পরিবর্তনের কথা ও এমন স্বরে বৌদিকে বুঝিয়ে বললো যাতে মনে হয়, হঠাৎ এতগুলো দরকারী কাজের কথা ওর মনে পড়ে গেছে যে তার আর কোন সীমা-সংখ্যা নেই। 'সত্যি, আজই যাওয়া ভালো।'

অবলনস্কি রাত্রে বাড়িতে খাবে না। কিন্তু কথা দিয়েছে, সাতটার সময় বোনকে স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে সে বাড়িতে ফিরে আসবে।

কিটিও আসেনি—একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ওর মাথা ধরেছে। শুধু ডলি আর আনা, বাচ্চাগুলো আর তাদের ইংরেজ গৃহ-শিক্ষিকার সঙ্গে ডিনার সেরে নিলো। বাচ্চাগুলোর মতিগতি হয় নিতান্তই তরল আর নয়তো তাদের অনুভূতি এতই তীক্ষ্ণ যে তারা বুঝতে পারছিলো, আনা আর গতকালের সেই মানুষটি নেই—যাকে তারা তাদের মন দিয়ে ফেলেছিলো এবং তাদের প্রতি ওরও এখন আর তেমন কোন আগ্রহ নেই। তাই তারা পিসীর সঙ্গে খেলাধুলো করা বাদ দিয়ে দিয়েছিলো, ওর প্রতি তাদের মমতাও দূরে সরে গিয়েছিলো এবং ও যে চলে যাচ্ছে, সে জন্যে ওদের এখন এতটুকুও মাথাব্যথা নেই।···সারাটা সকাল যাবার আয়োজনেই কাটালো আনা। নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে ডলি বুঝতে পারছিলো, ও একটা মানসিক অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে—যে অস্থিরতা বিনা কারণে আসে না এবং সাধারণত সেটা নিজের প্রতি অখুশীর মনোভাবই লুকিয়ে রাখে।

'তোমাকে আজ কেমন অদ্ভুত লাগছে!' বললো ডলি।

'অদ্ভুত না, তবে বিশ্রী লাগছে।' মাঝে মাঝে আমার এমন হয়·· সব সময় শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করে। ভীষণ বোকা বোকা কাণ্ড, তবে এটা কেটে যাবে।' লাল হয়ে ওঠা মুখটা নিচু করে, ব্যাগ গুছোতে গুছোতে জবাব দেয় আনা। ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, বারবার জলে ভরে উঠছে। 'পিটার্সবুর্গ থেকে আমার আসতে ইচ্ছে করছিলো না, আর এখন এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'এখানে এসে, তুমি একটা ভাল কাজ করে গেলে।' ওকে ভাল করে লক্ষ্য করতে থাকে ডলি।

জলে ভেজা চোখে ডলির দিকে তাকায় আনা।

'ও কথা বলো না, ডলি। আমি কিছুই করিনি, কিছু করতে পারতামও

না। ক্ষমা করতে পারার মতো যথেষ্ট প্রেম তোমার মনে ছিলো বলেই…'

'তুমি না এলে, ঈশ্বর জানেন, কি না কি হতো! কত ভাগ্যবতী তুমি, আনা! তোমার মনের সব কিছুই সাদাসিধে আর পরিষ্কার।'

'ইংরেজরা বলে, প্রতিটা হৃৎপিণ্ডেরই একটা করে নিজস্ব কঙ্কাল আছে।'

'তোমার মনের কঙ্কাল বলে কিছু নেই, আছে কি? তোমার ভেতরকার সব কিছুই একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।'

'আছে বৈকি!' আশাতীতভাবে আনার ঠোঁট দুটো বিদ্রূপের হাসিতে বেঁকে ওঠে।

'তাহলে সেটা নিশ্চয়ই মজার কঙ্কাল, দুঃখজনক কিছু নয়।' ডলি মৃদুহাসে।

'না, সেটা যথেষ্টই দুঃখজনক। তুমি কি জানো, কেন আমি আসছে কালের বদলে আজই চলে যাচ্ছি? এটা একটা স্বীকারোক্তি, যা একটা ওজনের মতো হয়ে আমার ওপরে চেপে রয়েছে…আমি সেটা তোমাকে বলতে চাই।' নিজেকে নিশ্চিতভাবে একটা আরাম-কুর্সিতে ছুঁড়ে দিয়ে সরাসরি ডলির চোখের দিকে তাকায় আনা।

এবং ডলি অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, আনার কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে—রাঙা হয়ে উঠেছে ওর ঘাড়ের কাছের গুঁড়ো গুঁড়ো চুলগুলো পর্যন্ত।

'হ্যাঁ,' আনা বলতে থাকে। 'তুমি জানো কি, কেন কিটি ডিনারে আসেনি? আমাকে ও হিংসে করে। আমি ওর সব কিছু নষ্ট করে দিয়েছি… আমার জন্যেই ওই নাচের আসরটা ওর কাছে আনন্দের বদলে যন্ত্রণার জিনিস হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সত্যি বলছি, দোষটা আমার নয় কিংবা আমার দোষ অতি সামান্য,' খানিকটা উঁচু গলায় টেনে টেনে 'অতি সামান্য' কথাটা উচ্চারণ করে আনা।

'ওহ্, কথাটা তুমি একেবারে স্তিভার মতো করে বললে!' ডলি হেসে ওঠে।

আনা আহত হয়। 'না, না! আমি স্তিভা নই,' ভ্রূদুটো কুঁচকে ওঠে ওর। 'কথাটা আমি তোমাকে বলছি তার কারণ, আমি মুহূর্তের জন্যেও নিজেকে নিজে সন্দেহ করতে পারি না।'

কিন্তু কথাটা বলার সময়েই আনা বুঝতে পারে, আসলে তা সত্যি নয়। ও নিজেকে শুধু সন্দেহই করে না, ভ্রনস্কির কথা মনে হলেও ওর মন আবেগে ভরে ওঠে। ভ্রনস্কির সঙ্গে আর যাতে দেখা না হয়, সেইজন্যেই পরিকল্পিত সময়ের আগে চলে যাচ্ছে ও।

'হ্যাঁ, স্তিভা আমাকে বলেছিলো যে তুমি ওর সঙ্গে মাজ্যাকা নেচেছো আর ও…'

'ঘটনাটা যে কেমন অদ্ভুতভাবে ঘটে গেলো, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। হঠাৎ সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে উঠলো। হয়তো নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি…'

লাল হয়ে উঠে কথা থামিয়ে দেয় আনা।

'ওরা স্পষ্টই এটা অনুভব করেছিলো,' ডলি বললো।

'কিন্তু ভ্রনস্কির দিক থেকে এর মধ্যে গভীর কিছু থাকলে আমি হতাশ হবো,' ওকে বাধা দিয়ে আনা বললো। 'আমি ঠিক জানি, এ ব্যাপারটা সবাই ভুলে যাবে, কিটিও তখন আর আমাকে ঘৃণা করবে না।'

'সে যাই হোক, আনা, সত্যি বলতে কি আমি কিটির এ বিয়ের ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী নই। ভ্রনস্কি যদি মোটে একটা দিনের মধ্যেই তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তাহলে অমন বিয়ে বরঞ্চ না হলেই ভালো হয়।'

'সেটা তো নেহাতই বোকামো হবে!' যে কথাটা আনার মনকে ভরিয়ে রেখেছে, সেটা নিজের কানে শুনে আবার ওর মুখে খুশীর ঘন রক্তিম আভা ফুটে ওঠে। 'আর তাই যে কিটিকে আমি এত পছন্দ করতাম, তাকে শত্রু বানিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি! সত্যি কি মিষ্টি মেয়েটা! কিন্তু ডলি, বলো—তুমি এ ব্যাপারটা সব কিছু ঠিকঠাক করে দেবে? বলো, করবে?'

ডলি হাসি চেপে রাখতে পারছিলো না। আনাকে ও ভালবাসে। কিন্তু আনারও দুর্বলতা আছে জেনে ভালো লাগে ওর।

'শত্রু? না, তা হতে পারে না।'

'আমি তোমাদের যতটা ভালবাসি, আমি চাই তোমরাও আমাকে ততোটা ভালোবাসবে।' আনার দু চোখ জলে ভরে ওঠে, 'ইস্ আজ যে আমি কি রকম বোকা হয়ে উঠেছি!'

রুমালে মুখ মুছে পোশাক পরতে শুরু করে আনা। ও যখন রওনা দেবার জন্যে তৈরি, তখন অবলনস্কি দেরি করে বাড়িতে এসে ঢোকে। তার গায়ে মদ আর সিগারের গন্ধ। মুখটা লাল, খুশীতে ভরপুর।

আনার আবেগ ডলির মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিলো। শেষবারের মতো ননদকে জড়িয়ে ধরে আদর করার সময় ও ফিসফিসিয়ে বলে, 'মনে রেখো আনা—তুমি আমার জন্যে যা করেছো, তা আমি কোনদিনও ভুলবো না। আর মনে রেখো—সব চাইতে প্রিয় বন্ধু হিসেবে আমি তোমাকেই ভালোবাসি, চিরদিন বাসবো!'

'কেন, তা আমি জানি না,' প্রাণপণ প্রয়াসে চোখের জল চেপে রেখে ডলিকে চুমু দেয় আনা।

'তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছো, বুঝতে পারো। বিদায়!'

'যাক, তাহলে সবই শেষ হয়ে গেলো—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' তৃতীয় এবং শেষবার ঘণ্টাটা বেজে ওঠা অব্দি কামরার দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইটিকে শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে, প্রথমেই এ কথাটা মনে হলো আনার। পরিচারিকা আন্নুস্কার পাশে বসে স্বল্প আলোয় আলোকিত ঘুম-গাড়িটার চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ও। 'কাল সেরিয়োঝা আর অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে দেখা হবে আমার। দেখা হবে, আমার জীবন—আমার সুন্দর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে—আবার আগের মতো চলবে তা।'

সমস্ত দিনের মতো একই রকমের উদ্বিগ্ন মন নিয়ে আনন্দ ও পরম যত্নে নিজেকে যাত্রাপথের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে থাকে আনা। ছোট ছোট কুশলী হাতে একটা লাল ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা গদি বের করে নেয় ও। গদিটা হাঁটুর ওপরে রেখে, তার ওপরে ব্যাগটা তুলে, ব্যাগটাতে ফের তালা লাগায়। তারপর একটা কম্বল দিয়ে পা দুটোকে ভালো করে জড়িয়ে আরাম করে বসে। একজন পঙ্গু মহিলা ইতিমধ্যে রাতের মতো নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। অন্য দুজন আনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন। গাঁট্টাগোট্টা চেহারার এক বৃদ্ধা পা দুটোকে গুটিসুটি করে, ট্রেনের তাপ চলাচলের ব্যাপারে একটা মন্তব্য করলেন। আনা জবাবে দু-একটা কথা বললো। কিন্তু এ ধরনের আলাপ-আলোচনায় কোন আনন্দ পাওয়া যাবে না বুঝতে পেরে, আন্নুস্কাকে একটা লম্ফ দিতে বললো। লম্ফটা আসনের হাতলে রেখে, ব্যাগ থেকে একটা কাগজ-কাটা ছুরি আর একটা ইংরেজী উপন্যাস বের করে নিলো ও। প্রথমটাতে ও কিছুতেই পড়াটা এগিয়ে নিতে পারছিলো না। বারবার যাতায়াত করা মানুষগুলোর কথাবার্তা চিৎকার চেঁচামেচি ওর মনোযোগ নষ্ট করে দিচ্ছিলো। তারপর ট্রেনটা যখন চলতে শুরু করলো, তখন ওর বাঁ দিকের জানলার শার্সিতে আছড়ে পড়া তুষারের আঘাত···আপাদমস্তক পোশাকে মুড়ি দেওয়া শরীরের একটা ধার বরফে ঢেকে যাওয়া গার্ডের আসা-যাওয়া এবং সেই সঙ্গে বাইরের প্রচণ্ড তুষার-ঝড় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা—সবকিছু একত্র হয়ে ওর মনটাকে বিক্ষিপ্ত

করে তুললো। চওড়া হাতে লাল ব্যাগটা কোলের ওপরে আঁকড়ে ধরে, আন্নুস্কা ইতিমধ্যে ঝিমোতে শুরু করে দিয়েছে। ওর হাতের একটা দস্তানা ছেঁড়া।···আনা মন দিয়ে পড়তে শুরু করে। কিন্তু পড়ায় কোন আনন্দ নেই, সুখ নেই অন্য মানুষের জীবনের কথা জেনে। নিজের জীবনের ব্যাপারে আনা পরম আগ্রহী। উপন্যাসের নায়িকা একটা অসুস্থ মানুষের পরিচর্যা করছে পড়লে, ও-ও একজন অসুস্থ মানুষের ঘরে নিঃশব্দে আনাগোনা করতে চায়। ও যদি পড়ে, পার্লিয়ামেণ্টের একজন সদস্য একটা বক্তৃতা দিচ্ছেন—তাহলে ও নিজেই ওই বক্তৃতাটা দিতে চায়। লেডি মারি কিভাবে ঘোড়ায় চড়ে শিকারী কুকুরগুলোকে তাড়া করে, বৌদিকে ঠাট্টা করে, নিজের সাহসিকতায় সকলকে অবাক করে দিয়েছিলো—তা পড়লে, ওর নিজেরও তা-ই করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ওর পক্ষে কোন কিছুই করার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই জোর করে বই পড়তে থাকে আনা, আর ওর ছোট্ট হাত দুখানা ক্রমাগত পাক দিতে থাকে কাগজ কাটার মসৃণ ছুরিটাকে।

উপন্যাসের নায়ক তার ইংরেজ ধারণাসুলভ 'সুখ' বস্তুটা—ব্যারণ খেতাব এবং জমিদারী—প্রায় পেয়ে গেছে। নায়কের সঙ্গে তার জমিদারীতে চলে যাবার জন্যে ভীষণ ইচ্ছে হয় আনার। কিন্তু হঠাৎ ওর মনে হয়, নায়ক তাহলে নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পাবে এবং ওই কারণে আনার নিজেরও খুব লজ্জা হয়। কিন্তু নায়কের এতে লজ্জা পাবার কি আছে? 'আমিই বা কেন লজ্জা পেতে যাবো?' আনার রাগ হয়। বইটা কোলের ওপরে রেখে, আসনে ঠেস দিয়ে বসে, কাগজ-কাটা ছুরিটা দু হাতে চেপে ধরে ও। না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। মস্কোর ঘটনাগুলোও মনে মনে চিন্তা করে নেয় ও। বল নাচের আসর, ভ্রনস্কি, ভ্রনস্কির চোখে ক্রীতদাসের মতো প্রশংসার দৃষ্টি, তার প্রতি ওর ব্যবহার—সমস্ত কিছুই মনে পড়ে। না, লজ্জা পাবার মতো কিছুই নেই। কিন্তু স্মৃতির কথা মনে করতে গিয়ে এই পর্যন্ত এসেই ওর লজ্জার অনুভূতিটা গাঢ়তর হয়ে ওঠে এবং ভ্রনস্কির কথা মনে করার সময় ভেতর থেকে একটা কণ্ঠস্বর যেন ওকে বলে ওঠে, 'উষ্ণ, ভারি উষ্ণ, বড় বেশি আন্তরিকতাময়!'

'তার মানে?' একটু নড়েচড়ে বসে, নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে আনা: 'আমি কি সত্যিই বাস্তবের দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছি? আমার এবং ওই অফিসার ছেলেটির মধ্যে এমন কি আছে বা থাকতে পারে, যা আমার এবং অন্যান্য পরিচিত জনের মধ্যে নেই?' অবজ্ঞার হাসি হেসে ফের বইটা তুলে

নেয় আনা, কিন্তু বুঝতে পারে না কি পড়ছে। ছুরিটা দিয়ে জানলায় আঁকিঝুকি কাটে ও। তারপর ছুরির ঠাণ্ডা মসৃণ ফলাটা গালের সঙ্গে চেপে ধরে হঠাৎ এক অজানা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রায় শব্দ করেই হেসে ওঠে। আনা অনুভব করে, ওর স্নায়ুগুলো ক্রমশ আরও বেশি করে আঁট হয়ে উঠছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে, স্নায়বিক দুর্বলতায় হাত আর পায়ের আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার। ওর মনে হয়, বুকের মধ্যে কি একটা জিনিস যেন ওর নিঃশ্বাসটাকে চেপে ধরছে। কেঁপে কেঁপে ওঠা অস্পষ্ট আলোয় চতুর্দিকের সমস্ত আকৃতি আর শব্দগুলো ওর কাছে যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত বলে মনে হয়। বারবার সন্দেহ হয়, ট্রেনটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, না পেছিয়ে যাচ্ছে, না কি স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পাশে এটা কি আনুস্কা, না অন্য কোন অপরিচিতা? 'আসনের হাতলে ওটা কি রয়েছে, ফারের চাদর নাকি একটা জন্তু? আর আমিই বা এখানে কি করছি? এটা কি আমি, না অন্য কেউ?'এ ধরনের বিকারগ্রস্ত অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আতঙ্ক লাগছিলো আনার। কিন্তু একটা প্রচণ্ড শক্তি ওকে যেন ওই দিকেই টেনে নিচ্ছিলো—অথচ আনা তার কাছে নিজেকে বিলিয়েও দিতে পারে, অথবা তাকে প্রতিহতও করতে পারে।...নিজেকে জাগিয়ে তোলার জন্যে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় আনা, খুলে ফেলে কম্বল আর উষ্ণ পোশাকের আবরণ। মুহূর্তের জন্যে সম্বিৎ ফিরে পায় ও—বুঝতে পারে একটা বোতাম-বিহীন লম্বা কোট পরা যে রোগা চাষীটি ভেতরে এসে ঢুকেছিলো, আসলে সে লোকটা ট্রেনের চুল্লিগুলোতে ইন্ধন যোগায়...এখন তাপমান যন্ত্রটা দেখতে এসেছে। এবং তার পেছন পেছন দরজা দিয়ে প্রবল বেগে ভেতরে এসে ঢুকছে ঝোড়ো বাতাস আর তুষার।...কিন্তু তার পরেই সব কিছু আবার অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লম্বা কোমরওয়ালা চাষীটা দেয়ালে কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে শুরু করে। বৃদ্ধা মহিলা সমস্ত কামরাটা জুড়ে পা মেলে দেন, কালো মেঘে ভরিয়ে তোলেন সমস্ত কামরাটা। তারপর একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ ধাতব চিৎকার, যেন কাউকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পরক্ষণেই একটা লাল আলো আনার চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে তোলে এবং অবশেষে একটা প্রাচীর জেগে উঠে ওর দৃষ্টি থেকে সবকিছুকে নিঃশেষে মুছে নেয়। আনার মনে হয়, ও যেন অনেক উঁচু থেকে নিচের দিকে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর সবকিছুই ওর কাছে আতঙ্কজনক হওয়ার বদলে বরং আনন্দদায়ক বলে মনে হয়। বরফে মোড়া একটা চাপা পুরুষকণ্ঠ ওর কানে

চিৎকার করে কিছু বলে। আসন ছেড়ে উঠে, নিজেকে সামলে নেয় আনা··· বুঝতে পারে, ওরা একটা স্টেশনে এসে থেমেছে এবং কণ্ঠস্বরটা গার্ডের। আন্নুস্কাকে ছেড়ে রাখা কোট এবং শালটা ফের দিতে বলে ও এবং সেগুলো পরে, দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

'আপনি কি বাইরে যাচ্ছেন?' প্রশ্ন করে আন্নুস্কা।

'হ্যাঁ, আমি একটু খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চাই। এখানে বড্ড গরম।'

আনা কামরার দরজাটা খোলে। তুষার আর বাতাস ছুটে এসে দরজা নিয়ে লড়াই করে ওর সঙ্গে এবং এটাও উপভোগ করে ও।

দরজা খুলে বাইরে বেরোয় আনা। বাতাস যেন ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিলো—আনন্দে শিস তুলে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যেতে চায় উধাও করে। কিন্তু শক্ত হাতে ঠাণ্ডা হাতলটা আঁকড়ে ধরে, স্কার্টটা নিচের দিকে চেপে রেখে, প্ল্যাটফর্মে নেমে আসে ও।···কামরার সিঁড়িতে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিলো, কিন্তু ট্রেনের আশ্রয় নেওয়া প্লাটফর্মটা সম্পূর্ণ শান্ত।···

তুষার ও কুয়াশা ভরা বাতাসে মনের আনন্দে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয় আনা। তারপর কামরার পাশে দাঁড়িয়ে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে থাকে প্ল্যাটফর্ম আর আলোকিত স্টেশনটার দিকে।

ট্রেনের চাকা এবং স্টেশনের কোণের দিকের মাচানটাকে ঘিরে প্রচণ্ড ঝড়টা একটানা চিৎকার তুলে দামাল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলো। ট্রেনের কামরা, স্তম্ভ, লোকজন এবং অন্য যা কিছু দেখা যায়, তার সব কিছুরই একটা পাশ বরফে ঢাকা···বরফগুলো ক্রমশ আরও পুরু হয়ে উঠছে। মাঝেমধ্যে ঝড়টা মুহূর্তের জন্যে একটু কমে আসছে—কিন্তু তারপরেই ফের এমন বেগে বইতে শুরু করছে যে তার মুখোমুখি দাঁড়ানো একেবারে অসম্ভব বলেই মনে হয়। এরই মধ্যে মানুষজন একসঙ্গে মনের আনন্দে কথা বলতে বলতে প্ল্যাটফর্মের কাঠের মেঝেতে আওয়াজ তুলে ছুটে ছুটে আসছে, অনবরত কামরার ভারি দরজাগুলোকে খুলছে আর বন্ধ করছে। একটি মানুষের সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া ছায়াটা আনার পায়ের কাছ দিয়ে এগিয়ে গেলো। লোহার ওপরে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ শুনতে পেলো আনা। 'তারটা আমাকে দাও, বলছি!' অন্যদিকের ঝোড়ো অন্ধকার থেকে একটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।···'দয়া করে এদিকে আসুন—আঠাশ নম্বর!'···

কতকগুলি আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠলো···ছুটতে ছুটতে এগিয়ে গেলো পোশাকে মোড়া আর তুষারে ঢাকা মানুষগুলোর শরীর। দু ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে দুজন ভদ্রলোক আনাকে পেরিয়ে গেলেন।···তাজা বাতাসে ভেতরটা ভরে নেবার জন্যে বড় করে আর একটা নিঃশ্বাস নিলো আনা। তারপর হাতলটা ধরে কামরায় ওঠার জন্যে পোশাকের আবরণ থেকে হাতটা বের করতেই, সামরিক ওভারকোট পরা একটা লোক কেঁপে কেঁপে ওঠা ল্যাম্প পোস্টের আলোটাকে আড়াল করে ওর কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই ভ্রনস্কিকে চিনতে পারলো আনা। টুপির কানায় হাত রেখে ভ্রনস্কি ওকে অভিবাদন করলো—যেন জানতে চাইলো, ওর কোন প্রয়োজন আছে কি না এবং সে ওর কোন কাজে লাগতে পারে কি না। কোন জবাব না দিয়ে খানিকক্ষণ মানুষটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো ও।· এবং মানুষটা ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ও তার চোখ-মুখের অভিব্যক্তি পর্যন্ত দেখতে পেলো, কিংবা দেখতে পেয়েছে বলে মনে করলো। গতকাল রাত্রের মতো সেই একই রকমের শ্রদ্ধাভরা পরম আনন্দের অভিব্যক্তি।···গত কয়েকদিনে একাধিক বার এবং এক মুহূর্ত আগেও আনা আবার এই বলে নিজেকে আশ্বস্ত করেছিলো যে, ওর সঙ্গে সর্বত্রই যে অসংখ্য এক ধাঁচের যুবকের পরিচয় হয়েছে, তাদের তুলনায় ভ্রনস্কি ওর কাছে বেশি কিছু নয় এবং ভ্রনস্কির কথা ও কিছুতেই মনে ঠাঁই দেবে না। কিন্তু ফের দেখা হওয়ার চকিত মুহূর্তেই এক পরম খুশীর অহঙ্কার অনুভব করলো আনা। ভ্রনস্কি কেন এখানে এসেছে, আনার পক্ষে তা আর জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন ছিলো না। জবাবটা ও ভালো করেই জানতো—যেন ভ্রনস্কিই ওকে বলে দিয়েছে, ও যেখানে আছে সেখানে থাকতে হবে বলেই সে এখানে এসেছে।

'আপনিও এই ট্রেনে আসছেন, আমি জানতাম না। কেন আসছেন আপনি?' হাতল আঁকড়ে ধরতে যাওয়া হাতটাকে নামিয়ে আনে আনা, চেপে রাখতে না পারা খুশী আর উচ্ছলতায় সমস্ত মুখ ঝলমল করে ওঠে ওর।

'কেন আসছি?' সরাসরি আনার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করে ভ্রনস্কি। 'তুমি তো জানো, তুমি যেখানে থাকবে সেখানে থাকতে হবে বলেই আমি এসেছি। নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারিনি।'

সেই মুহূর্তে দামাল বাতাস যেন সমস্ত বাধাবিপত্তি ঠেলে সরিয়ে দেয়,

উড়িয়ে দেয় গাড়ির ছাদে জমে ওঠা বরফের পরত, ঝনঝন করে ওঠে লোহার একটা আলগা চাদর। অভিযোগ আর বিষাদের সুরে ইঞ্জিনটা কর্কশ বাঁশি বাজাতে শুরু করে। কিন্তু ঝড়ের সমস্ত ভয়াবহতাই আনার কাছে এখন আগের চাইতে সুন্দর বলে মনে হয়। যুক্তির বিচারে ভয় পেলেও, ওর মন যা শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছিলো, ভ্রনস্কি এতদিনে ওকে তা-ই বলেছে।···আনা কোন জবাব দেয় না, কিন্তু ওর মুখে দ্বন্দ্বের ছায়া দেখতে পায় ভ্রনস্কি।

'আমার কথায় তুমি যদি অপমানিত বোধ করে থাকো, তো ক্ষমা কোরো।' ভ্রনস্কির কণ্ঠে মিনতির সুর।

এতটা ভদ্রতা অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে ভ্রনস্কি কথাটা বললো যে আনা বেশ খানিকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারলো না। তারপর বললো, 'ও কথা আপনার বলা উচিত হয়নি। আপনি যদি ভদ্রলোক হয়ে থাকেন, তো ও কথা ভুলে যান—আমিও ভুলে যাবো।'

'তোমার কোন কথা, কোন ভঙ্গিমাই আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না···'

'থামুন!' চিৎকার করে ওঠে আনা, বৃথাই নিজের মুখে রূঢ় অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে ও। তারপর হিম-শীতল হাতলটা আঁকড়ে ধরে ট্রেনের বারান্দায় উঠে দাঁড়ায়। যদিও নিজের বা ভ্রনস্কির কথাগুলো কিছুই ওর মনে পড়ছিলো না, তবু ও অনুভব করে, ওই সংক্ষিপ্ত বাকবিনিময় ওদের দুজনকে ভীষণ কাছাকাছি টেনে এনেছে। ভয় পেলেও ঘটনাটা এক নিবিড় সুখে ভরিয়ে তোলে ওকে। কয়েক মুহূর্ত পরে কামরায় ঢুকে নিজের আসনে বসে পড়ে আনা।···যে প্রচণ্ড চাপা উত্তেজনাটা ওকে কিছুদিন ধরেই পীড়ন করছিলো, সেটা এখন এমন একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে প্রতি মুহূর্তেই ওর ভয় হচ্ছিলো, অতিরিক্ত মানসিক চাপে ওর ভেতর থেকে কিছু একটা হয়তো তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠবে। সমস্ত রাত আনা ঘুমোলো না। কিন্তু ওই মানসিক চাপ এবং ওর কল্পনায় ভরে ওঠা দৃশ্যগুলোর মধ্যেও বিরক্তিকর কিংবা বিষাদে মলিন বলতে কিছু ছিলো না। বরং যা ছিলো তা সুখময়, আনন্দে উচ্ছল, উচ্ছ্বাসে অধীর। ভোরের দিকে নিজের আসনে বসেই তন্দ্রায় ঢলে পড়লো ও। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন চারদিকে দিনের আলো—ট্রেন পিটার্সবুর্গের কাছাকাছি এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘর-বাড়ি, স্বামী-পুত্র, দৈনন্দিন কর্তব্য—সব কিছু মনে পড়লো ওর।

পিটার্সবুর্গে ট্রেনটা থামতেই গাড়ি থেকে নেমে পড়লো আনা এবং প্রথমেই যে মানুষটিকে ও দেখতে পেলো, সে ওর স্বামী। 'হে ভগবান! ওর কান দুটো অমন কেন?' মানুষটার শীতে জমে ওঠা কর্তৃত্বব্যঞ্জক চেহারা, বিশেষ করে গোলাকার টুপিটার কানার পাশ দিয়ে ওপরের দিকে ঠেলে ওঠা কান দুটোকে দেখে, ভাবলো ও। ওকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলো মানুষটা। ঠোঁটে সেই চিরাচরিত স্বভাবসিদ্ধ বিদ্রূপের হাসি···বড় বড় ক্লান্ত চোখ দুটোর দৃষ্টি সরাসরি আনার দিকে স্থির। লোকটার স্থির এবং শ্রান্ত দৃষ্টি রদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তিকর অনুভূতিতে আনার মন ভরে উঠলো— যেন স্বামীকে অন্য রকম দেখবে বলে আশা করেছিলো ও। এবং এই অতৃপ্তির অনুভূতিটাই ওর মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলে গেলো। অনুভূতিটা আন্তরিক, বিশেষ পরিচিত—ঠিক যেন কাপট্যের সচেতনতার মতো—যা স্বামীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের ব্যাপারে অনুভব করেছে আনা। এতদিন জিনিসটা ও তেমন করে খেয়াল করেনি, কিন্তু এখন সেটার সম্পর্কে ও একেবারে স্পষ্ট এবং বেদনাদায়ক ভাবে সচেতন হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছো, তোমার বিশ্বস্ত স্বামীটি এসে হাজির হয়েছে— বিয়ের প্রথম বছরটিতে সে যেমন বিশ্বস্ত ছিলো, তোমাকে দেখার জন্যে আজও সে তেমনি অধৈর্য হয়ে জ্বলছে।' আস্তে আস্তে, উঁচু স্বরে কথা-গুলো বললেন উনি···বললেন এমন স্বরে যে স্বরে উনি প্রায় সব সময়েই ওর সঙ্গে কথা বলেন।

'সেরিয়োঝা ভালো আছে তো?' প্রশ্ন করলো আনা।

'হায় রে! এই কি আমার আকুলতার পুরস্কার?' উনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে দিব্যি ভালোই আছে···'

•

সেদিন রাত্রে ভ্রনস্কি ঘুমোবার কোনো চেষ্টাই করেনি—নিজের আসনে বসে স্রেফ সামনের দিকে তাকিয়ে থেকেছে, আর নয়তো ওঠা-নামা করা যাত্রীদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে। মানুষগুলোর দিকে সে এমন ভাবে তাকাচ্ছিলো, যেন তারা বস্তুবিশেষ। উলটো দিকে বসে থাকা একটি দুর্বল প্রকৃতির যুবক—আদালতের একটি কেরানী—ওইভাবে তাকানোর জন্যেই তাকে অপছন্দ করতে শুরু করলো। লোকটা তার কাছে আগুন চাইলো, দু-একটা মন্তব্য প্রকাশ করলো, এমন কি কনুই দিয়ে তাকে একটু গুঁতোও দিলো—যাতে ভ্রনস্কি বোঝে, সে কোনো বস্তু নয়—একটা মানুষ। কিন্তু ভ্রনস্কি

আলোটার দিকে যেমন ভাবে তাকিয়েছিলো, ওর দিকেও ঠিক তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলো। যুবকটি মুখ বিকৃত করলো ··অনুভব করলো, মানুষ হিসেবে তাকে গণ্য না করার জন্যে মানসিক চাপে সে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলছে এবং এ জন্যে সেও ঘুমোতে পারলো না।

ভ্রনস্কি আসলে কিছুই দেখছিলো না, কাউকেই দেখছিলো না। ·নিজেকে একজন রাজার মতো মনে হচ্ছিলো তার—এ জন্যে নয় যে সে বিশ্বাস করেছিলো, আনার মনে সে ছাপ ফেলতে পেরেছে···তা সে এখনও বিশ্বাস করে না—কিন্তু আনা তার মনে যে ছাপ ফেলেছিলো, তা তাকে খুশি আর অহঙ্কারে ভরিয়ে তুলোছিলো।

এ সবের পরিণতি কি হবে, তা ভ্রনস্কি জানে না—ভেবেও দেখেনি। সে অনুভব করছিলো—এযাবৎকাল অপচয় হতে থাকা, নষ্ট হতে থাকা তার সমস্ত শক্তি এখন এক ভয়াবহ উদ্দীপনা নিয়ে এক পরম রমণীয় শেষতম পরিণতির দিকে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং এটাই তাকে সুখী করে তুলবে। ভ্রনস্কি শুধু এটুকুই জানে যে, ওকে সে সত্যি কথাটাই বলে দিয়েছে: ওর জন্যেই সে এখানে এসেছে ··ওকে দেখা আর ওর কথা শোনাতেই তার সমস্ত সুখ, তার জীবনের প্রকৃত অর্থ। এক গ্লাস জল খাবার জন্যে বোলোগোভায় নেমেই আনাকে দেখতে পেয়েছিলো সে। এবং তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার বলা প্রথম কটা কথাই ওকে তার মনের কথাটা জানিয়ে দিয়েছে। ভ্রনস্কি এখন খুশী—কারণ সে ওকে কথাটা বলেছে, ও তা জেনেছে এবং এখন তাই নিয়ে ভাবছে। কামরায় ফিরে গিয়ে যে পরিস্থিতিতে আনার সঙ্গে ওর দেখা হলো এবং ও তাকে যে সমস্ত কথাগুলো বললো ·বারবার শুধু তাই ভাবতে লাগলো ভ্রনস্কি। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ছবিগুলোর কথা কল্পনা করে আবেগে-মূর্ছাহত হয়ে উঠলো তার প্রাণ।

সমস্ত রাত্রি না ঘুমোনো সত্ত্বেও ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নেবার জন্যে, পিটার্সবুর্গে গাড়ি থেকে নেমে, নিজেকে দিব্যি সতেজ এবং উৎসাহী বলে মনে হলো ভ্রনস্কির। নিজের কামরা থেকে নেমে, আনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো সে। 'আর একবার ওকে দেখবো,' নিজের অজান্তেই মৃদু হাসলো সে। 'ওকে হাঁটতে দেখবো, ওর মুখখানা দেখবো ··ও কিছু বলবে, মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাবে, হয়তো বা একটু হাসবেও।' কিন্তু ওকে দেখতে পাবার আগেই ওর স্বামীকে দেখতে পেলো ভ্রনস্কি—যাকে স্টেশন মাস্টার একটু আলাদা ভাবে ভিড় বাঁচিয়ে নিয়ে আসছিলেন।

'হ্যাঁ, ওইটিই স্বামী!' এবং তখনই ভ্রনস্কি এই প্রথম সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করলো যে একজন আছে, একটি স্বামী, যে ওর সঙ্গে জড়িত। পিপাসায় কাতর কোন মানুষ যদি একটা ঝরনার কাছে গিয়ে দেখে, একটা কুকুর একটা ভেড়া অথবা একটা শুয়োর জল খেয়ে ঝরনাটাকে ঘোলাটে করে ফেলেছে তাহলে তার যেমন বিরক্তিকর মানসিক অবস্থা হয়—কারেনিনের তাজা পিটার্সবুর্গিয় মুখ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী শরীর, গোলাকার টুপি এবং সামান্য বেঁকে ওঠা পিঠটা দেখতে পেয়ে ভ্রনস্কির অনুভূতিও ঠিক তেমনি হলো। বিশেষ করে কারেনিনের চওড়া পা এবং যে ভাবে তিনি নিতম্ব দুলিয়ে চলছিলেন, তা ভ্রনস্কির কাছে রীতিমতো আপত্তিকর বলে মনে হলো। প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সে লক্ষ্য করলো, স্বামীর সঙ্গে সামান্য সংযত ভঙ্গিমায় কথা বলছে আনা। 'না, মানুষটাকে ও ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না' —নিজের মনে সিদ্ধান্ত নিলো সে।

পেছন থেকে আনার কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে ভ্রনস্কি খুশী হয়ে লক্ষ্য করে, আনা তার এগিয়ে আসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন…চারদিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে, ফের স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়েছে ও।

'রাতটা আপনার ভালোভাবে কেটেছে তো?' স্বামী-স্ত্রী দুজনের উদ্দেশ্যেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো ভ্রনস্কি।

'হ্যাঁ, চমৎকার কেটেছে—ধন্যবাদ,' আনা জবাব দিলো।

আনার মুখখানা ক্লান্ত, মুখের হাসি আর চোখের দৃষ্টিতে সেই উচ্ছলতার খেলা নেই। কিন্তু পলকের জন্যে একবার ভ্রনস্কির দিকে তাকাতেই ওর চোখ দুটো আলোকিত হয়ে উঠলো এবং আগুনটা তক্ষুনি নিভে গেলেও, ওই মুহূর্তটা খুশী করে তুললো ভ্রনস্কিকে। ভ্রনস্কিকে উনি চেনেন কিনা বোঝার জন্যে আনা ওর স্বামীর দিকে ফিরে তাকালো। অসন্তুষ্ট চোখে ভ্রনস্কির দিকে তাকালেন কারেনিন—অস্পষ্ট ভাবে মনে করতে চেষ্টা করলেন, কে লোকটা। ভ্রনস্কির স্থৈর্য এবং আত্মপ্রত্যয় পাথরের গায়ে কাস্তের আঘাতের মতো করেনিনের শীতল আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানলো।

'কাউণ্ট ভ্রনস্কি,' বললো আনা।

'ওহো! আমার বিশ্বাস আমাদের মধ্যে আগেই পরিচয় হয়েছিলো,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ আনমনা ভাবে জবাব দিয়ে, হাতটা এগিয়ে দিলেন। 'তুমি তাহলে মায়ের সঙ্গে যাত্রা শুরু করে, ছেলের সঙ্গে ফিরে এলে?' প্রতিটা শব্দাংশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন উনি, যেন প্রতিটাই

'হ্যাঁ, তবে সব কিছুই মিটে গেছে। আমরা যতটা ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা ততখানি সাংঘাতিক কিছু ছিলো না,' আনা জবাব দিলো।

আরও দু-চার কথার পর কাউণ্টেস বিদায় নিলেন। কিন্তু তার পরেই আর একটি বান্ধবী, মহাসচিবের স্ত্রী, এসে আনাকে শহরের সমস্ত খবরাখবর জানালেন। ডিনারে আসবেন বলে কথা দিয়ে, তিনটের সময় উনি বিদায় নিলেন। কারেনিন তখনও মন্ত্রণালয়ে রয়েছেন। অতএব ডিনারের আগে পর্যন্ত সময়টা ছেলের খাওয়া দেখে, নিজের জিনিসপত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে এবং টেবিলে জমে থাকা চিঠিগুলো পড়ে আর জবাব লিখে—কাটিয়ে দিলো আনা।·· ট্রেনে আসার সময়কার অদ্ভুত লজ্জাস্কর অনুভূতি এবং উত্তেজনাটা এখন ওর মন থেকে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। অবাক হয়ে ওর আগের দিনের মানসিক অবস্থাটার কথা চিন্তা করছিলো আনা। 'কি হয়েছিলো? কিছুই না। ভ্রনস্কি বোকার মতো কিছু কথা বলেছিলো, যা থামিয়ে দেওয়া ছিলো খুবই সহজ। এবং আমার যেমনটি জবাব দেওয়া উচিত ছিলো, আমি ঠিক তেমন করেই জবাব দিয়েছি। স্বামীকে আমি ও ব্যাপারে কিছু বলবো না, আর বলার কোনো প্রয়োজনও নেই। ওই সম্পর্কে কথা বলার অর্থ হলো, ঘটনাটাকে প্রাধান্য দেওয়া—যা সম্পূর্ণ অহেতুক।' আনার মনে পড়লো, একবার ওর স্বামীকে ও পিটার্সবুর্গে তাঁরই একজন অধস্তন যুবক কর্মচারীর কথা বলেছিলো, যে ওকে প্রায় প্রেম নিবেদন করেছিলো বলা চলে। কারেনিন তখন বলেছিলেন, উঁচু সমাজের মহিলাদের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা সহজেই হতে পারে। কিন্তু আনার বুদ্ধিবৃত্তির ওপরে তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা আছে। কাজেই নিজে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তিনি কক্ষনো নিজেকে এবং ওকে হীন করে তুলতে পারেন না। 'অতএব, তাহলে আর কিছুই বলার প্রয়োজন নেই? না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তাছাড়া বলার মতো তো কিছু নেইও!' নিজেকেই বললো ও।

চারটের সময় মন্ত্রণালয় থেকে ফিরলেন কারেনিন। কিন্তু প্রায়শই যেমনটি হয়ে থাকে, আনার ঘর অব্দি যাবার মতো সময় তাঁর ছিলো না। ব্যক্তিগত সচিবের নিয়ে আসা কিছু কাগজ-পত্র সই করতে এবং দরখাস্ত নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষায় থাকা বিভিন্ন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে—পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। কারেনিনদের সঙ্গে প্রতিদিনই রাত্রে তিন-চারজন অতিথি নৈশভোজে যোগ দেন। আনা তাদের অভ্যর্থনা করার জন্যে

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলো। ঠিক পাঁচটার সময়—দেয়াল-ঘড়িতে পাঁচটার প্রথম ঘণ্টাটা বাজা শেষ হতেই—কারেনিন ওদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। ডিনারের পরেই বেরিয়ে যেতে হবে বলে তাঁর পরনে সম্পূর্ণ সান্ধ্য-পোশাক—গলায় সাদা টাই, কোটে পদমর্যাদাসূচক দুটি ফিতে। জীবনের প্রতিটি মিনিটই তিনি আলাদা আলাদা ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন এবং কোন অংশই কখনো খালি পড়ে থাকে না। প্রতিদিনের সমস্ত করণীয় কাজগুলো যাতে সঠিক ভাবে করে ফেলা যায়, সেজন্যে তিনি প্রচণ্ডভাবে সময় নিষ্ঠা অনুসরণ করে চলেন। 'তাড়াহুড়ো থাকবে না, বিরাম-বিশ্রামও থাকবে না'—এই হচ্ছে তাঁর নীতিবাক্য।...

ঘরে ঢুকে কারেনিন সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন এবং দ্রুত কুর্সিতে বসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন, 'হ্যাঁ, আমার নিঃসঙ্গতা এবারে শেষ হয়েছে। তুমি বিশ্বাস করবে না, একা একা ডিনার করাটা কি ভীষণ বিরক্তিকর!' ('বিরক্তিকর' কথাটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন উনি।)

খেতে খেতে মস্কোর ব্যাপার স্যাপার নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য দু-চারটে কথাবার্তা বললেন কারেনিন। শ্লেষাত্মক হাসির সঙ্গে অবলস্কির সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তারপর অতিথিদের সঙ্গে আধঘণ্টা সময় কাটিয়ে, স্ত্রীকে আর একটি মৃদু হাসি উপহার দিলেন এবং ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে, গাড়ি নিয়ে কাউন্সিলে চলে গেলেন।..

আমার ফিরে আসার খবর শুনে, প্রিন্সেস বেতসি তিভারস্কি ওকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু আনা ওঁর সঙ্গেও দেখা করতে গেলো না বা থিয়েটারেও গেলো না। না বেরুবার প্রধান কারণ হচ্ছে, ও যে গাউনটার আশায় অপেক্ষা করছিলো, সেটা তখনও তৈরি হয়ে আসেনি। মেজাজটা খারাপ হয়ে উঠেছিলো ওর তাই মনটা শান্ত করার জন্যে সন্ধ্যার পর থেকে ও ছেলেটাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইলো। হালকা মনে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলো, ট্রেনে যে ঘটনাটা ঘটেছিলো, তা নেহাতই তুচ্ছ একটা সাধারণ ঘটনা।

ঠিক সাড়ে নটার সময় সদরে ঘন্টি বাজার শব্দটা শুনতে পেলো আনা এবং কারেনিন ঘরে এসে ঢুকলেন।

'অবশেষে তাহলে তুমি এলে!' কারেনিনের জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে ধরলো আনা।

আনার হাতে চুমু দিয়ে ওর পাশে গিয়ে বসলেন কারেনিন। 'তাহলে

সবকিছু মিলিয়ে দেখছি, তোমার যাওয়াটা সফলই হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তা বটে,' প্রথম থেকে ঘটনাটা স্বামীকে বলতে শুরু করলো আনা।

'যদিও, সে তোমার ভাই, কিন্তু এ ধরনের একটা লোক যে কিভাবে সমস্ত অভিযোগ থেকে রেহাই পায়—আমি তা বুঝতে পারি না।' কারেনিন কঠোর ভাষায় বললেন।

আনা মৃদু হাসলো। ও জানে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বোঝাতে চান যে, পারিবারিক কারণ ও ওঁর প্রকৃত অভিমত প্রকাশ করার ব্যাপারে কোনো বাধা হতে পারে না এবং তাই কথাটা এতো স্পষ্ট করে বললেন। স্বামীর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যটা আনা জানে এবং পছন্দও করে।

'যাক, শেষ অব্দি ব্যাপারটা ভালোভাবে মিটে গেছে আর তুমিও ফিরে এসেছো—এতেই আমি খুশী।' কারেনিন বললেন, 'আজ সন্ধ্যায় তুমি কোথাও যাওনি? নিশ্চয়ই তোমার খুব একঘেঁয়ে লেগেছে?'

'না, না!' কারেনিনকে পড়ার ঘর অব্দি এগিয়ে দেয় আনা, 'তুমি এখন কি পড়ছো?'

'আপাতত দিউক দা লিলির পোয়েজি দে আঁফাস পড়ছি—দারুণ বই।'

আনা জানে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সন্ধ্যা বেলায় পড়াশুনো করার অভ্যাসটা এখন একটা প্রয়োজনীয়তা হয়ে উঠেছে। অফিসের কাজ তাঁর প্রায় সমস্ত সময়কে গ্রাস করে ফেললেও, বুদ্ধিজীবি মহলে যা কিছু আলোচনা হয় তার সমস্ত বিষয়েই নিজেকে ওয়াকিবহাল রাখাটাও তিনি তাঁর কর্তব্য বলে মনে করেন। আনা এ-ও জানে যে রাজনীতি, দর্শন আর ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত বইতে উনি সত্যিই আগ্রহী—কিন্তু শিল্পকলা তাঁর প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ অবান্তর। অথচ তা সত্ত্বেও—কিংবা সেই কারণের জন্যেই শিল্পজগতে আলোচিত হয় এমন কোনো কিছুই তিনি এড়িয়ে যান না। রাজনীতি, দর্শন এবং ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাপারে তাঁর কিছু কিছু সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তা আছে। কিন্তু শিল্প, কবিতা এবং বিশেষ করে সংগীতের প্রশ্নে—যা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অপারগ—তিনি একেবারে স্থির এবং অনমনীয় অভিমত পোষণ করেন। কারেনিন শেক্সপিয়র, র‍্যাফায়েল এবং বিথোফেন প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলা পছন্দ করেন, ভালোবাসেন কবিতা এবং সংগীতের নতুন ধারার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করতে।

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন', পড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বললো আনা। ঘরের মধ্যে কারেনিনের আরাম কুর্সির পাশে ইতিমধ্যেই ঘেরাটোপ পরানো

একটা মোমবাতি আর এক কুঁজো জল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমাকে এখন মস্কোতে চিঠি লিখতেই হবে।'

আনার হাতে চাপ দিয়ে, ফের হাতখানাতে চুমু দিলেন কারেনিন।

'শত হলেও, মানুষটা ভালো—সরল, সাদাসিধে, নিজের কর্মক্ষেত্রে চোখে পড়ার মতো একটা ব্যক্তিত্ব।' নিজের ঘরে ফিরে এসে স্বামীর সম্পর্কে নিজেকেই বলছিলো আনা। 'মানুষটাকে ভালোবাসা যায় না'—যেন এই অভিযোগে আক্রমণের বিরুদ্ধে কারেনিনকে প্রতিরোধ করছিলো ও। 'কিন্তু ওর কান দুটো অমন বিশ্রী ভাবে বেরিয়ে থাকে কেন? নাকি ও চুলটা খুব বেশী ছোট করে ছাঁটিয়েছে?'

গভীর রাতে—আনা তখনও টেবিলে বসে ডোরাকে লিখতে থাকা চিঠিটা শেষ করছে—স্নানঘরে চটি পরা অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সমভার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ও। স্নান সেরে, মাথা আঁচড়ে, বগলের নিচে একখানা বই নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো মানুষটা।

'এবারে শোবার সময়,' কারেনিনের মুখে একটি বিশেষ ধরনের হাসি। শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন উনি।

'মানুষটার দিকে অমন ভাবে তাকাবার কোন্ অধিকার তার আছে?' কারেনিনের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ভ্রনস্কির দৃষ্টির কথা মনে করে ভাবলো আনা। তারপর পোশাক ছেড়ে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু মস্কোতে থাকার সময় ওর ঝিলমিলে চোখ আর মুখের হাসিতে যে উচ্ছলতা ছিলো, সেটাই যে শুধু হারিয়ে গেছে, ত'-ই নয়—ওর ভেতরকার আগুনটাও এখন যেন নিভে গেছে, নয়তো লুকিয়ে পড়েছে অনেক দূরে কোথাও।

॥ দুই ॥

পিটার্সবুর্গের উঁচু তলার সমাজ আসলে একটাই: এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে, একে অন্যের বাড়িতে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে। কিন্তু এই বিরাট গোষ্ঠী আবার কয়েকটা উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর তিনটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আনা আর্কাদিয়েভনার বন্ধু-বান্ধব এবং ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন আছে। এদের মধ্যে একটা গোষ্ঠীতে রয়েছে আনার স্বামী অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সরকারী অফিসের লোকজন, যাদের মধ্যে আছে তাঁর

সহকর্মী এবং অধীনস্থ কর্মচারীরা—বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষ হয়েও যারা বিভিন্ন এবং বিচিত্র কারণে একত্রিত হয়েছে। প্রথম পরিচয়ের সময় এই মানুষগুলোর সম্পর্কে আনা যে প্রায় আতঙ্কজনক শ্রদ্ধা অনুভব করেছিলো, তা এখন ওর মনে করতেও অসুবিধে হয়। একই গ্রামের মানুষ যে ভাবে একে অন্যকে চেনে, এখন আনাও ওদের তেমনি ভাবে চিনে ফেলেছে—জেনে ফেলেছে ওদের প্রকৃতি এবং দুর্বলতা, বুঝে ফেলেছে ওদের কার পায়ে কোথায় জুতোয় ব্যথা লাগে। ওদের একের সঙ্গে অন্যের এবং বিভাগীয় অধিকর্তার কি রকম সম্পর্ক, কে কোন্ পক্ষে রয়েছে, কিভাবে প্রত্যেকে নিজস্ব প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা বজায় রেখে চলেছে, কোথায় এবং কেন তাদের মতের মিল অথবা অমিল—তা সবই আনা জানে। কিন্তু কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ওদের হয়ে যা-ই বলুন না কেন, পুরুষালী আগ্রহে ঘেরা এই আমলাতান্ত্রিক বৃত্তটির সম্পর্কে ওর কোন দিনই তেমন কোন উৎসাহ নেই এবং এই গোষ্ঠীটাকে ও এড়িয়েই চলে।

অন্য যে গোষ্ঠীটার সঙ্গে আনা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, সেটার মাধ্যমেই কারেনিন নিজের জীবনটাকে গড়ে তুলেছেন। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা এই বৃত্তটির কেন্দ্রমণি। এর মধ্যে রয়েছেন বয়স্ক, সাদাসিধে, সদাশয়, ধর্মপ্রাণ মহিলা এবং কুশলী, শিক্ষিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষরা। এঁদের মধ্যেই একজন চতুর মানুষ এই গোষ্ঠীটার নাম দিয়েছেন, 'পিটার্সবুর্গীয় সমাজের বিবেক'। এই গোষ্ঠীটার প্রতি কারেনিনের গভীর শ্রদ্ধা এবং আনাও মন জয় করে নেবার বিশেষ গুণটির সাহায্যে পিটার্সবুর্গে এসে প্রথম দিকেই এই গোষ্ঠীর মধ্যে বন্ধু-বান্ধব তৈরি করে নিয়েছিলো। কিন্তু এখন, মস্কো থেকে ফিরে আসার পরে, এই গোষ্ঠীটা ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। ওর মনে হচ্ছে, ও নিজে এবং ওঁরা সকলেই অনান্তরিক, কপট এবং ওঁদের সম্পর্কে ও এতই অস্বস্তি ও ক্লান্তি অনুভব করতে শুরু করেছে যে এখন ও কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার সঙ্গেও যথাসম্ভব কম দেখা করে।

তৃতীয় যে উপদলটার সঙ্গে আনার যোগাযোগ, সেটাই আসল কেতাদুরস্ত সমাজ—বল্‌নাচ, ভোজসভা আর জাঁকজমকে ভরা পোশাকের দুনিয়া। আনার সঙ্গে এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ হয়েছে ওর সম্পর্কিত এক ভাইয়ের স্ত্রী, বেতসি তিভারস্কির মাধ্যমে—যার আয় এক লক্ষ বিশ হাজার রুবল, প্রথম দিনটি থেকেই যে আনাকে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার গোষ্ঠীটাকে নিয়ে বেতসি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে। বলে, 'আমি বুড়ো

আর কুৎসিত হলে, ওঁর মতো হবো। কিন্তু তোমার মতো একজন অল্পবয়সী এবং সুন্দরী মহিলার পক্ষে এত শীগগিরই ওই দাতব্য প্রতিষ্ঠানে যাবার কোন অর্থ হয় না।'

প্রথম দিকে আনা প্রিন্সেস তিভারস্কির গোষ্ঠীটাকে যথাসম্ভব এড়িয়েই চলতো। কারণ ওদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে যত পয়সাকড়ি খরচ করা প্রয়োজন, তা ওর ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া মনে মনে ও অন্য গোষ্ঠীটাকেই বেশি পছন্দ করতো। কিন্তু মস্কো থেকে ঘুরে আসার পরে, এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। এখন ও গম্ভীর প্রকৃতির বন্ধু-বান্ধবদের সংসর্গ এড়িয়ে, উঁচু সমাজে যাতায়াত করে। সেখানে ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা হয় এবং যতবার দেখা হয়, প্রতিবারই এক রোমাঞ্চকর আনন্দে ওর সমস্ত সত্তা ভরে ওঠে। প্রায়ই বেতসির বাড়িতে ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা হয় আনার। জন্মসূত্রে বেতসি নিজেও একজন ভ্রনস্কি, সম্পর্কে কাউন্ট ভ্রনস্কির বোন। যেখানে আনার সঙ্গে দেখা হবার মতো সুযোগ থাকে, ওকে নিজের প্রেমের কথা বলা যায়—সেখানেই ভ্রনস্কি গিয়ে হাজির হয়। আনা তাকে কোন উৎসাহ দেয় না···কিন্তু যখনই দেখা হয়, তখনই সেই প্রথম বার ট্রেনে দেখা হবার সময়টির মতো এক নিবিড় উচ্ছ্বাসের অনুভূতিতে আনার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। ও জানে, ভ্রনস্কিকে দেখলেই ওর চোখ দুটো আনন্দে ঝিলমিলিয়ে ওঠে, ঠোঁট দুটি স্মিত হাসিতে স্ফুরিত হয়। কিন্তু আনা কিছুতেই সেই আনন্দের অভিব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখতে পারে না।

প্রথম প্রথম আনা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতো, ওকে অমন করে প্ররোচনা দেবার জন্যে ভ্রনস্কিকে ও সত্যিই অপছন্দ করে। কিন্তু মস্কো থেকে ফিরে আসার অল্প কিছুদিন পরেই একটা পার্টিতে গিয়েছিলো ও—যেখানে ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা হবে বলে ও আশা করেছিলো। সেখানে তার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় যে নিবিড় হতাশা ওকে ভরিয়ে তুলেছিলো তাতে আনা স্পষ্টই অনুভব করলো, এতদিন ও নিজেকে শুধু প্রতারণা করেছে··· ভ্রনস্কির প্ররোচনা ওর কাছে অরুচিকর তো নয়ই, বরং সেটাই ওর জীবনের সবটুকু আকর্ষণ।···

সেদিন বিখ্যাত এক গায়িকার দ্বিতীয় অনুষ্ঠানের দিন—কেতাদুরস্ত গোটা দুনিয়াটাই অপেরায় এসে হাজির হয়েছে। নিজের আসন থেকে সামনের সারিতে বসে থাকা বোনটিকে দেখতে পেয়ে, ভ্রনস্কি আর মধ্যবর্তী বিরামের সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা না করে, ওর কাছে গিয়ে হাজির হলো।

'তুমি ডিনারে আসোনি কেন?' প্রিন্সেস বেতসি জিজ্ঞেস করলো। তারপর সামান্য হাসি মিশিয়ে, যাতে শুধুমাত্র ভ্রনস্কিই শুনতে পায় তেমনি ভাবে বললো, 'ও-ও সেখানে ছিলো না।...অপেরার পরে এসো কিন্তু!'

প্রশ্নালু চোখে ওর দিকে তাকালো ভ্রনস্কি, প্রিন্সেস বেতসি ঘাড় নাড়লো। একটু হাসির সঙ্গে ধন্যবাদ জানিয়ে, ওর পাশে গিয়ে বসলো ভ্রনস্কি।

'আগে তুমি অন্যদের নিয়ে কেমন হাসি-ঠাট্টা করতে! আজকাল সে সমস্ত কি হলো?' প্রিন্সেস বেতসি বললো, 'আসলে তুমি এখন ধরা পড়ে গেছো, চাঁদ!'

'আমি তো তা-ই চাই...ধরা পড়তেই চাই', ভ্রনস্কি ম্লান হাসলো। 'সত্যি কথা বলতে কি আমার একমাত্র অভিযোগ হচ্ছে, আমি ঠিকমতো ধরা পড়ছি না! এখন আমি আশা ত্যাগ করতে শুরু করেছি।'

'তোমার আশা করার মতো এমন কি-ছুই বা থাকতে পারে?' বান্ধবীর হয়ে আহত বোধ করে বেতসি। কিন্তু ওর চোখে নেচে ওঠা ছোটছোট আলোগুলো বলে দেয়, ও তা ভালভাবেই জানে ..যেমন ভ্রনস্কিও জানে, তার কি আশা থাকতে পারে।

'কিছুই না,' পরিপাটি করে সাজানো দাঁতগুলো দেখিয়ে ভ্রনস্কি হাসলো। তারপর বেতসির হাত থেকে অপেরা কাচটা তুলে নিয়ে, ওর অবারিত কাঁধের ওপর দিয়ে উলটো দিকের সারিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। 'আমার ভয় হচ্ছে, আমি উপহাসের পাত্র হয়ে উঠছি।'

ভ্রনস্কি ভালো ভাবেই জানে, বেতসি বা সাধারণ কেতাদুরস্ত মানুষের চোখে তার উপহাস্যাস্পদ হয়ে ওঠার কোন আশঙ্কাই নেই। এ কথাও সে ভালভাবে জানে যে, কোন তরুণী বা বিয়ের উপযুক্ত কোন যুবতীর হতাশ-প্রেমিকের ভূমিকা এঁদের কাছে বিদ্রূপের বস্তু হতে পারে। কিন্তু যে লোকটা একটি বিবাহিত মহিলাকে অবৈধ প্ররোচনা জোগাচ্ছে, তাকে যে কোনো মূল্যে ব্যভিচারের পথে টেনে নিয়ে যাওয়াই যার জীবনের উদ্দেশ্য—তার ভূমিকা কিছুতেই উপহাসের বিষয় হতে পারে না। তাই গোঁফের নিচে লুকিয়ে রাখা গর্বিত এবং খুশির হাসি নিয়ে, ভ্রনস্কি অপেরা কাচটা নামিয়ে বোনের দিকে তাকালো।

শেষ দৃশ্যের শেষটুকু পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই প্রিন্সেস বেতসি থিয়েটার থেকে বাড়িতে ফিরে এলো। সাজঘরে ঢুকে নিজের লম্বাটে ফ্যাকাসে মুখে

পাউডার ঘষে, চুলগুলো পরিপাটি করে বৈঠকখানা ঘরে চা দেবার ফরমাশ করতে না করতেই, একের পর এক গাড়িগুলো ওদের বলশয় মোরস্কায়া স্ট্রীটের বিশাল বাড়িটায় এসে থামতে শুরু করলো। প্রায় একই সঙ্গে বৈঠকখানার এক দরজা দিয়ে গৃহকর্ত্রী এবং অন্য দরজা দিয়ে অতিথিরা ভেতরে এসে ঢুকলেন। বৈঠকখানার দেয়ালগুলো ঘন রঙের, মেঝেতে পুরু গালচে বেছানো, সাদা কাপড় বেছানো টেবিলটা মোমের আলোয় ঝলমলে —তাতে রূপোর কেতলি আর চিনেমাটির স্বচ্ছ চায়ের বাসন।

স্যামোভার কেতলিটার পাশে বসে বেতসি ওর দস্তানা দুটো খুলে রাখলো। চাপরাশির সাহায্যে ঘরের কুর্সি এবং আরাম কুর্সিগুলোকে এদিক-সেদিকে সাজিয়ে, অতিথিরা দুটো দলে ভাগ হয়ে বসলেন। একদল বসলেন স্যামোভারের কাছে, গৃহকর্ত্রীকে ঘিরে—অন্যদল বসলেন ঘরের অন্যপ্রান্তে একজন রাষ্ট্রদূতের সুন্দরী স্ত্রীকে ঘিরে, যাঁর পরনে কালো মখমলের পোশাক, ভ্রূ দুটি কালো ও তীক্ষ্ণ। দুটো দলের কথাবার্তাই থেমে থেমে চলতে লাগলো· সর্বত্রই প্রথম কয়েক মিনিট যা হয়ে থাকে—নতুন অতিথিদের এসে পৌঁছনো, কুশল আদান-প্রদান, চায়ের আমন্ত্রণ ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে আলোচনার ধারাটা ভেঙে ভেঙে যায়·· স্থিতু হতে সময় লাগে।· ·

'আপনি কি সত্যিই চা খাবেন না?' সবাইকে একত্র করার চেষ্টায় প্রিন্সেস বেতসি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনাদের কিন্তু এখানে, আমাদের কাছে, এসে বসা উচিত।'

'না, এখানে আমরা বেশ ভালোই আছি,' মৃদু হেসে ফের নিজেদের অসমাপ্ত আলোচনাটা শুরু করেন মহিলা।

ওঁদের আলোচনার বিষয়বস্তুটা খুবই মুখরোচক। কারেনিন দম্পতিকে নিয়ে সমালোচনা করছিলেন ওঁরা।

'মস্কো থেকে ঘুরে আসার পর আনা একেবারে পালটে গেছে,' আনার এক বান্ধবী মন্তব্য করে।

'সব চাইতে বড় পরিবর্তন হচ্ছে, ও নিজের পেছনে অ্যালেক্সি ভ্রনস্কির ছায়াটাকে নিয়ে ফিরে এসেছে।' রাষ্ট্রদূত-গৃহিণী বললেন।

'তাতে দোষের কি আছে? গ্রিমের একটা নীতিগল্প—'ছায়াহীন মানুষ'-এ আছে, একটা লোক কোন একটা কারণে শাস্তি হিসেবে নিজের ছায়াটাকে হারিয়ে ফেলেছিলো। এটা যে কি করে একটা শাস্তি হতে পারে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না! তবে একজন মহিলার পক্ষে ছায়াহীন

হয়ে থাকাটা নিশ্চয়ই খুব বিরক্তিকর বিশ্রী ব্যাপার।'

'হ্যাঁ—কিন্তু যে সমস্ত মহিলাদের ছায়া থাকে, সাধারণত তাদের পরিণতিটা খারাপ হয়,' আনার বান্ধবী বলে।

'ওসব বোলো না!' আচমকা প্রিন্সেস মিয়াকি বললেন, 'মাদাম কারেনিন একজন চমৎকার মহিলা। ওঁর স্বামীকে আমি পছন্দ করি না, কিন্তু ওঁকে আমার খুবই ভালো লাগে।'

'ওঁর স্বামীকে পছন্দ করো না কেন? উনি অমন একজন অসাধারণ মানুষ!' রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী বললেন, 'আমার স্বামী বলেন, 'ওঁর মতো কূটনীতিজ্ঞ ইউরোপে খুব কমই আছেন।'

'আমার স্বামীও ওই একই কথা বলেন, তবে আমি তা বিশ্বাস করি না।' প্রিন্সেস মিয়াকি বললেন, 'আমার মতে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ স্রেফ একটি নির্বোধ।'

'তোমার মনে আজ বড় বেশি আক্রোশ!'

'মোটেই না। আমাদের একজনকে বোকা হতেই হয়—আর তুমি ভালো করেই জানো, নিজেকে কেউ তা বলতে পারে না।'

'নিজের ভাগ্য নিয়ে কেউ খুশি হয় না, কিন্তু নিজের রসিকতায় সবাই সন্তুষ্ট হয়,' রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী একটা ফরাসী প্রবাদ আওড়ালেন।

'ঠিক তাই,' প্রিন্সেস মিয়াকি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। 'কিন্তু কথা হচ্ছে, আনাকে আমি আপনাদের করুণার ওপর ছেড়ে রেখে যাবো না। সবাই যদি ওর প্রেমে পড়ে, ছায়ার মতো ওকে অনুসরণ করে—তা হলে ও বেচারী কি করবে?'

'কিন্তু ওকে দোষ দেবার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না,' আনার বান্ধবী আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করে।

'আমাদের যদি ছায়ার মতো অনুসরণ করার মতো কেউ না থাকে, তাহলে এটা প্রমাণ হয় না যে ওকে আমাদের নিন্দা করার অধিকার আছে।'

আনার বান্ধবীকে ছেড়ে, প্রিন্সেস মিয়াকি রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীকে নিয়ে টেবিলের সামনে অন্য দলটার সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন—সেখানে তখন প্রাশিয়ার রাজাকে নিয়ে আলোচনা চলেছে।

'ওখানে আপনারা কাদের নিয়ে গুজগুজ-ফুসফুস করছিলেন?' বেতসি প্রশ্ন করলো।

'কারেনিনদের নিয়ে,' রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মৃদু হেসে কুর্সিতে বসলেন।

'প্রিন্সেস আমাদের কাছে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের চরিত্র বিশ্লেষণ করে শোনাচ্ছিলো।'

'ইস্ কি দুঃখের কথা, আমরা শুনতে পেলাম না!' বেতসি দরজার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই বলে উঠলো, 'অবশেষে তুমি এলে!'···ভ্রনস্কি তখন ঘরে এসে ঢুকছে।

ঘরে উপস্থিত প্রতিটি মানুষকে ভ্রনস্কি শুধু যে চেনে তা-ই নয়, প্রতিদিনই এঁদের সঙ্গে তার দেখা হয়। তাই ঘরভর্তি লোকের মধ্যে সে এমন শান্ত ভাবে এসে ঢুকলো, যেন একটু আগেই সে এঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলো।

'আমি কোত্থেকে এলাম?' রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে ভ্রনস্কি বললো, 'না বলে উপায় নেই, তাই স্বীকার করছি—অপেরা বুফেঁ থেকে। অপেরায় গেলে আমার ঘুম পায়···জানি এটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার। কিন্তু অপেরা বুফেঁতে আমি শেষ অব্দি বসেছিলাম, প্রতিটি মিনিট দারুণ ভাবে উপভোগ করেছি! আজ রাতে··'

একজন ফরাসী অভিনেত্রীর নাম উল্লেখ করে, তার সম্পর্কে ভ্রনস্কি কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী কপট আতঙ্কে তাকে থামিয়ে দিলেন, 'দয়া করে ওই ভয়ঙ্কর ব্যাপারে আর কিছু বলবেন না—'

'বেশ, বলবো না—বিশেষ করে আপনারা সবাই যখন ওই ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলোর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল!'

দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। ওটা মাদাম কারেনিনের পায়ের শব্দ জেনে, ভ্রনস্কির দিকে তাকায় বেতসি। ভ্রনস্কি বিচিত্র এক নতুন অভিব্যক্তি নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েছিলো। আনন্দ, একাগ্রতা অথচ ভীরু ভীরু চোখে ক্রমশ এগিয়ে আসা মানুষটাকে দেখে কুর্সি থেকে উঠে দাঁড়ায় সে। শরীরটাকে যথারীতি ঋজু রেখে, সামনের দিকে তাকিয়ে, হালকা অথচ দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর দিকে এগিয়ে যায় আনা। তারপর হাসি মুখে বেতসির সঙ্গে করমর্দন করে, সেই একই হাসি নিয়ে ঘুরে তাকায় ভ্রনস্কির দিকে। ভ্রনস্কি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানিয়ে একটা কুর্সি ঠেলে দেয় ওকে।

মাথাটা সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে ভ্রনস্কির অভিবাদনে সাড়া দেয় আনা··· সামান্য রাঙা হয়ে ওঠে ও, ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে। তারপর বেতসির দিকে

তাকিয়ে বলে, 'আমি কাউন্টেস লিদিয়ার ওখানে ছিলাম। তাড়াতাড়ি আসার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু কিছুতেই বেরুতে পারলাম না। স্যার জন ওখানে ছিলেন। ভদ্রলোক ভীষণ কৌতুহল জাগিয়ে তুলতে পারেন।'

'ওহো, তার মানে সেই ধর্মপ্রচারক ভদ্রলোক ?'

'হ্যাঁ, উনি আমাদের ভারতবর্ষের জীবন সম্পর্কে বলছিলেন—'

ভ্রনস্কি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো আনার দিকে, উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিলো ও কি বলবে তা শোনার জন্যে।

হঠাৎ আনা তাকে বলে, 'আমি সবেমাত্র মস্কো থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। ওরা জানিয়েছে, কিটি শ্চেরবাৎস্কি সত্যিই খুব অসুস্থ।'

'তাই নাকি ?' ভ্রনস্কির ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে।

আনা তার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে তাকায়, 'আপনি এ বিষয়ে আগ্রহী নন বলে মনে হচ্ছে ?'

'বরং খুবই আগ্রহী। ওঁরা ঠিক কি লিখেছেন, জানতে পারি কি ?'

আনা বেতসির কুর্সির পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, 'আমি এক পেয়ালা চা পাবো ?'

বেতসি চা ঢালতে থাকে, ভ্রনস্কি এগিয়ে যায় আনার দিকে।

'কি লিখেছেন ওঁরা,' ফের প্রশ্ন করে সে।

'আমি প্রায়ই ভাবি, পুরুষমানুষ মান-সম্মানের অর্থ বোঝে না—যদিও তারা সব সময়েই ওই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে।' ভ্রনস্কির কথার জবাব না দিয়ে, আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা কোণের টেবিল নিয়ে বসে পড়ে আনা। 'কথাটা আমি অনেক দিন ধরেই আপনাকে বলবো বলে ভাবছিলাম।'

'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না,' চায়ের পেয়ালাটা ওর হাতে তুলে দেয় ভ্রনস্কি।

আনা ওর পাশের সোফাটার দিকে তাকায়, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রনস্কি সেখানে বসে পড়ে।

'হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলতে চাইছিলাম,' ভ্রনস্কির দিকে না তাকিয়ে আনা বলতে থাকে, 'আপনি খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন···সত্যিই খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন।'

'তুমি কি মনে করো আমি জানি না যে, আমি খারাপ ব্যবহার করেছি ! কিন্তু এর কারণ কে ?'

'আমাকে এ কথা বলছেন কেন ?' আনা কঠিন দৃষ্টিতে তাকায়।

'কারণ, তুমি তা জানো।' খুশিয়াল স্বরে স্পষ্ট জবাব দেয় ভ্রনস্কি···চোখ নামিয়ে নয়, চোখ তুলে তাকায় ওর চোখের দিকে।

ভ্রনস্কি নয়, এবারে আনাই বিভ্রান্ত হয়ে ওঠে।

'এতে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে আপনার হৃদয় বলতে কিছু নেই,' আনা জবাব দেয়। কিন্তু ওর চোখ দুটো বলে, ও জানে ভ্রনস্কির হৃদয় আছে এবং সেই কারণেই তাকে ওর ভয়।

'এই মাত্র তুমি যে কথাটা বললে, সেটা একটা ভ্রান্তি—প্রেম নয়।'

'মনে রাখবেন, আমি আপনাকে ওই ঘৃণ্য শব্দটা উচ্চারণ করতে নিষেধ, করেছি।' আনা শিউরে ওঠে। কিন্তু অনুভব করে 'নিষেধ করেছি' বলে ও ভ্রনস্কির ওপরে নিজের খানিকটা কর্তৃত্বের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে এবং তার ফলে তাকে প্রেমের কথা বলতে উৎসাহ দিয়ে ফেলেছে। 'বেশ কিছু দিন ধরেই আমি কথাটা আপনাকে বলবো বলে মনে করেছি,' স্থির দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে আনা, আগুনের উত্তাপে সমস্ত মুখ জ্বালা করে ওঠে ওর। 'আর সেই জন্যেই আজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছি—কারণ আমি জানতাম, এখানে এলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে এ সমস্ত শেষ করে দিতে হবে। এর আগে আমি কোনদিনও কারুর সামনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠিনি। কিন্তু আপনার জন্যে এখন আমার মনে হয়, আমি যেন কোনো অন্যায় করেছি।'

আনার মুখে নতুন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় ভ্রনস্কি। 'আমাকে তুমি কি করতে বলো ?' সহজ ও গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে সে।

'আমি চাই, আপনি মস্কোতে গিয়ে কিটির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবেন,' আনার দু চোখ ঝলসে ওঠে।

'তুমি তা চাও না,' জবাব দেয় ভ্রনস্কি। সে বুঝতে পারে, আনা যা বলছে, তা জোর করে বলছে এবং তা ও বলতে চায় না।

'আপনি যদি আমাকে ভালোবেসে থাকেন, যা আপনি বলছেন,' আনা ফিসফিসিয়ে বলে, 'তাহলে যা আমাকে শান্তি দেবে, তাই করুন।'

ভ্রনস্কির মুখখানা ঝলমল করে ওঠে।

'তুমি কি জানো না, তুমি আমার জীবন ? কিন্তু আমি শান্তি বলে কিছু জানি না, তাই তোমাকেও তা দিতে পারবো না। আমার সমস্ত অস্তিত্ব, আমার প্রেম···হ্যাঁ, তোমাকে আর আমাকে আমি আলাদা করে ভাবতে

পারি না। আমার কাছে তুমি আর আমি—আমরা তুজনে মিলে একটা সত্তা। আমি হতাশা আর অ-স্থখের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি···কিংবা স্থখ, কত স্থখ! ··তার কি কোনই আশা নেই?' ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলে ভ্রনস্কি, কিন্তু আনা সবই শুনতে পায়।

মনের সবটুকু শক্তি জড়ো করে, যা বলা উচিত তা বলতে চেষ্টা করে আনা। কিন্তু তার বদলে ওর প্রেমে ভরা চোখ তুটি ভ্রনস্কির দিকে স্থির হয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না।

'অবশেষে!' খুশি মনে ভ্রনস্কি চিন্তা করে, 'ঠিক যখন আমি হতাশ হতে শুরু করেছি, মনে হয়েছে এর কোন শেষ নেই—তখনই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠলো! ও আমাকে ভালোবাসে! ও তা স্বীকার করছে!'

'তাহলে আমার জন্যে এটুকু করো—আর কক্ষনো আমাকে ও সব কথা বোলো না···এসো, আমরা বন্ধু হই।' আনার ঠোঁট কথাগুলো উচ্চারণ করলেও, ওর চোখ তুটো সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে।

'বন্ধু আমরা কোনদিনই হবো না, তুমি নিজেও তা জানো। কিন্তু আমরা পৃথিবীর সব চাইতে স্থখী মানুষ হবো, না সব চাইতে হতভাগ্য হবো—তা তোমার হাতেই রয়েছে।'

আনা কিছু বলতে যেতেই ভ্রনস্কি ওকে থামিয়ে দেয়, 'আমি শুধু একটা জিনিসই প্রার্থনা করছি—আশা করার অধিকার আর যন্ত্রণা পাবার অধিকার ···যা আমি এখন ভোগ করছি। কিন্তু তা-ও যদি না হয়, তাহলে তুমি আমাকে উধাও হয়ে যাবার আদেশ দাও···আমি চলে যাবো। আমার উপস্থিতি যদি তোমার কাছে অরুচিকর বলে মনে হয়, তাহলে তুমি আর কোন দিন আমাকে দেখতে পাবে না।'

'আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে চাই না।'

'শুধু কোন কিছু পালটে ফেলো না···সব কিছু যেমন আছে তেমনি থাক,' ভ্রনস্কির কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। 'ওই যে, তোমায় স্বামী এসেছেন।'

সত্যি, ঠিক সেই মুহূর্তেই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তাঁর শান্ত এবং বেঢপ চলন ভঙ্গিমায় বৈঠকখানায় এসে ঢুকছিলেন। স্ত্রী এবং ভ্রনস্কির দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, উনি সোজা গৃহকর্ত্রীর কাছ অব্দি এগিয়ে গেলেন। তারপর এক পেয়ালা চা নিয়ে, বসে বসে যথারীতি উঁচু গলায় বিদ্রূপাত্মক স্বরে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

ভ্রনস্কি আর আনা তখনও ওই ছোট টেবিলটাতেই বসে রয়েছে।

'এটা কিন্তু খারাপ হচ্ছে,' অভিব্যক্তিময় দৃষ্টিতে আনা, ভ্রনস্কি এবং আনার স্বামীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে, এক ভদ্রমহিলা ফিসফিসিয়ে বললেন।

'আমি আপনাদের কি বলেছিলাম?' আনার বান্ধবী জবাব দিলো।

শুধু মাত্র ওই দুটি মহিলাই নন, বৈঠকখানা ঘরের প্রায় সকলেই এমন কি প্রিন্সেস মিয়াকি এবং বেতসি নিজেও, সাধারণের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকা ওই যুগলটিকে একাধিক বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন—যেন ওদের এই আলাদা হয়ে থাকাটা একটা অশান্তির বিষয়। কারেনিনই একমাত্র ব্যক্তি যিনি একবারও ওদের দিকে তাকাচ্ছিলেন না এবং নিজের কৌতুহল-জনক আলোচনা থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হচ্ছিলেন না। ব্যাপারটা সকলের মনেই একটা বিশ্রী ছাপ রেখে যাচ্ছে দেখে, প্রিন্সেস বেতসি কারেনিনের কথা শোনার জন্যে নিজের জায়গায় অন্য একজনকে বসিয়ে, আনার দিকে এগিয়ে গেলো।

'তোমার স্বামীর স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষা চিরদিনই আমাকে মুগ্ধ করে', বললো বেতসি। 'উনি বুঝিয়ে বললে, সব চাইতে কঠিন বিষয়গুলোও আমার নাগালের মধ্যে এসে যায় বলে মনে হয়।'

'ও, হ্যাঁ!' বেতসির একটি কথাও না শুনে, সুখের হাসিতে উজ্জ্বল আনা জবাব দিলো। তারপর বড় টেবিলটার কাছে গিয়ে, সাধারণ আলোচনায় যোগ দিলো।

আধঘণ্টা থাকার পর কারেনিন স্ত্রীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব দিলেন, এবারে তাদের একসঙ্গেই বাড়িতে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর দিকে না তাকিয়েই আনা জবাব দিলো, ও রাতের খাবার খেয়ে যাবে। মাথা নিচু করে সঙ্গীদের অভিবাদন জানিয়ে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।…

মাদাম কারেনিনের গাড়ির একটা ঘোড়া শীতের দাপটে বারবার দেউড়ির দিকে পেছিয়ে যাচ্ছিলো। চকচকে চামড়ার কোট পরা বুড়ো মোটা তাতার কোচোয়ান বহু কষ্টে সামলে রাখছিলো ঘোড়াটাকে। গাড়ির দরজায় হাত রেখে একটা চাপরাশি অপেক্ষা করছিলো। দারোয়ান খুলে রেখেছিলো বাড়ির বিশাল সদরদরজাটা। মাথা নিচু করে ছোটছোটা ত্রস্ত আঙুলে ফারের বহির্বাসের হুকের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া হাতার লেসটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে, আনা ভ্রনস্কির অস্ফুট কথা শুনছিলো আর নেমে আসছিলো সিঁড়ি বেয়ে।

'তুমি কোন প্রতিশ্রুতি দাওনি···ধরে নেয়া যাক, আমিও কিছু চাইনি। ভ্রনস্কি বলছিলো, 'কিন্তু তুমি জানো—আমি যা চাই, তা বন্ধুত্ব নয়। আমার জন্যে জীবনে একটি মাত্র সুখ আছে · যে শব্দটা তুমি অত অপছন্দ করো··· হ্যাঁ, প্রেম !···'

'প্রেম,' আস্তে আস্তে শব্দটা পুনরাবৃত্তি করে আনা। তারপর লেসটা খুলে, আচমকা বলে ওঠে, 'শব্দটা আমি অপছন্দ করি—তার কারণ সেটার অর্থ আমার কাছে অনেকখানি ··তুমি যতটা বুঝতে পারো, তার চাইতে অনেক বেশি ব্যাপক।' ভ্রনস্কির মুখের দিকে তাকায় ও, 'আবার দেখা হবে!'

নিজের হাতখানা ভ্রনস্কির দিকে তুলে ধরে আনা, তারপর দ্রুত চকিত পদক্ষেপে দারোয়ানকে পেরিয়ে গাড়ির ভেতরে উধাও হয়ে যায়।

আনার দৃষ্টি, ভ্রনস্কির হাতে ওর হাতের স্পর্শ—ভ্রনস্কির ভেতরে আগুন জেলে দেয়। নিজের করতল, যেখানে আনা স্পর্শ করেছিলো, সেখানটাতে চুমু দেয় সে। তারপর খুশি মনে বাড়িতে ফিরে যায় এই ভেবে যে, গত দু মাসের তুলনায় আজকের সন্ধ্যাটা তাকে তার প্রার্থিত স্বপ্নের অনেকটা কাছাকাছি নিয়ে এসেছে।

নিজের স্ত্রীকে একটা টেবিলে বসে ভ্রনস্কির সঙ্গে উচ্ছলভঙ্গিতে কথা বলতে দেখে, অ্যালেক্সি আলেকজান্দ্রোভিচ তার মধ্যে অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছু দেখতে পাননি। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেছেন, পার্টির বাদ বাকি সকলেই সেটাকে অস্বাভাবিক এবং অশোভন বলে মনে করেছেন এবং সেই কারণেই ব্যাপারটা তাঁর কাছেও অশোভন বলে মনে হয়েছে। তিনি স্থির করলেন, এ বিষয়ে তিনি অবশ্যই স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

বাড়িতে ফিরে কারেনিন যথারীতি পড়ার ঘরে ঢুকে, নিজের আরাম-কুর্সিতে বসে, কাগজ-কাটা ছুরি গুঁজে রাখা পোপের শাসন সংক্রান্ত একখানা বই খুলে ধরলেন। যথারীতি রাত একটা অব্দি পড়লেন উনি। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি নিজের উন্নত ললাটখানা ঘষে নিচ্ছিলেন, মাথায় ঝাঁকুনি দিচ্ছিলেন—যেন কোন কিছু ঝেড়ে ফেলতে চাইছিলেন মন থেকে।···নিয়ম-মাফিক সময়ে পড়া ছেড়ে উঠে, রাত্রের মতো কলঘরের কাজ সেরে নিলেন কারেনিন। আনা তখনও বাড়িতে ফেরেনি। বইখানা বগলে নিয়ে ওপর তলায় উঠে গেলেন তিনি। অফিস সংক্রান্ত চিন্তার বদলে আজ স্ত্রী এবং স্ত্রীর সঙ্গে জড়িত একটা বিশ্রী ব্যাপারে তাঁর মনটা আচ্ছন্ন। প্রতিদিনের

অভ্যেস মতো তাই তিনি বিছানায় গিয়ে শুলেন না, তার বদলে নিজের পেছন দিকে হাত দুটোকে জড়ো করে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করলেন। তাঁর মনে হচ্ছিলো, নতুন গড়ে ওঠা পরিস্থিতিটা ভাল মতো চিন্তা না করে, তাঁর পক্ষে শুতে যাওয়া সম্ভব নয়।···

কারেনিন যখন স্ত্রীকে কথাটা বলবেন বলে স্থির করেছিলেন, তখন ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই সহজ ও সরল বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু নতুন পরিস্থিতিটার সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে তিনি অনুভব করলেন, আসলে ব্যাপারটা ভীষণ শক্ত ও জটিল।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ঈর্ষাপরায়ণ নন। তাঁর মতে ঈর্ষা করার অর্থ, স্ত্রীকে অপমান করা। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি প্রত্যেকেরই দৃঢ় আস্থা রাখা উচিত এবং আনার ওপরে তাঁর সে আস্থা আছে। তবু এখন তিনি যেন একটা অযৌক্তিক ও অসঙ্গত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কারেনিনের মনে হলো, তাঁর অবস্থা এখন একটা সেতুর উপর দিয়ে খাদ পেরিয়ে যাওয়া মানুষের মতো—যে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে, সেতুটা ভাঙা—নিচে অতল গহ্বর মুখব্যাদান করে রয়েছে। খাদটা বাস্তব জীবন, আর সেতুটা একটা কৃত্রিম অস্তিত্ব—যা কারেনিন অবলম্বন করে রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী যে অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে, সে সম্ভাবনা এই প্রথম মনে হলো তাঁর এবং তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

পায়চারি করতে করতে কারেনিন এক একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিজেকে বলছিলেন, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারটার একটা ফয়শলা করে নিতেই হবে—শেষ করে দিতে হবে এটাকে। আমি অবশ্যই খোলাখুলিভাবে ওকে আমার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবো।···কিন্তু কি বলবো? কোন্ সিদ্ধান্তের কথা জানাবো? কি এমন হয়েছে? কিছুই না। ও অনেকক্ষণ ধরে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলো—তাতে দোষের কি আছে? এ সমাজে একজন মহিলার পক্ষে কারুর সঙ্গে কথাবার্তা বলাটা কি অস্বাভাবিক কিছু?···তাছাড়া ঈর্ষাপরায়ণ হবার অর্থ, আমাকে এবং ওকে—দুজনকেই ছোট করে ফেলা।'···শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবলেন কারেনিন। কিন্তু অন্ধকার বৈঠকখানা ঘরটাতে গিয়ে ঢুকতেই, কে যেন ফিসফিসিয়ে বললো—ব্যাপারটা তা নয়···অন্যেরাও যখন ওটা লক্ষ্য করেছে, তখন ওর মধ্যে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করার মতো কিছু ছিলো। খাবার ঘরে ঢুকে কারেনিন ফের নিজেকে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি একটা সিদ্ধান্তে এসে, এটা শেষ করে ফেলবো এবং জানিয়ে

দেবো যে…' কিন্তু বৈঠকখানায় ঢুকে ফের তাঁর মনে হয়, 'কিসের সিদ্ধান্ত নেবো? কি এমন হয়েছে?' এবং তার জবাব, 'কিছুই না।' তারপরেই মনে পড়ে, ঈর্ষা এমন একটা অনুভূতি যা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে অপমানজনক।… শরীরের মতো কারেনিনের চিন্তাধারাও বৃত্তপথে আবর্তিত হতে থাকে, নতুন কোথাও গিয়ে পৌঁছোয় না। কারেনিন তা লক্ষ্য করে কপালটা ঘষে নিয়ে, নিজের খাস কামরায় গিয়ে বসে পড়েন। কিন্তু তারপরেই সহসা তাঁর একটা পরিবর্তন হয়। আনার কথা, আনা কি ভাবছে এবং অনুভব করছে—তা চিন্তা করতে শুরু করেন উনি। এই প্রথম আনার ব্যক্তিগত জীবন, ওর চিন্তাধারা, ওর কামনা-বাসনা—সব কিছু খতিয়ে দেখতে চান কারেনিন এবং আনার যে একটা আলাদা জীবন থাকতে পারে ও আছে, সে ধারণাটা তাঁর কাছে এতই ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় যে তৎক্ষণাৎ উনি সেটাকে দূর করে দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। · এটাই সেই অতল গহ্বর, যার দিকে তাকাতে তাঁর ভয় হয়। নিজেকে অন্যের চিন্তাধারা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে স্থাপন করতে যাওয়াটা কারেনিনের কাছে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মানসিক কসরৎ বলে মনে হয়।

'ওর অনুভূতি এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো, নেহাতই ওর নিজের বিবেকের ব্যাপার—সেখানে আমার কিছু করার থাকতে পারে না।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ভাবলেন, 'আমার কর্তব্য এখানে খুবই পরিষ্কার। পরিবারের কর্তা হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে, ওকে সঠিক পথে চালনা করা। ফলে আমারও এ ব্যাপারে খানিকটা দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। আমি যে বিপদটা দেখতে পাচ্ছি, তা আমি ওকে দেখাবো…ওকে সাবধান করে দেবো…এমন কি প্রয়োজন বোধে আমার কর্তৃত্বও কাজে লাগাবো। ওকে আমি সোজাসুজি সব কথা বলবো।'

স্ত্রীকে কারেনিন কি বলবেন, তা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনের মতো স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত আকারে তাঁর মস্তিষ্কে রূপ নিতে শুরু করলো।

'এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি বিশদ ভাবে ওর সঙ্গে কথা বলবো—প্রথমত, জনমত এবং শোভনতার গুরুত্ব; দ্বিতীয়ত, বিয়ের ধর্মীয় মর্মার্থ; তৃতীয়ত, যদি প্রয়োজন হয়, আমাদের ছেলের ভাগ্যে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে পারে তার উল্লেখ; চতুর্থত, আমাদের নিজেদের অ-সুখের উল্লেখ।' নিজের হাতে হাত জড়িয়ে, আঙুলের গাঁটগুলো মটকাতে থাকেন কারেনিন। এই কৌশলটা—হাতে হাত জড়িয়ে আঙুল মটকানোর এই বদ অভ্যেসটা—

চিরদিনই তাঁকে খুব শান্তি দেয়…এহেন পরিস্থিতিতে মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্তে এটা তাঁর প্রয়োজন হয়।…সদর দরজা অব্দি একটা গাড়ির এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়· ঘরের মাঝখানে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কারেনিন।

মাথা নিচু করে, টুপির দোলদোলানো ফিতেগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে আনা ঘরে এসে ঢোকে। ওর মুখে এক আশ্চর্য দ্যুতি। কিন্তু সেটা খুশির দ্যুতি নয়—সেটা দেখে বরঞ্চ অন্ধকার রাতে আগুনের আভার কথা মনে পড়ে যায়। স্বামীকে দেখে আনা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে, মাথাটা তুলে মৃদু হাসে ও।

‘কি আশ্চর্য! তুমি এখনও শোওনি?’ টুপিটা ছুঁড়ে রেখে, সাজঘরে গিয়ে ঢোকে আনা। দরজার ওধার থেকে উঁচু গলায় বলে, ‘অনেক রাত হয়ে গেছে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।’

‘আনা, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।’

‘আমার সঙ্গে?’ আনার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ঝরে পড়ে। দরজার ওধার থেকে বেরিয়ে এসে স্বামীর দিকে তাকায় ও।

‘হ্যাঁ।’

‘কি কথা? কোন ব্যাপারে?’ আনা কুর্সিতে এসে বসে, ‘তেমন দরকারী কিছু হলে, বলো। তবে এখন ঘুমোতে পারলেই ভালো হতো।’

যা মাথায় আসছিলো, তাই বলছিলো আনা। নিজের মিথ্যে কথা বলার দক্ষতায়, নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিলো ও। কত সহজ আর অকৃত্রিম শোনাচ্ছে ওর কথাগুলো। আর ওর যে ঘুম পেয়েছে, সেটাও তো কত স্বাভাবিক! আনার মনে হচ্ছিলো, ও যেন মিথ্যের এক অভেদ্য বর্ম পরে রয়েছে…যেন এক অদৃশ্য শক্তি ওর সাহায্যের জন্তে এগিয়ে এসেছে, ওকে সমর্থন করছে।

‘আনা, তোমাকে আমার সাবধান করে দেওয়া উচিত,’ কারেনিন বললেন।

‘আমাকে? কোন্ ব্যাপারে?’

আনা এমন নির্দোষ আর খুশিয়াল ভঙ্গিমায় তাকায়, যে অন্য কেউই ওর কথার সুরে কোন সন্দেহ করতে পারতো না। কিন্তু একটা মানুষ বাড়িতে ফিরে এসে, নিজের বাড়ি চাবি বন্ধ দেখলে—তার যেমন মানসিক অবস্থা হয়, কারেনিনেরও ঠিক তেমনি মনে হলো। ‘তবে চাবিটা হয়তো

খুঁজে পাওয়া যাবে,' ভাবলেন তিনি।

'আমি এই বলে তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই যে,' কারেনিন নিচু গলায় বললেন, 'বেপরোয়া মনোভাব আর হঠকারিতার জন্যে তুমি হয়তো নিজেকে সমালোচনার বিষয়বস্তু করে তুলবে। আজ সন্ধ্যায় কাউণ্ট ভ্রনস্কির সঙ্গে' (নামটা স্পষ্ট করে এবং ইচ্ছে করেই খানিকটা জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন কারেনিন) 'তোমার অতিরিক্ত উচ্ছল আলাপ-আলোচনা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

আনার হাসি ভরা চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে, কারেনিন নিজের কথাগুলোর অর্থহীনতা অনুভব করলেন।

'তুমি চিরদিনই এই রকম,' ইচ্ছে করেই স্বামীর কথার শেষ অংশটুকুর জবাব দিলো আনা। 'আমি গম্ভীর হয়ে থাকলেও তোমার ভালো লাগে না, আবার আমি হৈ চৈ করলেও তোমার পছন্দ হয় না। আজ সন্ধ্যায় আমি গম্ভীর হয়ে থাকিনি। তাতে কি তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছো?

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ শিউরে উঠলেন, গাঁটগুলোর মটকাবার জন্যে আঙুলগুলো বাঁকালেন উনি।

'দয়া করে ওটা কোরো না!' আনা বললো, 'আমার ভীষণ বিশ্রী লাগে।'

'আনা, এই কি তুমি?' হাতের চঞ্চলতা থামিয়ে নরম গলায় নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন কারেনিন।

'কিন্তু এসব কি হচ্ছে?' আনার কণ্ঠে শ্লেষ মেশানো বিস্ময় আর আন্তরিকতার সুর। 'আমার কাছ থেকে কি চাও তুমি?'

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে থেকে, হাতটা কপাল এবং চোখের ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিলেন কারেনিন। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি যা করতে চেয়েছিলেন তা না করে—অর্থাৎ, দুনিয়ার চোখে যা অপরাধ, তার বিরুদ্ধে স্ত্রীকে সাবধান করার বদলে—তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন একটা ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, যা তাঁর স্ত্রীর বিবেকের সঙ্গে জড়িত···কাল্পনিক একটা বিভেদের প্রাচীরের সঙ্গে লড়াই করছেন উনি।

'তুমি দয়া করে আমার কথাগুলো শোনো,' ঠাণ্ডা এবং সংযত সুরে কারেনিন বলতে লাগলেন, 'আমি যা বলতে চাইছিলাম, তা হচ্ছে এই—তুমি জানো ঈর্ষা জিনিসটাকে আমি একটা অপমানকর এবং নিচু স্তরের আবেগ বলে মনে করি। আমি কিছুতেই সেটার দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দেবো না। কিন্তু ভদ্রতা-শোভনতার এমন কতকগুলো নিয়ম কানুন

আছে, যেগুলো অস্বীকার করলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আজকের সন্ধ্যার ব্যাপারটা আমি নিজে লক্ষ্য করিনি। কিন্তু উপস্থিত সকলের মনে যে ছাপটা পড়েছে, তার বিচার করে বলছি—সকলেই লক্ষ্য করেছে, তোমার আজকের আচরণটা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদনযোগ্য ছিলো না।'

'আমি সত্যিই এর কিছু বুঝতে পারছি না,' আনা কাঁধ ঝাঁকালো। মনে মনে ভাবলো, 'আসলে ওঁর এতে কিছুই এসে যায় না। কিন্তু অন্ত সকলে যে লক্ষ্য করেছে, সেটাই ওঁকে বিচলিত করে তুলেছে।'

'তুমি ঠিক সুস্থ নেই, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ,' কুর্সি ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায় আনা। কিন্তু ওকে যেন থামিয়ে দেবার জন্তেই, কারেনিনও এগিয়ে গেলেন।

আনা যেমনটি দেখেছে, কারেনিনের মুখটা এখন তার চাইতে অনেক বেশি কুৎসিত আর বিকট দেখায়। থমকে দাঁড়িয়ে, মাথাটা এক ধারে হেলিয়ে, ত্রস্ত আঙুলে চুল থেকে কাঁটাগুলো খুলে নিতে শুরু করে আনা।

'তুমি যা বলছো, আমি সবই শুনছি!' সংযত এবং বিদ্রূপের ভঙ্গিমায় আনা বললো, 'এবং আগ্রহ নিয়েই শুনছি, তার কারণ এর পুরো ব্যাপারটাই আমি বুঝে নিতে চাই।' নিজের স্বাভাবিক দৃঢ় কণ্ঠস্বর এবং শব্দ চয়নে নিজেই অবাক হলো ও।

'তোমার অনুভূতির গভীরে যাবার অধিকার আমার নেই, তাছাড়া সেটাকে আমি অর্থহীন, এমনকি ক্ষতিকর বলে মনে করি।' কারেনিন বলতে শুরু করেন, 'মনটাকে খোঁচাতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এমন জিনিস খুঁচিয়ে বের করে ফেলি, যা হয়তো চিরদিন সেখানে অলক্ষ্যেই পড়ে থাকতো। তোমার আবেগ অনুভূতি, তা তোমার নিজস্ব বিবেকবোধের ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে তোমার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে দেবার ব্যাপারে, আমি তোমার কাছে, আমার নিজের কাছে এবং ঈশ্বরের কাছে কর্তব্যে বাঁধা। আমাদের দুজনের জীবন মানুষের দ্বারা নয়, ঈশ্বরের দ্বারা যুক্ত হয়েছে। একমাত্র পাপই সে মিলনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং সে ধরনের পাপ নিজেই নিজের গুরু শাস্তি বয়ে আনে।'

'তোমার কোনো কথাই আমি বুঝতে পারছি না।' অবশিষ্ট কাঁটাগুলো খুঁজে নেবার জন্যে চুলের মধ্যে দ্রুত আঙুল চালায় আনা, 'ইস, কি ভীষণ ঘুম পেয়েছে আমার!'

'আনা, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি অমন করে কথা বোলো না!' কারেনিন

শান্ত স্বরে বললেন, 'হয়তো আমি ভুল করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা বলছি, তা আমার জন্যে যতখানি—তোমার জন্যেও ঠিক তাই। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে আমি ভালোবাসি।'

মুহূর্তের জন্যে আনার মুখখানা নিচের দিকে নেমে আসে, চোখ থেকে বিদ্রূপের আলো মরে যায়। কিন্তু 'ভালোবাসি' শব্দটা ফের ওর মনে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে। 'ভালোবাসা?' আনা ভাবলো, 'ও কি ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসা বলে একটা বস্তু আছে তা যদি ও না শুনতো, তাহলে ও কোনোদিনই ওই শব্দটা ব্যবহার করতো না। ভালোবাসা কি, তা কি ও জানে?'

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, আমি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না,' আনা বললো। 'তুমি কি ভাবছো, তা যদি আমাকে বুঝিয়ে বলো···'

'আগে আমাকে শেষ করতে দাও।···আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি নিজের কথা বলছি না। এ ব্যাপারে তুমি এবং আমাদের সন্তান—এই দুজনই বিশেষভাবে জড়িত। আমি আবার বলছি—হয়তো আমার কথাগুলো তোমার কাছে অর্থহীন এবং অহেতুক বলে মনে হবে। হয়তো এটা আমারই ভুল। সে ক্ষেত্রে, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। কিন্তু যদি এর সামান্যতম ভিত্তি আছে বলেও তুমি মনে করো, তাহলে আমি তোমাকে এ ব্যাপারটা আরও একটু ভেবে দেখতে মিনতি করবো···তোমার মন যদি চায়, তাহলে আমাকে বলো··· ···'

'আমার কিছুই বলার নেই।' সচেষ্ট প্রয়াসে এক টুকরো স্মিত হাসি দমিয়ে রাখে আনা, 'তাছাড়া এখন সত্যিই শোবার সময় হয়ে গেছে।'

কারেনিন আর কিছু না বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শোবার ঘরে চলে গেলেন। আনা যখন এলো, ততক্ষণে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। আনা ওর শয্যায় শুয়ে প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করছিলো, উনি ফের কথা বলতে শুরু করবেন। কিন্তু কারেনিন নিশ্চুপ হয়েই রইলেন। বহুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে অপেক্ষা করার পর, আনা ওঁর কথা ভুলে গেলো। তখন অন্য মানুষটির কথা ভাবতে শুরু করলো ও এবং অনুভব করলো, তাঁর কথা চিন্তা করতে গিয়ে ওর মনটা এক পরম রমণীয় আবেগ আর অবৈধ আনন্দে ভরে উঠেছে। হঠাৎ একটা নিশ্চিন্ত নাসিকা গর্জন সম্পর্কে আনা সচকিতা হয়ে উঠলো। প্রথমটাতে কারেনিন নিজেও যেন নিজের নাকের ডাকে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, গর্জন থেমে গেলো। তারপর, কয়েকবার নিঃশ্বাস ফেলার পরে,

নতুনভাবে সমান তালে ফের মুখর হয়ে উঠলো গর্জনটা।

'দেরি হয়ে গেছে···দেরি হয়ে গেছে,' মৃদু হেসে ফিসফিসিয়ে বললো আনা। বহুক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রইলো ও। ওর চোখ দুটি সম্পূর্ণ খোলা—সে চোখের দীপ্তি ও নিজে অন্ধকারেও দেখতে পাবে বলে প্রায় মনে হচ্ছিলো ওর।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ এবং তাঁর স্ত্রীর এক নতুন জীবন শুরু হলো। তেমন করে বিশেষ ভাবে কিছুই ঘটলো না। আনা যথারীতি আগের মতোই উঁচু মহলে মেলামেশা করে, প্রায়ই প্রিন্সেস বেতসির বাড়িতে যায় এবং সর্বত্রই ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে। কারেনিন সবই দেখেন, কিন্তু কিছুই করেন না। আনাকে খোলাখুলি আলোচনায় টেনে আনার জন্যে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই আনা এক ধরনের হালকা বিভ্রান্তি দিয়ে গড়ে তোলা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের সাহায্যে প্রতিহত করে দেয়। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, সব কিছু আগের মতোই রয়েছে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কটা একেবারে বদলে গেছে। রাজনৈতিক দুনিয়ার প্রবল শক্তিমান পুরুষ অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ অনুভব করেন, এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অসহায়। যত বারই তিনি এ প্রসঙ্গটা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছেন, ততবারই তাঁর মনে হয়েছে, আর একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত···ভালো মনে মিষ্টি করে বোঝাতে পারলে হয়তো এখনও ওকে রক্ষা করার, ওকে শোধরাতে পারার আশা আছে। এবং প্রতিদিনই তিনি ওর সঙ্গে কথা বলবেন বলে মনস্থির করেন। কিন্তু প্রতিবারই কথা বলতে শুরু করে তিনি অনুভব করেন, যে অশুভ আত্মা এবং প্রবঞ্চনা ওকে দখল করে রেখেছে, তা তাঁকেও বশ করে ফেলছে—তিনি যা বলতে চেয়েছেন এবং যে সুরে বলতে চেয়েছেন, তার কোনোটাই তিনি ব্যবহার করতে পারছেন না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি যথারীতি নিজের শ্লেষাত্মক সুরেই কথা বলতে শুরু করেন এবং ওই সুরে ওকে যা বলা প্রয়োজন, তা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

সমস্ত পুরনো আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে প্রায় এক বছর ধরে যা ভ্রনস্কির জীবনের সব চাইতে প্রার্থিত বাসনা ছিলো···আনার পক্ষে যা ছিলো অসম্ভব, ভয়ঙ্কর, এমন কি সেই কারণেই স্বর্গসুখের মোহময় স্বপ্ন—তা এতদিনে পূর্ণ

হয়েছে। পাংশু মুখে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলো ভ্রনস্কি, চোয়ালটা কেঁপে কেঁপে উঠছিলো তার। ওকে শান্ত হতে বলছিলো সে···কিন্তু কেন বা কি করে, তা সে নিজেই জানে না।

'আনা! আনা!' ভ্রনস্কির কণ্ঠস্বর বুজে আসছিলো, 'আনা, দোহাই তোমার—'

কিন্তু ভ্রনস্কি যতই উঁচু স্বরে কথা বলে, আনার একদা অহঙ্কারী আর খুশিয়াল, কিন্তু এখন লজ্জাহত মাথাটা ততই নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে—নেমে আসে সোফা থেকে গালচের দিকে·· ভ্রনস্কির পায়ের কাছে। ভ্রনস্কি না ধরলে, গালচের ওপরেই পড়ে যেতো ও।

'ঈশ্বর, তুমি আমাকে ক্ষমা করো!' ফুঁপিয়ে উঠে ভ্রনস্কির হাত দুটো নিজের বুকে চেপে ধরে আনা। নিজেকে ওর এত পাপী আর এত দোষী বলে মনে হয় যে, নিজেকে হীন মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া, ওর আর কিছুই করার থাকে না। কিন্তু ওর পৃথিবীতে এখন ভ্রনস্কি ছাড়া আর কেউ নেই—তাই তার কাছেই ক্ষমার প্রার্থনা জানায় ও। ভ্রনস্কির দিকে তাকিয়ে নিজের শরীর সম্পর্কে একটা হীনতার অনুভূতি অনুভব করে আনা, তাই আর কিছুই বলতে পারে না।

খুন করে ফেলা একটা মানুষের দিকে তাকিয়ে হত্যাকারীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে—ভ্রনস্কি তা স্পষ্টই অনুভব করে। যার দেহ থেকে সে প্রাণটা ছিনিয়ে নিয়েছে, সে ওদের প্রেম···ওদের প্রেমের প্রথম পর্যায়। কিন্তু আতঙ্ক সত্ত্বেও, প্রাণহীন দেহটাকে এখন টুকরো টুকরো করে কেটে লুকিয়ে ফেলতে হবে· অন্যায়ের মাধ্যমে হত্যাকারী যা অর্জন করেছে, সেটাকে তার কাজে লাগাতে হবে। হত্যাকারী যেভাবে নিহতের শরীরের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, টুকরো টুকরো করে ফেলে, তেমনি করেই ভ্রনস্কি আনার মুখ আর কাঁধ দুটো চুমুতে ঢেকে দেয়। আনা তার হাতটাকে ধরে রাখে, একটুও নড়ে না। 'হ্যাঁ, এই চুমু···আমার লজ্জা এগুলোকে নিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, এই হাত--যা চিরদিন আমারই থাকবে—তা আমার দুষ্কর্মের সহযোগী'! ভ্রনস্কির হাতটা তুলে ধরে, তাতে চুমু দেয় আনা। হাঁটুর ওপরে ভর রেখে বসে ভ্রনস্কি ওর মুখখানা দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু আনা নিজের মুখখানাকে লুকিয়ে রাখে, কথা বলে না। অবশেষে যেন নিজের ওপরে জোর খাটিয়ে উঠে বসে ও, তারপর ভ্রনস্কিকে ঠেলে সরিয়ে দেয় দূরে।

'সব শেষ,' আনা বলে। 'তুমি ছাড়া আমার আর কিচ্ছুটি নেই। কথাটা মনে রেখো।'

'আমার সম্পূর্ণ জীবনটাকে আমি কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। এমন সুখের একটি মুহূর্তের জন্যে···'

'সুখ!' আনার কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ও বিরক্তি ঝড়ে পড়ে এবং ওর সে আতঙ্ক ভ্রনস্কির অজ্ঞাতে তার চেতনাতেও ছড়িয়ে পড়ে হঠাৎ। 'দোহাই তোমার, ও ব্যাপারে কোনো কথা বোলো না · আর একটি কথাও না।'

দ্রুত সোফা থেকে উঠে আনা ভ্রনস্কির কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তারপর এক হিমশীতল হতাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

আনা অনুভব করছিলো, ওই মুহূর্তে যে নতুন জীবনে ও পা রেখেছে, তার লজ্জা আবেশ আর আনন্দ ও কিছুতেই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু তার পরের দিন এবং তারপরের দিনেও, নিজের অনুভূতির জটিলতা প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা ও খুঁজে পেলো না। নিজেকে ও বলে, 'এখন আমি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে পারছি না। কিন্তু শীঘ্রিই পারবো—যখন আমার ভেতরটা একটু শান্ত হয়ে উঠবে।' অথচ চিন্তা করার মতো তেমন স্থৈর্য কিছুতেই আসে না। যখনই ও চিন্তা করে—ও কি করেছে, ওর কি হবে এবং ওর কি করা উচিত—তখনই এক নিবিড় আতঙ্ক ওর ওপরে নেমে আসে এবং ও ঠেলে সরিয়ে দেয় চিন্তাগুলোকে। কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে, যখন নিজের চিন্তার ওপরে ওর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তখন র অবস্থাটা সমস্ত কিছু কুৎসিত নগ্নতা নিয়ে ওর সামনে এসে হাজির হয়। প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা স্বপ্ন দেখে আনা। স্বপ্ন দেখে, ও যেন ওঁদের দুজনেরই স্ত্রী এবং দুজনেই অকাতরে আদর করছে ওকে। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ কাঁদতে কাঁদতে ওর হাতে চুমু দিচ্ছেন আর বলছেন, 'এখন কত সুখী আমরা!' অ্যালেক্সি ভ্রনস্কিও সেখানে রয়েছে এবং সে-ও ওর স্বামী। আনা অবাক হয়ে ভাবছে, একদিন এ ব্যাপারটা ওর কাছে কত অসম্ভব বলে মনে হয়েছিলো! কিন্তু এখন ও হাসতে হাসতে ওঁদের দুজনকেই বুঝিয়ে বলতে পারে যে, এটাই ছিলো সব চাইতে সহজ পথ এবং এখন ওঁরা দুজনেই তৃপ্ত ও সুখী।···কিন্তু এই স্বপ্নটাই ওর বুকে দুঃস্বপ্নের মতো ভারি হয়ে ওঠে এবং প্রচণ্ড আতঙ্কে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে ও।

দিব্যি খোশমেজাজে বাড়ির কাছ বরাবর পৌঁছতেই লেভিন শুনতে পেলো, একটা ঘন্টির আওয়াজ ক্রমশ সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসছে।

'নিশ্চয়ই রেল-স্টেশন থেকে কেউ আসছে,' ভাবলো লেভিন। 'ঠিক এই সময়েই তো মস্কো থেকে ট্রেনটা এসে পৌঁছয়। কিন্তু কে হতে পারে?' পরমুহূর্তেই অবলনস্কিকে চিনতে পেরে, দুহাত আকাশের দিকে ছুঁড়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে সে, 'আরে তুমি!...খুব আনন্দ পেলাম তোমাকে দেখে!' মনে মনে ভাবে, 'ও বিয়ে করেছে কি না, বা কবে করবে, তা আমি এবারে নিশ্চয়ই জানতে পারবো।' এবং এই অপরূপ বসন্তের দিনে সে অনুভব করে, কিটির স্মৃতি এখন তাকে আর আদৌ আহত করে না।

'তুমি আমাকে আশা করোনি নিশ্চয়ই?' স্লেজ থেকে নেমে আসে অবলনস্কি। ওর নাকে মুখে আর ভুরুতে কাদার ছিটে, কিন্তু আনন্দ আর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে ঝলমল করছে চেহারাটা। 'আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, তার কারণ—এক নম্বর,' লেভিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় অবলনস্কি, 'কিছু শিকার-টিকার করা—দুই আর তিন নম্বর, ইয়েরগুশোভোর জঙ্গলটা বিক্কিরি করা।'

'চমৎকার! যাই হোক, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি ভীষ-ণ আনন্দ পেলাম।' লেভিনের মুখে শিশুর মতো সরল আর অকপট হাসি। অতিথিকে বাড়তি শোবার ঘরটাতে নিয়ে যায় সে। সেখানেই অবলনস্কির জিনিসপত্র—তার ব্যাগ, বন্দুকের বাক্স এবং এক ঝুলি সিগার—নিয়ে আসা হয়। তাকে হাত মুখ ধুয়ে পোশাক পালটে নিতে বলে, লেভিন তার অফিস-ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। আগাথা মিহালোভনার কাছে এ বাড়ির সম্মানটাই সব চাইতে বড় কথা—ডিনারে কি রান্না হবে তা জানার জন্যে হলঘরে লেভিনের সঙ্গে দেখা করে ও। 'তোমার যা ইচ্ছে তা-ই করো, শুধু একটু তাড়াতাড়ি কোরো,' বলে বেইলিফের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়ে যায় লেভিন।

লেভিন যখন ফিরে এলো, তখন অবলনস্কি হাত মুখ ধুয়ে মাথা আঁচড়ে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছিলো। সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে ওপরতলায় উঠলো ওরা।

'এবারে বুঝতে পারছি, কোন রহস্যময় কাজে তুমি সর্বদা এখানে মজে থাকো।' অবলনস্কি বললো, 'সত্যি লেভিন, তোমাকে আমার হিংসে হয়। কি একখানা বাড়ি! সমস্ত কিছুই কত্তো সুন্দর—এত আলো, এত ঝলমলে!'

বসন্ত যে সর্বদা থাকে না এবং প্রতিটি দিনই যে ঝলমলে হয় না, সে কথা ভুলে যায় সে। বলার মতো অনেক আগ্রহজনক খবরই অবলনস্কির কাছে ছিলো। তার মধ্যে লেভিনের কাছে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় খবর এই যে, তার ভাই সার্জেই ইভানিচ এবারের গ্রীষ্মে তার কাছে আসবে বলে মনস্থ করেছে।

স্ত্রীর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া, অবলনস্কি কিন্তু কিটি অথবা শ্চেরবাৎস্কিদের প্রসঙ্গে একটি কথাও বললো না। ··

··শিকার পর্ব ভালোই হলো। অবলনস্কি দুটো পাখি মেরেছিলো, লেভিনও দুটো—তার মধ্যে একটা পাখিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে শুরু করে। পশ্চিম দিগন্তে, নিচের দিকে, বার্চ গাছগুলোর পেছনে রুপালি শুক্রগ্রহটা ইতিমধ্যে ঝকঝকে স্নিগ্ধ আলো ছড়াতে শুরু করেছে। পুব আকাশে, অনেক উঁচুতে, স্বাতি নক্ষত্রের লালচে আলো। মাথার ওপরে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলোকে খুঁজে পেয়েও, হারিয়ে ফেলে লেভিন। পাখিদের ওড়ার পালা শেষ হয়েছে। তবু যতক্ষণ স্বাতি নক্ষত্রটা বার্চের শাখা ছাড়িয়ে ওপরে না উঠছে, সপ্তর্ষির সবকটা তারা স্পষ্ট হয়ে না ফুটছে—ততক্ষণ পর্যন্ত এখানেই থাকবে বলে স্থির করলো লেভিন। ক্রমশ শুক্রগ্রহটা শাখা ছাড়িয়ে চার্চের মাথায় উঠে আসে, গাঢ় নীলিম আকাশে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে সপ্তর্ষির রথের চূড়া। তবু লেভিন অপেক্ষা করে থাকে।

চতুর্দিক মৃতের মতো নিস্পন্দ, একটা পাখিও নড়াচড়া করে না।

'এখন কি যাবার সময় হয়নি?' প্রশ্ন করে অবলনস্কি।

'আর একটু থাকা যাক,' লেভিন জবাব দেয়।

'তোমার যা ইচ্ছে।'

পরস্পরের কাছ থেকে প্রায় পনেরো পা দূরে দাঁড়িয়েছিলো ওরা।

'স্তিভা!' আচমকা অপ্রত্যাশিত ভাবে লেভিন প্রশ্ন করে, 'তোমার শালীর বিয়ে হয়েছে কি না কিংবা কবে হবে, তা তুমি আমাকে বলছো না কেন?'

নিজেকে এতটা স্থির ও অবিচলিত বলে মনে হচ্ছিলো যে লেভিন অনুভব করছিলো, জবাবটা যা-ই হোক না কেন, তা তার অনুভূতিতে বিশেষ সাড়া দিতে পারবে না। কিন্তু অবলনস্কি যে জবাবটা দিলো, তা সে আদৌ আশা করেনি।

'বিয়ে করার কথা ও চিন্তা করেনি, করছেও না।' অবলনস্কি বললো,

'ও ভীষণ অসুস্থ, ডাক্তাররা ওকে বাইরে পাঠাতে বলেছেন। তাঁরা এমন আশঙ্কাও করছেন যে, ও হয়তো বাঁচতে না-ও পারে!'

'কি বললে?' লেভিন আর্তনাদ করে উঠলো, 'ভীষণ অসুস্থ? কেন, কি হয়েছে? কি করে ও…?'

লেভিনের কুকুর ল্যাস্কা এতক্ষণ কান খাড়া করে একবার আকাশের দিকে, আর একবার ওদের দুজনের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিলো। 'কথা বলার জন্যে কি একখানা সময়ই না ওনারা বেছে নিয়েছেন!' যেন ভাবছিলো কুকুরটা। 'অথচ ওই যে একটা পাখি উড়ে উড়ে আসছে·· হ্যাঁ, এই তো। কিন্তু ওরা ওটাকে মারতে পারবে না…'

কিন্তু সেই মুহূর্তেই একটা তীক্ষ্ণ শিসের আওয়াজ ওদের দুজনেরই কানে গিয়ে বিঁধলো। আচমকা বন্দুক তুলে নিলো দুজনেই—তারপর দু ঝলক আলো আর দুটো আওয়াজ। আকাশের অনেক উঁচুতে উড়তে থাকা পাখিটা তৎক্ষণাৎ ডানা গুটিয়ে, নরম ঘাসগুলোকে নুইয়ে, একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে পড়লো।

'দারুণ হয়েছে! দুজনে একসঙ্গে!' পাখিটাকে খুঁজে আনার জন্যে ল্যাস্কাকে নিয়ে ঝোপটার দিকে দৌড়ে গেলো লেভিন। 'কিন্তু কি একটা কথা যেন আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিলো?' ভাবছিলো সে। 'হ্যাঁ, কিটি অসুস্থ…কিন্তু কি আর করা যাবে! আমি ভীষণ দুঃখিত।'

'পেয়েছিস? চালাক মেয়ে!' ল্যাস্কার মুখ থেকে উষ্ণ পাখিটাকে নিয়ে, প্রায় ভর্তি হয়ে ওঠা থলের মধ্যে সেটাকে ভরে রাখলো লেভিন। তারপর চিৎকার করে বললো, 'আমি এটা পেয়ে গেছি, স্তিভা!'

ভ্রনস্কির অন্তর্জীবনটা গভীর প্রেমে মগ্ন হয়ে থাকলেও, তার বাইরের জীবনটা সমাজ ও সেনাবাহিনীর বন্ধন ও আগ্রহের পুরনো অভ্যস্ত পথেই অপরিবর্তিত এবং অনিবার্য ভাবে বয়ে চলছিলো। সেনাবাহিনী ভ্রনস্কির জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রেখেছে। তার কারণ, নিজের সৈন্যদলটাকে সে পছন্দ করে এবং তার চাইতেও বড় কথা, বাহিনীর লোকেরাও তাকে পছন্দ করে। ভ্রনস্কিকে তারা শ্রদ্ধা করে, ভ্রনস্কির জন্যে তারা গর্বিত—তার কারণ অঢেল সম্পত্তি, চমৎকার শিক্ষা-দীক্ষা ও দক্ষতার অধিকারী এই মানুষটির কাছে উচ্চাশা পূরণ করার মতো সমস্ত রকমের সফলতার পথই খোলা ছিলো। কিন্তু সেসব অবহেলা করে, নিজের বাহিনী

এবং সহকর্মীদের কথাই ভ্রনস্কি বড় করে মনে রেখেছে। ভ্রনস্কিও তার সম্পর্কে সহকর্মীদের এই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ এবং তাদের দেওয়া ওই সুনাম নিয়ে বেঁচে থাকাটাকেই সে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে।··· বলা বাহুল্য, কোনো সহকর্মীর কাছেই ভ্রনস্কি তার প্রেমের কথা বলেনি, এমনকি উন্মত্ত সুরার আসরে বসেও (সত্যি কথা বলতে কি, নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার মতো সুরাপান সে কোনোদিনই করে না) সে নিজের গোপন রহস্যের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন সহকর্মী তার অবৈধ প্রেম সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কিছু বলার চেষ্টা করলে, ভ্রনস্কি তৎক্ষণাৎ তাকে থামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, শহরের প্রত্যেকেই তার প্রেমের কথা জানে—মাদাম কারেনিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সকলেই কম-বেশি অনুমান করে নিয়েছে। তার প্রেমের ব্যাপারে যেটা সব চাইতে বিরক্তিকর অংশ—কারেনিনের পদমর্যাদা এবং তার ফলে আনার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে অসামান্য প্রচার—বলতে গেলে শুধু সেইজন্যেই অধিকাংশ যুবাপুরুষ ভ্রনস্কিকে ঈর্ষা করে।

বেশির ভাগ যুবতী—যারা আনাকে হিংসে করতো এবং আনার গুণাবলীর প্রশংসা শুনে শুনে যারা ক্লান্ত, তারা এখন নিজেদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ায় রীতিমতো পুলকিত এবং তারা শুধু অপেক্ষা করছে, কবে জনমত নিশ্চিত ভাবে পালটে গিয়ে ওদের মনের সবটুকু ঘৃণা নিয়ে আনার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সময় এলে কাদা ছোঁড়ার জন্যে ওরা এখন থেকেই প্রস্তুত হতে শুরু করেছে।···ওদিকে অধিকাংশ বয়স্ক মানুষ এবং কিছু কিছু প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিরা এই আসন্ন সামাজিক কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে রীতিমতো বিরক্ত।

ভ্রনস্কির মা প্রথমটাতে এই অবৈধ সম্পর্কের কথা জেনে খুশীই হয়েছিলেন। তাঁর মতে, উঁচু সমাজের মহিলার সঙ্গে প্রেম—একটি ঝলমলে যুবকের পক্ষে তুলির শেষ টান—অন্য কিছুর সঙ্গেই এর কোনো তুলনা হয় না। তিনি এই ভেবেও খুশী হয়েছিলেন যে মাদাম কারেনিন, যাকে তাঁর অত ভালো লেগেছিলো এবং যে নিজের ছেলের সম্বন্ধে তাঁর কাছে অত গল্প করছিলো—আসলে সে-ও আর পাঁচটা সদ্বংশজাতা সুন্দরী মেয়ের মতো ঠিক সেই একই ধরনের···অন্তত কাউন্টেস ভ্রনস্কির তা-ই ধারণা। কিন্তু পরে তিনি জানলেন, শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং অনবরত মাদাম কারেনিনের সঙ্গে দেখা করার জন্যেই তার ছেলে নিজের কর্মজীবনে উন্নতির

পক্ষে প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ একটা পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। তিনি আরও জানতে পারলেন, উঁচু পদের অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তিরা ওই কারণে ভ্রনস্কির প্রতি অসন্তুষ্ট। অতএব কাউন্টেস ভ্রনস্কি অবিলম্বে ওই ব্যাপারে নিজের মতামত বদলে ফেললেন। ভ্রনস্কি আচমকা মস্কো থেকে চলে যাবার পর থেকে, কাউন্টেসের সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি। তাই ভ্রনস্কিকে এসে দেখা করার জন্যে তিনি ভ্রনস্কির ওপরের ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন।

ভ্রনস্কির দাদাও তার ছোট ভাইয়ের ওপরে অসন্তুষ্ট। এটা কোন ধরনের প্রেম—মহান না তুচ্ছ, আবেগতাড়িত না বুদ্ধিপ্রসূত, অন্যায় না নিষ্পাপ (নিজের পরিবার থাকা সত্ত্বেও, একটি ব্যালে নর্তকী তার রক্ষিতা—কাজেই এ সমস্ত ব্যাপারে তার মতামত যথেষ্ট উদার)—তা সে বিবেচনা করে দেখেনি। কিন্তু সে জানে, যে সমস্ত মানুষকে খুশী করা প্রয়োজন, এই প্রেম সংক্রান্ত ঘটনাটা তাঁরা খুশীর চোখে দেখছেন না। তাই ভাইয়ের এহেন আচরণকে সে-ও মেনে নিতে পারেনি।

কর্মজীবন এবং সমাজ ছাড়া, আরও একটা ব্যাপারে ভ্রনস্কির তীব্র আগ্রহ আছে। তা হচ্ছে, ঘোড়া। ঘোড়া ভ্রনস্কির ভীষণ প্রিয়। এ বছরে অফিসারদের মধ্যে একটা ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ভ্রনস্কি তাতে নাম দিয়েছে এবং একটি বিশুদ্ধ ইংরেজ-বংশজাত মাদী ঘোড়া কিনেছে। একটা প্রেমের ব্যাপারে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, ভ্রনস্কি এখন উদগ্র অথচ চাপা উত্তেজনা নিয়ে ওই প্রতিযোগিতার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ক্রাসনোয়ে সেলোতে ঘোড়দৌড়ের দিন ভ্রনস্কি তার রীতিমাফিক নির্দিষ্ট সময়ের আগেই প্রাতরাশে গো-মাংস ভাজা খাবার জন্যে অফিসারদের খাবার ঘরে গিয়ে হাজির হলো। নিজেকে তার কঠিন শাসনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ আইন মোতায়েব তার ওজন ঠিক সাড়ে এগারো স্টোনই আছে। কিন্তু শরীরে যাতে মাংস না লাগে, সে জন্যে তাকে সাবধানে থাকতে হয়—তাই ভ্রনস্কি মিষ্টি এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সযত্নে এড়িয়ে চলে।

সাদা ওয়েস্টকোটের ওপরে ভ্রনস্কির গায়ে বোতাম-খোলা কোট। খাবারের জন্যে অপেক্ষা করার সুযোগে কনুই দুটো টেবিলের ওপরে রেখে, প্লেটের ওপরে খুলে রাখা একখানা ফরাসী উপন্যাসের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। আসলে চিন্তা করার সময় যাতে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করা অন্য

অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে না হয়, সে জন্তেই সে বইটার দিকে তাকিয়ে ছিলো মাত্র।···

সেদিন ঘোড়দৌড়ের পরে তার সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে আনার দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা চিন্তা করছিলো ভ্রনস্কি। গত তিনদিন আনার সঙ্গে তার দেখা হয়নি এবং ওর স্বামী সবেমাত্র বিদেশ থেকে ফিরেছেন। তাই সেদিনই ওদের পক্ষে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে কিনা, তা সে জানে না এবং কি করে জানা যায়, তাও তার অজানা। বেতসির গ্রীষ্ম-আবাসে আনার সঙ্গে তার শেষবার দেখা হয়েছিলো। কারেনিনদের গ্রীষ্ম আবাসে সে যথাসম্ভব কমই যায়। কিন্তু এখন সেখানেই যেতে ইচ্ছে করছিলো তার এবং কি করে যাওয়া যায়, সেটাই মনে মনে চিন্তা করছিলো।

'অবিশ্যি আমি ওখানে গিয়ে এ কথা বলতে পারি যে, আনা ঘোড়দৌড়ে আসছে কিনা তা জানার জন্তে বেতসি আমাকে পাঠিয়েছে।' বই থেকে চোখ তুলে ভ্রনস্কি ভাবলো, 'না যাবার কি কারণ থাকতে পারে, তা আমি বুঝতে পারছি না।' আনাকে দেখতে পাবার সুখ কল্পনা করে মুখটা ঝলমল করে উঠলো তার।

'আমার বাড়িতে কাউকে পাঠিয়ে দাও। আর বলে দাও, এক্ষুনি ওরা যেন আমার গাড়ি আর তিনটে ঘোড়া তৈরি করে রাখে—' রুপোর উষ্ণ থালায় ভাজা মাংস নিয়ে আসা পরিচারককে নির্দেশ দিয়ে, খেতে শুরু করলো ভ্রনস্কি।

বৃষ্টিটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কাদার ভেতর দিয়ে পূর্ণগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ভ্রনস্কি যখন উদ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছলো, তখন সূর্যটা ফের উঁকি মেরে তাকিয়েছে। গ্রীষ্মাবাসগুলোর ছাদ আর পথের দুধারে ছড়ানো বাগানের বুড়ো লেবু গাছগুলো সিক্ত দীপ্তিতে ঝলমল করছে। বৃষ্টির জল টুপটাপ করে ঝরে পড়ছে গাছের ডালপালা বেয়ে, তীব্র স্রোতের মতো নেমে আসছে ছাদের ঢাল পেরিয়ে। বৃষ্টিটা যে ঘোড়দৌড়টাকে নষ্ট করে দিলো, সে কথা ভ্রনস্কি এখন আর ভাবছিলো না। বরং খুশী হয়ে ভাবছিলো, বৃষ্টিকে ধন্যবাদ··· আনাকে সে নিশ্চয়ই বাড়িতে পাবে এবং একাই থাকবে আনা, কারণ কারেনিন সবেমাত্র বিদেশের একটা জলাধার দেখে ফিরে এলেও পিটার্সবুর্গ থেকে রওনা হননি।

আনাকে একা পাবে আশা করে ভ্রনস্কি সর্বদাই যেমনটি করে থাকে,

সকলের নজর এড়াবার জন্তে সেতুটা পেরোবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে, পায়ে হেঁটে বাড়ির দিকে এগুতে লাগলো। সদর দরজার সিঁড়ি দিয়ে না উঠে, খানিকটা ঘুরে বাড়ির অঙ্গনে গিয়ে উঠলো সে।

'তোমার মনিব এসেছেন?' একটা মালিকে জিজ্ঞেস করলো ভ্রনস্কি।

'না, স্যার। তবে গিন্নী-মা বাড়িতেই আছেন। আপনি সদর দরজার দিকে যান না কেন? চাকর বাকরেরা ওখানেই আছে, ওরা আপনাকে দরজা খুলে দেবেখন।' জবাব দিলো লোকটা।

'না, আমি বাগানের ভেতর দিয়ে যাবো।'

আজ এখানে আসবে বলে ভ্রনস্কি আনাকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। কাজেই ঘোড়দৌড়ের আগে আনাও নিশ্চয়ই তাকে এখানে আশা করবে না। তাই আনাকে অবাক করে দেবার ইচ্ছায় তলোয়ারটা ধরে, ফুলের পাড় বসানো বেলে পথটা ধরে সাবধানে পা টিপে টিপে, বাগানের দিকে মুখ করা উঁচু চত্বরটার দিকে এগুতে লাগলো ভ্রনস্কি। কিন্তু চত্বরে ওঠার পুরনো সিঁড়িটাতে যাতে কোনো শব্দ না হয়, তেমনি ভাবে পায়ের পুরো ভরটা রাখতে গিয়ে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেলো তার—যে কথাটা সে সব সময়েই ভুলে যায়, যেটা আনার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে সব চাইতে যন্ত্রণাদায়ক অংশের কারণ—সেটা আনার ছেলের প্রশ্নভরা দুটি চোখ, যা প্রতিকূলভাবাপন্ন বলে মনে হয় ভ্রনস্কির।

এই ছেলেটি অন্য যে কোনো লোকের চাইতে ওদের স্বাধীনতার পথে অনেক বড় বাধা। ও কাছে থাকলে ভ্রনস্কি বা আনা কেউই এমন কিছু বলে না বা ইঙ্গিত পর্যন্ত করে না, যা ও বুঝতে পারবে না। এ ব্যাপারে ওরা কোনো চুক্তিবদ্ধ হয়নি, এটা নিজে থেকেই এসে গেছে। ছেলেটির উপস্থিতিতে ওরা দুজনে দুটি সাধারণ পরিচিত মানুষের মতোই কথাবার্তা বলে। কিন্তু ওদের সতর্কতা সত্ত্বেও ভ্রনস্কি প্রায়ই লক্ষ্য করেছে, ছেলেটির মনোযোগী অথচ বিভ্রান্ত দৃষ্টি তার দিকে স্থির হয়ে রয়েছে—তার প্রতি ছেলেটির ব্যবহারে এক আশ্চর্য ভীরুতা ও অনিশ্চয়তার ভাব, যা কখনও স্নেহময় কখনও শীতল ও গম্ভীর। ছেলেটা যেন অনুভব করে, এই লোকটা এবং ওর মার মধ্যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্ধন রয়েছে, যা ও ঠিক বুঝতে পারে না।

বস্তুত ছেলেটিও অনুভব করে, এই সম্পর্কটা সে ঠিক বুঝতে পারে না। ভ্রনস্কির প্রতি তার অনুভূতি কেমন হওয়া উচিত, তা সে চেষ্টা করেও স্থির

করতে পারেনি। অন্যদের সম্পর্কে শিশুদের তীক্ষ্ণ অনুভবনশীলতার সাহায্যে সে স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে—তার বাবা, শিক্ষিকা এবং আয়া ভ্রনস্কিকে শুধুমাত্র অপছন্দই করে না, তার প্রতি সকলে বিরূপও বটে—যদিও ভ্রনস্কির সম্পর্কে তাঁরা কোনোদিনই কিছু বলেনি। কিন্তু তার মা ওই মানুষটাকেই নিজের সব চাইতে বড় বন্ধু বলে মনে করে।...ওদিকে ছেলেটির উপস্থিতি ভ্রনস্কি ও আনা দুজনকেই যে অনুভূতিটার কথা মনে করিয়ে দেয়, তা অনেকটা সেই নাবিকের অনুভূতির মতো—যে দিকনির্ণয় যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাচ্ছে, সে দ্রুতবেগে যেদিকে এগিয়ে চলেছে প্রকৃত গতিপথের সঙ্গে তার দুস্তর ফারাক...অথচ জাহাজের গতিরোধ করার মতো ক্ষমতা তার নেই। এ ক্ষেত্রে জীবন সম্পর্কে নিষ্পাপ দৃষ্টির অধিকারী ওই শিশুটিই ওদের দিকনির্ণয় যন্ত্র। যাই হোক, সেরিয়োঝা বাড়িতে ছিলো না এবং আনা বাড়িতে সম্পূর্ণ একা। চত্বরে বসে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছিলো আনা। সেরিয়োঝা বেড়াতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলো। তাকে খোঁজার জন্যে একটা চাকর ও একটি ঝিকে পাঠিয়ে, বসে বসে অপেক্ষা করছিলো ও। ওর পরনে গাঢ় রঙীন সুতোয় কাজ তোলা একটা সাদা গাউন। চত্বরের এক কোণে কতকগুলো ফুলের পেছনে বসেছিলো ও, ভ্রনস্কির আসার শব্দ শুনতে পায়নি। কালো কোঁকড়ানো চুলে ভরা মাথাটা নিচু করে, আনা পাঁচিলের ওপরে রাখা গাছে জল দেবার একটা ঠাণ্ডা ঝাঁঝিতে নিজের কপালটা চেপে রেখেছিলো। আংটি পরা ওর সুন্দর হাত দুখানি—যা ভ্রনস্কির এত চেনা—ধরে রেখেছিলো ওই পাত্রটাকে। ওর সমস্ত শরীরের সৌন্দর্য—ওর মাথা, ঘাড়, বাহু দুখানি—প্রতিবারই ভ্রনস্কিকে বিস্ময়ে আবিষ্ট করে তোলে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর ওই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর এগুবার জন্যে পা বাড়াতেই তার উপস্থিতি অনুভব করলো আনা, জলের পাত্রটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাল হয়ে ওঠা মুখখানা ভ্রনস্কির দিকে ফেরালো ও।

'কি হয়েছে? তোমার শরীরটা ভালো নেই, না কি?' ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করলো ভ্রনস্কি।

এক ছুটে আনার কাছে এগিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিলো ভ্রনস্কির। কিন্তু কেউ তা লক্ষ্য করতে পারে ভেবে, চকিতে বারান্দার দরজাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো সে...লাল হয়ে উঠলো সামান্য।

'না, আমি ভালোই আছি।' আসন ছেড়ে উঠে, ভ্রনস্কির এগিয়ে দেওয়া

হাতখানা শক্ত করে চেপে ধরে আনা। 'আমি···আমি তোমাকে আশা করিনি।'

'ইস! তোমার হাত দুটো কি ঠাণ্ডা!'

'তুমি আমাকে চমকে দিয়েছো! বাড়িতে আমি একা···সেরিয়োঝার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ও বেড়াতে বেরিয়েছে, এই পথ ধরেই ফিরবে।' শান্ত হবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আনার ঠোঁট দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'এলাম বলে আমাকে ক্ষমা কোরো। কিন্তু তোমাকে না দেখে, আমি দিনটাকে ফুরোতে দিতে পারি না।'

'তোমাকে ক্ষমা করবো? তোমাকে দেখে আমি কত যে খুশী হয়েছি!'

'কিন্তু তুমি হয় অসুস্থ, নয়তো চিন্তিত।' আনার হাত দুটি ছেড়ে না দিয়ে, ওর দিকে ঝুঁকে দাঁড়ায় ভ্রনস্কি। 'কি ভাবছিলে অত?'

'সব সময় একটা কথাই ভাবি,' আনার মুখে মৃদু হাসি।

আনা সত্যি কথাই বলেছে। সর্বদা একটা কথাই চিন্তা করে ও—চিন্তা করে নিজের সুখ আর অ-সুখের কথা। এইমাত্র ও ভাবছিলো, অন্য সকলের ক্ষেত্রে (যথা, বেতসি—কুশকেভিচের সঙ্গে বেতসির গোপন সম্পর্কের কথা আনা জানে) যা এত সহজ, ওর ক্ষেত্রে তা এত যন্ত্রণাদায়ক কেন। কিছু কিছু কারণের জন্যে আজ এ চিন্তাটা ওকে আরও বেশি করে কষ্ট দিচ্ছে। তবু ঘোড়দৌড় সম্পর্কে ভ্রনস্কিকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলো আনা। ভ্রনস্কি ওর সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলো এবং ওকে এতটা বিক্ষুব্ধ দেখে, ওর মনটা অন্য দিকে ফেরাবার প্রচেষ্টায় খুব স্বাভাবিক গলায় প্রতিযোগিতার ব্যাপারে তার সমস্ত রকমের প্রস্তুতির কথা বলতে শুরু করলো।

'কথাটা ওকে বলবো, কি বলবো না?' ভ্রনস্কির শান্ত, সোহাগে ভরা চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ভাবলো আনা। 'ও এত সুখী হয়ে রয়েছে, ঘোড়দৌড়ের চিন্তা ওর মনটাকে এমন ভাবে ভরিয়ে রেখেছে যে আমার কথা ও ঠিকমতো বুঝতে পারবে না—বুঝতে পারবে না আমাদের পক্ষে এটার গুরুত্ব কতখানি।'

'কিন্তু আমি যখন এলাম, তখন তুমি কি ভাবছিলে—তা আমাকে বলোনি কিন্তু!' নিজের কথা থামিয়ে প্রশ্নালু চোখে তাকায় ভ্রনস্কি, 'বলো!'

আনা কোনো জবাব দেয় না। মাথাটা সামান্য হেলিয়ে, ভুরুর তলা দিয়ে ভ্রনস্কির দিকে তাকায় ও···দীর্ঘ অক্ষিপক্ষ্মগুলোর তলায় ঝিকমিক করে ওঠে ওর চোখ দুটি। কুড়িয়ে তোলা একটা পাতা নিয়ে খেলা করতে থাকা ওর

হাতখানা কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'বুঝতেই পারছি, কিছু একটা হয়েছে। তুমি কি মনে করো, তুমি একটা মুশকিলে পড়েছো এবং আমি তার ভাগ নিতে পারছি না—এ কথা জেনে, আমি মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পেতে পারবো? ঈশ্বরের দোহাই···তুমি আমাকে বলো, আনা!' ফের মিনতি করে ভ্রনস্কি।

'ও যদি বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে না পারে, তাহলে আমি কোনোদিনও ওকে ক্ষমা করতে পারবো না। তার চাইতে বরং না বলাই ভালো। ওকে আর পরীক্ষায় ফেলা কেন?' একই ভাবে ভ্রনস্কির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিন্তা করে আনা···অনুভব করে, পাতা ধরে রাখা ওর হাতখানা আরও বেশি করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'ঈশ্বরের দোহাই!' ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয় ভ্রনস্কি।

'বলবো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ···'

'আমার বাচ্চা হবে,' ধীরে ধীরে ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে আনা। ওর হাতে ধরে থাকা পাতাটা আরও জোরে কেঁপে ওঠে। কিন্তু ভ্রনস্কি খবরটা কিভাবে নেয়, তা দেখার জন্যে ওর মুখের দিক থেকে চোখ সরায় না। ভ্রনস্কি ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে, কিছু বলার চেষ্টা করেও থেমে যায়। আনার হাতখানা ছেড়ে দেয় সে, মাথাটা নেমে আসে বুকের কাছে। 'হ্যাঁ, ও গুরুত্বটা বুঝতে পেরেছে,' কৃতজ্ঞচিত্তে ভ্রনস্কির হাতে মৃদু চাপ দেয় আনা।

কিন্তু একজন মহিলা হিসেবে বিষয়টার গুরুত্ব ও যেমন করে বুঝতে পেরেছে, ভ্রনস্কিও ঠিক তেমনি ভাবে তা উপলব্ধি করেছে ভেবে, আনা ভুল করেছিলো। ওর কথাগুলো দশগুণ প্রবল হয়ে ভ্রনস্কির মনে এক বিচিত্র বিরূপ অনুভূতি এনে দেয়। কিন্তু সেই সঙ্গে সে একথাও অনুভব করে, এতদিন ধরে সে যা চেয়েছে, এখন তার চরমক্ষণটি সামনে এসে হাজির হয়েছে··· আমার স্বামীর কাছ থেকে তারা তাদের সম্পর্কটা আর গোপন করে চলতে পারবে না এবং যেমন করেই হোক, তাদের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিটা অনিবার্য ভাবে শেষ করে দিতে হবে।···কোমল বশ্যতাময় দৃষ্টিতে আনার দিকে তাকিয়ে, ওর হাতে চুমু দেয় ভ্রনস্কি—তারপর নিশ্চুপ হয়ে চত্বরটার এধার থেকে ওধারে পায়চারি করতে থাকে আপন মনে।

'তুমি বা আমি, কেউই আমাদের সম্পর্কটাকে হালকাভাবে দেখিনি—আর আমাদের ভাগ্যও এখন স্থির হয়ে গেছে।' আনার কাছে এগিয়ে এসে

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় ভ্রনস্কি। 'যে প্রবঞ্চনার মধ্যে আমরা বাস করছি, এবারে অবশ্যই সেটাকে শেষ করে দেওয়া প্রয়োজন।'

'শেষ করে দেবে? কিন্তু কি করে, ভ্রনস্কি?' নরম স্বরে প্রশ্ন করে আনা। এখন ও অনেকটা শান্ত হয়ে উঠেছে, কোমল হাসিতে আলোকিত হয়ে উঠেছে ওর মুখখানা।

'তোমার স্বামীকে ত্যাগ করে, আমাদের দুজনের জীবন এক করে তোলো।'

'এক তো হয়েই আছে,' আনার কণ্ঠস্বর প্রায় শোনাই যায় না।

'জানি, কিন্তু আমি বলতে চাইছি—সম্পূর্ণভাবে···একেবারে সম্পূর্ণভাবে।'

'কিন্তু কি করে, অ্যালেক্সি—বলো, কি করে তা সম্ভব?' নিজের অসহায় পরিস্থিতিতে আনার কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণ উপহাস মূর্ত হয়ে ওঠে। 'এমন একটা পরিস্থিতি থেকে সত্যিই কি বেরুবার কোনো পথ আছে? আমি কি আমার স্বামীর স্ত্রী নই?'

'সব রকমের পরিস্থিতি থেকেই বেরুবার পথ আছে। একটা সিদ্ধান্ত আমাদের নিতেই হবে। তুমি যেভাবে দিন কাটাচ্ছো, তার চাইতে অন্য সব কিছুই তুলনামূলকভাবে শ্রেয়। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না, তোমার পৃথিবী তোমার ছেলে তোমার স্বামী—সমস্ত কিছুর জন্যেই তুমি কিভাবে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছো?'

'না, স্বামীর জন্যে নয়,' শান্ত হাসিতে আনার মুখখানা ভরে ওঠে। 'আমি তাঁকে চিনি না, কক্ষনো তাঁর কথা ভাবি না। আমার কাছে তাঁর কোনো অস্তিত্বই নেই।'

'ওকথা তুমি আন্তরিক ভাবে বলছো না। আমি তোমাকে চিনি। ওঁর কথা ভেবেও তুমি নিজেকে কষ্ট দাও।'

'ও জানেও না,' সহসা আনার মুখখানা প্রচণ্ড লাল হয়ে ওঠে। রক্তিম হয়ে ওঠে ওর দুই গাল, কপাল, ঘাড়···লজ্জার অশ্রুতে ভরে ওঠে ওর চোখ দুটি। 'কিন্তু আমরা ওঁর কথা আলোচনা করবো না।'

এতটা জোর দিয়ে না বললেও, এর আগে বেশ কয়েকবারই ভ্রনস্কি চেষ্টা করেছে, যাতে আনা নিজের প্রকৃত পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখে। কিন্তু প্রতিবারই আসল আনা যেন ওর ভেতরে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে এবং তার বদলে যে মেয়েটি সামনে এসে হাজির হয়েছে, তাকে ভ্রনস্কি চেনে

না—তাকে সে ভালবাসে না, ভয় পায়। কিন্তু আজ এ ব্যাপারটা ফয়শালা করার জন্য ভ্রনস্কি একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই সে তার সহজাত শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললো, 'উনি জানুন বা না-ই জানুন, সেটা আমাদের ব্যাপার নয়। কিন্তু আমরা ··তুমি এভাবে চলতে পারো না—বিশেষ করে এখন।'

'তাহলে তোমার মতে কি করতে হবে?' আনার কণ্ঠস্বরে সেই একই চটুল শ্লেষের সুর।

'ওঁকে সব কিছু খুলে বলো, ওঁকে ত্যাগ করো।'

'বেশ, ধরো আমি তাই করলাম। কিন্তু তার ফলটা কি হবে, জানো? আমি তা তোমাকে আগে থেকেই বলে দিতে পারি।' এক মুহূর্ত আগেও আনার যে চোখ দুটি কোমল করুণ ছিলো, এখন তাতেই ঘৃণা আর বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে। 'আচ্ছা! তুমি তাহলে অন্য একটি পুরুষ মানুষকে ভালবাসো এবং তার সঙ্গে তুমি পাপ-সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছো?' (স্বামীকে নকল করে কথাগুলো বলে আনা এবং ঠিক কারেনিনের মতোই 'পাপ' শব্দটাকে বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করে ও।) 'ধর্ম, সমাজ এবং পারিবারিক দৃষ্টি-কোণ থেকে আমি এর ফলাফল সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমার কথা শোনোনি। এখন তুমি আমার নামকে কলঙ্কিত করে তুলবে, আমি তা কিছুতেই হতে দিতে পারি না।'···মোট কথা, সরকারী অফিসের মতো ভঙ্গিমায়, স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে উনি জানিয়ে দেবেন যে, আমাকে উনি যেতে দিতে পারবেন না—বরং কুৎসা-কেলেঙ্কারি বন্ধ করার জন্যে নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী সমস্ত ব্যবস্থাই উনি গ্রহণ করবেন। এবং তিনি যা বলবেন, নিঃশব্দে নিশ্চিতভাবে ঠিক তা-ই করবেন। উনি মানুষ নন অ্যালেক্সি, উনি একটা যন্ত্র ··রেগে উঠলে উনি একটা নিষ্ঠুর যন্ত্র হয়ে ওঠেন।'

'কিন্তু আনা, তাহলেও ওঁকে সব কিছু বলতে হবে। তারপর উনি কি করেন, তাই বুঝে আমরা আমাদের পথ ঠিক করবো।'

'পালিয়ে যাবো?'

'কেন পালাবো না? এভাবে আমরা কি করে চলবো, আমি বুঝতে পারছি না! আমার জন্যে নয়···দেখতে পাচ্ছি, তুমি কষ্ট পাচ্ছো!'

'হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে তোমার রক্ষিতা হবো—আর কি!' আনার কণ্ঠে বিদ্বেষের সুর।

'আনা!' নরম গলায় ওকে ভৎর্সনা করে ভ্রনস্কি।

আসলে যে মা নিজের স্বামীকে ত্যাগ করেছে, তার সঙ্গে ভবিষ্যতে তার

ছেলে কেমন ব্যবহার করবে—তাই ভেবেই আনা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই মিথ্যে যুক্তি দেখিয়ে ও এই বলে নিজেকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে যে, সব কিছু আগের মতোই থাকা উচিত।

'আমি তোমাকে মিনতি করে…অনুনয় করে বলছি, অ্যালেক্সি—' আচমকা ভ্রনস্কির হাতখানা ধরে সম্পূর্ণ এক নতুন সুরে, আন্তরিক ও কোমল গলায় আনা বলে ওঠে, 'তুমি আর কক্ষনো আমাকে ও কথা বোলো না!'

'কিন্তু আনা…'

'না, কক্ষনো বলবে না। কথা দিচ্ছো?…না, না, কথা দাও!'

'আমি তোমাকে যে কোন প্রতিশ্রুতিই দিতে পারি। কিন্তু আমার পক্ষে সহজ হওয়া সম্ভব নয়—বিশেষ করে তুমি যা বললে, তা শোনার পরে।'

'আমি? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আমি নিজেকে কষ্ট দিই বটে। কিন্তু তুমি যদি কোনদিনও আমাকে ওসব কথা না বলো, তাহলে সেটা কেটে যাবে। তুমি ওসব বললেই, আমি কষ্ট পাই।'

'বুঝলাম না।'

'জানি, তোমার মত একজন সৎ-স্বভাবের মানুষের পক্ষে মিথ্যে বলাটা কতখানি কষ্টের। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়, অ্যালেক্সি। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার জন্যে তুমি নিজের সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেললে!'

'আমিও ঠিক ওই কথাটাই চিন্তা করছিলাম…ভাবছিলাম, আমার জন্যে তুমি কি করে সব কিছু ত্যাগ করতে পারলে? তুমি অসুখী বলে, আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারি না।'

'আমি অসুখী?' ভ্রনস্কিকে নিজের কাছে টেনে নেয় আনা, তাকিয়ে থাকে ভ্রনস্কির মুখের দিকে। আনার মুখে আবেশ ভরানো ভালবাসার একরাশ হাসি। 'আমি অসুখী? না, এই তো আমার সুখ…'

ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে আনা বুঝতে পারে, সেরিয়োঝা ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। চকিতে সমস্ত চত্বরটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে, দ্রুত উঠে দাঁড়ায় ও। ওর চোখ দুটো যে আলোর আভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে, ভ্রনস্কি তার পরিচয় ভাল করেই জানে। আংটি-পরা সুন্দর হাত দুটি তুলে ভ্রনস্কির মাথাটা চেপে ধরে আনা, ভ্রনস্কির মুখের কাছে মুখ এনে হাসিমুখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ভ্রনস্কির মুখ আর চোখ দুটি দ্রুত চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়ে, ঠেলে সরিয়ে দেয় দূরে। হয়তো ও চলেই যেতো, কিন্তু ভ্রনস্কি ওকে পেছনে ধরে রাখে।

'কখন?' ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করে ভ্রনস্কি।

'আজ রাত একটায়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনা ছেলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে দ্রুত পা চালায়। 'আমাকে এক্ষুনি ঘোড়দৌড়ে যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। বেতসি এসে আমাকে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে।'

নিজের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় ভ্রনস্কি।

শেষবারের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলো ভ্রনস্কি—কারণ সে জানতো, একবার দৌড় শুরু হয়ে গেলে সে আর ওদের দেখার সুযোগ পাবে না। দুজন ইতিমধ্যেই দৌড় শুরু করার জায়গায় এগিয়ে চলেছে। ভ্রনস্কির এক বন্ধু এবং একজন দুর্দান্ত প্রতিযোগী গালৎসিন, একটা বাদামি-রঙের ঘোড়ায় চাপবার চেষ্টা করছে—কিন্তু ঘোড়াটা কিছুতেই তাকে পিঠে উঠতে দেবে না। আঁটসাট ব্রিচেস পরা একটি বেঁটেখাটো অশ্বারোহী সৈনিক জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে আসছে…ইংরেজ জকিদের অনুকরণে ঘোড়ার পিঠে ঠিক একটা বেড়ালের মতো গুটিসুটি হয়ে বসে আছে লোকটা। প্রিন্স কুঝভ্‌লেভ ফ্যাকাশে মুখে একটা মাদী ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন, একজন ইংরেজ সহিস লাগাম হাতে করে ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র যাকে ভ্রনস্কি দেখতে পেলো না, সে তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী—গ্ল্যাডিয়েটারের সওয়ারী ম্যাহোতিন।

'তাড়াহুড়ো করবেন না,' সহিস কর্ড বললো, 'ফ্রাউ-ফ্রাউকে নিজের ইচ্ছে মতো যেতে দেবেন।'

'খুব ভাল কথা,' লাগাম জোড়া নিজের হাতে তুলে নিলো ভ্রনস্কি।

'সম্ভব হলে প্রথমেই এগিয়ে যাবেন। কিন্তু পেছনে পড়লেও, শেষ মুহূর্ত অব্দি আশা ছাড়বেন না।'

ফ্রাউ-ফ্রাউ নড়েচড়ে ওঠার মতো সময় পাবার আগেই, ভ্রনস্কি রেকাবে পা রেখে আলতো ভাবে জিনে চেপে বসলো।…

দর্শক-কুঠির সামনে তিন মাইল ব্যাপী উপবৃত্তাকার পথে যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতাটা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তাতে সবসুদ্ধ সতেরো জন অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রতিযোগিতায় মোট নটা প্রতিবন্ধকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে—একটা জলপ্রবাহ, দর্শক-আসনের ঠিক সামনেই পাঁচ ফুট উঁচু একটা বিশাল এবং নিরেট প্রতিবন্ধক, একটা শুকনো খাত, জল ভরা একটা খাত, ভয়ঙ্কর একটা ঢাল, একটা আইরিশ প্রতিবন্ধক (কাদা ও ভাঙা ডালপালা

দিয়ে তৈরি একটা বেড়া, যার ঠিক ওধারেই একটা খাত—যেটা ঘোড়াগুলোর দৃষ্টির আড়ালে থাকবে। ফলে জন্তুটাকে হয় দুটো বাধা একই সঙ্গে পেরিয়ে যেতে হবে, নয়তো অশেষ দুর্গতি ভোগ করতে হবে), তারপর আরও দুটো জল ভরা এবং একটা শুকনো খাত। দর্শক-সারির ঠিক মুখোমুখি জায়গায় এসে প্রতিযোগিতাটা শেষ হবে। কিন্তু সেটা শুরু হবে মূল ক্রিয়া-অঙ্গন থেকে দুশো গজ দূরে—যার ঠিক সামনেই রয়েছে প্রথম প্রতিবন্ধক—সেই সাত ফুট চওড়া জলস্রোতটা—যেটা প্রতিযোগীরা তাদের ইচ্ছামতো লাফিয়ে বা হেঁটে পেরুতে পারে।

তিন-তিন বার অশ্বারোহীরা সারি বেঁধে দাঁড়ালো। কিন্তু প্রতিবারই কোন না কোন ঘোড়া ভুল করে দৌড় শুরু করে দেবার জন্যে, ফের তৈরী হতে হলো সকলকে। কর্নেল সেস্ট্রিন—যিনি দৌড় শুরু করার নির্দেশ জানাবেন—অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। অবশেষে চতুর্থ বারের চেষ্টায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, 'চলো!' এবং প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো।

অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনার জন্যে ফ্রাউ-ফ্রাউ ঠিক সময় মতো দৌড় শুরু করতে পারেনি। কিন্তু জলস্রোতটার কাছে পৌঁছবার আগেই ভ্রনস্কি খুব সহজে তিনজনকে পেছনে ফেলে দিলো। তার ঠিক সামনেই তখন ম্যাহোতিনের গ্ল্যাডিয়েটার—যার পেছনের পা দুটো হালকা এবং ছন্দোবদ্ধ তালে ক্রমাগত ওঠা-নামা করছে। এবং তাদের সকলের আগে মৃতপ্রায় কুঝভ্‌লেভকে বয়ে নিয়ে চলেছে সুন্দর একটা মাদী-ঘোড়া—ডায়না।··· গ্ল্যাডিয়েটার এবং ডায়না প্রায় একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠে জলপ্রবাহটা পেরিয়ে গেলো। ওদের অনুসরণ করে ফ্রাউ-ফ্রাউও যেন ডানায় ভর করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ভ্রনস্কি হঠাৎ লক্ষ্য করল, জলস্রোতের ওধারে যেখানে ফ্রাউ-ফ্রাউ মাটিতে পা নামাবে—ঠিক সেখানেই কুঝভ্‌লেভ ডায়নার কাছে নাকানি চোবানি খাচ্ছে। (লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কুঝভ্‌লেভের হাত থেকে লাগাম খসে পড়েছিল এবং ডায়না মাথা টপকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলো তাকে।) এ সমস্ত বিশদ বিবরণ ভ্রনস্কি পরে জানতে পেরেছিলো। সেই মুহূর্তে সে যা দেখলো তা হচ্ছে, ফ্রাউ-ফ্রাউ যেখানে পা ফেলবে, সেখানে হয়তো ডায়নার পা কিংবা মাথাটা থাকবে।··· কিন্তু লাফিয়ে নেমে আসা বেড়ালের মতো অসামান্য দক্ষতায় ফ্রাউ-ফ্রাউ আকাশে থাকতেই পাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, ওদের পেরিয়ে গিয়ে মাটিতে নামলো।

'বাঃ, লক্ষ্মী!' ভাবলো ভ্রনস্কি।

এতক্ষণে ঘোড়াটাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধীনে এনে ভ্রনস্কি ঠিক করলো, ম্যাহোতিনের পেছন পেছন বড়ো প্রতিবন্ধকটা পার হবে সে। তারপর প্রায় পাঁচশো গজের যে ফাঁকা জমিটা রয়েছে, সেখানেই ম্যাহোতিনকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

রাজকীয় দর্শক-কুঠির ঠিক সামনেই বিশাল-নিরেট বাধার প্রাচীর। জার, সমস্ত সভাসদজন এবং উপস্থিত জনতা—সকলেই তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন··· তাকিয়ে রয়েছেন ভ্রনস্কি এবং তার খানিকটা আগে এগিয়ে যাওয়া ম্যাহোতিনের দিকে। ক্রমশ ওরা এগিয়ে চলেছে সেই নিরেট প্রাচীরটার দিকে—যেটাকে সবাই 'শয়তান' বলে। ভ্রনস্কি অনুভব করছিলো, চারদিক থেকে সকলে তাকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু নিজের ঘোড়াটার কান ও ঘাড়, দ্রুত ছুটে আসা দৌড়-পথ, সময়কে হারিয়ে তার আগে আগে একই দূরত্ব বজায় রেখে ছুটে চলা গ্ল্যাডিয়েটারের পেছন দিক আর সাদা পা দুটো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না সে। গ্ল্যাডিয়েটার লাফিয়ে উঠলো এবং কোনো কিছু স্পর্শ না করে, ছোট্ট লেজটা দুলিয়ে ভ্রনস্কির দৃষ্টিপথ থেকে উধাও হয়ে গেলো।

'সাবাশ!' চিৎকার করে উঠলো একটা কণ্ঠস্বর।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভ্রনস্কির চোখের সামনে প্রতিবন্ধকটার কাঠের তক্তাগুলো যেন ঝলসে উঠলো। গতিবেগের সামান্যতম পরিবর্তন না ঘটিয়েই লাফিয়ে উঠলো ফ্রাউ-ফ্রাউ···তক্তাগুলো উধাও হয়ে গেলো, পেছনের দিকে শুধু একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলো ভ্রনস্কি।···গ্ল্যাডিয়েটার সামনে থাকায় উত্তেজিত হয়ে ফ্রাউ-ফ্রাউঃ প্রতিবন্ধকটার অনেক আগে থেকেই ঝাঁপ দিয়েছে, ফলে সেটার সঙ্গে তার পেছন দিককার খুরগুলো ঘষটে গেছে। তবু ফ্রাউ-ফ্রাউর গতিবেগের এতটুকুও পরিবর্তন হলো না—গ্ল্যাডিয়েটারের সঙ্গে তার দূরত্ব সেই একই রয়ে গেলো। ভ্রনস্কি ভাবছিলো, এটাই ম্যাহোতিনকে পেছন ফেলে এগিয়ে যাবার শ্রেষ্ঠ সময়। ফ্রাউ-ফ্রাউ যেন তার মনের কথাটা বুঝতে পারলো, বিনা প্ররোচনাতেই গতিবেগ বাড়িয়ে, ভেতরের দিক দিয়ে ম্যাহোতিনের কাছাকাছি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ম্যাহোতিন পথ ছাড়লো না। ভ্রনস্কি সবেমাত্র ভাবছিলো, এবারে বাইরের দিক দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে হতো এবং ফ্রাউ-ফ্রাউও ঠিক তখনই গতিপথ পালটে বাইরের দিক দিয়েই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা শুরু করলো। ফ্রাউ-ফ্রাউর

ঘামে ভিজে ঘন হয়ে ওঠা পিঠটা এখন গ্ল্যাডিয়েটারের পেছনের পায়ের সঙ্গে একই রেখায় এগিয়ে এসেছে। খানিকটা পথ পাশাপাশিই ছুটে চললো ওরা। কিন্তু পরবর্তী প্রতিবন্ধকটা এগিয়ে আসার আগেই বাইরের দিকের বৃত্তাকার পথটা এড়িয়ে যাবার জন্যে এবারে লাগাম ঘোরাতে শুরু করলো ভ্রনস্কি এবং উতরাইয়ের ঠিক আগেই ম্যাহোতিনের পাশ দিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। চকিতের জন্যে ম্যাহোতিনের কাদার ছিটে লাগা মুখটা দেখতে পেলো ভ্রনস্কি, ম্যাহোতিনের মুখে যেন মৃদু হাসিও দেখতে পেলো বলে মনে হলো তার।...

পরবর্তী প্রতিবন্ধক দুটো সহজেই পেরিয়ে এলো ওরা। কিন্তু নিঃশ্বাসের আওয়াজ আর খুরের শব্দ শুনে ভ্রনস্কি অনুভব করলো, গ্ল্যাডিয়েটার তাদের অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। ঘোড়াটাকে তাড়া লাগালো সে এবং তাকে খুশি করে গতিবেগ বাড়িয়ে তুললো ফ্রাউ-ফ্রাউ—গ্ল্যাডিয়েটারের খুরের আওয়াজ আবার সেই একই দূরত্বে পেছিয়ে পড়লো।...একবার পেছনে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করছিলো ভ্রনস্কির, কিন্তু সাহস হচ্ছিলো না। এখন তার সামনে শুধু একটাই বড়ো প্রতিবন্ধক, যেটা সব চাইতে শক্ত। ওটা যদি সে অন্যদের আগে পেরিয়ে যেতে পারে, তাহলে সে-ই প্রথম হবে। ভ্রনস্কি এবং ফ্রাউ-ফ্রাউ দুজনেই দূর থেকে আইরিশ প্রতিবন্ধকটা দেখতে পেলো ..মুহূর্তের জন্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠলো দুজনেই। ঘোড়াটার কান-দুটোতে অনিশ্চয়তা ফুটে উঠতে দেখে চাবুক তুললো ভ্রনস্কি। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে অনুভব করলো, তার ভীতিটা একেবারেই ভিত্তিহীন। যেমনটি সে ভেবেছিলো, তেমনি ভাবেই গতি বাড়িয়ে মসৃণভাবে মাটি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো ফ্রাউ-ফ্রাউ এবং খাত পেরিয়ে অনেকটা দূরে মাটিতে নেমে, অনায়াসে একই ছন্দে ও একই গতিতে ফের ছুটে চললো সামনের দিকে।

'সাবাশ, ভ্রনস্কি!' প্রতিবন্ধকটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক দঙ্গল লোক চিৎকার করে উঠলো। ভ্রনস্কি জানে, ওরা তারই বাহিনীর বন্ধু-বান্ধব। দেখতে না পেলেও, ইয়াজভিনের কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হলো না তার।

ভ্রনস্কির সামনে এখন শুধু পাঁচ ফুট চওড়া জল ভরা শেষ খাদটা। সে অনুভব করছিলো, ঘোড়াটার সঞ্চিত শক্তির ভাণ্ডার এবারে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু ঘাড় এবং পিঠই নয়—ফ্রাউ-ফ্রাউর কেশর, মাথা এবং তীক্ষ্ণ কান দুটিতেও এখন ঘামের বিন্দু জমে উঠেছে...শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে দ্রুত লয়ে। কিন্তু সে এ কথাও জানে, ওর অবশিষ্ট শক্তিটুকু বাকি পাঁচশো গজ পথের

পক্ষে যথেষ্টর চাইতেও বেশি। ··

যেন কোন কিছু লক্ষ্য না করেই, পাখির মতো উড়ে খাদটা পেরিয়ে এলো ফ্রাউ-ফ্রাউ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ভ্রনস্কি আতঙ্কিত হয়ে অনুভব করলো, সে তার ঘোড়ার গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি···একটা ভয়াবহ অমার্জনীয় ভুল করে ফেলেছে সে—যে কোন কারণেই হোক, জিনের ওপরে ঠিক মতো বসতে পারেনি। কি হয়েছে বোঝার আগেই, একটা বাদামি ঘোড়ার সাদা পা চকিতে তার কাছাকাছি ছুটে এলো···দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ম্যাহোতিন পেরিয়ে গেলো তাকে। ভ্রনস্কির একটা পা তখন মাটি স্পর্শ করেছে, তার ঘোড়াটা পা ভেঙে লুটিয়ে পড়ছে মাটিতে। কোনক্রমে পাটাকে সে রেকাব থেকে মুক্ত করতেই, ফ্রাউ-ফ্রাউ কাত হয়ে লুটিয়ে পড়লো···ঘামে ভেজা ঘাড়টা তুলে বৃথাই চেষ্টা করলো ফের উঠে দাঁড়াবার···ভ্রনস্কির পায়ের কাছে ছটফট করতে লাগলো আহত পাখির মতো। ভ্রনস্কির এলোমেলো প্রচেষ্টায় ঘোড়াটার পিঠ ভেঙে গিয়েছিলো। কিন্তু এ সব কথা সে অনেক পরে জানতে পেরেছিলো। ওই মুহূর্তে সে শুধু দেখলো—ম্যাহোতিন তীব্র গতিতে তার পাশ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো···কাদার মধ্যে সে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে নিস্পন্দ হয়ে ··আর ফ্রাউ-ফ্রাউ মাথাটা পেছন দিকে ঘুরিয়ে সুন্দর দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। ব্যাপারটা কি ঘটেছে তা তখনও ঠিক মতো বুঝতে না পেরে, ঘোড়াটার লাগাম ধরে টান লাগালো ভ্রনস্কি। ফের সামনের পা দুটোতে শরীরের ভর রেখে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো ঘোড়াটা, কিন্তু পিঠটা তুলতে না পেরে আবার কাত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। ভ্রনস্কির সমস্ত মুখ তখন ফ্যাকাশে, নিচের চোয়ালটা কাঁপছে থরথর করে। জুতোর গোড়ালি দিয়ে ঘোড়াটার পেটে গুঁতো মেরে, ফের লাগাম ধরে টান লাগালো সে। ফ্রাউ-ফ্রাউ আর নড়লো না, শুধু নাকটা মাটির মধ্যে গুঁজে, দু-চোখে অনেক কথা নিয়ে তাকিয়ে রইলো মালিকের দিকে।

'ইস, কি করলাম আমি!' দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠলো ভ্রনস্কি। 'দৌড়-বাজিতে হেরে গেলাম! আর দোষটা স্রেফ আমারই! কি লজ্জাকর, অমার্জনীয় অপরাধ!···বেচারী ঘোড়াটাকেও আমি শেষ করে ফেলেছি! হায়, হায়, এ কি করলাম!'

একদল মানুষ—একজন ডাক্তার, তাঁর সহকারী এবং ভ্রনস্কির বাহিনীর অফিসারেরা—তার দিকে ছুটে এলো। ভ্রনস্কির শরীরে এতোটুকুও আঘাত

লাগেনি। ঘোড়াটার পিঠ ভেঙে গেছে। স্থির হলো, সেটাকে গুলি করা হবে। ভ্রনস্কি কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারছিলো না, কারুর সঙ্গে কথাও বলতে পারছিলো না। মাথা থেকে খসে পড়া টুপিটা না তুলেই, দৌড়-পথ থেকে এগুতে শুরু করলো সে—কিন্তু কোথায় যাবে, তা-ও তার জানা নেই। জীবনে এই প্রথম তিক্ততম দুর্ভাগ্যের আস্বাদ পেলো সে—যে দুর্ভাগ্যের কোনো প্রতিকার নেই, যা তার নিজেরই দোষের ফল।

ইয়াজভিন ভ্রনস্কির টুপিটা নিয়ে ছুটে এসে, তাকে বাড়িতে পৌছে দিলো। আধঘণ্টা বাদে ফের নিজেকে ফিরে পেলো ভ্রনস্কি। কিন্তু ঘোড়-দৌড়ের স্মৃতিটা একটা নিষ্ঠুরতম এবং তিক্ততম স্মৃতি হিসেবে দীর্ঘদিন তার মনে গাঁথা হয়ে রইলো।

কারেনিন যখন ঘোড়দৌড়ের আসরে গিয়ে পৌছলেন, তখন আনা দর্শক-কুঠিতে বেতসির পাশে বসে রয়েছে। দূর থেকেই স্বামীকে দেখতে পেলো ও; উনি যে ভাবে মেয়েদের সারির দিকে তাকাচ্ছিলেন তাতে ও স্পষ্টই বুঝতে পারলো, (সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন কারেনিন—কিন্তু মসলিন, রেশমি পোশাক, ফিতে, চুল আর ছাতার সমুদ্রের মাঝখান থেকে ওকে চিনে নিতে পারছিলেন না) যে উনি ওকেই খুঁজছেন। কিন্তু ইচ্ছে করেই স্বামীর দৃষ্টিকে এড়িয়ে রইলো আনা।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ!' বেতসি ওঁকে ডাকলো, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীকে খুঁজে পাচ্ছেন না? এই যে—ও এখানে!'

'এখানে এত জাঁকজমক যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়,' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন কারেনিন। তারপর বেতসি এবং অন্যান্য পরিচিত লোকজনের সঙ্গে কুশল-বিনিময় করে,দর্শক-কুঠির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অ্যাডজুটান্ট জেনারেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন।

কারেনিনের উঁচু, পরিমিত কণ্ঠস্বর স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছিলো আনা। ওঁর প্রতিটা কথাই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছিলো ওর—প্রতিটা কথাই তীক্ষ্ণ আঘাত হানছিলো ওর কানে। তিন মাইল ব্যাপী ঘোড়দৌড়টা তখন শুরু হতে চলেছে। সামনের দিকে ঝুঁকে বসে, এক দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির দিকে তাকিয়ে রইলো আনা। ভ্রনস্কির জন্যে নিদারুণ উদ্বেগ ও মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করছিলো ও। কিন্তু পরিচিত স্বরভঙ্গিতে ও কর্কশ স্বরে ওর স্বামীর অনর্গল বাক্যস্রোত আরও বেশি যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হচ্ছিলো ওর কাছে।

'আমি একটা খারাপ মেয়ে, নষ্ট মেয়েমানুষ,' ভাবছিলো আনা। 'কিন্তু আমি মিথ্যে বলা পছন্দ করি না, মিথ্যে ছলনা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। অথচ ও (ওর স্বামী) মিথ্যের বেসাতি নিয়েই বাস করছে। ও যদি আমাকে খুন করতে চাইতো···যদি ভ্রনস্কিকে খুন করতে চাইতো তাহলেও হয়তো আমি ওকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম। কিন্তু ও শুধু মিথ্যে ভান আর শোভনতা নিয়েই ব্যস্ত।'···

আনা বুঝতে পারেনি, নিজের অস্বস্তি চেপে রাখার জন্যেই কারেনিন তখন অনবরত অত কথা বলছিলেন।···

দৌড়-বাজি শুরু হতেই সমস্ত আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেলো। এ ব্যাপারে কারেনিনের এতটুকুও আগ্রহ নেই। তাই অশ্বারোহীদের দিকে না তাকিয়ে, তিনি ক্লান্ত চোখে দর্শকদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলেন। অবশেষে আনার দিকে দৃষ্টি স্থির হলো তাঁর। আনার মুখখানা পাংশুল ও কঠিন। স্পষ্টই বোঝা যায়, একটি মাত্র মানুষকে ছাড়া ও আর কিছুই দেখছে না—কাউকেই দেখছে না। দ্রুত ওর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে, অন্য মুখগুলোকে যাচাই করতে শুরু করলেন কারেনিন। 'হ্যাঁ, ওখানে ওই মহিলাটি···আর অন্যরাও যথেষ্ট উত্তেজিত সেটা খুবই স্বাভাবিক,' নিজেকে বোঝালেন তিনি।···আনার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করছিলেন কারেনিন, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফের ওর দিকে তাঁর দৃষ্টি ফিরে গেলো। এবং তিনি যা জানতে চাইছিলেন না, আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন, আনার মুখে স্পষ্টই তা লেখা রয়েছে।

কুঝভ্লেভ যখন ঘোড়া থেকে পড়ে গেলো, সমস্ত দর্শকরা শিউরে উঠলো। কিন্তু আনার পাংশুল অথচ জয়ের নেশা মাখানো মুখের দিকে তাকিয়ে কারেনিন পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, ও যে মানুষটিকে লক্ষ্য করছে সে পড়েনি। ম্যাহোতিন এবং ভ্রনস্কি বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরিয়ে যাবার পর তাদের অনুসরণ করে ছুটে আসা অফিসারটি যখন মাথা নিচের দিকে করে ছিটকে পড়লো, আনা তা লক্ষ্যও করলো না এবং আশেপাশের সকলে কি নিয়ে কথা বলছে, তা বুঝতে বেশ অসুবিধেই হলো ওর। · আরও বেশি ধৈর্য নিয়ে আরও বারবার করে স্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগলেন কারেনিন এবং সমস্ত প্রাণমন ঢেলে ভ্রনস্কিকে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও আনা অনুভব করলো, ওর স্বামী হিম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ওর দিকে।

পলকের জন্যে স্বামীর দিকে প্রশ্নালু চোখে তাকিয়ে, ভ্রূজোড়া সামান্য

কুঁচকে, ফের মুখখানা ঘুরিয়ে নিলো আনা। 'আমি পরোয়া করিনে,' যেন নিজেকে বললো ও এবং স্বামীর দিকে আর ফিরেও তাকালো না। কিন্তু ভ্রনস্কি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়তেই খাঁচায় বন্ধ হয়ে থাকা পাখির মতো ও ছটফট করতে শুরু করলো। তারপর এক সময় আসন ছেড়ে উঠে বেতসিকে বললো, 'চলো, আমরা যাই চলো!'

কিন্তু বেতসি ওর কথা শুনছিলো না। সামনের দিকে ঝুঁকে, কাছে এগিয়ে আসা একজন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলছিলো ও।

কারেনিন এগিয়ে এসে স্ত্রীর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'তুমি চাইলে, আমরা এবারে যেতে পারি।' কিন্তু আনা ওর স্বামীকে লক্ষ্যও করলো না, একমনে তখন ও জেনারেলের কথা শুনছিলো।

'ওরা তো বলছে, ওঁর পা-টাও ভেঙে গেছে', জেনারেল বললেন।

স্বামীর কথার কোনো জবাব দিলো না আনা। দুরবীনটা তুলে নিয়ে, ভ্রনস্কি যেখানে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলো, সে দিকটাতে তাকালো ও। কিন্তু জায়গাটা এত দূরে আর এত লোক সেখানে জমায়েত হয়েছে যে আলাদা করে কিছু দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। দুরবীনটা নামিয়ে, যাবার জন্যে পা বাড়ালো ও। কিন্তু সেই মুহূর্তেই একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সম্রাটকে উঁচু গলায় কি যেন বললো। কথাটা শোনার জন্যে গলা বাড়ালো আনা।

'স্তিভা! স্তিভা!' ভাইকে ডাকলো ও।

কিন্তু স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ ওর ডাক শুনতে পেলো না। ফের যাবার জন্যে তৈরি হলো আনা।

'তুমি যদি যেতে চাও, তাই আমি আবার হাত এগিয়ে দিচ্ছি।' কারেনিন ওর বাহু স্পর্শ করলেন।

'না, না,' যেন ঘৃণায় নিজেকে সরিয়ে নিলো আনা। স্বামীর দিকে না তাকিয়েই বললো, 'আমি থাকবো।'

আনা দেখছিলো, দুর্ঘটনার জায়গা থেকে একজন অফিসার ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসছে। বেতসি রুমাল উড়িয়ে লোকটাকে কাছে ডাকলো। লোকটা খবর নিয়ে এসেছে, সওয়ারী মারা যায়নি, কিন্তু ঘোড়াটার পিঠ ভেঙে গেছে।

দ্রুত আসনে বসে হাত-পাখার আড়ালে মুখ লুকিয়ে ফেললো আনা। কারেনিন দেখলেন, ও কাঁদছে···কিছুতেই চোখের জল আটকে রাখতে

পারছে না···কান্নার দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর বুকখানা।

'এই তৃতীয় বার, আমি আমার হাত এগিয়ে দিচ্ছি,' ওকে সামলে নেবার একটু সময় দিয়ে কারেনিন ফের বললেন।

আনা তাকালো ওঁর দিকে, বুঝতে পারছিলো না কি বলবে।

'না, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ,' বেতসি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। 'আমি আনাকে নিয়ে এসেছি আর কথা দিয়েছি, আমিই ওকে বাড়িতে নিয়ে যাবো।'

'মাফ করবেন প্রিন্সেস।' কারেনিনের মুখে মার্জিত হাসি, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে দৃঢ়তার ছায়া। 'আমি দেখতে পাচ্ছি, আনা খুব একটা সুস্থ নেই। তাই আমি ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে চাই।'

বাধ্য মেয়ের মতো উঠে, স্বামীর বাহুতে হাত রাখলো আনা।

'আমি ওর কাছে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে, তোমাকে জানিয়ে দেবো,' বেতসি ফিসফিসিয়ে ওকে বললো।

নিঃশব্দে গিয়ে স্বামীর গাড়িতে বসলো আনা। গাড়ির ভিড় কাটিয়ে নিঃশব্দেই এগিয়ে চললো ওরা।···

'তোমার আজকের আচরণ ভীষণ অসঙ্গত আর অশোভন হয়েছে,' দ্বিধা কাটিয়ে কারেনিন ফরাসী ভাষায় বললেন।

'কোন দিক দিয়ে?' সরাসরি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে উঁচু গলায় প্রশ্ন করলো আনা।

'খেয়াল রেখে কথা বলো', কোচোয়ানের পেছন দিককার খোলা জানলাটা দেখালেন কারেনিন। তারপর আসন ছেড়ে উঠে, টেনে নামিয়ে দিলেন জানলাটা।

'কোন্‌টা তোমার কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে?' ফের প্রশ্ন করে আনা।

'একজন বিশেষ সওয়ারীকে পড়ে যেতে দেখে, তুমি তোমার হতাশা লুকিয়ে রাখতে পারোনি।' আনার জবাবের জন্যে খানিকক্ষণ অপেক্ষায় রইলেন কারেনিন। কিন্তু আনা নিশ্চুপ হয়ে সরাসরি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি—লোক-সমাজে তুমি এমন আচরণ কোরো, যাতে বিদ্বেষী মুখগুলো তোমার বিরুদ্ধে বলার মতো কিছু খুঁজে না পায়। এমন একটা সময় ছিলো, যখন আমি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক

নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম। এখন আর তা বলি না। এখন শুধু লোক-সমাজে তোমার চালচলন নিয়ে কথা বলি। আজ তোমার আচরণ অসঙ্গতই হয়েছে এবং আমি চাই না, আর কখনও অমন হোক।'

আনা ঠোঁটের পাতায় বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তোলে, কোনো জবাব দেয় না—কারণ কারেনিনের অর্ধেক কথাই ও শোনেনি। ওর হাসি দেখে কারেনিনের মন বিভ্রান্তিতে ভরে ওঠে। তাঁর মনে হয়, 'ও আমার সন্দেহের কথা শুনে হাসছে। আগের মতো ও এক্ষুনি বলবে, আমার সমস্ত সন্দেহই ভিত্তিহীন।' কিন্তু তিনি যা স্পষ্টই অনুভব করেছেন, তা এতই ভয়ঙ্কর যে এখন তিনি আনার যে কোনো কথাই বিশ্বাস করে নিতে প্রস্তুত।

'হয়তো আমি ভুল করেছি,' কারেনিন বললেন, 'সে ক্ষেত্রে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'না, তুমি ভুল করোনি,' কারেনিনের হিম-শীতল মুখের দিকে হতাশার চোখে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে ওঠে আনা। 'আমি সত্যিই তখন হতাশ হয়েছিলাম···না হয়ে পারিনি। আমি তোমার কথা শুনি, কিন্তু, ওঁর কথা চিন্তা করি। আমি ওঁকে ভালবাসি···আমি ওঁর প্রণয়ী। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারি না, তোমাকে আমার ভয় হয়, তোমাকে আমি ঘৃণা করি। ···তুমি···তুমি আমাকে যা খুশি, তা-ই করতে পারো।'

গাড়ির এক কোণে নিজেকে ছুঁড়ে দিয়ে, দু হাতের অঞ্জলিতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ওঠে আনা। কারেনিনের সমস্ত মুখে আচমকা মৃতের মতো নিবিড় নিস্পন্দতা নেমে আসে। বাড়িতে পৌঁছে ওই একই অভিব্যক্তি নিয়ে আনার দিকে ফিরে তাকালেন তিনি, 'বেশ! কিন্তু আমি আশা করবো, প্রকাশ্যে তুমি সুষ্ঠু আচরণ করবে···অন্তত যতদিন···' কারেনিনের গলা কেঁপে ওঠে, 'অন্তত যতদিন আমি নিজের সম্মান বজায় রাখার বন্দোবস্ত করে, তোমাকে তা জানিয়ে না দিচ্ছি।'

গাড়ি থেকে নেমে এসে, আনাকে নেমে আসতে সাহায্য করলেন কারেনিন। তারপর চাকরদের উপস্থিতিতে স্ত্রীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে, ফের গাড়িতে চেপে পিটার্সবুর্গে রওনা হয়ে গেলেন।

কারেনিন চলে যেতেই বেতসির চিঠি নিয়ে একটা চাপরাশী এসে হাজির হলো। চিঠিতে লেখা রয়েছে—'অ্যালেক্সি কেমন আছে জানার জন্যে আমি তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। সে লিখে পাঠিয়েছে, ভালোই আছে—তবে হতাশ হয়ে পড়েছে।'

'তাহলে সে আসবে!' আনা ভাবলো, 'অ্যালেকজান্দ্রোভিচকে সব কথা জানিয়ে, আমি কি ভালোই না করেছি!'

নিজের ঘড়ির দিকে তাকায় আনা। এখনও তিনটি ঘণ্টা ওকে অপেক্ষা করতে হবে। গতবার দেখা হবার স্মৃতি ওর রক্তে আগুন জেলে দেয়।

॥ তিন ॥

অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় একটা কর্তব্য সেরে নেবার জন্যে অবলনস্কি পিটার্সবুর্গে চলে গিয়েছিলো। সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত প্রত্যেকের কাছেই কাজটা সবিশেষ পরিচিত, কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং এ ব্যাপারটা অবহেলা করে কারুর পক্ষেই সরকারী চাকরিতে বহাল থাকা সম্ভব নয়। কাজটা হচ্ছে, মন্ত্রণালয়কে নিজের অস্তিত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এই পবিত্র উপাচারটিকে যথোপযুক্ত ভাবে সম্পন্ন করার জন্যে অবলনস্কি বলতে গেলে বাড়ির সমস্ত টাকা-পয়সাই সঙ্গে নিয়ে গিয়ে, দিব্যি খোশ মেজাজে ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আর গ্রীষ্মাবাসগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আব ইতিমধ্যে সংসারের খরচ যথাসম্ভব কমানোর উদ্দেশ্যে ডলি বাচ্চাগুলোকে নিয়ে চলে গিয়েছিলো গ্রামের বাড়িতে।

ইয়েরগুশোভোর বিশাল বাড়িটা অনেক দিনের পুরনো। দক্ষিণ-মুখো না হলেও, বিশ বছর আগে—যখন ডলি নেহাতই ছেলেমানুষ—তখন বাড়িটা আরামদায়কই ছিলো। কিন্তু এখন এটা একেবারে জীর্ণ দশায় এসে ঠেকেছে। বসন্তকালে অবলনস্কি যখন এর সঙ্গের জঙ্গলটা বিক্রি করার জন্যে এখানে এসেছিলো, তখন ডলি অনুনয় করে বলেছিলো, সে যেন বাড়িটা একটু দেখে-শুনে আসে আর প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজগুলো যেন করিয়ে রাখে। সমস্ত অবিশ্বস্ত স্বামীদের মতো অবলনস্কিও স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। তাই সে নিজেই বাড়িটাকে পরিদর্শন করে, যেগুলো তার দরকারী বলে মনে হয়েছিলো সেগুলোর প্রত্যেকটার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে এসেছিলো। তার মনে হয়েছিলো—সমস্ত আসবাবপত্রগুলোতে সুতির ছাপা-কাপড় দিয়ে নতুন করে ঢাকনা পরানো, পর্দা লাগানো, বাগানটার আগাছা সাফ করা, পুকুরের ধারে ছোট্ট একটা সেতু তৈরি করা এবং ফুলগাছ লাগানো দরকার। কিন্তু আরও অনেক কথাই সে ভুলে গিয়েছিলো, যেগুলো

সত্যিকারের প্রয়োজন এবং যেগুলোর অভাবে পরে ডলিকে মুশকিলে পড়তে হয়েছিলো।

মনোযোগী পিতা এবং স্বামী হবার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ কিছুতেই মনে রাখতে পারতো না যে তার স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে। তার রুচি সম্পূর্ণ অবিবাহিত পুরুষদের মতো, অন্য কিছুই সে বোঝে না। মস্কোতে ফিরে এসে সে গর্বের সঙ্গে স্ত্রীকে বলেছিলো, সব কিছুই সে দেখেশুনে এসেছে ·· বাড়িটা এমন ছোটখাটো একটা স্বর্গপুরী হয়ে উঠবে এবং ডলির অবশ্যই সেখানে যাওয়া উচিত। আসলে ডলির সেখানে যাওয়াটা অবলনস্কির পক্ষে সব দিক দিয়েই সুবিধের—এতে বাচ্চাদের পক্ষে ভাল হবে, সংসার-খরচ কমবে, আর সেও অনেকটা স্বাধীনতা পাবে। ওদিকে ডলির মনে হয়েছিলো, গ্রামে গিয়ে থাকাটা ওর বাচ্চাদের পক্ষে প্রয়োজন—বিশেষ করে ছোট মেয়েটার পক্ষে, সংক্রামক জ্বরভোগের পরে যে অতি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। এতে করে ডলি ছোটখাটো অপমানকর ব্যাপারগুলো—যথা, কাঠের দোকানী, মাছ-বিক্রিওয়ালা, মুচি—এদের তাগাদাগুলোও এড়াতে পারবে—যা কিনা ওর জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাছাড়া ডলি আশা করছিলো, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় কিটি বিদেশ থেকে ফিরে, ওর সঙ্গেই কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে থাকবে। কিটি ওকে লিখেছে, ওদের দুজনের শৈশবের স্মৃতিতে ভরা ইয়েরগুশোভোর বাড়িতে ডলির সঙ্গে গ্রীষ্মকালটা কাটাবার মতো এমন লোভনীয় প্রস্তাব আর কিছুই হতে পারে না।

প্রথম কয়েকটা দিন গ্রাম্য-জীবন ডলির কাছে যথেষ্ট কঠিন বলেই মনে হলো। শিশু-বয়সে ও গ্রামে থাকতো এবং এখানকার জীবন সম্পর্কে ওর যে ধারণাটুকু রয়ে গিয়েছিলো তা হচ্ছে, গ্রামে এসে শহরের সমস্ত অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। গ্রামের জীবনযাত্রা বিলাসবহুল না হলেও (এ ব্যাপারে ডলি সহজেই নিজের সঙ্গে আপোস করে নিতে পারে), সস্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্যময়। গ্রামে সমস্ত কিছুরই প্রাচুর্য, সব কিছুই সস্তা ও সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু এখন গৃহকর্ত্রী হিসেবে ও গ্রামে এসে দেখলো, ও যেমনটি ভেবেছিলো পরিস্থিতিটা আদৌ তেমন নয়।

ওরা গ্রামে এসে পৌছবার পরের দিন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলো···রাত্রি-বেলা বৃষ্টির জল বারান্দা এবং বাচ্চাদের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ফলে বাচ্চাদের বিছানাপত্র বৈঠকখানা-ঘরে নিয়ে যেতে হলো। রান্নাঘরের কাজকর্ম করার মতো কোনো ঝিয়ের সন্ধান পাওয়া যায়নি। নটা গরুর মধ্যে, গয়লানীর

ভাষায়, কতকগুলোর বাচ্চা দেবার সময় হয়েছে, বাকিগুলো প্রথম বার সবেমাত্র বাচ্চা দিয়েছে—কতকগুলো বুড়ো, বাকিগুলোকে দোহানো শক্ত। ফলে বাচ্চাদের জন্যেও দুধ বা মাখনের যথেষ্ট অভাব। ডিম নেই। মুরগী পাওয়া অসম্ভব, ফলে পোষা বুড়ো মোরগগুলোর শক্ত মাংস সিদ্ধ এবং ঝলসে নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছে ওদের। মেঝেগুলো ঘষে মেজে দেবার মতো কোনো মেয়েছেলেকে পাওয়া যায়নি—সবাই আলুক্ষেতের কাজে ব্যস্ত। গাড়িতে চেপে বেড়াবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—কারণ একটা ঘোড়া নিতান্তই অবাধ্য এবং সেটাকেই গাড়ির সঙ্গে জুতে রাখা হয়েছে। এমন একটা জায়গা নেই যেখানে ওরা স্নান করতে পারে—পুরো নদীর ধারটাই গৃহপালিত জীব-জন্তুদের বিচরণক্ষেত্র এবং রাস্তার দিকে খোলা। এমন কি হেঁটে চলে বেড়ানোও অসম্ভব ব্যাপার, কারণ বেড়া-ঝোপের একটা ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে, গবাদি পশুগুলো বাগানের মধ্যে ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়ায়। ওগুলোর মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর ষাঁড়ও আছে, যেটা থেকে থেকে গর্জন করে ওঠে—কাজেই যে কোনো লোককেই সেটা গুঁতিয়ে দিতে পারে।…পোশাক-পরিচ্ছদ রাখার মতো উপযুক্ত কোনো আলমারি নেই। যেগুলো রয়েছে সেগুলো হয় আদৌ বন্ধ হয় না, আর নয়তো কেউ তার কাছ দিয়ে গেলেই হুট্ করে খুলে যায়। কোনো বাটি নেই, চাটু নেই, এমন কি ঝিয়ের ঘরে ইস্ত্রি করার একটা পিঁড়ে পর্যন্ত নেই।

শান্তি এবং বিশ্রাম খোঁজার বদলে, প্রথমটাতে এসব দেখেশুনে দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা নিতান্তই হতাশ হয়ে উঠলো। চোখের জল আটকে রাখার জন্যে প্রতি মুহূর্তেই প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হচ্ছিলো ওকে। বেইলিফ, একজন অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট—সুদর্শন চেহারা এবং বিনীত ব্যবহারের জন্যে অবলনস্কি যার পদোন্নতি ঘটিয়েছিলো—প্রভুপত্নীর এহেন দুঃখ-দুর্দশায় কোনো সহানুভূতিই দেখালো না। লোকটা শুধু সশ্রদ্ধ ভঙ্গিমায় বললো, 'কিছুই করার নেই, চাষাগুলো নিতান্তই হতচ্ছাড়া', এবং ডলির সাহায্যের জন্যে সে কিছুই করলো না।

পরিস্থিতিটা আশাহীন বলেই মনে হচ্ছিলো। কিন্তু প্রত্যেকটা পরিবারের মতো অবলনস্কির সংসারেও এমন একজন ছিলো যে সকলের অলক্ষ্যে থাকলেও সব চাইতে দরকারী মানুষ—সে মাত্রিয়োনা ফিলিমোনোভনা। মাত্রিয়োনা তার প্রভুপত্নীকে সান্ত্বনা জানালো, এই বলে আশ্বস্ত করলো যে 'সব কিছুই নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাবে'(এটা একান্তই ওর নিজস্ব অভিব্যক্তি,

মাতভি ওর কাছ থেকেই এটা ধার করেছিলো)এবং তাড়াহুড়ো না করে কাজে হাত লাগালো। অবিলম্বে ও বেইলিফের স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললো এবং প্রথম দিনেই বাবলাগাছগুলোর তলায় বসে বেইলিফ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে চা খেতে খেতে সমস্ত পরিস্থিতিটার সম্পর্কে আলোচনা সেরে নিলো। খুব শিগগিরি বাবলাগাছের তলায় বেইলিফের স্ত্রী, গ্রামের বয়স্ক মানুষ এবং অফিসের কেরানীটিকে নিয়ে একটা সমিতির মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো। এর পর থেকেই অসুবিধেগুলো একটু একটু করে দূর হতে হতে এক সপ্তাহের মধ্যে বাস্তবিকই সব কিছু 'নিজে থেকে' ঠিক হয়ে গেলো। ছাদ সারানো হলো। রান্নাঘরের জন্যে একটা ঝি—এক গাঁও বুড়ার প্রাণের বান্ধবী—পাওয়া গেলো। গরুগুলো দুধ দিতে শুরু করলো। খুঁটি দিয়ে বেড়াঝোপের ফাঁক-ফোঁকর বন্ধ করা হলো। আলমারিতে হুক লাগানোর ফলে এখন সেগুলো আর অপ্রয়োজনে খুলে যায় না। ছুতোর মিস্ত্রী ইস্ত্রি করার জন্যে একটা পিঁড়ে বানিয়ে দিলো—সামরিক পোশাকে ঢেকে সেটাকে একটা কুর্সির হাতল এবং দেরাজ আলমারির মধ্যে পেতে দেওয়াও হলো। 'তাহলে দেখলেন তো! আর আপনি তো একেবারে হতাশ হয়ে উঠেছিলেন,' ইস্ত্রি করার পিঁড়েটাকে দেখিয়ে মাত্রিয়ানা ফিলিমোনোভনা বললো।·· এমন কি স্নানের কুঠরিটাও নতুন খড় দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হলো, লিলি স্নান করা শুরু করলো এবং পুরোপুরি না হলেও, ডলির খানিকটা আকাঙ্ক্ষা অন্তত পূর্ণ হয়ে উঠলো। আসলে ছটা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে পুরোপুরি শান্তিতে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। একটা অসুস্থ হয়ে পড়বে, অন্যটা অসুস্থ হবার ভয় দেখাবে, তৃতীয়টার প্রয়োজনীয় কোনো একটা জিনিস থাকবে না, চতুর্থটার মধ্যে বদ মেজাজের লক্ষণ দেখা দেবে এবং ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যি কথা বলতে কি, শান্তিময় সংক্ষিপ্ত বিরতিগুলো বড়োই দুর্লভ। কিন্তু ডলির পক্ষে দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগগুলোই একমাত্র সুখ। এগুলো না থাকলে, ও শুধু একা একা বসে স্বামীর কথা ভেবে মন খারাপ করতো—যে স্বামী ওকে ভালবাসে না। তাছাড়া বাচ্চাদের অসুস্থতা মায়ের পক্ষে সহ্য করা যত কঠিনই হোক না কেন. শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে এখন পর্যন্ত ওই বাচ্চাগুলোই ওকে ছোটছোট আনন্দ উপহার দেয়। ওই আনন্দগুলো এতই ক্ষুদ্র যে বালিতে মেশানো সোনার মতো তা অলক্ষিতেই চলে যায়। খারাপ মুহূর্তগুলোতে ও শুধু ব্যথা, শুধু বালি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু সুন্দর মুহূর্তও আসে—যখন ও শুধু আনন্দ, শুধু সোনা ছাড়া অন্য কিছু দেখে না।

এখন, গ্রামের এই নির্জনতায়, এই আনন্দগুলো সম্পর্কে ও আরও ঘন ঘন সচেতন হয়ে উঠতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে এগুলোর দিকে তাকিয়ে ও প্রাণপণে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করে, ও ভুল করেছে…মা হিসেবে বাচ্চাগুলোর প্রতি ও পক্ষপাতপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে ও নিজেকে না বলে পারে না, ওর বাচ্চাগুলো ভারি সুন্দর—ছজনের প্রত্যেকেই এক এক ভাবে সুন্দর এবং একসঙ্গে এমন বাচ্চা সচরাচর দেখা যায় না। ওদের নিয়ে ডলি সুখী, ওদের জন্যে ও গর্বিত।

চারদিকে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছিল ডলি। স্নান করে আসার জন্যে বাচ্চাগুলোর মাথা তখনও ভিজে, ডলির নিজের মাথায় রুমাল বাঁধা। এমন সময় কোচোয়ান বললো, 'একজন ভদ্রলোক আসছেন—দেখে মনে হচ্ছে, পোক্রোভস্কো থেকে আসছেন।'

বাইরের দিকে উঁকি মেরে, ধূসর রঙের টুপি আর কোট পরা লেভিনের পরিচিত চেহারাটা দেখতে পেয়ে খুশি হলো ডলি। আর ডলির দিকে তাকিয়ে লেভিনের মনে হলো, তার স্বপ্নে দেখা একটা পারিবারিক জীবনের ছবির মুখোমুখি হয়েছে সে।

'ছানাপোনা সুদ্ধু একটা মুরগীর মতো লাগছে তোমাকে—'

'তোমাকে দেখে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি', লেভিনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো ডলি।

'খুশি হয়েছো, অথচ আমাকে তুমি একটা খবরও পাঠাওনি! স্তিভার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে আমি জানলাম, তুমি এখানে রয়েছো।'

'স্তিভার কাছ থেকে?' অবাক হলো ডলি।

'হ্যাঁ, ও লিখেছে যে তুমি এখানে আছো এবং ওর ধারণা, তুমি হয়তো তোমার কাজে লাগবার জন্যে আমাকে অনুমতি দেবে।' কথাটা বলেই আচমকা বিব্রত হয়ে উঠলো লেভিন। কারণ তার মনে হলো, একজন বাইরের লোকের কাছ থেকে ডলি হয়তো তেমন কোন সাহায্য গ্রহণ করাটা পছন্দ করবে না, যা স্রেফ অধিকারের বলেই ওর নিজের স্বামীর কাছ থেকে আসা উচিত।

নিজের সাংসারিক কর্তব্যের বোঝা অন্যের ওপরে চাপিয়ে দেবার এই পথটা, যা অবলনস্কি গ্রহণ করেছে, তা ডলি অবশ্যই পছন্দ করে না। এবং ও সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলো, লেভিনও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

অনুভূতির এই সূক্ষ্মতা, উপলব্ধির এই কোমলতার জন্যেই লেভিনকে পছন্দ করে ডলি।

'অবশ্যি আমি জানি যে আসলে এর অর্থ, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও—আর সে জন্যে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।' লেভিন বললো, 'তবে কিনা তুমি শহরে সংসার চালিয়ে অভ্যস্ত, তাই এখানে তোমার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে। যদি কখনও কিছুর প্রয়োজন হয়, আমাকে জানিও—আমি সর্বদা তোমার কাজে লাগার জন্যে রয়েছি।'

'না, না। প্রথম প্রথম খানিকটা অসুবিধে ছিলো বটে, কিন্তু এখন আমরা সুন্দরভাবে সেগুলোকে ঠিকঠাক করে নিয়েছি,' বললো ডলি।

রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে বারান্দায় বসে, কিটির কথা তুললো ডলি।

'কিটি আমাকে লিখেছে, ও নিরিবিলি আর নির্জনতার মতো আর কিছুই তেমন করে চায় না।'

'ও কেমন আছে—আগের চাইতে ভালো?' উত্তেজনায় প্রশ্ন করে লেভিন।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ও আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। ওর ফুসফুসে কোনো দোষ আছে বলে আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করিনি।'

'শুনে ভীষণ খুশি হলাম!' লেভিন কথাটা বলে নিঃশব্দে ওর দিকে তাকাতেই ডলির মনে হয়, লেভিনের মুখে কেমন যেন একটা করুণ অসহায়তার ছায়া।

'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, কনস্তানতিন দিমিত্রিচ।' নরম, কিন্তু সামান্য ব্যঙ্গের হাসি ঠোঁটে মেখে ডলি প্রশ্ন করে, 'তুমি কিটির ওপরে রাগ করেছো কেন?'

'আমি? আমি কক্ষনো ওর ওপরে রাগ করিনি।'

'হ্যাঁ, তুমি রাগ করেছো। তা না হলে তুমি যখন মস্কোতে ছিলে, তখন আমাদের সঙ্গে বা ওদের সঙ্গে দেখা করতে আসোনি কেন?'

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা,' লেভিনের চুলের গোড়া অব্দি লাল হয়ে ওঠে, 'আমি সত্যিই ভেবে পাই না, দয়ালু মন থাকা সত্ত্বেও তুমি কেন তা বুঝতে পারো না। আর কিছু না হোক, আমার জন্যে তোমার কেন করুণা হয় না, যখন তুমি জানো…'

'আমি কি জানি?'

'তুমি জানো, আমি ওকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং ও তা প্রত্যাখ্যান করেছে।' একটু আগেই কিটির জন্যে লেভিন যে কোমলতাটুকু অনুভব করছিলো, এখন অপমানবোধের ক্রোধ তার জায়গাটা অধিকার করে নেয়।

'আমি জানি, তা তোমার মনে করার কারণ?'

'কারণ সবাই তা জানে।'

'সেখানেই তুমি ভুল করেছো। আমি জানতাম না, যদিও আমার সন্দেহ হয়েছিলো।'

'বেশ, এখন তো জানলে!'

'আমি জানতাম, কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু সেটা কি—তা আমি কিছুতেই কিটির কাছ থেকে জানতে পারিনি। শুধু দেখেছি, কিটি তার জন্যে ভীষণ অসুখী হয়ে উঠেছে। ও আমাকে মিনতি করে বলেছে, আমি যেন ওই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস না করি। আর আমাকে ও যখন সে কথা বলেনি, তখন অন্য কাউকেও নিশ্চয় কিছু বলেনি। কিন্তু তোমাদের দুজনের মধ্যে কি হয়েছিলো? আমাকে বলো—'

'বললাম তো।'

'কবে হয়েছিলো?'

'শেষবার আমি যখন ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তখন।'

'জানো, ওর জন্যে আমার ভীষণ দুঃখ হয়। তুমি শুধু আত্ম-অহমিকায় কষ্ট পাচ্ছো···'

'হতে পারে, কিন্তু···'

'কিন্তু ওই বেচারী মেয়েটার জন্যে আমার সত্যিই ভারি কষ্ট হয়,' লেভিনকে বাধা দিয়ে ডলি বলে, 'এখন আমি সমস্ত কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

'মাফ্ করো, আমি তা হলে চলি,' লেভিন উঠে দাঁড়ায়। 'বিদায়, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা—আবার দেখা হবে।'

'না,' লেভিনের জামার হাতা আঁকড়ে ধরে ডলি, 'এক মিনিট একটু বোসো।'

'দয়া করে, দয়া করে ওই প্রসঙ্গে আর কিছু আলোচনা কোরো না।' ফের বসে পড়ে লেভিন। অনুভব করে, যে আশাটা মরে গিয়েছে বলে এতদিন সে বিশ্বাস করে এসেছিলো, এখন সেটা তার বুকের মধ্যে আবার

নড়েচড়ে জেগে উঠছে।

'তোমাকে যদি আমার ভাল না লাগতো,' বলতে বলতে ডলির দুচোখ জলে ভরে ওঠে, 'তোমাকে আমি যেমন করে চিনি, তেমন করে যদি না চিনতাম…'

যে অনুভূতিটা মরে গিয়েছে বলে মনে হয়েছিলো, সেটা আরো বেশি করে জেগে উঠে লেভিনের সমস্ত হৃদয়টা অধিকার করে নেয়।

'হ্যাঁ, এখন আমি সব কিছুই বুঝতে পারছি,' ডলি বলতে থাকে। 'তুমি এটা বুঝতে পারবে না। কারণ তোমরা, মানে পুরুষমানুষরা, মনোমতো পাত্রী বেছে নিতে পারো—তোমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারো, কাকে ভালবাসো। কিন্তু একটা মেয়ে, যে তোমাদের—মানে পুরুষ মানুষকে—দূর থেকে দেখে, যে সমস্ত কিছুই বিশ্বাসের ওপরে ধরে নেয়—সে সব সময়েই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। একটা মেয়ে অনেক সময়েই বুঝে উঠতে পারে না, সে কাকে ভালবাসে…বুঝতে পারে না, সে কি বলবে।'

'হ্যাঁ, তার মন যদি কিছু না বলে…'

'না, তার মন ঠিকই বলে। কিন্তু একটু ভেবে ছাখো—তোমরা একটি মেয়ের প্রতি আগ্রহী হলে, তার বাড়িতে এলে, বন্ধুত্ব পাতালে, মেয়েটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে, তোমরা যা ভালবাসো তা মেয়েটির মধ্যে আছে কি না, তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করে রইলে এবং তারপর যখন নিশ্চিত হলে যে ওই মেয়েটিকেই ভালবাসো—তখন তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুললে…'

'ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়।'

'সে যাই হোক! তোমাদের প্রেম যখন পরিণত হয়, কিংবা দুটির মধ্যে একটি মেয়েকে যখন তোমাদের বেশি করে পছন্দ হয়—তখনই তোমরা বিয়ের প্রস্তাব তোলো। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো আলোচনা করে নেওয়া হয় না। আশা করা হয়, মেয়েটি তার পছন্দ মতো মানুষটিকে বেছে নেবে—কিন্তু সে বেছে নিতে পারে না… সে শুধু 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'—এই জবাবটাই দিতে পারে।'

'হ্যাঁ, এবং পছন্দ করে নেবার ব্যাপারটা ছিলো আমার আর ভ্রনস্কির মধ্যে।' ভাবলো লেভিন। বুকের মধ্যে যে মৃত আশাটা দ্রুত জীবন ফিরে পেয়েছিলো, সেটা আবার মরে যায়… রেখে যায় শুধু একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা।

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা,' লেভিন বলে, 'সেভাবে মানুষ একটা পোশাক পছন্দ করে কিংবা কিছু কেনাকাটা করে—প্রেমের ব্যাপারটা তা

নয়। যাই হোক, ও পছন্দ মতো মানুষটাকে বেছে নিয়েছে…ভালই করেছে —আর সেটার কোনো পুনরাবৃত্তি চলতে পারে না।'

'ওহ, শুধু অহঙ্কার · শুধু অহমিকা!·· তুমি যখন কিটির কাছে প্রস্তাব তুলেছিলে, তখন ও কোনো রকম জবাব দেবার মতো পরিস্থিতিতে ছিলো না। ও তখন দুলছিলো—দুলছিলো তোমার আর ভ্রনস্কির মধ্যে। ভ্রনস্কিকে ও তখন রোজই দেখছে, কিন্তু তোমাকে বেশ কিছুদিন ধরে দেখেনি। ওর বয়েসটা যদি একটু বেশি হতো···ধরো ওর জায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে আমি কোনো দ্বিধা করতাম না। আমি চিরদিনই ভ্রনস্কিকে অপছন্দ কারি আর শেষ অব্দি সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।'

কিটির দেওয়া জবাবের কথা মনে পড়ে লেভিনের। কিটি বলেছিলো, 'না, তা হয় না·· '

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা,' লেভিনের কণ্ঠস্বর শুকনো, 'আমার প্রতি তোমার আস্থাকে আমি প্রশংসা করছি। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি ভুল করেছো। আমি ভুল বা ঠিক যা-ই করি না কেন—আমার যে অহঙ্কারকে তুমি এতো ঘৃণা করো, তা আমার কাছ থেকে কাতেরিনা অ্যালেক-জান্দ্রোভনার সমস্ত চিন্তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়—বুঝতে পেরেছো?'

'আমি শুধু আর একটা কথাই বলবো। তুমি জানো, আমি আমার বোনের সম্পর্কে কথা বলছি ·যাকে আমি আমার নিজের সন্তানদের মতোই ভালবাসি। আমি এ কথা বলছি না যে ও তোমাকে পছন্দ করতো। আমি শুধু এ কথাই বোঝাতে চাইছি যে, সেই মুহূর্তে ওর প্রত্যাখ্যানে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

'জানি না!' এক লাফে কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় লেভিন। 'তুমি যদি জানতে, তুমি আমাকে কি ভাবে আঘাত করছো!···এ ব্যাপারটা ঠিক সেই ধরনের হয়ে দাঁড়াচ্ছে—ধরো, তোমার একটা বাচ্চা মারা গেছে···কিন্তু সবাই তোমাকে ক্রমাগত বলে চলেছে, সে এমন হতো বা তেমন হতো·· হয়তো বেঁচে থাকতো···তাকে নিয়ে তুমি কতো সুখীই না হতে—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সে মরে গেছে, সে মৃত, সে মৃত!'

'তুমি সত্যিই অদ্ভুত!' লেভিনের উত্তেজনা সত্ত্বেও ডলির মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে। 'হ্যাঁ, এবারে আমি সমস্ত কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি।' চিন্তিত সুরে ডলি প্রশ্ন করে, 'তাহলে কিটি যখন এখানে থাকবে, তখন তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না?'

'না, আসবো না। অবিশ্যি কাতেরিনা আলেকজান্দ্রোভনার সঙ্গে দেখা হবার ব্যাপারটাকে আমি এড়িয়ে চলবো না, তবে আমার উপস্থিতির বিরক্তি থেকে ওকে আমি যথাসম্ভব বাঁচাবার চেষ্টা করবো।'

'তুমি ভীষণ অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত,' কোমল দৃষ্টিতে লেভিনের মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরাবৃত্তি করে ডলি। 'বেশ, তাহলে ধরে নাও, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোনো রকম কথাবার্তাই হয়নি।'

ডলির বাড়ির কোনো কিছুই লেভিনের কাছে আর আগের মতো আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছিলো না। অবশেষে বিদায় জানিয়ে, গাড়ি নিয়ে চলে গেলো সে। ডলিও তাকে আর রেখে দেবার কোনো চেষ্টা করলো না।

পক্রোভস্কি থেকে মাইল পনেরো দূরে লেভিনের দিদির জমিদারী। জমিদারীর প্রধান আয় হয় মাঠ থেকে, যা প্রতি বসন্তেই জলে ডুবে যায়। লেভিন ওটা দেখাশুনো করার ভার নেবার পরের বছরেই, আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিলো। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সেখান থেকে গাঁও-বুড়া এসে জানালো, গোটা মাঠের খড় কাটা হয়ে গেছে এবং বৃষ্টির ভয়ে ওরা অফিস থেকে একজন কেরানীকে ডেকে এনে তার উপস্থিতিতে সমস্ত খড় ভাগাভাগি করে, মালিকানের অংশ হিসেবে এগারোটা গাদা আলাদা করে রেখেছে। লোকটার কথাবার্তায় লেভিনের সন্দেহ হলো, ভাগাভাগির মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে। তাই ঘোড়ায় চেপে অবিলম্বে রওনা হয়ে গেলো সে।

খড়ের গাদাগুলো পরীক্ষা করে লেভিন নিশ্চিত হলো, প্রতিটা গাদায় পঞ্চাশ গাড়ি করে খড় থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব। চাষীদের হাতেনাতে ধরার জন্যে সে তখন গাড়ি আনিয়ে, একটা খড়ের গাদা গোলাঘরে তুলে দেবার হুকুম জানালো। দেখা গেলো, ওতে মাত্র বত্রিশ গাড়ি খড় ছিলো। কিন্তু গাঁও-বুড়া প্রতিবাদ জানিয়ে বললো, খড়গুলো আঁট করে বাঁধা ছিলো না এবং ওপরের চাপে ওগুলো বসে গেছে বলেই হুজুরের এমন মনে হচ্ছে। তবু লেভিন তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল হয়ে রইলো—তার বিনা হুকুমে খড়গুলো ভাগ করা হয়েছে, অতএব প্রতিটা গাদায় পঞ্চাশ গাড়ি করে খড় আছে বলে সে মোটেই মেনে নেবে না। দীর্ঘ বাদ-প্রতিবাদের পরে স্থির হলো, এই এগারোটা গাদা চাষীরা নেবে এবং মালিকের অংশ নতুন করে মেপে দেওয়া হবে।...কথাবার্তায় এবং নতুন করে খড় সাজাতে পুরো বিকেলটাই কেটে

গেলো। অবশিষ্ট কাজকর্ম তদারকি করার ভার কেরানীটির ওপরে দিয়ে, একটা খড়ের গাদায় গিয়ে বসলো লেভিন।··· গাড়ি বোঝাই খড় নিয়ে চাষীরা এবারে ঘরের পথে ফিরে চলেছে। কৃষাণীরা গান গাইছে খুশির খেয়ালে। সামনের মাঠ, দূরের প্রান্তর, খড়ের গাদা—সব কিছুই যেন ওদের চিৎকার, শিস, গানের সুর আর করতালির উদ্দাম ছন্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে।···ওদের ওই স্বাস্থ্য আর উচ্ছলতায় ঈর্ষা অনুভব করছিলো লেভিন, বেঁচে থাকার এই খুশিয়াল অভিব্যক্তিতে অংশ নিতে ইচ্ছে করছিলো তারও। কিন্তু খড়ের গাদায় শুয়ে শুয়ে শুধু এ সব দেখা আর শোনা ছাড়া, সে আর কিছুই করতে পারে না। ওরা আর ওদের গান যখন দৃষ্টি আর শ্রুতির আড়ালে চলে গেলো, তখন নিজের নিঃসঙ্গতা, শারীরিক অকর্মণ্যতা এবং সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজের বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে নিরাশার এক ক্লান্ত অনুভূতি লেভিনের অস্তিত্বের ওপরে একটু একটু করে নেমে এলো।

যে সমস্ত চাষীরা কাছাকাছি থাকে, তারা সবাই ঘরে ফিরে গেছে। যারা দূর থেকে এসেছিলো, তারা দল বেঁধে মাঠেই খাওয়া-দাওয়া আর রাত কাটানোর তোড়জোড় করছে। ওদের অলক্ষ্যে, খড়ের গাদায় শুয়ে শুয়ে, লেভিন চোখ-কান খোলা রেখে চিন্তা করতে থাকে। গ্রীষ্মের সংক্ষিপ্ত রাতটুকুতে ওরা সামান্যই ঘুমোলো। প্রথমে লেভিন শুনলো, ওরা খেতে খেতে মনের আনন্দে কথা বলছে আর হাসছে। তারপর আবার গান, আরও হাসি। সারা দিনের পরিশ্রম ওদের মধ্যে এতোটুকুও দাগ ফেলতে পারেনি।·

ভোর হবার আগে সব কিছু শান্ত আর নিস্তব্ধ হয়ে আসে। শুধু শোনা যায় রাতের শব্দ-নিচয়---জলাভূমি থেকে দাদুরীর একটানা কর্কশ আহ্বান আর উষার পূর্বাহ্নে প্রান্তর থেকে উঠে আসা কুয়াশার আড়ালে অশ্বের হ্রেষারব। খড়ের গাদা থেকে উঠে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকালো লেভিন—দেখলো, রাত শেষ হয়ে গেছে।

'তাহলে, কি করবো আমি? কি ভাবে এটা শুরু করবো?' নিজেকে প্রশ্ন করলো লেভিন—ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করলো সংক্ষিপ্ত রাতটার সমস্ত ভাবনা আর অনুভূতিগুলোকে। তিনটে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বয়ে চলেছিলো তার চিন্তাগুলো। প্রথমটা হচ্ছে, তার অর্থহীন শিক্ষাদীক্ষা এবং পুরনো জীবনধারাকে বর্জন করার বিষয়ে। অন্য একটা চিন্তাধারা এবং মানসিক রূপকল্পগুলো তার এখনকার আকাঙ্ক্ষিত জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই

জীবনধারার সরলতা, পরিপূর্ণতা এবং প্রকৃতিস্থতা স্পষ্টই অনুভব করছিলো সে···বুঝতে পারছিলো, এর মধ্যেই সে শান্তি তৃপ্তি আর মর্যাদা খুঁজে পাবে—যেগুলোর অভাব সম্পর্কে সে একেবারে মর্মান্তিকভাবে সচেতন।···কিন্তু তৃতীয় চিন্তাধারাটা তার কাছে যে প্রশ্নটা বয়ে এনেছে তা হচ্ছে, পুরনো জীবন থেকে নতুন জীবনে উত্তরণ ঘটবে কী ভাবে? এ বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট নয়। 'একটা বউ আনবো? পক্রোভস্কি ছেড়ে চলে যাবো? জমি কিনবো? কোন কৃষক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দেবো? একটা চাষীর মেয়েকে বিয়ে করবো?' ফের নিজেকে প্রশ্ন করলো লেভিন, কোনো জবাব পেলো না। 'সারারাত আমি ঘুমোইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন অব্দি কিছু ভেবে ঠিক করতে পারলাম না।·· যাকগে, সেটা পরে ঠিক করে নেবো। তবে একটা জিনিস একেবারে নিশ্চিত: এই রাতটা আমার ভাগ্য স্থির করে দিয়েছে। সংসার-জীবন সম্পর্কে আমার পুরনো স্বপ্নগুলো সবই ছিলো অর্থহীন আর অবাস্তব।·· '

'বাঃ, কি সুন্দর!' ঠিক মাথার ওপরে, আকাশের মাঝখানে, মুক্তোগর্ভা ঝিনুকের মতো অপরূপ হয়ে জমে ওঠা সাদা পশমী মেঘমালার দিকে তাকিয়ে ভাবলো লেভিন। 'মেঘগুলো অমন ঝিনুকের মতো জমে ওঠার সময় পেলো কখন? একটু আগেই আমি যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, তখন তো শুধু মাত্র তুটো সাদা রেখা ছিলো! হ্যাঁ, জীবন সম্পর্কে আমার দৃষ্টি-ভঙ্গিও ঠিক অমনিভাবে অলক্ষিতে পালটে গেছে!'

মাঠ ছেড়ে, বড়ো রাস্তা ধরে, গ্রামের দিকে এগুতে থাকে লেভিন। সামান্য হাওয়া বইছে। উষার প্রাক্কালে এবং অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর চরম বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তে সাধারণত যেমনটি হয়ে থাকে, চারিধার তেমনি ধূসর-বিষণ্ণ। ঠাণ্ডায় কেঁপে ওঠে লেভিন, মাটির দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে দ্রুত পা চালাতে থাকে সে।

'ওটা কি? কেউ আসছে।' ঘন্টির ঝুনঝুন শব্দ শুনে মাথা তুলে তাকায় লেভিন। চল্লিশ পা দূরে চার ঘোড়ার একটা গাড়ি—ঘাসের পথ ধরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে গাড়িটা। ·

অন্যমনস্কভাবে গাড়িটার দিকে তাকায় লেভিন।

গাড়ির এক কোণে বসে একজন বয়স্কা মহিলা ঘুমে ঢুলছেন। আর জানলার পাশে বসে থাকা যুবতীটি, স্পষ্টই বোঝা যায় সবেমাত্র ওর ঘুম ভেঙেছে, নিজের সাদা টুপিটার ফিতেদুটো দুহাত দিয়ে ধরে রেখেছে। মেয়েটির মুখখানা শান্ত, সূক্ষ্ম আর জটিল অন্তর্জীবনের চিন্তায় লীন।

লেভিনকে পেরিয়ে সূর্যোদয়ের অরুণ আভার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। দৃশ্যটা যখন উধাও হতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওর অকপট চোখ দুটি লেভিনকে দেখতে পেলো। লেভিনকে চিনতে পারলো ও, বিস্ময় আর আনন্দে আলোকিত হয়ে উঠলো ওর মুখখানা।

লেভিনের ভুল হতে পারে না। পৃথিবীতে অমন দুটি চোখ আর কারুর নেই। পৃথিবীতে তেমন সৃষ্টি একটিই আছে, যা তার পক্ষে সবটুকু আলো আর জীবনের সমস্ত অর্থ একত্র করে তুলতে পারে। ওই মেয়েটিই সে। সেই কিটি। লেভিন বুঝতে পারলো, ও নিশ্চয়ই রেল স্টেশন থেকে ইয়েরগুশোভোর দিকে এগিয়ে চলেছে। নির্ঘুম রাতের প্রতিটি প্রহরে যে সমস্ত চিন্তা লেভিনকে আলোড়িত করে তুলেছিলো, যে সমস্ত সংকল্প সে গ্রহণ করেছিলো—তা সবই পলকে উধাও হয়ে গেলো। একটা চাষী-মেয়েকে বিয়ে করার কথাটা মনে হতেই, বিরক্তি লাগলো তার। ওই দ্রুত উধাও হতে থাকা গাড়িটার মধ্যেই রয়েছে তার জীবনের সমস্ত ধাঁধার একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান।

মেয়েটি আর বাইরের দিকে তাকায়নি। গাড়ির স্প্রিঙগুলোর আওয়াজ এখন আর শোনা যায় না, ঘন্টির ঝুন ঝুন শব্দটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কুকুরের চিৎকার লেভিনকে জানিয়ে দিলো, গাড়িটা গ্রামে পৌঁছে গেছে।

মেঘের ঝিনুক দেখতে পাবে ভেবে, আকাশের দিকে তাকালো লেভিন। কিন্তু আকাশে ঝিনুকের চিহ্নমাত্র নেই। অথচ সেই সুদূর মহাশূন্যে এতক্ষণে এক রহস্যময় পরিবর্তন এসেছে। আধখানা আকাশ জুড়ে এখন ছড়িয়ে আছে পশমী মেঘের একখানা কারুকার্য করা মসৃণ কাপড়—ক্রমশ সেটা ছোট থেকে আরো ছোট হয়ে চলেছে। আকাশ হয়ে উঠেছে নীল আর স্বচ্ছ। সেই একই কোমলতা, কিন্তু সেই একই নিস্পৃহ দূরত্ব নিয়ে লেভিনের প্রশ্নালু দৃষ্টির মুখোমুখি হলো আকাশটা।

'না,' নিজেকে বললো লেভিন, 'মেহনতি জীবনের সরলতা যতো সুন্দরই হোক না কেন, আমি সে জীবনে ফিরে যেতে পারি না। আমি 'ওকে' ভালোবাসি।'

নিতান্ত ঘনিষ্ঠ জন ছাড়া আর কেউই জানতো না, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ কারেনিন বাইরে থেকে একেবারে উষ্ণতাবর্জিত এবং প্রচণ্ড বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হলেও তাঁর মধ্যে একটা দুর্বলতা রয়েছে, যেটা

তাঁর চারিত্রিক প্রবণতার ঠিক বিপরীত। কোন শিশু কিংবা রমণীর কান্না দেখে বা শুনে, তিনি স্থির থাকতে পারেন না। অশ্রুপাতের দৃশ্য তাঁকে বিচলিত করে তোলে, তিনি নিজের বিচার-বিবেচনা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

ঘোড়দৌড় থেকে ফেরার পথে আনা যখন ভ্রনস্কির সঙ্গে নিজের সম্পর্কটার কথা জানিয়ে দিলো এবং পরক্ষণেই যখন দুহাতের অঞ্জলিতে মুখ লুকিয়ে বেপথু কান্নায় ভেঙে পড়লো, তখন আনার প্রতি প্রচণ্ডভাবে রেগে থাকা সত্ত্বেও কারেনিন এক নিবিড় আবেগ অনুভব করলেন—চোখের জল দেখে সর্বদাই তাঁর যেমনটি হয়ে থাকে। অথচ তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন যে, ওই মুহূর্তে তাঁর অনুভূতির কোন অভিব্যক্তিই তাঁর পক্ষে পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে উঠবে না। তাই তিনি তখন প্রাণপণে নিজেকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছেন—নড়াচড়াও করেননি, আনার দিকেও তাকাননি। এই কারণেই তাঁর মুখটা তখন মরা মানুষের মতো দেখাচ্ছিলো, যা দেখে অবাক হয়ে উঠেছিলো আনা।·· বাড়িতে পৌছে তিনি আনাকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন, তারপর একজন মার্জিত রুচির ভদ্রলোকের মতোই বিদায় নিয়ে বললেন, আগামীকাল তিনি নিজের সিদ্ধান্তের কথা আনাকে জানিয়ে দেবেন।

স্ত্রীর কথাগুলো কারেনিনের সব চাইতে বিশ্রী সন্দেহটাকেই সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছে এবং এটা তাঁর হৃদয়ে একটা নিষ্ঠুর আঘাত। আনার অশ্রু দেখে ওর প্রতি তিনি যে করুণা অনুভব করেছিলেন, তার জন্যে আঘাতটা আরও কঠিন হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু গাড়িতে একা হয়ে তিনি বিস্মিত-আনন্দে অনুভব করলেন, সেই করুণা এবং ইদানীং সন্দেহ ও ঈর্ষার যে নিদারুণ যন্ত্রণা তাঁকে জর্জরিত করে তুলেছিলো—তা থেকে তিনি এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। দাঁতের যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকা কোনো মানুষ খারাপ দাঁতটা তুলে ফেলার পরে যেমন নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারে না···সে যেমন অনুভব করে, এতদিন ধরে যে জিনিসটা তার অস্তিত্বকে বিষময় করে তুলেছিলো এবং তার সমস্ত মনযোগকে কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিলো, এখন সেটা আর যথাস্থানে নেই এখন সে আবার নতুন করে বাঁচতে পারে, দাঁত ছাড়া অন্য বিষয়ে আগ্রহী হতে পারে—তেমনি কারেনিনেরও মনে হচ্ছিলো, যন্ত্রণাটা অদ্ভুত ও তীব্র হলেও, এখন তার সমস্ত কিছুই শেষ হয়ে গেছে ··এখন তিনি আবার বাঁচতে পারবেন, স্ত্রী ছাড়া অন্য বিষয়ে চিন্তা

করতে পারবেন।

'মান-সম্মান নেই, হৃদয় নেই, ধর্মবোধ নেই··· একটা নষ্ট মেয়েমানুষ! ওর সঙ্গে নিজের জীবনটাকে জড়িয়েই আমি ভুল করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলের জন্যে আমার কোনো দোষ নেই, কাজেই আমি অসুখী হতে পারি না। আমি কোনো অন্যায় করিনি। অন্যায় করেছে ও। কিন্তু তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না। আমার কাছে ওর আর কোনো অস্তিত্বই নেই।' কারেনিন নিজেকে বলতে থাকেন, 'একটা নষ্ট মেয়েমানুষ একটা অন্যায় কাজ করেছে বলে, আমি অসুখী হতে পারি না। তবে ও আমাকে যে মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে ফেলে দিয়েছে, আমাকে শুধু সেখান থেকে বেরিয়ে আসার শ্রেষ্ঠ পথটা খুঁজে বের করতে হবে এবং আমি তা খুঁজে পাবো।' আলেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের মুখখানা ক্রমশ আরও কালো হয়ে ওঠে, 'এ বিষয়ে আমি প্রথম নই, শেষও হবো না।' সমকালীন উঁচু তলার সমাজে যাঁদের স্ত্রী বিশ্বাসঘাতিনী হয়েছে, তাঁদের একটা সম্পূর্ণ তালিকা কারেনিনের মনে ভেসে ওঠে, 'দারিয়ালভ, পলতাভস্কি, প্রিন্স কারিবানভ, কাউন্ট পাস্কুদিন, দ্রাম· হ্যাঁ, দ্রাম পর্যন্ত! কিন্তু আমি এর মধ্যে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পাইনি, সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু অনুভব করিনি।' · যদিও কথাটা সত্যি নয় · এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় কারেনিন কোনোদিনই সহানুভূতিসম্পন্ন হননি—বরং কোনো মহিলা তার স্বামীকে প্রতারণা করেছে শুনলে, তিনি খানিকটা গর্বই অনুভব করতেন। 'এমন দুর্ভাগ্য যে কোনো মানুষেরই হতে পারে। আমারও হয়েছে। এখন একমাত্র যা করণীয় তা হচ্ছে, সব চাইতে ভালভাবে পরিস্থিতিটার মোকাবিলা করা।' তিনি যে পরিস্থিতিতে পড়েছেন, তেমন পরিস্থিতিতে পড়ে অন্যেরা কে কি করেছেন, মনে মনে আলোচনা করতে থাকেন কারেনিন।

'দারিয়ালভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়েছিলেন···'

যৌবন বয়সে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটা কারেনিনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতো। অথচ দৈহিক দিক থেকে তিনি ছিলেন কাপুরুষ এবং তিনি নিজেও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। একটা পিস্তল তাঁর দিকে তাক করা হয়েছে—এটা চিন্তা করে তিনি আতঙ্কিত না হয়ে পারতেন না। জীবনে কোনো-দিনও তিনি কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেননি। সফলতা এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করার পর, ওই আতঙ্কজনক অনুভূতিটা তিনি দীর্ঘদিন হলো ভুলে গিয়ে-ছিলেন। কিন্তু সেই পুরনো অভ্যাসগত অনুভূতিটা এখন আবার নতুন করে

নিজেকে জাহির করে ফেললো এবং তাঁর ভীরুতা এখনও এমন ভাবে প্রমাণিত হয়ে উঠলো যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামার প্রশ্নটা তিনি সমস্ত দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলেন—যদিও তিনি আগে থেকেই জানতেন, কোনো পরিস্থিতিতেই তিনি লড়াই করবেন না।

'কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজ এখনও এতই বর্বর (এটা ইংলণ্ডের মতো সমাজ নয়) যে অনেকেই'—এবং এদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁদের মতামতকে কারেনিন বিশেষভাবে মূল্য দিয়ে থাকেন—'দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারটাকে অনুমোদনযোগ্য বলে মনে করবেন। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? ধরা যাক, আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলাম'—আহ্বান জানানোর পরের রাতটা কি ভাবে কাটাবেন তা বিশদভাবে চিন্তা করে নিলেন কারেনিন, চোখের সামনে দেখতে পেলেন প্রতিপক্ষের পিস্তলটা তাঁর দিকে তাক করা রয়েছে···আতঙ্কে কেঁপে উঠলেন তিনি, এবং বুঝতে পারলেন, অমন লড়াইতে তিনি কক্ষনো নামবেন না—'ধরা যাক, আমি তাকে আহ্বান করলাম। ধরে নেওয়া গেলো, আমি পিস্তল চালাতে শিখেছি,' মনে মনে ভাবতে থাকেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'ওরা আমাদের দুজনকে জায়গা মতো দাঁড় করিয়ে দিলো···আমি পিস্তলের ঘোড়াটা টিপে দিলাম,' চোখ বন্ধ করে ফেললেন কারেনিন, 'এবং দেখা গেলো, আমি তাকে খুন করে ফেলেছি।' যেন এ ধরনের একটা মূর্খতাপূর্ণ চিন্তাকে পুরোপুরি বাতিল করে দেবার জন্যেই মাথা নাড়লেন কারেনিন, 'অপরাধী স্ত্রী আর তার ছেলের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা যথাযথভাবে স্থির করার জন্যে, অন্য একটা মানুষকে হত্যা করার কি অর্থ হতে পারে? তাছাড়া, তারপরেও তো আমাকে স্থির করতে হবে, অমন স্ত্রীর সম্পর্কে আমি কি ব্যবস্থা নেবো!···কিন্তু আসলে যেটা হবার সম্ভাবনা আরও বেশি এবং নিঃসন্দেহে যা হবে তা হচ্ছে—আমিই খুন হয়ে যাবো অথবা আহত হবো। অর্থাৎ আমি—এই নির্দোষ মানুষটাই—হবো পরিস্থিতির শিকার·· হয় নিহত, আর নয়তো আহত।···এটা তো আরও অর্থহীন! শুধু তাই নয়। আমার পক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানানোটাও ঠিক হবে না। আমি কি আগে থেকেই জানি না যে, আমার বন্ধুরা আমাকে কখনই দ্বন্দ্বযুদ্ধে লড়তে দেবে না···একজন কূটনীতিজ্ঞের জীবন, যাঁকে রাশিয়ার প্রয়োজন—তাঁকে তারা কিছুতেই বিপদের মুখোমুখি হতে দেবে না? তাহলে? তার মানে, ব্যাপারটা কখনও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পৌঁছবে না—তা আগে থেকে

জেনেও আমার পক্ষে ওই লোকটাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানানোর অর্থ, খানিকটা মিথ্যা সম্মান অর্জন করার প্রচেষ্টা। সেটা আরও অসম্মানজনক—নিজেকে এবং অন্যদের প্রবঞ্চনা করা।...কাজেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের কোনো প্রশ্নই ওঠে না আর আমার কাছ থেকে কেউ তা আশাও করে না। আমার আসল উদ্দেশ্য, আমার সুনাম রক্ষা করা—যা আমার কাজকর্মকে অব্যাহত রাখার জন্যে প্রয়োজন।'

দ্বন্দ্বযুদ্ধের দিকটা বিচার-বিবেচনা এবং খারিজ করার পরে, বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করলেন কারেনিন। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রচেষ্টায় কুৎসা ছড়ানো ছাড়া আর কোনো লাভ হবে না এবং সেটা কারেনিনের শত্রুপক্ষের কাছে একটা ঈশ্বরদত্ত সুযোগ হয়ে উঠবে। যেটা অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের আসল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ যথাসম্ভব কম আলোড়ন তুলে বিষয়টার নিষ্পত্তি করে ফেলা—তা বিবাহ-বিচ্ছেদের মাধ্যমে করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, বিচ্ছেদ বা তার জন্যে কোনোরকম চেষ্টা করলে, কারেনিনের স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চ্যুত হয়ে প্রেমিকের কাছেই নিজের ভাগ্যকে সমর্পণ করবে। কারেনিন যতই মনে করুন না কেন যে স্ত্রীকে তিনি ঘৃণা করেন এবং স্ত্রীর সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ, কিন্তু মনের গভীরে স্ত্রীর সম্পর্কে তাঁর একটা অনুভূতি এখনও রয়ে গেছে—আনা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ভ্রনস্কির সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে নেবে এবং এভাবে নিজের অন্যায়ের সুযোগ নিয়ে লাভবান হবে, তা তিনি দেখতে চান না।...

'আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদ না করে, স্রেফ আলাদা হয়েও থাকা যায়—কারিবানভ, পাস্কুদিন, এমন কি ড্রামও যা করেছেন—' চিন্তা করলেন কারেনিন। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো এতেও কুৎসা ছড়াবে এবং এখানেও সেই একই আপত্তি—আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদের মতো এটাও তাঁর স্ত্রীকে ভ্রনস্কির আলিঙ্গনের দিকে ছুঁড়ে দেবে। 'না না, তা হয় না—সে প্রশ্নই ওঠে না!' কারেনিন নিজেকে বললেন, 'আমার অসুখী হওয়া চলবে না। কিন্তু আনা বা ভ্রনস্কিকেও সুখী হতে দেওয়া চলবে না।' নিজের কাছে স্বীকার না করলেও, মনের গভীরে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ চাইছিলেন, আনা যন্ত্রণায় জ্বলুক—কারণ আনা তাঁর মানসিক শান্তি আর সম্মান ধ্বংস করে দিয়েছে।...

অবশেষে কারেনিন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, এর একটি মাত্র সমাধান

আছে এবং তা হচ্ছে—আনাকে নিজের কাছে রাখা…যা ঘটে গেছে, তা পৃথিবীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা…ষড়যন্ত্রটা ভেঙে ফেলার জন্যে সমস্ত দিক দিয়ে নিজের শক্তি প্রয়োগ করা এবং সবচেয়ে বড় কথা—যদিও তিনি নিজের কাছে এটা স্বীকার করেন না—আনাকে শাস্তি দেওয়া। 'আমি ওকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেবো। ওকে বলবো—নিজের স্বামী ও পুত্রকে ও যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এনে ফেলেছে, সে সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে আমি এই মত পোষণ করি যে, তথাকথিত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা ছাড়া অন্য যে কোনো কাজ এখন উভয়ের পক্ষেই ক্ষতিকারক হয়ে উঠবে। আমার দিক থেকে আমি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে প্রস্তুত, তবে তা এই কঠোর শর্ত সাপেক্ষে যে, ও সম্পূর্ণভাবে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মেনে চলবে—অর্থাৎ ওর প্রেমিকের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে।' সিদ্ধান্তটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পরে, এর সপক্ষে আরও একটা জোরালো যুক্তি কারেনিনের মনে আসে। 'একমাত্র এই পথে চললেই আমার পক্ষে ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী চলা হবে; কারণ আমি অপরাধী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছি না, তাকে শুধরে নেবার একটা সুযোগ দিচ্ছি। সত্যি বলতে কি, কাজটা আমার পক্ষে কঠিনই হবে। তবু নিজের খানিকটা কর্মশক্তি আমি ওর সংশোধন এবং মোক্ষের জন্যে ব্যয় করবো।'

কারেনিন ভালভাবেই জানতেন, স্ত্রীর ওপরে তিনি কোনো নৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি এবং ওকে সংশোধনের প্রচেষ্টা একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে। তবু তিনি এই ভেবে খুশি হলেন যে, জীবনের এমন একটা মোক্ষম সঙ্কটের সময়েও কেউ তাঁকে বলতে পারবে না, তিনি ধর্মের নীতি অনুসারে চলেননি।…আরও বিশদ চিন্তা করে তিনি এ কথাও বুঝতে পারলেন না, কেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের মতোই থাকবে না। অবিশ্যি ও আর কোনোদিনও অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের শ্রদ্ধা ফিরে পাবে না। কিন্তু ও অবিশ্বাসী হয়েছে বলে কারেনিনের পক্ষে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলার বা ব্যক্তিগতভাবে কষ্ট পাবারও কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। 'হ্যাঁ, সময় কেটে যাবে। সময় সব কিছুই ঠিক করে দেয়…আমাদের পুরনো সম্পর্কেও আবার ফিরে আসবে।' কারেনিন নিজেকে বললেন, 'আনা অসুখী হতে পারে না।'

পিটার্সবুর্গে এসে পৌঁছনোর সময়টুকুর মধ্যে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ

শুধু নিজের সিদ্ধান্তটাই স্থির করেননি, স্ত্রীকে তিনি যে চিঠিটা লিখবেন তার খসড়াটাও মনে মনে তৈরি করে নিয়েছেন। তত্ত্বাবধায়কের ঘরে ঢুকে তিনি অফিস থেকে পাঠানো চিঠি এবং কাগজপত্রগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে, সেগুলোকে পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন। তত্ত্বাবধায়কের প্রশ্নের জবাবে জানালেন, 'ঘোড়াগুলোকে গাড়ি থেকে খুলে ফেলতে পারো। আমি এখন কারুর সঙ্গেই দেখা করবো না।'...'কারুর সঙ্গেই'—কথাটা তিনি একটু জোর দিয়েই উচ্চারণ করলেন। এটা তাঁর শরিফ মেজাজের লক্ষণ।

পড়ার ঘরে বারকতক পায়চারি করে, কারেনিন লেখার বিশাল টেবিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ঘরে ঢোকার আগেই ভ্যালেট টেবিলটার ওপরে ছটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। আঙুলের গাঁটগুলো মটকে, টেবিলের কাছে বসে লেখার সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে নিলেন তিনি। তারপর মুহূর্তের জন্যেও না থেমে চিঠিটা লিখতে শুরু করার আগে, কনুই দুটো টেবিলের ওপরে রেখে, মাথাটা একধারে হেলিয়ে চিন্তা করে নিলেন এক মুহূর্ত। কোনোরকম সম্বোধন না করেই চিঠিটা লিখলেন কারেনিন এবং লিখলেন ফরাসী ভাষায়...'তুমি' শব্দটা ব্যবহার করে—সমার্থক রুশিয় শব্দের মতো যেটা অতোখানি আন্তরিকতা বর্জিত নয়।

'আমাদের শেষ আলোচনার সময়, আমি আলাচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তের কথা তোমাকে জানিয়ে দেবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলাম। সমস্ত কিছু মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করে, এখন সেই প্রতিশ্রুতি পালনের উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ। এক মহান শক্তি আমাদের দুজনের জীবনকে একত্রিত করে দিয়েছেন। তোমার আচরণ যেমনই হোক না কেন, আমার পক্ষে এ বন্ধন ছিন্ন করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ দুটি মানুষের মধ্যে একজনের খেয়াল, খুশি, এমন কি অধর্মের জন্যেও কোনো সংসার ভেঙে যেতে পারে না। আমাদের জীবন আগের মতোই চলবে। এটা আমার, তোমার এবং আমাদের সন্তানের পক্ষে অপরিহার্য। যে কারণে এই চিঠি লেখার প্রয়োজন ঘটেছে, আমি সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি—তুমি সে জন্যে অনুতপ্ত এবং আমাদের বিচ্ছিন্নতার কারণ সমূলে বিধ্বংস করার জন্যে ও অতীতকে ভুলে যাবার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। যদি তা ভিন্ন রূপ হয়, তাহলে তোমার এবং তোমার পুত্রের জন্যে কি অপেক্ষা করে রয়েছে,

তা তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে পারো। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আমি এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোচনা করার আশা রাখি। ঋতুকাল শেষ হয়ে আসছে, তাই আমার অনুরোধ, তুমি যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি মঙ্গলবারের মধ্যেই, পিটাসবুর্গে ফিরে এসো। তোমার এখানে এসে পৌঁছনোর ব্যাপারে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তাদি করে ফেলা হবে। এই অনুরোধটা পালন করার ব্যাপারে আমি সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি—মনে রেখো।

এ· কারেনিন।

পুঃ—এই সঙ্গে টাকা পাঠাচ্ছি, যেটা হয়তো তোমার খরচপত্রের জন্যে প্রয়োজন হতে পারে।'

চিঠিটা পড়ে খুশি হলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ—বিশেষ করে খুশি হলেন, টাকাটা চিঠির সঙ্গে পাঠানোর কথা তাঁর মনে পড়েছে বলে। চিঠির মধ্যে একটাও কঠোর কথা নেই, ভৎর্সনা নেই, আবার অন্যায় প্রশ্রয়ও নেই। সব চাইতে বড়ো কথা, ফিরে আসার পক্ষে চিঠিটা একটা স্বর্ণসেতুর কাজ করছে।···চিঠিটা ভাঁজ করে, হাতির দাঁতে তৈরি একটা গুরুভার কাগজ কাটা ছুরি দিয়ে সেটাকে মসৃণ করে নিলেন কারেনিন। তারপর টাকার সঙ্গে চিঠিটা খামে পুরে, ঘন্টি বাজিয়ে দিলেন।

'আসছে কাল গ্রীষ্ম আবাসে এটা আনা আর্কাদিয়েভনাকে পৌঁছে দিতে হবে,' কথাটা জানিয়ে কুর্সি ছেড়ে উঠে পড়লেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

গ্রীষ্মাবাসের সব কটা ঘর থেকে চাকর-বাকর, মালি আর আর্দালিরা বারবার করে জিনিসপত্র বাইরে নিয়ে আসছিলো। দেরাজ এবং আলমারি-গুলো সমস্ত খোলা। দড়ি কিনে আনার জন্যে একজনকে দুবার করে দোকানে পাঠাতে হয়েছে। মেঝেতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খবরের কাগজ। দুটো ট্রাংক, গোটা কতক ব্যাগ এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটা কম্বল নিচের হলঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। নিজের ঘরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে যাবার ব্যাগটা গুছিয়ে নিচ্ছিলো আনা—গাড়ির আওয়াজ শুনে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দূত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সদর দরজার ঘন্টি বাজাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শান্ত ভঙ্গিমায় একটা নিচু কুর্সিতে বসে পড়লো ও। একজন আর্দালি ঘরে ঢুকে ওর

হাতে একটা পুরু লেফাফা তুলে দিলো—লেফাফার ঠিকানাটা অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্ড্রোভিচের লেখা।

'দূতের ওপরে হুকুম আছে, সে জবাবের জন্যে অপেক্ষা করবে,' আর্দালি জানালো।

'বেশ,' লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কাঁপা কাঁপা আঙুলে লেফাফাটা ছিঁড়ে ফেললো আনা। মোড়কে করে রাখা এক তাড়া টাকা বেরিয়ে পড়লো। সেগুলো থেকে চিঠিটা আলাদা করে নিয়ে, সেটা শেষ দিক থেকে পড়তে শুরু করলো ও।

'তোমার এখানে এসে পেঁছিনোর ব্যাপারে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তাদি করে ফেলা হবে।···পালন করার ব্যাপারে আমি সবিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি···'

চিঠিটা দ্রুত পড়তে থাকে আনা। এবারে প্রথম থেকে শেষ অব্দি। শেষ হয়ে যাবার পরে, আরও একবার সমস্তটা। আনার মনে হয়, ওর সর্বাঙ্গ যেন শীতল হয়ে গেছে···আশার অতীত এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ নেমে এসেছে ওর ওপরে। সেদিন স্বামীকে সবকিছু বলে দেবার জন্যে আজ সকালেই অনুতাপ হচ্ছিলো ওর। মনে হচ্ছিলো, কথাগুলো অনুক্ত থেকে গেলেই সব চাইতে ভালো হতো। ও যা চেয়েছিলো, কারেনিনের চিঠিটা ওকে তা-ই এনে দিয়েছে—এ চিঠিতে সেই কথাগুলোকে অনুক্ত হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে। অথচ এখন এ চিঠি ওর কাছে এক ভয়ঙ্কর বস্তু বলে মনে হচ্ছে···ও যা কিছু কল্পনা করতে পারে, তার চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর।

'ঠিকই করেছে ও!' আনা বলতে থাকে, 'অবিশ্যি, ও তো সব সময়েই সঠিকভাবে কাজ করে। উনি যে একজন খৃষ্টান, কতো উদার! একটা নীচ, জঘন্য মানুষ—কিন্তু আমি ছাড়া কেউ তা বোঝে না, বুঝবেও না কোনদিন। সবাই বলে—উনি কতো ধার্মিক, কি ভীষণ আদর্শবাদী, কত্তো ন্যায়পরায়ণ! কিন্তু আমি যা দেখেছি, ওরা তা দেখতে পায় না। ওরা জানে না, লোকটা আট বছর ধরে কি ভাবে আমার জীবনটাকে ভেঙে-চুরে একাকার করে দিয়েছে···আমার মধ্যে যা কিছু প্রাণময় ছিলো, তা সবই ও ধ্বংস করে দিয়েছে—একবার ভাবেনি পর্যন্ত যে আমি একটা জীবন্ত মেয়েমানুষ, প্রেম আমার কাছে একটা প্রয়োজন। কেউ জানে না, প্রতি পদক্ষেপে ও কি ভাবে আমাকে অপমানিত করেছে আর নিজে আত্ম-সন্তুষ্টি নিয়ে দিব্যি বুঁদ হয়ে থেকেছে। আমি কি চেষ্টা করিনি? আমার জীবনটাকে অর্থময় করে তুলতে

পারে, এমন কিছু খুঁজে পাবার জন্তে আমি কি সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করিনি? আমি কি ওকে ভালোবাসতে চেষ্টা করিনি? যখন স্বামীকে ভালোবাসতে পারলাম না, তখন কি চেষ্টা করিনি আমার ছেলেকে ভালোবাসতে? কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এলো যখন বুঝতে পারলাম, আর আমি নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে পারবো না। আমার প্রাণ আছে···ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসার জন্তে, বেঁচে থাকার জন্তে —সে দোষ আমার নয়।···মানুষটা যদি আমাকে খুন করতো বা ভ্রনস্কিকে মেরে ফেলতো—আমি তা মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু সে···আচ্ছা, সে কি করবে তা আমিই বা কেন অনুমান করে নিতে পারিনি? তার ঘৃণ্য চরিত্রের যা বৈশিষ্ট্য, সে ঠিক তাই-ই করছে। নিজেকে সে নিজের জায়গাতেই রাখবে আর দেখবে, যাতে আমার অবস্থা আরও করুণ হয়ে ওঠে···যাতে আমি আরও অপমানিত হই···'

চিঠির কথাগুলো মনে পড়ে আনার, '··তোমার এবং তোমার পুত্রের জন্তে কি অপেক্ষা করে রয়েছে,তা তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করে নিতে পারো···'

'তার মানে, বাচ্চাটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবার ভয় দেখানো হয়েছে। আর ওদের যা বোকার মতো আইন, তাতে খুব সম্ভব ও তা পারে। কিন্তু কথাটা ও কেন লিখেছে, তা আমি ভালোমতোই জানি। বাচ্চাটাকে যে আমি ভালোবাসি, সে কথাও ও বিশ্বাস করে না কিংবা সেটাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে—চিরদিনই এ ব্যাপারটাকে ও উপহাস করে এসেছে। আমার এই অনুভূতিটাকে ও অবজ্ঞা করে, কিন্তু এ কথাও জানে যে আমার ছেলেকে আমি ত্যাগ করবো না ··করতে পারি না···ওকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না—এমন কি যাকে আমি ভালোবাসি, তার সঙ্গে থাকলেও—না। কিন্তু তবু যদি বাচ্চাটাকে ত্যাগ করে, ওকে ছেড়ে চলে যাই—তাহলে আমি একটা নষ্ট, নোংরা মেয়েমানুষের মতোই কাজ করবো। ও তা জানে এবং জানে যে আমি তা করতে পারবো না।'

চিঠির আরও একটা লাইন মনে পড়ে আনার, 'আমাদের জীবন আগের মতোই চলবে।···'

'অতীতের সে জীবন ইদানীং আরও বিষময় হয়ে উঠেছিলো,' ভাবলো আনা, 'এবারে কি হবে?···আমি যে বেঁচে রয়েছি, আমি যে একজনকে ভালোবেসেছি এবং সে জন্তে আমি যে অনুতপ্ত নই—মানুষটা তা জানে। এ অবস্থায় পুরনো জীবনে ফিরে যাবার অর্থ, মিথ্যার বেসাতি করা। কিন্তু

তবু ও আমাকে যন্ত্রণা দিতে চায়। আমি ওকে জানি। আমি জানি জলে সাঁতার-কাটা মাছের মতো, প্রবঞ্চনার মধ্যেও ও দিব্যি সুখে রয়েছে। কিন্তু আমি ওকে সে সুখ দেবো না। মিথ্যার যে জালে ও আমাকে ধরে রাখতে চাইছে, আমি তা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবোই—তাতে যা-ই হোক না কেন। মিথ্যা আর প্রবঞ্চনার চাইতে অন্য সব কিছুই ভালো।···কিন্তু কি করে?··· হে ঈশ্বর! ওগো ঠাকুর আমার! আমার চাইতে হতভাগী কি কেউ আছে? ···না—এ বাঁধন আমি ছিঁড়ে ফেলবোই!'

চোখের জল ঠেকিয়ে রেখে, উঠে দাঁড়ায় আনা—লেখার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় চিঠি লিখবে বলে। অথচ ও জানতো, কোন কিছুই ছিঁড়ে ফেলার মতো শক্তি ওর নেই।···

লেখার টেবিলে বসে চিঠি লেখার বদলে, দু হাতে মুখ গুঁজে শিশুর মতো ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে আনা। কারণ ও আগে থেকেই জানতো, সব কিছু আগের মতোই চলবে এবং সত্যি কথা বলতে কি, আরও খারাপই হয়ে উঠবে। ও অনুভব করছিলো, ওর সামাজিক প্রতিষ্ঠা—আজ সকালে যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়েছিলো—সেটাই ওর কাছে সত্যিকারের মূল্যবান। তার বদলে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে স্বামী-পুত্র পরিত্যাগ করে আসা কোন স্ত্রীলোকের লজ্জাজনক ভূমিকা মেনে নেবার মতো শক্তি ওর নেই। যতোই লড়াই করুক না কেন, নিজের চাইতে ও কিছুতেই বেশি শক্তিময়ী হয়ে উঠতে পারে না। ভালোবাসার মুক্তি ও কোনদিনই জানতে পারবে না—চিরদিনই ওকে স্বামীর সঙ্গে ছলনা করে চলতে হবে··· ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে, পাছে একটা পরপুরুষের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা কোনদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে—অথচ সে মানুষটার কাছ থেকে ও থাকবে বিচ্ছিন্ন হয়ে, তার জীবনের অংশ ও কোনদিনও গ্রহণ করতে পারবে না।

আর্দালির পায়ের শব্দে মুখ তুলতে বাধ্য হয় আনা, মুখ লুকিয়ে লেখার ভান করতে থাকে ও।

'লোকটা জিজ্ঞেস করছে, কোন উত্তর দেবেন কিনা,' আর্দালি বলে।

'উত্তর? হ্যাঁ,' আনা বলে। 'ও অপেক্ষা করুক, আমি ঘন্টি বাজাবো।'

'কি লিখবো আমি?' আনা ভাবে, 'একা একা কোন্ সিদ্ধান্ত নেবো? কি চাই আমি?' আনা ফের অনুভব করে, ওর সত্তাটা দ্বিধা বিভক্ত হতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে ও। প্রথম প্রচেষ্টাতেই মন থেকে চিন্তাটা অন্য খাতে ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। 'অ্যালেক্সির সঙ্গে আমার দেখা

করা দরকার' (নিজের মনে চিন্তা করার সময় ভ্রনস্কিকে ও এই নামেই ডেকে থাকে)—'সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না, আমার কি করা উচিত। বেতসির বাড়িতে যাই, হয়তো সেখানে গেলে ওর সঙ্গে দেখা হবে।'

আনা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো, আগের দিন ও যখন বলেছিলো ও প্রিন্সেস তিভারস্কির বাড়িতে যাচ্ছে না, তখন ভ্রনস্কি বলেছিলো, তাহলে সে-ও সেখানে যাবে না।···

টেবিলের কাছে গিয়ে আনা স্বামীকে লিখলো, 'তোমার চিঠি পেয়েছি—আ।'···এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে ফের টেবিলে বসলো ও। তারপর ভ্রনস্কিকে লিখলো, 'তোমার সঙ্গে দেখা করা বিশেষ দরকার। ভ্রেদে বাগানে এসো। ছটার সময় আমি ওখানে থাকবো।'

জীবন সম্পর্কে ভ্রনস্কির একটা নীতিসূত্র ছিলো যা অনিবার্য ভাবে তাকে জানিয়ে দিতো, কোনটা তার করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয়। কিন্তু ইদানীং সে অনুভব করতে শুরু করেছে, আনার সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারটাতে ওই সূত্রাবলী তাকে কোন পথের ইঙ্গিত দিতে পারছে না। আনা এবং ওর স্বামীর সঙ্গে তার বর্তমান সম্পর্কটা ভ্রনস্কির কাছে খুবই সরল ও স্বচ্ছ। আনা একজন সম্মানিত মহিলা, যে নিজের প্রেম ভ্রনস্কিকে অর্পণ করেছে এবং ভ্রনস্কিও ওকে ভালোবাসে। অতএব ভ্রনস্কির চোখে আনা এমন একজন মহিলা, যার সে অধিকার আছে—এমন কি আইনসিদ্ধ স্ত্রীর চাইতেও আনা বেশি সম্মান পাবার অধিকারী।···সমাজ সম্পর্কেও ভ্রনস্কির মনোভাব খুব স্বচ্ছ। তাদের সম্পর্কটার কথা সকলে হয়তো জানতে পারে বা সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবে না। কেউ সে ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে, ভ্রনস্কি সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিশ্চুপ করিয়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত। আর আনার স্বামীর ব্যাপারে ভ্রনস্কির মনোভাব সব চাইতে বেশি পরিষ্কার। ভ্রনস্কি মনে করে, যে মুহূর্তে আনা তাকে ভালোবেসেছে সেই মুহূর্ত থেকে আনার ওপরে তার অধিকার জন্মে গেছে—যা হরণ করে নেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর স্বামীটি স্রেফ একটি অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর অস্তিত্ব মাত্র। ভদ্রলোকের অবস্থাটা এখন করুণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে জন্যে আর কি করা যাবে? একমাত্র যে অধিকারটি নিয়ে তিনি তৃপ্তি পেতে পারেন তা হচ্ছে, একটা অস্ত্র হাতে নিয়ে ভ্রনস্কিকে আহ্বান জানানো এবং ভ্রনস্কি সে জন্যে সর্বদাই প্রস্তুত।

কিন্তু ইদানীং আনার সঙ্গে তার অন্তর্জগতের যে সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে, তার অনিশ্চয়তাই ভ্রনস্কিকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। এই সেদিনই আনা তাকে জানিয়েছে, ওর বাচ্চা হবে। ভ্রনস্কি অনুভব করেছে, এই ঘটনাটা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আনা তার কাছে যা আশা করছে—তা তার নীতি-সূত্রের আওতার বাইরে। সেই মুহূর্তে ভ্রনস্কি আনাকে মিনতি করে বলেছিলো, ও যেন স্বামীকে ছেড়ে চলে আসে। কিন্তু এখন ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, এটা এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো হয়। আবার সেই সঙ্গে, সেটা করা উচিত হবে কি না, তা ভেবেও আতঙ্কিত হয়ে উঠছে সে।

'আমি যদি ওকে স্বামীকে ছেড়ে আসার কথা বলে থাকি, তাহলে নিশ্চয়ই তার অর্থ—আমার সঙ্গে ওর জীবনটাকে একত্রে বেঁধে নেওয়া। কিন্তু আমি কি সে জন্যে প্রস্তুত? আমার টাকা পয়সা কিছু নেই—আমি কি করে ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবো? ধরা যাক, তেমন কোন বন্দোবস্ত আমি করলাম…কিন্তু চাকরিতে বহাল থাকা অবস্থায় আমি কি করে ওকে নিয়ে অন্য কোথাও যাবো? তবু যদি তাই বলে থাকি, তা হলে আমার উচিত সে জন্যে প্রস্তুত হওয়া—তার মানে আমার উচিত টাকা-পয়সার বন্দোবস্ত করা এবং চাকরি থেকে অবসর নেওয়া।'

ভ্রনস্কি চিন্তিত হয়ে ওঠে। চাকরি থেকে অবসর নেবার প্রশ্নটা তার কাছে আরও একটা প্রশ্ন বয়ে আনে—যেটা হয়তো তার জীবনের প্রধানতম অথচ একটা লুকিয়ে থাকা আগ্রহ, যার খবর সে ছাড়া আর কেউ জানে না।…

উচ্চাশা ছিলো ভ্রনস্কির শৈশব ও যৌবনের একটা প্রাচীন স্বপ্ন, যা সে নিজের কাছেও স্বীকার করে না—অথচ সেটা এতই তীব্র যে এখন সেটা তার প্রেমের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে দিলো। পৃথিবীতে এবং চাকরি-ক্ষেত্রে তার প্রথম পদক্ষেপ সফলই হয়েছিলো। কিন্তু দু বছর আগে একটা প্রচণ্ড ভুল করে ফেলেছিলো ভ্রনস্কি। নিজের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার আগ্রহে সে তখন একটা নতুন পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলো এই আশায় যে, এতে তার দাম আরও বাড়বে। কিন্তু এতে কর্তৃপক্ষ তাকে অতিরিক্ত দুঃসাহসী বলে মনে করলেন এবং তাকে উপেক্ষা করা হলো। ভ্রনস্কি অবিশ্যি এমন ভাব দেখাতে লাগলো যেন সে আদৌ অপমানিত হয়নি, কারুর বিরুদ্ধে তার কোন রাগ নেই এবং এতে তার কিছুই এসে যায়নি—কারণ সে নিজেকে নিয়েই দিব্যি সুখে

আছে। কিন্তু আসলে অনেক দিন আগে, যখন সে মস্কোতে চলে যায়, তখন থেকেই সে আর নিজেকে নিয়ে সুখে থাকতে পারছিলো না। ভ্রনস্কির সমবয়সী এবং স্কুলের সহপাঠী সেরপুহভস্কি আজ একজন জেনারেল—শিগ্রিই একটা কম্যাণ্ড পাবে বলে আশা করছে। আর ভ্রনস্কি আজও অশ্বারোহী সৈন্যদলের একজন ক্যাপটেন মাত্র!

'সেরপুহভস্কিকে আমি অবশ্যই হিংসে করি না, কোনদিনই করতে পারব না।' ভ্রনস্কি ভাবে, 'কিন্তু ওর উন্নতি দেখে বুঝতে পারছি, প্রত্যেকেরই শুধুমাত্র নিজেদের সুযোগের দিকে নজর রাখা দরকার এবং আমার মতো মানুষের জীবন খুব তাড়াতাড়িই তৈরি হয়ে যেতে পারে। আজ আমি যে পদ-মর্যাদায় রয়েছি, তিন বছর আগে সেরপুহভস্কিও ঠিক সেখানেই ছিলো। ফৌজে থাকলে, আমার ক্ষতি কিছু নেই। কিন্তু অবসর নিলে আর কোনই আশা থাকবে না।...তবে আনার ভালোবাসা পেয়ে, সেরপুহভস্কির জন্যে আমার মোটেই হিংসে হয় না।' আস্তে আস্তে গোঁফে তা দিয়ে, ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে ভ্রনস্কি। নিজের ওপরে আস্থা অনুভব করে সে, চোখ দুটো ঝলমল করতে থাকে। সবকিছুই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।...দাড়ি কামিয়ে, ঠাণ্ডা জলে স্নান করে নেয় সে। তারপর সাজগোছ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

'আমি আর কিচ্ছুটি চাইনে...কিচ্ছু না...শুধু এই সুখটুকু,' মনে মনে আনাকে কল্পনা করে ভাবতে থাকে ভ্রনস্কি। 'যতোই দিন যাচ্ছে, আমি ততোই ওকে আরও বেশি করে ভালোবেসে ফেলছি।...এই তো ভ্রেদে ভিলার বাগান। কিন্তু ও কোথায় থাকবে? আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে ও এ জায়গাটাই বা ঠিক করলো কেন?' কিন্তু এখন আর চিন্তা-ভাবনা করার মতো সময় নেই। প্রবেশপথের কাছে পৌঁছবার আগেই চালককে গাড়ি থামাতে বললো ভ্রনস্কি। তারপর দরজাটা খুলে, লাফিয়ে নেমে পড়লো চলন্ত গাড়ি থেকে। বাড়ির দিকে এগিয়ে চলা পথটাতে কেউ ছিলো না। কিন্তু ডান দিকে তাকাতেই ওকে দেখতে পেলো সে। ওর মুখখানা ওড়নার আড়ালে লুকোনো। কিন্তু দু চোখ ভরে ওর বিশেষ চলন-ভঙ্গিমা, কাঁধের ঢাল আর মাথার সুষম ভারসাম্য লক্ষ্য করলো ভ্রনস্কি—বিজলীর ঝিলিক বয়ে গেলো তার সর্বাঙ্গ জুড়ে।

কাছে এসে ভ্রনস্কির হাতটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে আনা, 'আমি ডেকে

পাঠিয়েছি বলে তুমি রাগ করোনি তো! আসলে তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমার আর উপায় ছিলো না।'

'রাগ করবো, আমি! কিন্তু তুমি এলে কি ভাবে, কোত্থেকেই বা এলে?'

'ও কথা থাক,' ভ্রনস্কির হাতে হাত রাখে আনা। 'এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ভ্রনস্কি বুঝতে পারে, কিছু একটা ঘটেছে এবং এই সাক্ষাৎকারটা আদৌ প্রীতিপ্রদ হবে না। আনার উপস্থিতিতে তার নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলতে কিছু থাকে না—ওর বেদনার কারণটা না জানা সত্ত্বেও, নিজের অজানিতে ভ্রনস্কিও ইতিমধ্যে যেন সেই একই বেদনা অনুভব করতে থাকে।

'কি হয়েছে?' কনুই দিয়ে আনার হাতে চাপ দেয় ভ্রনস্কি। চেষ্টা করে ওর মুখ দেখে মনের কথা বুঝে নেবার।

নিঃশব্দে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে সাহস সঞ্চয় করে নেয় আনা। তারপর থমকে দাঁড়ায় আচমকা।

'আমি গতকাল তোমাকে বলিনি,' বলতে শুরু করে আনা—দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে থাকে ওর, 'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে বাড়িতে ফেরার সময়, আমি তাকে সবকিছু বলে দিয়েছি · বলেছি, আমি আর তার স্ত্রী হয়ে থাকতে পারবো না ··বলেছি···সমস্ত কিছুই বলে দিয়েছি।'

'হ্যাঁ, ভালোই করেছো।' ভ্রনস্কির সারা মুখে এক অহঙ্কারী এবং কঠোর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। 'হাজার গুণ ভালো হয়েছে। আমি জানি এটা কতোখানি বেদনাদায়ক···'

কিন্তু আনা ভ্রনস্কির কথা শুনছিলো না, ভ্রনস্কির অভিব্যক্তি দেখে তার মনের কথা বুঝে নিতে চেষ্টা করছিলো। আনা কল্পনাও করতে পারেনি, ভ্রনস্কির মুখে অমন অভিব্যক্তি ফুটে ওঠার কারণ—প্রথমেই তার মনে হয়েছিলো, এবারে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ একেবারে অবশ্যম্ভাবী। দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথাটা আনার একবারও মনে হয়নি, তাই ও ভ্রনস্কির কঠোর অভিব্যক্তির একটা অন্য অর্থ ধরে নিলো।

আনা যখন স্বামীর চিঠিটা পেয়েছিলো তখনই ও মনে মনে জানতো, সমস্ত কিছু পুরনো দিনের মতোই চলতে থাকবে—নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠাকে বিসর্জন দিয়ে, ছেলেকে ত্যাগ করে, প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবার মতো শক্তি ওর কোনদিনই হবে না। তবু এই সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ওর কাছে ছিলো চরম গুরুত্বপূর্ণ। আনা আশা করেছিলো, এই সাক্ষাৎকার

ওর পক্ষে পরিস্থিতিটা পালটে দেবে, ওকে রক্ষা করবে। খবরটা শুনে ভ্রনস্কি যদি দৃঢ়তার সঙ্গে, আন্তরিক ভাবে এবং এক মুহূর্তের জন্যেও এতোটুকু বিচলিত না হয়ে ওকে বলতো—'সবকিছু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো!' তাহলেই আনা ছেলেকে ত্যাগ করে ভ্রনস্কির সঙ্গে চলে যেতো। কিন্তু আনা যেমনটি আশা করেছিলো, খবরটা শুনে ভ্রনস্কির মধ্যে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো না।

'আমার পক্ষে এটা এতোটুকুও বেদনাদায়ক নয়,' আনার কণ্ঠস্বরে তিক্ততার রেশ। 'এই ত্থাখো···' স্বামীর চিঠিটা দস্তানার ভেতর থেকে টেনে বের করে ও।

'বুঝতে পেরেছি, আমি বুঝতে পেরেছি,' চিঠিটা নিজের হাতে তুলে নেয় ভ্রনস্কি। কিন্তু সেটা না পড়ে, আনাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। 'যে জিনিসটা আমি সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে কামনা করেছি, যে জিনিসটার জন্যে আমি প্রার্থনা করেছি—তা হচ্ছে, এই পরিস্থিতিটা তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক—যাতে তোমার সুখের জন্যে আমি নিজের জীবনটাকে উৎসর্গ করতে পারি।'

'ও কথা আমাকে বলছো কেন? তুমি কি মনে করো, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ আছে? যদি আমি সন্দেহ করতাম···'

'ওরা কে আসছে?' সামনের দিকে এগিয়ে আসা দুটি মহিলাকে আচমকা আঙুল তুলে দেখায় ভ্রনস্কি। 'হয়তো ওরা আমাদের চেনে!' দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে, আনাকে নিয়ে পাশের একটা পথে ঢুকে পড়ে সে।

'আমি তাতে পরোয়া করিনে!' আনার ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে। ভ্রনস্কির মনে হয়, ওড়নার আড়াল থেকে আনা এক আশ্চর্য ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।'তুমি ত্থাখো, ও আমাকে কি লিখেছে।···পড়ে ত্থাখো—'

চিঠিটা পড়তে গিয়ে, প্রথম মুহূর্তের মতো আবার সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছবিটা ভ্রনস্কির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চিঠি শেষ করে আনার দিকে চোখ তুলে তাকায় সে—কিন্তু সে চোখে দৃঢ়-সঙ্কল্পের চিহ্নমাত্র নেই। আনা বুঝতে পারে, ভ্রনস্কি এখন ওকে যা-ই বলুক না কেন—সে যা ভাবছে, তার সমস্ত কিছু ওকে অবশ্যই বলবে না। এবং এ-ও বুঝতে পারে, ওর শেষ আশাটুকু ওকে বিফল করেছে।

'দেখতেই পাচ্ছো, ও কি ধরনের মানুষ—' আনার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। 'ও···'

'মাফ, করো, কিন্তু আমার এতে মজা লাগছে,' ভ্রনস্কি বাধা দিয়ে বলে। 'মজা লাগছে তার কারণ—উনি যেমনটি ধরে নিয়েছেন, সব কিছু সম্ভবত ঠিক তেমন তেমন ভাবে থাকতে পারে না।'

'নয় কেন ?' চোখের জল সামলে রেখে প্রশ্ন করে আনা।

ভ্রনস্কি বলতে চেয়েছিলো, দ্বন্দ্বযুদ্ধের পরে—যেটা অনিবার্য বলেই তার ধারণা—সব কিছু আগের মতো চলতে পারে না। কিন্তু সে যা বললো, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

'এটা চলতে পারে না। তাই আমি আশা করি, তুমি এখন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচকে ত্যাগ করবে। আশা করি…' ভ্রনস্কি বিভ্রান্ত হয়ে, লাল হয়ে ওঠে—'আমাদের জীবন সম্পর্কে এবারে তুমি আমাকে পরিকল্পনা করতে দেবে। আসছে কাল…'

'কিন্তু আমার সন্তান !' আর্তনাদ করে ওঠে আনা, 'দেখলে তো, ও কি লিখেছে ! বাচ্চাটাকে আমায় ছেড়ে আসতে হবে—আমি তা করতে পারি না…পারবো না !'

'কিন্তু আনা, ঈশ্বরের দোহাই—কোনটা ভালো, বলো তো ? তোমার সন্তানকে ছেড়ে আসা, না কি এই জঘন্য পরিস্থিতিটা বজায় রাখা ?'

'কার পক্ষে এটা জঘন্য ?'

'সকলের পক্ষেই, সব চাইতে বেশি তোমার পক্ষে।'

'ও কথা বোলো না ··আমার কাছে ও সমস্ত কথার কোন অর্থই নেই,' আনার কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে। 'তুমি কি বোঝো না, যেদিন থেকে আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, সেদিন থেকে আমার সমস্ত কিছুই পালটে গেছে ? আমার বলতে শুধুমাত্র একটি জিনিসই আছে…একটি মাত্র জিনিস—তোমার প্রেম। সেটা থাকলে, কোন কিছুই আমাকে অপমানিত করতে পারে না। আমার অবস্থা নিয়ে আমি গর্বিত…গর্বিত, তার কারণ…' কেন গর্বিত, সে কথা বলতে পারে না আনা। লজ্জা এবং হতাশার অশ্রু ওর কণ্ঠরোধ করে দেয়। নিস্পন্দ হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ও।

ভ্রনস্কিও অনুভব করছিলো, তার গলার মধ্যে যেন কি একটা ফুলে ফেঁপে উঠছে এবং জীবনে এই প্রথম তার মনে হলো, সে কেঁদে ফেলবে। আনার জন্যে দুঃখ অনুভব করছিলো ভ্রনস্কি, অনুভব করছিলো—ওকে সে সাহায্য করতে পারে না…অথচ ওর এই করুণ অবস্থার জন্যে সমস্ত দোষ সম্পূর্ণ ভাবে তার নিজের।

'বিবাদ-বিচ্ছেদ কি সম্ভব নয়?' দুর্বল কণ্ঠে প্রশ্ন করে ভ্রনস্কি। আনা মাথা নাড়ে, কোন জবাব দেয় না। 'তুমি স্বামীকে ত্যাগ করে, তোমার ছেলেকে রাখতে পারো না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তা সবই নির্ভর করছে ওঁর ওপরে।...এখন আমাকে ওঁর কাছে যেতেই হবে।'

'মঙ্গলবার আমি পিটার্সবুর্গে থাকবো, তখনই সব কিছু স্থির করে ফেলা যাবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর ও সব নিয়ে কোন কথা নয়।'

আনার গাড়িটা ওর নির্দেশ মতো ভ্রেদে বাগানের ছোট্ট দরজাটার কাছে এসে হাজির হয়েছিলো। ভ্রনস্কিকে বিদায় জানিয়ে, গাড়ি নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলো ও।

প্রধান সচিবের সঙ্গে কাজে মগ্ন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিলেন যে, আজ মঙ্গলবার—আনা আর্কাদিয়েভনার ফিরে আসার জন্যে এই দিনটাকেই তিনি স্থির করে দিয়েছিলেন। তাই একজন ভৃত্য যখন আনার আগমন-সংবাদ জানাবার জন্যে ঘরে এসে ঢুকলো, তখন তিনি যুগপৎ বিস্মিত এবং বিরক্ত হয়ে উঠলেন।·· অতি প্রত্যুষে আনা পিটার্সবুর্গ শহরে এসে পৌঁছেছে। ওর তারবার্তা অনুযায়ী গাড়িও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ও এসে পৌঁছনোর পরে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ওর সঙ্গে দেখা করেননি। আনাকে বলা হয়েছিলো, উনি এখনও বাড়ি থেকে বেরোননি বটে, তবে সচিবের সঙ্গে কাজে ব্যস্ত আছেন।

স্বামীকে পৌঁছনোর খবরটা পাঠিয়ে, নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো আনা। জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে ও ভাবছিলো, এবারে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু একটা ঘণ্টা গড়িয়ে গেলো, তিনি এলেন না। কয়েকটা নির্দেশ দেবার ওজুহাতে আনা তখন খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকলো—উনি আসবেন, এই আশায় ইচ্ছে করেই উঁচু গলায় কথাবার্তা বললো। কিন্তু তবু উনি এলেন না—যদিও আনা শব্দ শুনে বুঝলো, সচিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উনি পড়ার-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আনা জানতো, সাধারণত উনি তাড়াতাড়ি করে অফিসে বেরিয়ে যান এবং ও তার আগেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলো যাতে ওদের একের প্রতি অন্যের মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে বৈঠকখানা-ঘর পেরিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হলো আনা। স্পষ্টতই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তখন বাইরে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত। ওঁর পরনে অফিসের পোশাক। ছোট্ট টেবিলটার ওপরে কনুই বিছিয়ে, ক্লান্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন তিনি। উনি আনাকে দেখার আগেই, আনা দেখতে পেলো ওঁকে; এবং আনা বুঝতে পারলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ওর কথাই চিন্তা করছিলেন।

আনাকে দেখে কারেনিনের মুখখানা রক্তিম হয়ে উঠলো—যা আনা আগে কখনও দেখেনি। তারপর উনি হাত ধরে আনাকে ঘরে নিয়ে এসে ওকে বসতে বললেন, কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকালেন না—তাকিয়ে রইলেন ওর কপাল আর চুলের দিকে।

'তুমি এসেছো দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি,' আনার পাশে বসে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বললেন। স্পষ্টতই উনি আনাকে কিছু বলতে চাইছিলেন। কয়েকবার কথাবার্তা শুরু করার চেষ্টাও করলেন, কিন্তু শেষ অব্দি থেমে গেলেন। আনাও বুঝতে পারছিলো না, ও কি বলবে। মানুষটার জন্যে দুঃখ হচ্ছিলো ওর। তাই স্তব্ধতাই বজায় রইলো কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

'সেরিয়োঝা ভাল আছে তো?' জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ফের বললেন, 'আজ আমি রাত্তিরে বাড়িতে খাবো না। আমাকে অফিস থেকে সোজা বাইরে চলে যেতে হবে।'

'আমি মস্কোতে যাবার কথা ভাবছিলাম,' বললো আনা।

'না, তুমি চলে এসে একেবারে সঠিক কাজটাই করেছো', কথাটা বলে ফের নিশ্চুপ হয়ে গেলেন উনি।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ,' আনার চুলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা কারেনিনের চোখ দুটো থেকে একবারের জন্যেও চোখ না নামিয়ে আনা বললো, 'আমি একটা অপরাধী নারী, একটা খারাপ মেয়ে-মানুষ। কিন্তু আমি সেদিন তোমাকে যেমন বলেছিলাম, আজও আমি ঠিক তেমনটিই আছি এবং আমি তোমাকে এ কথাই বলতে এসেছি যে আমি কিছুই পালটাতে পারবো না।'

'আমি তোমাকে সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করিনি,' ঘৃণার দৃষ্টিতে সরাসরি আনার মুখের দিকে তাকালেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'আমি ঠিক এমনটিই আশা করেছিলাম।'···ক্রোধের প্রভাবে উনি যেন নিজের গুণাবলীর ওপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছেন বলে মনে হয়। কর্কশ গলায় বলতে

থাকেন, 'তবে আমি সেদিন তোমাকে যা বলেছিলাম, চিঠিতেও তা-ই লিখেছি। এবং এখন আবার বলছি, আমি এসব কথা জানতে বাধ্য নই। এগুলোকে আমি উপেক্ষা করছি।…সমস্ত স্ত্রীরাই তোমার মতো এত মহানুভব নয় যে তারা এ সমস্ত প্রীতিপদ সংবাদ এত দ্রুত স্বামীদের জানাবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠবে।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ 'প্রীতিপ্রদ' শব্দটা বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। 'যতোক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর কেউ এ ব্যাপারটা জানবে না, যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার সুনামের হানি ঘটবে না—ততক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারটাকে আমি উপেক্ষাই করবো। আমি শুধু তোমাকে জানিয়ে রাখছি, আমাদের সম্পর্ক চিরকাল যেমন ছিলো, ঠিক তেমনিই থাকবে।'

'কিন্তু তা হতে পারে না,' আতঙ্কিত চোখে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দিকে তাকিয়ে, ভীরু কণ্ঠে বলতে শুরু করে আনা। 'আমি আর তোমার স্ত্রী থাকতে পারি না, কারণ আমি…'

'জীবনের যে রীতিনীতি তুমি বেছে নিয়েছো, তা বোধ করি তোমার চিন্তাধারার মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে?' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের ঠোঁটে এক টুকরো শীতল অথচ বিষাক্ত হাসি ফুটে ওঠে। 'আমি তোমার অতীতকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বর্তমানকে ঘৃণা করি।'

আনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করে।

'স্বামীকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানিয়েও তুমি যে কি করে তার মধ্যে নিন্দনীয় কিছু দেখতে পাচ্ছো না, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কণ্ঠস্বর উষ্ণ হয়ে ওঠে, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যপালনও তোমার কাছে নিন্দনীয়।'

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ! তুমি কি চাও আমার কাছে?'

'আমি চাই, তুমি ওই লোকটার সঙ্গে এখানে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না এবং এমন ভাবে চলবে যাতে চাকর-বাকরেরা কিংবা বাইরের কেউ তোমাকে নিন্দা করতে না পারে। আমার ধারণা, এটা তেমন কিছু বেশি নয়। এর বিনিময়ে তুমি কর্তব্যপালন না করেও একজন বিশ্বস্ত স্ত্রীর সমস্ত সুযোগ-সুবিধেগুলোই উপভোগ করতে পারবে। তোমাকে আমার আর কিছু বলার নেই।…আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আজ রাত্তিরে বাড়িতে খাচ্ছি না।'

কুর্সি ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রো-

ভিচ। আনাও উঠে দাঁড়ালো। নিঃশব্দে মাথা নুইয়ে ওকে আগে আগে বেরিয়ে যেতে দিলেন তিনি।

॥ চার ॥

কারেনিন দম্পতি একই বাড়িতে বাস করেন, প্রতিদিন তাঁদের দেখা হয়, কিন্তু তাঁরা একজন যেন অন্য জনের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ প্রতিদিন নিয়ম করে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন, যাতে চাকর-বাকরেরা কিছু ভেবে নেবার অবকাশ না পায়—কিন্তু রাত্রে বাড়িতে খাওয়ার ব্যাপারটা তিনি এড়িয়ে চলেন। ভ্রনস্কি কক্ষনো অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের বাড়িতে আসে না, কিন্তু আনা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে এবং ওর স্বামীও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন।

পরিস্থিতিটা তিনজনের পক্ষেই যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক এবং ওরা কেউই একটা দিনের জন্যেও এ অবস্থাটা মেনে নিতে পারতো না যদি না ওরা আশা করতো, এটা একটা সাময়িক কঠিন পরীক্ষামাত্র এবং শিগ্রিই এটা কেটে যাবে। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ আশা করতেন, সমস্ত কিছুর মতো এ আবেগও একদিন কেটে যাবে, সবাই এ ব্যাপারটার কথা ভুলে যাবে এবং তার নামটা অকলঙ্কিতই থাকবে। আনা, যার ওপরে পরিস্থিতিটা নির্ভরশীল এবং তিনজনের মধ্যে যার অবস্থা সব চাইতে যন্ত্রণাদায়ক—সে শুধু আশা নয়, দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতো যে খুব শিগ্রিই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কি করে সব কিছু ঠিক হবে সে সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিলো না, কিন্তু ও গভীর ভাবে বিশ্বাস করতো, এবারে খুব শিগগিরই একটা কিছু হয়ে যাবে। ভ্রনস্কি নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও আনার কথা মেনে নিতো এবং সে-ও বিশ্বাস করতো, সে নিজে কিছু না করলেও সমস্ত সমস্যা একদিন অবশ্যই সমাধান হয়ে যাবে।

একদিন বাড়িতে ফিরে এসে ভ্রনস্কি আনার একখানা চিঠি পেলো। আনা লিখেছে, 'আমি অসুস্থ এবং অসুখী। বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না, কিন্তু তোমাকে না দেখেও আর থাকতে পারছি না। আজ সন্ধ্যায় এসো। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ সাতটার সময় সমিতিতে যান, দশটা অব্দি সেখানেই থাকবেন।' স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও এভাবে সরাসরি তাকে আমন্ত্রণ

জানানোর জন্যে অবাক হয়ে এক মুহূর্ত একটু চিন্তা করে নিলো ভ্রনস্কি। তারপর স্থির করলো, সে যাবে। . .

সেই শীতেই ভ্রনস্কির পদোন্নতি হয়েছে। এখন সে একজন কর্নেল। ফৌজি আস্তানা ছেড়ে এখন সে একাই থাকে। দুপুরে একটু খাওয়া-দাওয়া করে, একটা সোফায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো সে। প্রচণ্ড আতঙ্কে চমকে উঠে যখন তার ঘুম ভাঙলো, তখন চারদিকে অন্ধকার। দ্রুত হাতে একটা মোমবাতি ধরালো ভ্রনস্কি। 'কি যেন ? কি যেন একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখছিলাম আমি ?' নিজেকে প্রশ্ন করলো সে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—এলোমেলো দাড়িওয়ালা নোংরা একটা বেঁটেখাটো মানুষ সামনের দিকে ঝুঁকে কি যেন করছিলো। হঠাৎ সে ফরাসী ভাষায় কি যেন অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে শুরু করলো। হ্যাঁ, স্বপ্নটাতে আর কিছুই ছিলো না। কিন্তু এতে অতো ভয় লাগছিলো কেন ?' স্বপ্নের সেই কৃষক এবং তার সেই ফরাসী কথাগুলো ফের সুস্পষ্টভাবে মনে পড়লো ভ্রনস্কির—আতঙ্কের একটা শীতল শিহরণ নেমে গেলো তার মেরুদণ্ড বেয়ে।···

ইতিমধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গিয়েছিলো। ঘন্টি বাজিয়ে চাকরকে ডেকে, দ্রুত পোশাক-পরিচ্ছদ পরে নিলো ভ্রনস্কি। তারপর স্বপ্নের কথাটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র দেরি হয়ে যাবার দুশ্চিন্তা নিয়ে, সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। গাড়ি নিয়ে কারেনিনের বাড়ির সদর-দরজায় পৌঁছে একবার নিজের ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। দেখলো, নটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অন্য গাড়িটাকে আনার গাড়ি বলে চিনতে পারলো ভ্রনস্কি। 'ও আমার কাছেই আসছে,' ভাবলো ভ্রনস্কি। 'সেটাই ভালো—ওই বাড়িটাতে গিয়ে ঢোকা, আমার মোটেই পছন্দ নয়। কিন্তু সে যাই হোক, এখন তো আমি আর নিজেকে লুকোতে পারবো না !' ভ্রনস্কি নিজের স্লেজ থেকে নেমে দরজার দিকে এগুতেই দরজাটা খুলে গেলো, কম্বল হাতে নিয়ে একজন পরিচারক বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। সাধারণত ভ্রনস্কি কখনও খুঁটিনাটি জিনিসগুলো লক্ষ্য করে না, কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে দেখে লোকটার মুখে ফুটে ওঠা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি তার নজর এড়ালো না। পরমুহূর্তেই দরজার সামনে ভ্রনস্কি প্রায় অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়লো। কারেনিনের নিষ্পলক ম্লান চোখ দুটো খানিকক্ষণ স্থির হয়ে রইলো ভ্রনস্কির দিকে। ভ্রনস্কি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। অ্যালেক্সি অ্যালেক-জান্দ্রোভিচ নিজের ঠোঁট দুটোকে চুষে নিলেন একবার, হাতটা তুলে

ধরলেন টুপির কাছ বরাবর, তারপর একবারও পেছনের দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে চেপে উধাও হয়ে গেলেন। ভ্রনস্কি হলঘরে গিয়ে ঢুকলো। তার ভুরু দুটো তখন কুঁচকে উঠেছে, চোখ দুটো জলজল করছে অহঙ্কার আর ক্রোধের আলোয়।

'কি একখানা পরিস্থিতি!' ভ্রনস্কি ভাবলো, 'লোকটা যদি লড়াই করতো, যদি নিজের সম্মানের জন্যে ঘুরে দাঁড়াতো, তাহলে আমি কিছু করতে পারতাম···আমার অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করতে পারতাম। কিন্তু এই দুর্বলতা কিংবা হীনতা···লোকটা আমাকে এমনভাবে দেখছে যেন আমি ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা একটা সাপ—যা আমি কোনদিন হতে চাইনি, চাইবোও না।'

ভ্রেদে বাগানে সেদিন আনার সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর থেকেই ভ্রনস্কির মনোভাব পালটে গেছে। আনা সম্পূর্ণভাবে তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে, নিজের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে শুধু তার মুখের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। নিজের অজান্তে আনার দুর্বলতার কাছে পরাজয় মেনে নিয়ে, ভ্রনস্কিও বহুদিন হলো আর মনে করে না যে তাদের এ বন্ধন কোনদিন ছিন্ন হবে—যা সে আগে ভাবতো। তার উচ্চাশার অভিলাষ এবং পরিকল্পনাগুলো আবার পটভূমির নির্জনতায় ফিরে গেছে। নিজের আবেগের কাছে এখন সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেছে ভ্রনস্কি এবং সেই আবেগ আনার সঙ্গে ক্রমশ আরও বেশি ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে ফেলছে তাকে।

হলঘরে থাকতেই আনার ফিরে যাওয়া পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ভ্রনস্কি। সে জানতো, আনা এতোক্ষণ তাকেই আশা করছিলো, তার পায়ের শব্দ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছিলো—এখন বৈঠকখানায় ফিরে যাচ্ছে।

'না,' ভ্রনস্কিকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে আনা—প্রথম কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চোখে জল এসে যায় ওর। 'এভাবে চললে, শেষটা অনেক—অনেক তাড়াতাড়ি এসে যাবে।'

'কি হয়েছে, সোনা?'

'কি হয়েছে? এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা ধরে কি উদ্বেগ নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম! নাঃ, থাক···তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে পারবো না। অবিশ্যি তুমি আসবেই বা কি করে!' ভ্রনস্কির কাঁধে হাত দুটো রেখে আনা নিজের অতলান্ত গভীর, বাসনায় গাঢ় অথচ অনুসন্ধিৎসু চোখ দুটি মেলে

বহুক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে ভ্রনস্কির দিকে। যতোটা সময় ভ্রনস্কিকে ও দেখেনি, সেটা পুষিয়ে নেবার জন্যেই ভ্রনস্কির মুখখানা দেখে নিচ্ছিলো ও, প্রতিবারের মতো মিলিয়ে নিচ্ছিলো ওর কল্পনায় আঁকা ভ্রনস্কির ছবিটার সঙ্গে (তুলনামূলক ভাবে সেটা আরও সুন্দর, বাস্তবে তেমনি হওয়া অসম্ভব) বাস্তবের মানুষটাকে।

'আলেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হলো?' ভ্রনস্কির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলো আনা। ওর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক, ব্যঙ্গের সুরে ভরা।

'দরজার সামনে আমরা দুজনে মুখোমুখি হয়েছিলাম।'

'তখন সে তোমাকে এমনি ভাবে অভিবাদন করলো?' চোখ দুটো আধ-বোজা করে দ্রুত অভিব্যক্তি পালটে ফেললো আনা। আচমকা ভ্রনস্কি লক্ষ্য করলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ যেভাবে মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন, আনার সুন্দর মুখখানিতে অবিকল তেমনি অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। ভ্রনস্কি স্মিত হাসলো, আনা হেসে উঠলো খুশিয়াল সুরে—সেই মিষ্টি, অন্তরঙ্গ হাসি যা ওর অন্যতম আকর্ষণ।

'ভদ্রলোককে আমি একটুও বুঝতে পারি না। এমন একটা পরিস্থিতি উনি সহ্য করছেন কি করে? অথচ ব্যাপারটা যে উনি অনুভব করছেন, তা স্পষ্টই বোঝা যায়।'

'ও কিছুই বোঝে না, কিছুই অনুভব করে না। অনুভূতি আছে এমন কোন পুরুষমানুষ কি বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর সঙ্গে একই বাড়িতে বাস করতে পারে? তার সঙ্গে কথা বলতে পারে? তাকে 'প্রিয়া আমার' বলে ডাকতে পারে? ও মানুষ নয়, ও আদপেই একটা মানুষ নয়—ও একটা পুতুল!... ওর জায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে বহুদিন আগেই আমার মতো একটা স্ত্রীকে খুন করে ফেলতাম...টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। ও মানুষ নয়, ও একটা সরকারী যন্ত্র। ও বোঝে না যে আমি তোমারই স্ত্রী, ও একটা বাইরের মানুষ...একটা অর্থহীন অস্তিত্ব মাত্র।...কিন্তু ওর কথা এখন থাক।...'

'বেশ', ভ্রনস্কি ওকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। 'তার চাইতে বরং বলো, তোমার কি হয়েছে? ডাক্তার কি বলছেন? আমাব কিন্তু মনে হয়, এটা অসুস্থতা নয়।...ওটা কবে হবে?'

আনার দুচোখ থেকে বিদ্রূপের আলোটা মরে যায়। তার বদলে এক নিবিড় বিষাদ নেমে আসে ওর সারা মুখ জুড়ে।

'শিগগির। তুমি বলছো, আমাদের পরিস্থিতিটা বড়ো করুণ, বড়ো যন্ত্রণাদায়ক—এটাকে অবশ্যই শেষ করে ফেলতে হবে। কিন্তু তুমি যদি জানতে, এটা আমার পক্ষে কতো বেশি ভয়ঙ্কর!' আনার দু চোখে অশ্রু ভরে ওঠে, ভ্রনস্কির আমার হাতায় হাত রাখে ও। 'আমরা যেমন ভেবেছি, ওটা তেমনি করে আসবে না। কথাটা আমি তোমাকে বলতে চাইনি, তুমিই আমাকে বলতে বাধ্য করলে। শিগগিরি···খুব শিগগিরি সব কিছু শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা সবাই শান্তি পাবো·· তখন কাউকে আর কষ্ট পেতে হবে না।'

'বুঝলাম না,' ওর কথাটা বুঝেও, বললো ভ্রনস্কি।

'তুমি জানতে চাইলে, কবে? শিগগিরই। কিন্তু তারপরে আমি আর বাঁচবো না।·· না, না, আমাকে বাধা দিয়ো না—' কথাটা বলার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে থাকে আনা—'আমি তা জানি, নিশ্চিত ভাবেই জানি। আমি মরে যাবো। মরবো বলে আমি ভীষণ খুশি···মরে গিয়ে আমি তোমাকে আর আমাকে মুক্তি দিয়ে যাবো।'

আনার দু চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে। নিজের আবেগ লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় মুখ নিচু করে ওর হাতে চুমু দিতে শুরু করে ভ্রনস্কি।

'হ্যাঁ, সেটাই বরং ভালো।' শক্ত করে ভ্রনস্কির হাতটা আঁকড়ে ধরে আনা, 'সেটাই একমাত্র পথ—আমাদের কাছে শুধু ওই একটা পথই রয়েছে।'

'কি আজে-বাজে কথা বলছো!' নিজেকে সামলে নিয়ে মুখ তোলে ভ্রনস্কি।

'না, সেটাই সত্যি।'

'কি? কোনটা সত্যি?'

'আমি মরে যাবো।···আমি স্বপ্ন দেখেছি।'

'স্বপ্ন?' পুনরাবৃত্তি করে ভ্রনস্কি এবং তৎক্ষণাৎ স্বপ্নে দেখা সেই কৃষকের কথাটা তার মনে পড়ে যায়।

'হ্যাঁ, একটা স্বপ্ন। দেখলাম, কি একটা খুঁজে আনার জন্যে আমি শোবার ঘরে ছুটে গেছি। কিন্তু শোবার ঘরে, কোণের দিকে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম— লোকটা একজন কৃষক, এলোমেলো দাড়ি, ছোট্টখাট্টো চেহারা, ···সে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি! আমি পালিয়ে যেতে

চাইছিলাম। কিন্তু লোকটা একটা বস্তার ওপরে ঝুঁকে দাঁড়ালো, দু হাত দিয়ে হাতড়াতে লাগলো বস্তাটাকে…’

আনা দেখালো, কি ভাবে হাত নাড়ছিলো লোকটা। আনার সারা মুখে আতঙ্ক, আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে ওর চোখ দুটো। নিজের স্বপ্নটার কথা মনে করে সেই একই আতঙ্ক অনুভব করলো ভ্রনস্কি।

‘লোকটা হাতড়াচ্ছিলো আর খুব তাড়াতাড়ি ফরাসী ভাষায় বলছিলো—ও অপরাধী…ওকে মারো, কাটো, গুঁড়িয়ে ফেলো, পিণ্ড করে দাও।…ভয়ে আমি জেগে উঠতে চেষ্টা করলাম, জেগে উঠলামও—কিন্তু সেটা স্বপ্নের মধ্যে জেগে ওঠা। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতে শুরু করলাম, কি অর্থ এর। তখন কর্নি আমাকে বললো—আপনি মরে যাবেন মাদাম, বাচ্চা হতে গিয়ে আপনি মারা যাবেন।… তারপর ঘুমটা ভেঙে গেলো।’

‘যত রাজ্যের আজে-বাজে কথা!’ ভ্রনস্কি বললো। কিন্তু সে নিজেই অনুভব করলো, তার কণ্ঠস্বরে এতটুকুও আত্মপ্রত্যয় ছিলো না।

‘কিন্তু ও সব কথা এখন থাক। তার চাইতে বরং ঘন্টিটা বাজাও, আমি চা খাবো। তুমিও আর কিছুক্ষণ থাকো। আর বেশি দিন তো আমি…’

বলতে বলতে থেমে যায় আনা। মুহূর্তের মধ্যে ওর মুখের অভিব্যক্তি পালটে যায়। আচমকা আতঙ্ক ও উত্তেজনার বদলে নেমে আসে কোমল, শান্ত আর সস্নেহ একাগ্রতা। ভ্রনস্কি ওর এই আকস্মিক পরিবর্তনের কোন অর্থ অনুমান করতে পারছিলো না। আসলে আনা তখন ওর ভেতরকার নতুন জীবনটার চাঞ্চল্য অনুভব করছিলো সমস্ত প্রাণ-মন দিয়ে।

রাত তিনটে অব্দি পড়ার ঘরে পায়চারি করে কাটালেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। সমস্ত রাত ধরে তাঁর ক্রোধ ক্রমাগত বেড়ে উঠছিলো এবং সকাল বেলায় সেটা একেবারে চরম সীমায় গিয়ে পৌছলো। দ্রুত বেশভূষা সেরে নিয়ে, সোজা স্ত্রীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। আনা ভেবে-ছিলো, স্বামীকে ও ভালমতোই চেনে। কিন্তু অ্যালেক্সি অ্যালেক-জান্দ্রোভিচের এহেন উপস্থিতিতে ও-ও অবাক হয়ে গেলো। মানুষটার ভাবভঙ্গী, চালচলন, কণ্ঠস্বর—সমস্ত কিছুতেই এক আশ্চর্য দৃঢ় প্রত্যয় এবং কঠোরতার প্রকাশ, যা আনা আগে কখনও তাঁর মধ্যে দেখেনি। আনাকে কোন রকমের কুশল-সম্ভাষণ না করে, সোজা ওর লেখার টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ এবং আনার চাবিটা নিয়ে

একটা দেরাজ খুলে ফেললেন।

'কি চাও তুমি ?' চিৎকার করে উঠলো আনা।

'তোমার প্রেমিকের চিঠিগুলো—'

'সেগুলো এখানে নেই,' দেরাজটা বন্ধ করে দিলো আনা। কিন্তু এর ফলে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, তাঁর অনুমান যথার্থ। নিষ্ঠুর হাতে আনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে, দেরাজ থেকে একটা পোর্টফোলিয়ো ব্যাগ তুলে নিলেন তিনি। কারেনিন জানতেন, ওই ব্যাগের মধ্যেই আনা ওর সব চাইতে মূল্যবান কাগজপত্রগুলোকে রাখে।···আনা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো ব্যাগটা, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ফের ঠেলে সরিয়ে দিলেন ওকে।

'বোসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' ব্যাগটা হাতের নিচে চেপে ধরার জন্যে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাঁধটা উঁচু হয়ে রইলো। আনা বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। 'আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রেমিকটিকে এ বাড়িতে আনা আমি বরদাস্ত করবো না।'

'ওর সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার ছিলো, কারণ··'কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে নিশ্চুপ হয়ে যায় আনা—সমস্ত মুখ উষ্ণ হয়ে ওঠে ওর। তবু স্বামীর কর্কশ ব্যবহার ওর মনে সাহস এনে দেয়। 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তোমার পক্ষে আমাকে অপমান করা কত সহজ ?'

'একটা সৎ মানুষ এবং একজন সৎ মহিলা অপমানিত হতে পারে। কিন্তু একটা চোরকে চোর বলার অর্থ, স্রেফ সত্যকে সমর্থন করা।'

'তোমার মধ্যে এত নিষ্ঠুরতা আছে বলে আমি জানতাম না, এটা দেখছি নতুন !'

'একে তুমি নিষ্ঠুরতা বলো ? শুধুমাত্র শালীনতা বজায় রাখার শর্তে স্বামী তার স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়েছে, স্ত্রীকে নিজের নাম বহন করার সম্মানজনক নিরাপত্তা দিয়েছে—একে কি নিষ্ঠুরতা বলে ?'

'তুমি যদি জানতে চাও তো বলি—এটা নিষ্ঠুরতার চাইতেও খারাপ—নীচতা !' প্রবল ঘৃণায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ায় আনা।

'না !' স্বাভাবিকের চাইতে উঁচু গলায় চিৎকার করে ওঠেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, জোর করে আনাকে ফের বসিয়ে দেন তিনি। 'নীচতা ! শব্দটা ব্যবহার করার মতো সাহস যখন তোমার হলো, তখন শুনে রাখো—

স্বামীর অন্ন খেয়ে, প্রেমিকের জন্যে স্বামী এবং সন্তানকে ত্যাগ করাটাই নীচতা!'

মাথা নিচু করে বসে রইলো আনা। ও বললো না যে গতকাল সন্ধ্যাবেলাতেই ও ভ্রনস্কিকে বলেছিলো, ভ্রনস্কিই ওর স্বামী আর স্বামী ওর কাছে একটা অর্থহীন অস্তিত্বমাত্র। সে কথা আনা ভাবলো না পর্যন্ত। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কথাগুলোর যথার্থতা সম্পূর্ণ অনুভব করছিলো ও। শুধু অস্ফুটে বললো, 'এ সমস্ত কথা কেন বলছো তুমি?'

'কেন বলছি? কিসের জন্যে?' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ আগের মতোই ক্রুদ্ধ স্বরে বলতে থাকেন, 'বলছি যাতে তুমি জেনে নিতে পারো যে, যেহেতু শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে তুমি আমার ইচ্ছে মেনে চলোনি, অতএব এ-ধরনের জিনিস বন্ধ করার মতো উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমি করবো।'

'শিগগিরি, খুব শিগগিরি···সব কিছু নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাবে,' বললো আনা এবং ফের কাছে এগিয়ে আসা মৃত্যুর চিন্তায়—যে মৃত্যু এখন ওর আকাঙ্ক্ষিত—দু চোখ ভরে জল এলো ওর।

'তুমি এবং তোমার প্রেমিকটি যেমন পরিকল্পনা করেছো, এটা তার চাইতেও আগে শেষ হবে। পাশবিক কামনার তৃপ্তি যদি তোমাকে পেতেই হয়···'

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ! যে হেরে গেছে তাকে আবার আঘাত করা শুধু অমহানুভবতাই নয়, অভদ্রজনোচিতও বটে।'

'হ্যাঁ, তুমি শুধু নিজের কথাটাই চিন্তা করো। কিন্তু একটা মানুষ, যে তোমার স্বামী ছিলো—তার জ্বালা-যন্ত্রণার প্রতি তোমার এতটুকুও আগ্রহ নেই। তার সারাটা জীবন নষ্ট হয়ে গেলেই বা তোমার কি এসে যায়!' খানিকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে, আসছে কাল আমি মস্কোতে যাচ্ছি—আর এ বাড়িতে ফিরবো না। আমার সিদ্ধান্তের কথা তুমি উকিলের মারফৎ পেয়ে যাবে···বিবাহ-বিচ্ছেদের দায়িত্বটা আমি তাঁকেই দেবো। আর আমার ছেলে আমার বোনের কাছে যাবে।'

'সেরিয়োঝাকে তুমি ভালোবাসো না···শুধু আমাকে আঘাত দেবার জন্যেই তুমি ওকে নিচ্ছো।···ওকে তুমি আমায় দাও।'

'হ্যাঁ, ছেলের প্রতি স্নেহটুকুও আমি হারিয়েছি। কারণ তোমার প্রতি যে বিকর্ষণ আমি অনুভব করি, তার সঙ্গে সে-ও জড়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও

আমি ওকে নেবো। বিদায়!'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন, কিন্তু এবারে আনা তাঁকে থামিয়ে দিলো।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, সেরিয়োঝাকে তুমি আমায় দাও!' আরও একবার ফিসফিসিয়ে বললো আনা। 'আমার আর কিচ্ছু বলার নেই। অন্তত যদ্দিন আমার··শিগগিরি প্রসবের জন্যে আমাকে আটকে থাকতে হবে···অন্তত তদ্দিনের জন্যে সেরিয়োঝাকে দাও!'

প্রচণ্ড রাগে আনার হাত থেকে নিজের হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে, একটিও কথা না বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

মস্কোতে গিয়ে পৌঁছবার পরের দিন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে করে ফিরছিলেন। গাজেৎনি প্লেসের মোড়ে সর্বদা গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় লেগেই থাকে। সেখানে আচমকা উঁচু এবং উচ্ছল কণ্ঠস্বরে কে একজন তাঁর নাম ধরে ডাকছে শুনে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ পেছন ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না। পাশপথের কোণের দিকে দাঁড়িয়ে ছিলো স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ—পরণে ছোট মাপের কেতাদুরস্ত ওভারকোট, মাথায় নিচু কানাওয়ালা টুপি, মুখে হাসি। একটা গাড়ির জানলায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিলো সে, হাত তুলে ডাকছিলো ভগ্নীপতিকে। গাড়ির জানলা দিয়ে মখমলের টুপি পরা একটি মহিলার মাথা এবং দুটি বাচ্চাকেও দেখা যাচ্ছিলো। মহিলাটিও মিষ্টি হেসে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দিকে হাত নাড়লেন। ওরা ডলি এবং ওর বাচ্চারা।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ মস্কোতে কারুর সঙ্গে দেখা করতে চাননি, অন্তত স্ত্রীর ভাইয়ের সঙ্গে তো নয়ই। মাথা থেকে টুপিটা একবার তুললেন তিনি···হয়তো গাড়ি হাঁকিয়ে চলেই যেতেন—কিন্তু অবলনস্কি কোচোয়ানকে থামতে বলে, বরফের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে কাছে এসে হাজির হলো।

'কি লজ্জার কথা, আমাদের একবার জানাননি পর্যন্ত! অনেকদিন ধরেই এখানে আছেন নাকি?' বরফগুলো ঝেড়ে ফেলার জন্যে এক পা দিয়ে অন্য পায়ে আঘাত করতে থাকে অবলনস্কি।

'সময় ছিলো না, ভীষণ ব্যস্ত,' শুকনো গলায় জবাব দিলেন কারেনিন।

'আসুন, আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া পা দুটোকে কম্বলের আশ্রয় থেকে বের করে, গাড়ি থেকে নেমে এলেন কারেনিন। তারপর বরফ পেরিয়ে এগিয়ে গেলেন দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার দিকে।

'কি ব্যাপার, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ?' ডলির মুখে স্মিত হাসি, 'আপনি এভাবে আমাদের এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?'

'আমি ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম। আপনাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হলাম!' কারেনিনের কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বিপরীত মনোভাব প্রকাশ হয়ে ওঠে। 'আপনি কেমন আছেন?'

'আনা কেমন আছে বলুন!'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বিড়বিড় করে কি একটা জবাব দিয়ে, চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু অবলনস্কি তাঁকে থামিয়ে দিলো।

'শোন ডলি, কাল তুমি ওঁকে রাত্তিরে খেতে বলো। আমি কোজনিশেভ আর পেস্তসভকেও বলে দেবো—'

'হ্যাঁ, দয়া করে আসবেন।' ডলি বললো, 'আমরা পাঁচটার সময় আপনাকে আশা করবো···অথবা ছ'টায়—যা আপনার খুশি। হ্যাঁ, আনা কেমন আছে? কতদিন হয়ে গেলো··'

'বেশ ভালই আছে,' ভ্রূ কুঁচকে অস্ফুট গলায় বললেন কারেনিন। তারপর এগিয়ে গেলেন নিজের গাড়ির দিকে।

'আপনি আসছেন তো?' পেছন থেকে প্রশ্ন করলো ডলি।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ কিছু একটা বললেন, কিন্তু চলন্ত গাড়ি-ঘোড়ার আওয়াজে ডলি তা বুঝতে পারলো না।

'আমি কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো,' অবলনস্কি চিৎকার করে বললো।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ গাড়িতে উঠে কোণের দিকে হেলান দিয়ে বসলেন—যাতে কাউকে দেখতে না হয় বা তাঁকেও কেউ দেখতে না পায়।

'অদ্ভুত লোক!' স্ত্রীকে বললো অবলনস্কি। তারপর ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে, স্ত্রী ও বাচ্চাদের আদর জানানোর ভঙ্গিমায় নিজের মুখের সামনে হাতটা একটু নেড়ে, লম্বা লম্বা পায়ে পাশপথ ধরে হাঁটতে শুরু করলো।

'স্তিভা! স্তিভা!' ডলির মুখ লাল হয়ে ওঠে।

অবলনস্কি ঘুরে দাঁড়ায়।

'তুমি তো জানো, গ্রিশা আর তানিয়ার জন্যে আমাকে কোট কিনতে

হবে। আমাকে টাকাটা দাও।'

'চিন্তার কিছু নেই। ওদের বলে দিয়ো, টাকাটা আমি মিটিয়ে দেবো।' গাড়িতে চেপে যাওয়া একটি পরিচিত মানুষের দিকে সদয় ভঙ্গিমায় মাথা নেড়ে, উধাও হয়ে গেলো অবলনস্কি।

পরের দিন, রোববার, বলশয় থিয়েটারে একটা ব্যালের মহলায় গিয়ে হাজির হলো অবলনস্কি। সেখানে আগের দিন সন্ধ্যায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো মাশা চিভিসভ নামে এক সুন্দরী নতর্কীকে একছড়া প্রবালের মালা উপহার দিলো সে এবং উইংসের আধো-অন্ধকারে মেয়েটির সুন্দর মুখখানিতে একটি চুম্বনও উপহার দিতে সক্ষম হলো। হারছড়া উপহার দেওয়া ছাড়াও তার ইচ্ছে ছিলো, ব্যালেটা হয়ে যাবার পরে মেয়েটির সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে রাখা। মেয়েটিকে সে বুঝিয়ে বললো, ব্যালের শুরুটাতে সে উপস্থিত থাকতে পারছে না—কিন্তু কথা দিলো, শেষ অঙ্কের সময় সে আসবে এবং ওকে নিয়ে বাইরে খেতে যাবে। থিয়েটার থেকে ওহোটনি রো'তে গিয়ে, রাতের জন্যে কিছু মাছ এবং শাকসব্জি কিনে নিলো অবলনস্কি। সেখান থেকে বারোটা নাগাদ গিয়ে হাজির হলো দুস্সট্-এ। অবলনস্কি যে তিনজন মানুষের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক, ভাগ্যক্রমে তারা সকলেই এখন এই একই হোটেলের বাসিন্দা। এদের মধ্যে প্রথম জন, অর্থাৎ লেভিন, মাত্র কিছু দিন হলো বিদেশ থেকে ফিরে এসে এখন এখানে রয়েছে। দ্বিতীয় জন, অবলনস্কির নতুন বিভাগীয় প্রধান—পদোন্নতির ফলে তিনি একেবারে হালে এই পদের অধিকারী হয়েছেন। এবং তৃতীয় জন হচ্ছেন অবলনস্কির ভগ্নীপতি—রাত্রে নেমন্তন্নের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে নেবার জন্যে যার সঙ্গে অবলনস্কির অবশ্যই দেখা করা প্রয়োজন।

অবলনস্কি যখন লেভিনের ঘরে ঢুকলো, তখন লেভিন তেভিয়ের এক কৃষকের সঙ্গে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটা সদ্য-ছাড়ানো ভালুকের চামড়া মেপে দেখছিলো।

'আরে! তুমি এটা মেরেছো? মাদি ভালুক নাকি?' চিৎকার করে উঠলো অবলনস্কি। 'অ্যারহিপ, তুমি কেমন আছো?' কৃষকটির সঙ্গে করমর্দন করে, টুপি এবং কোট না খুলেই বসে পড়লো সে।

'নাও, কোটটা খুলে একটু বসো,' অবলনস্কির টুপিটা নিয়ে বললো লেভিন।

'নাঃ, সময় নেই···স্রেফ এক সেকেণ্ডের জন্যে এসেছি।' কোটের বোতামগুলো খুলে জবাব দিলো অবলনস্কি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোটটা সে খুলেই ফেললো, পুরো ঘণ্টা খানেক ধরে শিকার এবং বিশেষ অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গগুলো নিয়ে কথাবার্তা বললো লেভিনের সঙ্গে।

'এবারে বলো দেখি, বাইরে গিয়ে তুমি কি করলে ?' কৃষকটি চলে যাবার পরে জানতে চাইলো অবলনস্কি। 'কোথায় ছিলে তুমি ?'

'জার্মানী, প্রাশিয়া, ফ্রান্স আর ইংলণ্ডে ছিলাম। না, রাজধানীগুলোতে নয়, শিল্প-নগরগুলোতে। এমন অনেক কিছুই দেখলাম, যা আমার কাছে নতুন।···বাইরে গিয়েছিলাম বলে আমি সত্যিই খুব খুশি।'

'হ্যাঁ, শ্রমিক-সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে তোমার চিন্তাধারার কথা আমি জানি।'

'না, রাশিয়ায় শ্রমিক-সমস্যা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। রাশিয়ায় প্রশ্নটা হচ্ছে, শ্রমিকের সঙ্গে জমির সম্পর্কের ব্যাপারে। অবিশ্যি প্রশ্নটা সেখানেও রয়েছে—কিন্তু সেখানে বিষয়টা হচ্ছে, যা ধ্বংস হয়ে গেছে তা মেরামতির ব্যাপারে···আর আমাদের এখানে···'

'কিন্তু আমাকে এবারে যেতে হচ্ছে,' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অবলনস্কি।

'আরে, আর একটু থাকো!' ওকে আটকে রাখে লেভিন, 'আবার কবে আমাদের দেখা হবে বলে তো ? আমি কালকেই চলে যাচ্ছি।'

'দেখেছো, আমি সত্যিই চমৎকার মানুষ! আরে, ঠিক সেজন্যেই তো আমার এখানে আসা! শোন, আজ রাত্তিরে তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে। তোমার দাদাও আসছেন আর কারেনিন, মানে আমার ভগ্নীপতিও আসবেন।'

লেভিন কিটির কথা জানতে চাইছিলো। শীতের শুরুতে সে শুনেছিলো, কিটি ওর দিদির সঙ্গে (যে দিদি কূটনীতিজ্ঞের স্ত্রী) পিটার্সবুর্গে রয়েছে। কিন্তু ও ফিরে এসেছে কি না, তা সে জানে না। তবু মত পরিবর্তন করে লেভিন সে কথা জানতে চাইলো না। 'ও ফিরুক বা না ফিরুক, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না,' নিজেকে বললো সে।

'তা হলে তুমি আসছো ?'

'অবশ্যই।'

'তাহলে পাঁচটার সময় কিন্তু···আর সান্ধ্য-পোশাকে নয়।'

উকিলের কাছে লেখা চিঠিটা খামে বন্ধ করতে করতে অবলনস্কির উঁচু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন কারেনিন। অবলনস্কি অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের চাকরটার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করছিলো, বারবার পীড়াপীড়ি করছিলো যাতে চাকরটা মনিবের কাছে গিয়ে তার আগমন-সংবাদ জানায়।

'ওঁর বোনের সঙ্গে আমার সাম্প্রতিক সম্পর্কটার কথা আমি এক্ষুনি ওঁকে জানিয়ে দেবো,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ভাবলেন, 'এবং ওঁকে বুঝিয়ে বলবো, কেন আমি ওঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতে পারছি না।'

'ভেতরে আসুন,' কাগজ-পত্রগুলো গোছগাছ করে চোষ কাগজের তলায় রেখে, উঁচু গলায় বললেন কারেনিন।

'তাহলে দেখেছো, তুমি বাজে কথা বলছিলে কি না! উনি তো বাড়িতেই রয়েছেন।' চাকরকে কথাটা বলে, কোট খুলে, ঘরে গিয়ে ঢুকলো অবলনস্কি। 'আপনার দেখা পেয়ে আমি সাংঘাতিক খুশি হয়েছি। কাজেই আমি আশা করছি…'

'আমি আপনার ওখানে যেতে পারছি না,' দাঁড়ানো অবস্থাতেই শীতল কণ্ঠে বললেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ—অতিথিকে বসতেও বললেন না উনি।

'কেন পারবেন না? কি বলছেন আপনি?' বিভ্রান্তিতে ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করে অবলনস্কি। স্বচ্ছ ঝলমলে চোখ দুটো মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় সে, 'কিন্তু আপনি তো কথা দিয়েছিলেন· আপনি আসবেন বলে আমরা সবাই আশা করে রয়েছি·'

'আমি আপনাকে বলতে চাইছি যে আমি আপনার ওখানে খেতে যেতে পারছি না। কারণ আমাদের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক ছিলো, তা অবশ্যই শেষ করে ফেলতে হবে।'

'কি করে? কি বলছেন আপনি? কিসের জন্যে?' অবলনস্কির মুখে মৃদু হাসির রেখা।

'কারণ আপনার বোন, মানে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে আমি বিচ্ছেদের মামলা আনছি। আমার উচিত…'

কিন্তু অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ কথাটা শেষ করার আগেই অবলনস্কি এমন করতে থাকে, যা সে করবে বলে আশাও করা যায় না।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে, আরাম-কুর্সিতে শরীর ডুবিয়ে দেয়

অবলনস্কি, 'না না, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ! এ কি বলছেন আপনি?'

অবলনস্কির মনের যন্ত্রণা তার মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে।...

'হ্যাঁ, ঘটনাটা তা-ই।'

'মাফ করবেন, কিন্তু কথাটা ..কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ কুর্সিতে বসে পড়লেন। তিনি অনুভব করলেন—তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন, তাঁর কথাগুলোর প্রতিক্রিয়া ঠিক তেমনটি হয়নি। এখন নিজের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলার ব্যাপারটা আর এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। এবং যে ব্যাখ্যাই তিনি রাখুন না কেন, শ্যালকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অপরিবর্তিতই থাকবে।

'হ্যাঁ, বাধ্য হয়েই আমাকে বিচ্ছেদ প্রার্থনা করার মতো যন্ত্রণাদায়ক প্রয়োজনটা অনুভব করতে হয়েছে।'

'আমি শুধু একটা কথাই বলবো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। আমি আপনাকে একজন চমৎকার ন্যায়পরায়ণ মানুষ বলেই জানি। আর আনাকেও আমি জানি—মাফ করবেন, ওর সম্পর্কে আমি নিজের অভিমত বদলাতে পারছি না—আমি ওকে একটি সুন্দর, ভাল মেয়ে বলেই জানি। কাজেই, মাফ করবেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, কথাটা আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে।'

'হায় রে, এটা যদি শুধু একটা ভুল-বোঝাবুঝিই হতো!...'

'মাফ করবেন,' ওঁকে বাধা দেয় অবলনস্কি, 'আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা কথা...আপনি তাড়াহুড়ো করে কিছু করবেন না। তাড়াহুড়ো করে অবশ্যই কিছু করবেন না!'

'আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করছি না,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কণ্ঠস্বর বরফের মতো শীতল। 'কিন্তু এ ধরনের একটা ব্যাপারে কেউ অন্য কারুর পরামর্শ চাইতে পারে না। আমি একেবারে মনস্থির করে ফেলেছি।'

'কি সাংঘাতিক!' অবলনস্কি শিউরে ওঠে। 'আপনার কাছে আমি একটি মাত্র মিনতি জানাবো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। আমি যদি সঠিক বুঝে থাকি,তাহলে আইনের দিক দিয়ে এখনও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তেমন কোন ব্যবস্থা নেবার আগে, আপনি দয়া করে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন ওর সঙ্গে কথা বলুন। আনাকে ও নিজের বোনের মতো ভালবাসে, আর আপনাকেও ভালবাসে। ও সত্যিই এক চমৎকার মহিলা। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। অন্তত এটুকু অনুগ্রহ করুন আমাকে,

আমি মিনতি করছি!'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ চিন্তা করতে থাকেন। অবলনস্কি তাঁর নিশ্চুপতায় বাধা না দিয়ে, এক রাশ সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে।

'আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন?'

'জানি না। ঠিক এই কারণের জন্যেই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করিনি। আমি মনে করেছিলাম, আমাদের সম্পর্ক নিশ্চয়ই বদলে যাবে।'

'তা কেন হবে? আমি কিন্তু তা বুঝতে পারছি না। আমার সঙ্গে আপনার পারিবারিক সম্পর্ক যতটা আছে, আপনার সম্পর্কে চিরদিন আমার মনে অন্তত ততটাই বন্ধুত্বের অনুভূতি রয়ে গেছে—এবং সেটা আন্তরিক ভাবে।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের হাতে চাপ দেয় অবলনস্কি। আপনার সব চাইতে বিশ্রী অনুমানটাও যদি সত্যি হয়, তাহলেও আমি কক্ষনো এক পক্ষের হয়ে অন্য পক্ষকে বিচার করবো না। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না, আমাদের সম্পর্কটা এতে কেন ঘা খাবে। যাই হোক, আপনি এটুকু করুন—আপনি এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন।'

'ব্যাপারটা আমরা আলাদা আলাদা ভাবে দেখছি,' কারেনিন ঠাণ্ডা গলায় বললেন। 'যাই হোক, ও নিয়ে আমরা আলোচনা করবো না।'

'না। কিন্তু আপনি আজ রাত্তিরে খেতে আসবেন না কেন? আমার স্ত্রী আশা করে আছে, আপনি আসবেন। দয়া করে আসুন—ওই ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলুন। ও ভারি চমৎকার মেয়ে! ঈশ্বরের দোহাই ··আমি হাঁটু মুড়ে অনুরোধ করছি!'

'আপনার যখন এতই ইচ্ছে, আমি আসবো—' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

পাঁচটা বেজে গেছে। গৃহস্বামী নিজে তখনও বাড়িতে ফিরে আসেননি, অথচ বেশ কয়েকজন অতিথি ইতিমধ্যেই এসে হাজির হয়েছেন। অবশেষে বৈঠকখানায় ঢুকে অবলনস্কি সমাগত অতিথিদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিলো—সবাইকে বুঝিয়ে বললো, কোনো এক প্রিন্স তাকে এভাবে দেরি করিয়ে দিয়েছেন।···নিজের অনুপস্থিতি এবং দেরি করে আসার দায়িত্ব অবলনস্কি চিরকালই ওই কাল্পনিক প্রিন্সের ওপরে চাপিয়ে দেয়। যাই হোক, মুহূর্তের মধ্যে সে অতিথিদের পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিয়ে, অ্যালেক্সি

অ্যালেকজান্দ্রোভিচ এবং সার্জেই কোজনিশেভের মধ্যে পোল্যাণ্ডের রাশিয়াকরণ সম্পর্কে এক আলোচনা শুরু করিয়ে দিলো। অবিলম্বে পেশুসভও তাদের আলোচনায় জড়িয়ে পড়লো। তুরোভৎসিনের পিঠে টোকা দিয়ে অবলনস্কি তার কানে কানে কি যেন একটা মজার কথা বললো এবং ডলি ও বৃদ্ধ প্রিন্সের কাছে তাকে হাজির করিয়ে রাখলো। কিটিকে বললো, আজকের এই সন্ধ্যায় ওকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে এবং ওকে এনে দাঁড় করিয়ে দিলো কারেনিনের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানার পরিবেশটা প্রাণময় হয়ে উঠলো, চতুর্দিকে শুধু আনন্দগুঞ্জন। কনস্তানতিন লেভিনই একমাত্র ব্যক্তি যে তখন পর্যন্ত এসে পৌছয়নি। খাওয়ার ঘরে গিয়ে অবলনস্কি আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করলো, পোর্ট এবং শেরি দ্রেপ্রে থেকে আনা হয়েছে—লেভি থেকে নয়। কোচোয়ানকে যথাসম্ভব দ্রুত লেভিতে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে বৈঠকখানায় ফিরে আসছিলো সে, কিন্তু সেখানেই লেভিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তার।

'আমার দেরি হয়নি তো?'

'কোনদিনই তুমি দেরি করে ছাড়া হাজির হতে পারো না!' লেভিনের হাতটা ধরে বললো অবলনস্কি।

'তোমার এখানে অনেক লোক হয়েছে নাকি? কে কে আসছেন?' টুপি এবং দস্তানা থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তেও লাল হয়ে উঠলো লেভিন।

'সবই নিজেদের লোক। কিটিও আছে। এসো, কারেনিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

নিজের সমস্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও অবলনস্কি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলো যে, কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ব্যাপারটা একটা বিশেষ ধরনের স্তাবকতা বলে মনে হবে এবং সে সম্মান সে নিজের সব চাইতে বড়ো বন্ধুকেই দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ধরনের আলাপ করার সুযোগ পেয়ে সন্তুষ্টি অনুভব করার মতো মানসিকতা লেভিনের ছিলো না। হঠাৎ পলকের জন্যে রাজপথে কিটিকে এক ঝলক দেখার কথাটা না ধরলে, সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায় যখন ভ্রনস্কির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিলো—তারপর থেকে কিটিকে সে আর দেখেনি। লেভিন মনে মনে জানতো, আজ এখানে কিটির সঙ্গে তার দেখা হবে। কিন্তু নিজের চিন্তাগুলোকে অবারিত রাখার জন্যে সে নিজেকে বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছিলো, কথাটা সে জানে না। তবু যখন সে শুনলো যে কিটি এখানেই আছে, তখন আচমকা আনন্দ আর

উদ্বেগে তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো—যা সে বলতে চাইছিলো তা বলতে পারলো না।

'কেমন দেখাচ্ছে ওকে? সেই আগের মতো, না কি সেদিন সকালে গাড়ির মধ্যে যেমনটি দেখেছিলাম—তেমনি? দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা সেদিন আমাকে যা বলেছিলো, তা যদি সত্যি হয়? সত্যি হবে না-ই বা কেন?' নিজের মনে ভাবছিলো লেভিন।

'হ্যাঁ, কারেনিনের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দাও,' সচেষ্ট প্রয়াসে বললো লেভিন। তারপর মরিয়া হয়ে বৈঠকখানায় ঢুকেই দেখতে পেলো কিটিকে।··· কিটিকে আগের মতো লাগছিলো না। সেদিন গাড়িতে ওকে যেমনটি দেখাচ্ছিলো, তেমনটিও না। সম্পূর্ণ অন্যরকম দেখাচ্ছিলো কিটিকে।··· কিটি যেন বিচলিত, লজ্জিত—লজ্জায় রাঙা ওর মুখ এবং সেইজন্যেই আরও সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওকে।

লেভিন যে মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকলো, সেই মুহূর্তেই কিটি তাকে দেখতে পেলো। লেভিনকে আশা করছিলো ও। তাই প্রবল খুশিতে ও বিভ্রান্ত হয়ে উঠলো এবং লেভিন যখন ওর দিদির কাছে এগিয়ে গিয়ে ফের ওর দিকে এক ঝলক তাকালো, তখন মনে হলো—এবারেই ও ভেঙে পড়বে, কাঁদতে শুরু করবে অঝোর ধারে। লাল হয়ে, সাদা হয়ে গেলো কিটি—ফের লাল হয়ে, আবার ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তারপর কাঁপা কাঁপা ঠোঁট নিয়ে অপেক্ষা করে রইলো লেভিন ওর কাছে এগিয়ে আসবে বলে। লেভিন এগিয়ে গেলো কিটির কাছে, মাথাটা একটু নিচু করে অভিবাদন জানালো, তারপর কোন কথা না বলে একটা হাত এগিয়ে দিলো সামনের দিকে। সামান্য কেঁপে কেঁপে ওঠা ঠোঁট এবং ঈষৎ বাষ্প জমে ওঠা ঝকঝকে চোখ দুটি ছাড়া, কিটির স্মিত মুখখানা প্রায় শান্তই দেখাচ্ছিলো তখন।

'কত দিন হয়ে গেলো, আমরা দুজন দুজনকে দেখিনি!' বেপরোয়া প্রত্যয় নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা হাত দিয়ে লেভিনের হাতে চাপ দিলো কিটি।

'তুমি আমাকে দেখোনি, কিন্তু আমি তোমাকে দেখেছি,' লেভিনের মুখ সুখের হাসিতে প্রদীপ্ত।

'কবে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে কিটি।

'তুমি তখন গাড়িতে চেপে রেল স্টেশন থেকে ইয়েরগুশোভোতে যাচ্ছিলে।' লেভিনের মনে হয়, হৃদয় ভাসিয়ে নেওয়া আনন্দের বন্যায় সে কেঁদে ফেলবে। 'এমন নরম যার মন, তাকে আমি নিষ্পাপ নয় ভেবেছিলাম

কি করে? হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি—দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা আমাকে যা বলেছিলো, তা সবই সত্যি।' ভাবলো লেভিন।

'শুনলাম তুমি নাকি একটা ভালুক মেরেছো?' স্মিত মুখে লেভিনের দিকে তাকালো কিটি, 'তোমাদের ওখানে ভালুক আছে বলে আমি জানতাম না কিন্তু।'

আপাতদৃষ্টিতে কিটির কথাবার্তায় তেমন কোন অসাধারণত্ব না থাকলেও ওর প্রতিটা কথা, হাত-ঠোঁট-চোখের ভঙ্গিমা—সমস্ত কিছুই লেভিনের কাছে অনেক না-বলা বাণীর মাধুরী বয়ে আনছিলো। কিটির ব্যবহারে মার্জনা ভিক্ষার আকৃতি, বিশ্বাস আর কোমলতা—এক নিটোল ভীরু কোমলতা—এবং লেভিনের প্রতি আশা, ভালবাসা, আর প্রতিশ্রুতির আর্তি। লেভিন তা অবিশ্বাস করতে পারছিলো না, পরম সুখের আবেগে গলা বুজে আসছিলো তার।··

কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, ওদের দিকে একবারও না তাকিয়ে, যেন আর কোন জায়গা খালি নেই—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে অবলনস্কি লেভিন ও কিটিকে পাশাপাশি বসিয়ে দিলো। খানাপিনার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি-অভ্যাগতদের মধ্যে কথাবার্তাও দিব্যি জমে উঠলো এবং শেষের দিকে সকলেই এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠলেন যে টেবিল থেকে উঠেও কারুর কথাবার্তা থামলো না—এমন কি কারেনিনও তখন বরফ গলিয়ে মিশুকে হয়ে উঠেছেন।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

'আপনি এসেছেন বলে আমি যে কি খুশি হয়েছি!' ভয়-জড়ানো হাসি ফুটিয়ে ডলি বললো, 'আসুন, এখানে বসা যাক—আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

স্বভাবসুলভ নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিমায় ভ্রূ জোড়া ওপরের দিকে তুলে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ডলির পাশে বসে সস্নেহে হাসলেন।

'আমি এক্ষুনি বিদায় চাইবো, ভাবছিলাম। কালই আমাকে রওনা হতে হবে।'

ডলির দৃঢ় বিশ্বাস, আনা কোন অন্যায় করতে পারে না। ও বুঝতে পারছিলো, এই অনুভূতিহীন মানুষটা—যে ওর নির্দোষ বন্ধুটির জীবন এত শান্তভাবে ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে, তার প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে ও পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে···কেঁপে কেঁপে উঠছে ওর ঠোঁট দুটি।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ,' মরিয়া হয়ে মানুষটার মুখের দিকে তাকালো ডলি, 'আমি আপনার কাছে আনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু আপনি কোন জবাব দেননি। কেমন আছে ও?'

'বেশ ভাল আছে বলেই আমার ধারণা,' ডলির দিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

'মাফ করবেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, আমার কোন অধিকার নেই···কিন্তু আনাকে আমি নিজের বোনের মতো ভালবাসি, ওর সম্পর্কে আমার খুব উঁচু ধারণা।···আপনাদের মধ্যে কি এমন হয়েছে, আমাকে দয়া করে বলবেন? ওর মধ্যে কি এমন দোষ খুঁজে পেলেন আপনি?'

কারেনিনের ভ্রূ জোড়া কুঁচকে ওঠে, চোখ দুটো প্রায় বন্ধ করে মাথাটা নিচের দিকে নামিয়ে আনেন তিনি।

'কেন আমি মনে করেছি যে আনা আর্কাদিয়েভনার প্রতি আমার মনোভাব পরিবর্তন করা প্রয়োজন, তা আপনার স্বামী আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছেন?'

'আমি তা বিশ্বাস করি না, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না।' দ্রুত কুর্সি থেকে উঠে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের আস্তিনে হাত রাখে ডলি, 'এ ঘরে অন্য লোকে আমাদের বিরক্ত করবে। দয়া করে এদিকে আসুন।'

নিতান্ত অনুগতের মতো ডলিকে অনুসরণ করে পাশের স্কুল-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন কারেনিন। অয়েলক্লথে ঢাকা একটা টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন দুজনে।··

'কথাটা আমি বিশ্বাস করি না।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলো ডলি।

'বাস্তবকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারে না, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা।' জোর দিয়ে 'বাস্তব' কথাটা উচ্চারণ করলেন কারেনিন।

'কিন্তু কি করেছে ও?'

'নিজের কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, স্বামীকে প্রতারিত করেছে।'

'না না, তা হতে পারে না। ঈশ্বরের দোহাই, আপনি ভুল করেছেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ!' নিজের দু হাত কপালের দু পাশে রেখে, চোখ বন্ধ করে ডলি।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ শীতল হাসি ছড়ালেন, 'স্ত্রী নিজেই যখন স্বামীকে বাস্তব ঘটনাটা জানায়···যখন সে বলে যে তার জীবনের আটটা

বছর এবং একটা ছেলে—সবই ভুল···যখন সে বলে যে সে আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়···তখন ভুল হওয়াটা খুবই শক্ত, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা।'

'আনা আর পাপ—এ দুটোকে আমি কিছুতেই এক করে মেলাতে পারছি না···আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা,' এতক্ষণে সরাসরি ডলির চোখের দিকে তাকালেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, 'যখন ঘটনাটা আমি সন্দেহ করেছিলাম, তখন আমার অবস্থা করুণ হলেও তা এখনকার চাইতে ভাল ছিলো। সন্দেহ থাকলেও, তখন আশা ছিলো। এখন আশা নেই, কিন্তু সব কিছুতেই সন্দেহটা রয়ে গেছে। এখন সমস্ত কিছুতেই আমার এত সন্দেহ যে আমি ছেলেটাকে পর্যন্ত ঘৃণা করি···মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না, ও আমার ছেলে।···আমি বড়ো অসুখী, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা!'

কথাটা বলার কোন প্রয়োজন ছিলো না। কারেনিনের মুখের দিকে তাকিয়েই ডলি তা বুঝতে পেরেছিলো। মানুষটার জন্যে দুঃখ হচ্ছিলো ওর, বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস টলে উঠছিলো একটু একটু করে।

'ইস্, কি ভয়ঙ্কর! কিন্তু আপনি বিবাহ-বিচ্ছেদ করবেন বলে স্থির করেছেন—তা কি সত্যি?'

'তা ছাড়া আমার আর কিছুই করার নেই।'

'কিছুই করার নেই···' ডলির দু চোখ জলে ভরে ওঠে, 'না না, কিছুই করার নেই তা বলবেন না!'

'আমি ভেবে দেখেছি, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা, আমি অনেক ভেবে দেখেছি।' ম্লান দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন কারেনিন। 'আমি ওকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, যাতে ও নিজেকে শুধরে নিতে পারে। ওকে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তার ফল কি হলো? আমার একটা সামান্যতম অনুরোধ—আচার আচরণে শালীনতা বজায় রাখা—তা পর্যন্ত ও মানলো না।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ উষ্ণ হয়ে উঠলেন, 'যে ধ্বংস হতে চায় না, তাকে রক্ষা করা যায়। কিন্তু ওর প্রকৃতিই যদি এত দূষিত, এত কলুষিত যে ধ্বংসকেই ও মুক্তি বলে মনে করে, তাহলে আর কি করা যাবে?'

'বিবাহ-বিচ্ছেদ বাদ দিয়ে আর যা কিছু হোক!'

'কিন্তু সেটা কি?'

'বিবাহ-বিচ্ছেদ যে বড়ো ভয়ঙ্কর! ও কারুর স্ত্রী থাকবে না···ও যে তাহলে হারিয়ে যাবে!'

'আমি তার কি করতে পারি?' কাঁধ এবং ভ্রূজোড়া উঁচু করে তুললেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'আপনার সহানুভূতির জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা। এবারে আমি আসি—'

'না, একটু দাঁড়ান। আপনি ওকে ধ্বংস করে ফেলবেন না।···আপনাকে আমি নিজের কথা বলছি। আমি বিবাহিতা, আমার স্বামীও আমাকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন। রাগে দুঃখে ঈর্ষায় আমি সব কিছু ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আমি আবার নিজেকে ফিরে পেলাম। কিন্তু সেটা কার জন্যে? আনার জন্যে, আনাই সেদিন আমাকে রক্ষা করেছিলো। এখন আমি দিব্যি আছি···বাচ্চাগুলো বড় হয়ে উঠছে···আমার স্বামী আবার নিজের সংসারে ফিরে এসেছেন—তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন।···আমি ওঁকে ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনারও উচিত আনাকে ক্ষমা করা!'

'ওকে আমি ক্ষমা করতে পারি না, ক্ষমা করতে চাই না এবং ওকে ক্ষমা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি।' কারেনিনের কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে। 'আমি কারুর ক্ষতি করতে চাই না, আমি কাউকে কোনদিন ঘৃণা করিনি। কিন্তু ওই মহিলাটিকে আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে এতো ঘৃণা করি যে ওকে ক্ষমা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'যারা আপনাকে ঘৃণা করে, তাদের ভালবাসুন···' ডলি ভীরু গলায় ফিসফিসিয়ে উচ্চারণ করে।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে। এ কথাটা তিনি বহুদিন ধরে জানেন, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগাতে পারেননি।

'যারা আপনাকে ঘৃণা করে, তাদের আপনি ভালোবাসতে পারেন। কিন্তু যাদের আপনি ঘৃণা করেন, তাদের ভালোবাসা অসম্ভব। আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মাফ করবেন। প্রত্যেকেরই নিজের দুঃখ বইবার মতো ক্ষমতা আছে।'

আত্মনিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ শান্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

খাবার টেবিল থেকে ওঠার পরে, কিটিকে অনুসরণ করে বৈঠকখানায় যাবার ইচ্ছে ছিলো লেভিনের। কিন্তু তার ভয় ছিলো, কিটি হয়তো সেটা পছন্দ করবে না—কারণ তাতে কিটির প্রতি তার মনোযোগ বড্ড বেশি করে প্রকট হয়ে উঠবে। তাই পুরুষ মানুষদের ছোট্ট দলটায় মিশে গিয়ে সে তাদের সঙ্গেই সাধারণ আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করলো। কিন্তু এক সময় মুখ না ঘুরিয়েও লেভিন অনুভব করলো, কিটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে—কিটির মুখে মধুর হাসি। এবারে আর ফিরে না তাকিয়ে পারলো না লেভিন। দেখলো, দোরগড়ায় দাঁড়িয়ে কিটি সত্যিই তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি পিয়ানোর দিকে যাচ্ছো।' লেভিন এগিয়ে যায় কিটির দিকে, 'গ্রামে আমি এই জিনিসটার জন্যে ভীষণ অভাব অনুভব করি—মানে আমি গান-বাজনার কথা বলছি।'

'না, তুমি আজ এখানে এসেছো বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি।' লেভিনকে একটা মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে, তাস খেলার টেবিলের দিকে এগিয়ে যায় কিটি। তারপর খড়ি দিয়ে সবুজ রঙের নতুন টেবিল-ঢাকাটার ওপরে একটার পরে একটা বিভাজক বৃত্ত আঁকতে শুরু করে।

'এমা! আমি সমস্ত টেবিলটাতে আঁকিবুঁকি কেটে ফেলেছি।' খড়িটা রেখে কিটি এমন ভাব দেখায়, যেন এক্ষুনি ও টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বে।

'একটু দাঁড়াও', খড়িটা হাতে নিয়ে লেভিন টেবিলের কাছে গিয়ে বসে। 'অনেক দিন ধরেই আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম।' কিটির সোহাগ-ভরা অথচ আতঙ্কিত চোখের দিকে সরাসরি তাকায় সে।

'বলো—'

'এই যে—'

খড়ি দিয়ে কতকগুলো আদ্যক্ষর লেখে লেভিন—তু, আ, ব, তা, হ, না, —সে, কি, চি, জ, না, শু, ত, জ। অক্ষরগুলির অর্থ—'তুমি আমাকে বলেছিলে, তা হয় না—সেটা কি চিরদিনের জন্যে, না শুধু তখনকার জন্যে?' কিটি এই জটিল বাক্যের কোন মর্মোদ্ধার করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু লেভিন ওর দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকে যেন এর ওপরেই তার জীবন নির্ভর করছে। কিটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অক্ষরগুলোর দিকে, মাঝে মাঝে লেভিনের দিকেও চুরি করে তাকায়, যেন প্রশ্ন করে, 'আমি যা ভাবছি, তুমি কি তাই লিখেছো?'

'বুঝতে পেরেছি,' সামান্য লাল হয়ে ওঠে কিটি।

'এটার অর্থ কি?' আঙুল দিয়ে লেভিন 'চি' অক্ষরটা দেখায়।

'এটার অর্থ 'চিরদিনের'—কিন্তু তা সত্যি নয়।'

দ্রুত লেখাগুলো মুছে ফেলে, কিটিকে খড়িটা দিয়ে, লেভিন উঠে দাঁড়ায়। কিটি লেখে—ত, আ, অ, কো, জ, দি, পা। এর অর্থ—'তখন আমি অন্য কোন জবাব দিতে পারিনি।'

ভীরু ভীরু প্রশ্নালু চোখে কিটির দিকে তাকায় লেভিন।

'শুধু তখন?'

'হ্যাঁ,' কিটির হাসি ওর হয়ে জবাব দেয়।

'আর···আর এখন?'

'এটা পড়ো, তাহলে বুঝতে পারবে আমি কি চাই!'

কিটি লেখে—ক্ষ, ক, যা, ঘ, ভু, যা। অর্থ—'ক্ষমা করো, যা ঘটেছে ভুলে যাও।'

খড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে লেভিন কাঁপা কাঁপা আঙুলে শুধু আদ্যক্ষরে লিখে জানায়, 'ভুলে যাবার বা ক্ষমা করার কিছু নেই। তোমাকে আমি ভালোবাসিনি – কক্ষনো এমন হয়নি।'

'বুঝতে পেরেছি,' কিটি ফিসফিসিয়ে বলে।

লেভিন ফের একটা দীর্ঘ বাক্য লেখে, কিটি কোন প্রশ্ন না করেই তার অর্থ বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে খড়ি দিয়ে জবাবটা লিখে ফেলে। লেভিন বহুক্ষণ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারে না, কিটি কি লিখেছে। কিন্তু কিটির চোখের কূল ছাপানো সুখের ঐশ্বর্য তাকে সব কথাই জানিয়ে দেয়।···

'সময় মতো থিয়েটারে পৌছুতে হলে, এবারে কিন্তু আমাদের রওনা হওয়া দরকার,' কিটির বাবা বৃদ্ধ প্রিন্স শ্চেরবাৎস্কি ঘরে এসে ঢুকলেন।

দরজা অব্দি কিটিকে এগিয়ে দিলো লেভিন।

ওদের কথোপকথনে সমস্ত কিছুই বলা হয়ে গেছে। বলা হয়েছে—কিটি তাকে ভালোবাসে এবং বাবা-মাকে ও বলবে যে আসছে কাল সকালে লেভিন ওদের বাড়িতে যাবে।

লেভিন যখন শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতে গিয়ে পৌছলো, তখনও সমস্ত পথঘাট জনশূন্য। বাড়ির দরজা বন্ধ, বাসিন্দারা সুপ্তিমগ্ন। ফের নিজের ঘরে ফিরে এসে কফির পেয়ালা নিয়ে বসলো লেভিন। দ্বিতীয় বার যখন সে

ও বাড়ির সিঁড়ির কাছে গিয়ে হাজির হলো, তখন নটা বাজে। বাড়ির সকলে তখন সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। পাচক বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, বাজারে যাবে বলে। তার মানে, লেভিনকে আরও অন্তত দুঘণ্টা সময় এদিক সেদিক করে কাটাতে হবে।…

দু রাত্তির না ঘুমোলেও নিজেকে ভীষণ সতেজ বলে মনে হচ্ছিলো লেভিনের। মনে হচ্ছিলো, ইচ্ছে করলেই সে এখন উড়তে পারে কিংবা প্রয়োজন হলে বাড়িটার একটা অংশ ওপরের দিকে টেনে তুলতে পারে। বারবার ঘড়ি দেখে, পথে পথেই অনেকটা সময় কাটিয়ে দিলো সে। তারপর গাজেৎনি প্লেস এবং কিসলোভকা ধরে অনেকটা পথ ঘুরে আবার হোটেলে ফিরে এসে, ঘড়িটা চোখের সামনে রেখে বসে বসে বারোটা বাজার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।…পাশের ঘরের লোকগুলো যেন কি একটা যন্ত্রের বিষয়ে আলোচনা করছিলো তখন আর সকাল বেলাকার কাশি কাশছিলো। ওরা বুঝতে পারছিলো না, ঘড়ির কাঁটা বারোটার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। অবশেষে বারোটা বাজলো, শ্লেজে চেপে শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতে রওনা হয়ে গেলো লেভিন। ·

প্রথমেই যে মানুষটির সঙ্গে লেভিনের দেখা হলো, তিনি মাদমোয়াজেল লিনঁ। ওঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে না বলতেই, দরজার কাছে আচমকা স্কার্টের খসখস শব্দ শুনতে পেলো লেভিন। সঙ্গে সঙ্গে মাদমোয়াজেল লিনঁ তার চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন, সুখের কাছাকাছি হয়ে এক আশ্চর্য খুশির আতঙ্ক নেমে এলো লেভিনের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে। মাদমোয়াজেল লিনঁর তাড়া ছিলো, অন্য দিকের দরজা দিয়ে উনি ঘরের বাইরে চলে গেলেন এবং যার জন্যে লেভিনের এতোদিনের প্রতীক্ষা, যাকে সে এতোদিন ধরে চাইছিলো সমস্ত সত্তা দিয়ে—সে দ্রুত এগিয়ে এলো তার দিকে। কিটি হাঁটছিলো না, যেন একটা অদৃশ্য শক্তি ওকে ভাসিয়ে নিয়ে আসছিলো লেভিনের দিকে। ওর স্বচ্ছ বিশ্বস্ত চোখ দুটি ছাড়া লেভিন আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। ঝলমলে ওই চোখ দুটি ক্রমশ কাছে আরো কাছে এগিয়ে আসছে, প্রেমের আলোয় অন্ধ করে দিচ্ছে লেভিনকে। অবশেষে লেভিনের একেবারে কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো ও…হাত দুটো ওপরের দিকে উঠে, নেমে এলো লেভিনের কাঁধের ওপরে।

কিটির পক্ষে যতটা সম্ভব, কিটি তাই করেছে—লেভিনের কাছে ছুটে এসেছে ও, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছে লেভিনের কাছে। ওকে

জড়িয়ে ধরে, ওর চুম্বন-প্রত্যাশী ঠোঁটের ওপরে নিজের ঠোঁট দুটিকে চেপে ধরলো লেভিন।

কিটিও সারারাত ঘুমোয়নি, সারা সকাল ধরে লেভিনকে আশা করছিলো ও! ওর বাবা-মা নির্দ্বিধায় মত দিয়েছেন, ওর সুখে সুখী হয়েছেন তাঁরাও। ওদের এই সুখের কথাটা ও নিজেই প্রথমে বলতে চেয়েছিলো লেভিনকে, প্রস্তুত হয়েছিলো তার সঙ্গে একান্তে দেখা করবে বলে। লেভিনের পায়ের শব্দ আর কণ্ঠস্বর শুনে ও দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলো, কখন মাদমোয়াজেল লিনঁ বিদায় নেবেন। উনি চলে যেতেই কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা না করে লেভিনের কাছে ছুটে এসেছে ও।

'মা'র কাছে যাই, চলো'—লেভিনের হাত ধরলো কিটি।

দীর্ঘ সময় ধরে লেভিন কোন কথা বলতে পারছিলো না। কারণ সে অনুভব করছিলো, কথা বলতে গেলেই শব্দের বদলে সুখের কান্না এসে তার গলা বুজিয়ে দিচ্ছে। কিটির হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে, তাতে চুমু দিলো ও।

'একি সত্যি?' অবশেষে ধরা গলায় লেভিন বললো, 'তুমি যে আমায় ভালোবাসো, তা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না সোনা!

লেভিনের মুখে 'সোনা' শব্দটা শুনে এবং ওর দিকে মানুষটার ভীরু-ভীরু চোখে তাকানোর ভঙ্গিমা দেখে, মৃদু হাসলো কিটি। তারপর লেভিনের হাত ছাড়িয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলো। ওদের দেখেই প্রিন্সেসের শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠলো, তৎক্ষণাৎ কাঁদতে শুরু করলেন উনি এবং তারপরেই হাসতে হাসতে আশাতীতভাবে ছুটে গিয়ে লেভিনের মাথাটা জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে লাগলেন, চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন লেভিনের গাল দুটোকে।

লেভিন লক্ষ্য করলো, প্রিন্সের চোখ দুটোও ভিজে উঠেছে। 'চিরদিন আমার এই ইচ্ছেটাই ছিলো!' হাত ধরে লেভিনকে নিজের দিকে টেনে আনলেন উনি। 'এমন কি, এই বোকা মেয়েটা যখন কল্পনা করতো...'

'বাবা!' আর্তনাদ করে উঠে, নিজের হাতে প্রিন্সের মুখটা চেপে ধরলো কিটি।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—আমি বলবো না! আজ আমি ভীষণ, ভীষণ খুশি...' কিটিকে জড়িয়ে ধরে ওর মুখে, হাতে এবং আবার মুখে চুমু দিলেন প্রিন্স—ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিলেন ওর শরীর জুড়ে।

লেভিন লক্ষ্য করলো, কিটি আস্তে আস্তে এবং পরম যত্নে গ্রিনের পেশীবহুল হাতখানিতে চুমু দিচ্ছে। সেই মুহূর্তে প্রায় অপরিচিত ওই মানুষটির জন্যে ভালোবাসার এক নতুন অনুভূতি লেভিনের সমস্ত সত্তা জুড়ে নেমে এলো।

ডিনার এবং ডিনারের পরবর্তী আলাপ-আলোচনার কথা অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করতে করতে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ নিজের নির্জন কক্ষে ফিরে এলেন। ক্ষমা করা সম্পর্কে দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার কথাগুলো তাঁর মনে বিরক্তি ছাড়া অন্য কিছুই জাগিয়ে তুলতে পারে নি। ক্ষমা সম্পর্কে খৃষ্টীয় মতবাদ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ বা অপ্রয়োগের প্রশ্নটা হালকাভাবে আলোচনা করা খুবই শক্ত এবং অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বহুদিন আগেই সে বিষয়ে নেতিমূলক জবাব দিয়ে রেখেছেন।

'ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে, কাজেই এখন আর ও বিষয়ে চিন্তা করা অর্থহীন,' নিজেকে বললেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। তারপর চা আনার নির্দেশ দিয়ে, নিজের ভ্রমণপথ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

'একটা তার আছে,' পরিচারক তারবার্তাটা হাতে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো।

তারবার্তাটা ওঁর স্ত্রীর কাছ থেকে এসেছে। প্রথমেই যে জিনিসটা ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তা হচ্ছে ওঁর স্ত্রীর নামটা—নীল পেন্সিলে লেখা, 'আনা।'

> 'আমি মরতে চলেছি। মিনতি করছি, তুমি এসো। তোমার ক্ষমা পেলে আমার মৃত্যু অনেকটা সহজ হবে।'

তারবার্তাটা পড়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের মুখে ঘৃণার হাসি ফুটে উঠলো, কাগজটা ছুঁড়ে ফেলেন তিনি। প্রথমেই তাঁর মনে হলো— এটা একটা মিথ্যা ছলনা, একটা কপট কৌশল এবং এ বিষয়ে অন্য কোন সন্দেহই নেই।···

'কিন্তু কি উদ্দেশ্য ওদের?···বাচ্চাটাকে আইনসিদ্ধ করা, আমার সঙ্গে আপোষ করা আর বিবাহ-বিচ্ছেদটাকে ঠেকিয়ে রাখা,' ভাবলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'কিন্তু তারবার্তাটায় কি যেন একটা রয়েছে—আমি মরতে চলেছি···' ফের তারবার্তা পড়লেন কারেনিন এবং জিনিসটার সাদা

অর্থ তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। 'যদি সত্যিই তা-ই হয়? মৃত্যুকে শিয়রে দেখে ও যদি সত্যিই অনুতপ্ত হয়ে থাকে এবং আমি যদি সেটাকে ছলনা মনে করে ওর কাছে না যাই—তাহলে? তাহলে সেটা শুধু নিষ্ঠুরতাই হবে না এবং সবাই যে সে জন্তে আমাকেই দোষী করবে, তা-ও নয়—সেটা আমার পক্ষে খুবই বোকামো করা হবে।'

'পিয়োতর, গাড়ি ডাকো—আমি পিটার্সবুর্গে যাবো,' পরিচারককে বললেন কারেনিন।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ স্থির করলেন, তিনি পিটার্সবুর্গে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ওর অসুস্থতা যদি একটা কপট কৌশল হয়, তিনি কিচ্ছুটি না বলে আবার চলে আসবেন। আর সত্যিই ও যদি বিপদগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে সত্যিই দেখা করতে চেয়ে থাকে, তাহলে ও বেঁচে থাকলে উনি ওকে ক্ষমা করে দেবেন। আর তাঁর পৌছতে যদি দেরি হয়ে যায়, তাহলে ওর প্রতি নিজের শেষ কর্তব্যটুকু করে আসবেন।···

সমস্ত রাত ট্রেনে কাটিয়ে ভোরবেলায় পিটার্সবুর্গে এসে পৌছলেন কারেনিন। ঘন্টি বাজাবার আগেই পরিচারক এসে দরজা খুলে দিলো।

'তোমার কর্তা-মা কেমন আছেন?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'গতকাল নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে গেছে।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ পাণ্ডুর হয়ে উঠলেন। এই মুহূর্তে তিনি স্পষ্টই অনুভব করলেন, এতোক্ষণ কি নিবিড় ভাবে তিনি আনার মৃত্যুকামনা করছিলেন।

'কেমন আছেন উনি?'

'খুবই অসুস্থ। ডাক্তারবাবু এখনও এখানে রয়েছেন।'

'কে কে আছেন, এখানে?' টুপি রাখার আলনায় একটা ফৌজি ওভার কোট দেখে, জিজ্ঞেস করলেন কারেনিন।

'ডাক্তারবাবু, ধাই আর কাউন্ট ভ্রনস্কি।'

বৈঠকখানা-ঘরে কেউ নেই। কারেনিনের পায়ের শব্দ শুনে আনার মহল থেকে একজন ধাই বেরিয়ে আসে।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি এসে পড়েছেন! উনি সেই থেকে শুধু আপনার কথাই বলছেন।'

'তাড়াতাড়ি বরফটা নিয়ে এসো!' শোবার ঘর থেকে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ভেতরের মহলে গিয়ে ঢুকলেন। টেবিলের কাছে একটা নিচু কুর্সিতে বসেছিলো ভ্রনস্কি—দু হাতের অঙ্গুলিতে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলো সে। ডাক্তারের কণ্ঠস্বর শুনে সে আচমকা উঠে দাঁড়ালো এব মুখ থেকে হাত সরিয়ে কারেনিনকে দেখতে পেয়ে, নিবিড় আতঙ্কে বসে পড়লো আবার…মাথাটা নামিয়ে আনলো নিচের দিকে…যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইলো মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু প্রাণপণ প্রচেষ্টায় ফের উঠে দাঁড়ালো সে। বললো, 'ও মরতে চলেছে। ডাক্তাররা বলছেন, কোন আশা নেই। আমি সম্পূর্ণ আপনার অধীনে…শুধু আমাকে এখানে থাকতে দিন!'

অন্য মানুষের দুঃখ দুর্দশার দৃশ্যে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের চিরদিনই যেমনটি হয়ে থাকে, ভ্রনস্কির অশ্রু দেখেও তাঁর মন তেমনি আবেগে ভরে উঠলো। মুখ ফিরিয়ে সোজা শোবার ঘরে ঢুকে, আনার শয্যার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আনার গালদুটি রক্তিম, চোখদুটো ঝলমলে। দেখে মনে হয়, ও শুধু সুস্থই নয়—ওর মনটাও নিদারুণ সুখে ভরে আছে। সুরেলা গলায় ও বলছিলো, 'অ্যালেক্সি—আমি অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কথা বলছি (ওরা দুজনেই অ্যালেক্সি…কি আশ্চর্য কাণ্ড, তাই না?)—অ্যালেক্সি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না। আমি সবকিছু ভুলে যাবো, আর ও সবকিছু ক্ষমা করে দেবে।…কিন্তু ও আসছে না কেন? ও এতো ভালো ও নিজেও জানে না, ও কতো ভালো!…কিন্তু আমার মেয়েটা…আমার ছোট্ট সোনাটার তাহলে কি হবে? অ্যালেক্সি যে ওকে দেখলে ভীষণ আঘাত পাবে! ঠিক আছে, মেয়েটাকে তাহলে ধাইকে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, সেটাই ভালো…'

'আনা আর্কাদিয়েভনা, উনি এসেছেন।' ধাই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দিকে আনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে, 'এই যে উনি!'

'কি আজে-বাজে বকছো!' আনা স্বামীকে দেখতে পায় না। 'বাচ্চাটাকে আমার কাছে দাও!…অ্যালেক্সি তো এখনও আসেনি।…তোমরা তাঁকে চেনো না, তাই বলছো তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। আমি ছাড়া কেউ তাঁকে চেনে না।…সেরিয়োঝার চোখ দুটো ঠিক তাঁর চোখের মতো। আচ্ছা, সেরিয়োঝা কি রাতের খাবার খেয়েছে? আমি জানি, সবাই ওর কথা ভুলে যাবে। কিন্তু সে ভুলবে না।…সেরিয়োঝাকে কোণের ঘরটাতে নিয়ে যেতে হবে আর মারিয়েতকে বলতে হবে, সে সেরিয়োঝার সঙ্গে ঘুমোবে।'

সহসা শিউরে উঠে নিশ্চুপ হয়ে যায় আনা—যেন এক নিষ্ঠুর আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে হাতদুটো তুলে ধরে মুখের কাছাকাছি। স্বামীকে দেখতে পেয়েছে ও।

'না, না!·· আমি ওঁকে ভয় পাই না, আমি ভয় পাই মৃত্যুকে।' আনা ফের বলতে শুরু করে, 'এখানে এসো, অ্যালেক্সি। আমার বড্ডো তাড়া ··সময় আর বেশি নেই! এক্ষুনি জ্বরটা আবার শুরু হবে, তখন আমি আর কিচ্ছু বুঝতে পারবো না। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি · সব বুঝতে পারছি··· সবকিছু দেখতে পাচ্ছি!'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কুঞ্চিত মুখে উদ্বেগের অভিব্যক্তি। আনার জ্বরতপ্ত হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে তিনি কিছু বলার চেষ্টা করেন, কিন্তু বলতে পারেন না—শুধু নিচের ঠোঁটখানা বারবার কেঁপে কেঁপে ওঠে। যতোবার তিনি আনার দিকে তাকান, দেখতে পান আনা এক নিবিড় আবেগ আর কোমল অহংকার নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে···যা আনার চোখে তিনি আগে কখনও দেখেননি।

'একটু দাঁড়াও, শোনো · ' বলতে বলতে থেমে যায় আনা, যেন গুছিয়ে নেয় নিজের চিন্তাধারাকে। 'হ্যাঁ,···যা বলতে চাইছিলাম। আমার কথা শুনে অবাক হয়ো না। আমি সেই আগের আমিই রয়েছি · কিন্তু আমার মধ্যে আর একটা মেয়ে আছে, তাকে আমি ভয় পাই। সেই মেয়েটা ঐ লোকটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলো। আমি তোমাকে ঘৃণা করতে চেষ্টা করতাম, কিন্তু সত্যিকারের আমিকে ভুলতে পারিনি। এখনকার এই আমি কিন্তু সেই মেয়েটা নয়, এই আমি সত্যিকারের আমি। আমি এখন মরতে চলেছি·· হ্যাঁ, আমি জানি আমি মরবো।···তোমার কাছে আমার শুধু একটি প্রার্থনা—ক্ষমা করো, আমাকে একেবারে ক্ষমা করে দাও। ··আমি রোমে চলে যাবো, কারুর কোনো অসুবিধে করবো না—শুধু সেরিয়োঝাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো, আর ওই পুঁচকেটাকে।· কিন্তু না, তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারো না! আমি জানি, এ-কাজ ক্ষমা করা যায় না। না, না, তুমি চলে যাও··· তুমি বড়ো বেশি ভালো!' একখানা জ্বরতপ্ত হাতে স্বামীকে আঁকড়ে ধরে, অন্য হাতে তাঁকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে আনা।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ অনুভব করছিলেন, শত্রুর প্রতি প্রেম ও ক্ষমার এক পরম অনুভূতিতে তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে, আনার উত্তপ্ত বাহুতে মাথা রেখে, শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে

ফেললেন তিনি।

কারেনিনকে নিজের কাছে টেনে আনে আনা, 'আমি জানতাম…এ আমি জানতাম! এবারে তাহলে চলি…বিদায়! ওরা এসে গেছে…ওরা চলে যায় না কেন? ওফ্, চাদরগুলো আমার গা থেকে সরিয়ে দাও!'

ডাক্তার ওর হাতদুটিকে সাবধানে বালিশের ওপরে রেখে, কাঁধ পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

'একটা কথা মনে রেখো', ফের বলতে শুরু করে আনা, 'ক্ষমা ছাড়া আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নেই. আমি আর কিছুই চাই না।…কিন্তু ও আসছে না কেন?' দরজা দিয়ে আনা ভ্রনস্কির দিকে তাকায়, 'এসো, এসো—ওঁকে তোমার হাতখানা দাও।'

আনার শয্যার কাছে এগিয়ে আসে ভ্রনস্কি। আনাকে দেখে ফের দুই করপুটে মুখ ঢাকে সে।

'মুখ খোলো, ওঁর দিকে তাকাও! উনি একজন মহাপুরুষ।…আহ, খোলো না মুখটা!' আনার কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা ফুটে ওঠে। 'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, তুমি ওর মুখটা খুলে দাও! আমি ওকে দেখতে চাই।'

উদ্বেগ ও লজ্জায়-ভরা ভ্রনস্কির মুখের ওপর থেকে হাতের আড়াল সরিয়ে দিলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

'ওকে তোমার হাতখানা দাও…ক্ষমা করো ওকে।'

ভ্রনস্কির দিকে নিজের হাতখানা এগিয়ে দিলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, চোখ ছাপিয়ে নেমে আসা অজস্র অশ্রুরাশি বেঁধে রাখার কোন চেষ্টাই তিনি করলেন না।

'আহ্, এবারে সব কিছুই প্রস্তুত। কখন সব কিছু শেষ হবে, ঠাকুর!' আনা বললো, 'ডাক্তারবাবু, আমাকে একটু মরফিন দিন!…'

বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলো আনা। ডাক্তার বললেন, এটা প্রসবঘটিত জ্বর এবং এসব ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। সমস্ত দিন ধরে জ্বর, প্রলাপ এবং অচৈতন্য অবস্থা চললো। মাঝ-রাত্তিরেও আনা অচেতন, নাড়ির গতি প্রায় নেই বললেই চলে। যে কোন মুহূর্তে সব কিছু শেষ হয়ে যাবার আশঙ্কা।…ভ্রনস্কি বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলো, সকালবেলা আবার খবর নিতে এলো। 'আপনি বরঞ্চ এখানেই থাকুন, ও হয়তো আপনার খোঁজ করতে পারে,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তাকে স্ত্রীর অন্দরমহলে নিয়ে এলেন।…সকালের দিকে রোগিণীর মধ্যে আবার

উত্তেজনা ফিরে এলো, কিন্তু শেষে আবার অচেতন হয়ে পড়লো। তৃতীয় দিনেও সেই একই অবস্থা—তবে ডাক্তাররা জানালেন, আশা আছে।…ওই দিনই ভ্রনস্কি যে ঘরে বসেছিলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ সেখানে ঢুকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ভ্রনস্কি উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো, কিন্তু কারেনিন তার হাত দুটো ধরে বললেন, 'দয়া করে আমার কথাগুলো শুনুন—এটা খুবই প্রয়োজনীয়। যে আবেগ-অনুভূতিগুলো আমাকে চালনা করে এবং ভবিষ্যতেও করবে—সেগুলো আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার… যাতে আপনি আমাকে ভুল না বোঝেন। আপনি জানেন যে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ করবো বলে স্থির করেছিলাম এবং সেইমতো প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছিলাম। আপনাকে লুকোবো না—এ ব্যাপারটাতে প্রথম দিকে আমি খানিকটা অনিশ্চিত অবস্থায় ছিলাম। স্বীকার করছি, আপনার এবং ওর ওপরে প্রতিশোধ নেবার একটা দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা আমাকে পেয়ে বসেছিলো। তারটা পাবার পর, আমি সেই একই অনুভূতি নিয়ে এখানে এসেছিলাম। আরও বলি, আমি ওর মৃত্যু কামনা করেছিলাম। কিন্তু…' একটু থেমে কারেনিন চিন্তা করে নিলেন, নিজের অনুভূতিটা প্রকাশ করা উচিত হবে কি না। 'কিন্তু ওকে দেখে, আমি ওকে ক্ষমা করে ফেললাম এবং ক্ষমার সেই সুখ আমাকে নিজের কর্তব্য বুঝিয়ে দিলো।…ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ক্ষমা করতে পারার এই পরম আশীর্বাদ থেকে আমি যেন কখনও বঞ্চিত না হই!' কারেনিনের দু চোখ জলে ভরে ওঠে। 'এই হচ্ছে আমার পরিস্থিতি—আপনি আমাকে কাদায় দলিত করতে পারেন, পৃথিবীর কাছে আমাকে হাস্যাস্পদ করে তুলতে পারেন…কিন্তু আমি ওকে ত্যাগ করবো না বা আপনার কাছে অনুশোচনার একটা কথাও উচ্চারণ করবো না।… আমার কাছে আমার কর্তব্য একেবারে স্পষ্ট—আমার উচিত ওর সঙ্গে থাকা এবং আমি তাই থাকবো। ও যদি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন আপনার পক্ষে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভালো।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ উঠে দাঁড়ালেন, অবরুদ্ধ কান্নায় তাঁর গলা বুঁজে আসছিলো। ভ্রনস্কিও উঠে দাঁড়াচ্ছিলো, সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ভ্রূর তলা দিয়ে কারেনিনের দিকে তাকালো সে। কারেনিনকে সে ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি, কিন্তু অনুভব করেছে—জীবন সম্পর্কে কারেনিনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা তার নাগালের একেবারে বাইরে,

অনেক উঁচুতে।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা হবার পর কারেনিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ির কাছে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো ভ্রনস্কি। সে কোথায় রয়েছে, কোথায় যাবে—সব কিছুই মনে করতে কষ্ট হচ্ছিলো তার। নিজেকে তার লজ্জিত, অপমানিত এবং দোষী বলে মনে হচ্ছিলো… মনে হচ্ছিলো এ অপমান ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সমস্ত সম্ভাবনা থেকেই সে বঞ্চিত। এতোদিন ধরে যে পথ দিয়ে সে এতো অহংকারে এবং এতো হালকা চালে পথ চলে এসেছে, আজ যেন সে পথ থেকে তাকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়েছে। জীবনের যে সমস্ত রীতি ও অভ্যেস এতোদিন তার কাছে এতো দৃঢ় বলে মনে হয়েছিলো, আচমকা তার সব কিছুই এখন মিথ্যে আর বেমানান হয়ে উঠেছে। প্রতারিত স্বামীটিকে এতোদিন তার একটা করুণার পাত্র বলে মনে হয়েছিলো, মনে হয়েছিলো ভ্রনস্কির সুখের পথে সে একটা হাস্যকর প্রতিবন্ধক মাত্র—অথচ আজ সেই মানুষটাই একটা ভয়ঙ্কর উঁচু চূড়ায় উঠে গেছে এবং সেখানে তাকে হাস্যকর, প্রতিহিংসাপরায়ণ বা কপট বলে মনে হয়নি মনে হয়েছে উনি একজন সরল, সদাশয় এবং মহৎ মানুষ। ভ্রনস্কি অনুভব করেছিলো, আচমকা তাদের ভূমিকা দুটো যেন পালটে গেছে: স্বামীটি নিজের দুঃখের মধ্যেও ছিলেন মহান আর নিজের প্রবঞ্চনার মধ্যেও ভ্রনস্কি ছিলো নিচ এবং হীন হয়ে। নিজেকে নিতান্ত হতভাগ্য বলে মনে হচ্ছিলো ভ্রনস্কির। কারণ আনার প্রতি তার প্রেম ইদানিং যেন খানিকটা শীতল হয়ে এসেছিলো। কিন্তু এখন আনাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছে জেনে, তার সে প্রেম আগের চাইতে অনেক প্রবল হয়ে উঠেছে। অসুস্থ থাকার সময়ে আনার সবটুকু সে দেখতে পেয়েছে, ওর সমস্ত সত্তাটাকেই সে বুঝতে পেরেছে এবং তার মনে হয়েছে, এতোদিন পর্যন্ত আনাকে সে সত্যিকারের ভালোবাসেনি। কিন্তু এখন—যখন সে ওকে বুঝতে পেরেছে, ওকে যেমন করে ভালোবাসা উচিত তেমনি করে ভালোবেসেছে—তখন ওর সামনেই সে অপমানিত হয়েছে, ওকে চিরদিনের মতো হারিয়েছে এবং একটা লজ্জাকর স্মৃতি ছাড়া ও আর কিছুই রেখে যায়নি। সব চাইতে লজ্জাকর পরিস্থিতি হয়েছিলো তখন, যখন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তার অপমানিত মুখের ওপর থেকে হাতের আড়ালটাকে টেনে সরিয়ে দিয়েছিলেন।…

'একটা শ্লেজ ডেকে দেবো, স্যার?' পরিচারক শুধালো।

'হ্যাঁ, একটা শ্লেজ।'

তিনটে বিনিদ্র রাতের পরে বাড়িতে ফিরে এসে, পোশাক-আশাক না খুলে মাথার নিচে হাত দুটো জড়ো করে, একটা সোফার ওপরে সটান হয়ে শুয়ে পড়ে ভ্রনস্কি। মাথাটা ভারি হয়ে উঠেছে। অজস্র ছবি আর বিচিত্র সব স্মৃতির মিছিল একের পরে এক অস্বাভাবিক দ্রুততায় নিখুঁতভাবে ছুটে চলেছে ক্রমাগত। রোগীকে ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে ভ্রনস্কি, ওষুধটা চামচ ভর্তি হয়ে উপছে পড়লো মেঝের ওপরে। ধাত্রীর শুভ্র দুটি হাত। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ অদ্ভুত ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ালেন বিছানার কাছে।...

'ঘুমোও! ভুলে যাও সব কিছু!' একটা স্বাস্থ্যবান মানুষ ক্লান্তি এবং নিদ্রা অনুভব করলে যে ভাবে বলে, সে অবিলম্বে ঘুমিয়ে পড়বে—তেমনি ক্লান্ত-প্রত্যয় নিয়ে নিজেকে বললো ভ্রনস্কি। এবং সেই মুহূর্তেই ভ্রনস্কির মনে হলো, তার ঘুম পেয়েছে·· বিস্মরণের অতলে তলিয়ে যেতে শুরু করলো সে। কিন্তু একটু পরেই যেন বিজলীর চমক খেয়ে লাফিয়ে উঠলো ভ্রনস্কি। তার মনে হলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'আপনি আমাকে কাদায় দলিত করতে পারেন'···আর দুচোখে রাশি রাশি প্রেম আর কোমলতা নিয়ে আনা তাকিয়ে রয়েছে·· তার দিকে নয়—অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের দিকে।

'ঘুমোও! ভুলে যাও!' ফের নিজেকে বললো ভ্রনস্কি। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই আরও স্পষ্ট করে আনাকে দেখতে পেলো সে—যেমনটি দেখেছিলো ঘোড়দৌড়ের আগের দিন সেই স্মরণীয় সন্ধ্যায়।

নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থেকে, ঘুমোবার চেষ্টা করে ভ্রনস্কি। কিন্তু সে অনুভব করে, ঘুম আসার সামান্যতম আশাও আর নেই। 'আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?' নিজেকে প্রশ্ন করে সে। 'হয়তো তাই। কিন্তু কি জন্যে মানুষ পাগল হয়? কি জন্যে মানুষ গুলি করে নিজেকে?' ফের উঠে বসে ভ্রনস্কি, 'নাঃ, আমার সব কিছুই শেষ হয়ে গেছে। এবারে ভেবে ঠিক করতে হবে, আমি কি করবো। কি আর বাকি রইলো? উচ্চাশা? সারপুহোভস্কি? উঁচু তলার সমাজ? আদালত?'···দ্রুত ভাবতে থাকে ভ্রনস্কি, কিন্তু কোথাও থমকে দাঁড়াতে পারে না। একদিন এ সবকিছুরই এক একটা অর্থ ছিলো, কিন্তু আজ এর সমস্ত কিছুই অর্থহীন।···সোফা থেকে উঠে কোট এবং কোমরবন্ধটা খুলে ফেলে সে···আরও স্বচ্ছন্দে শ্বাস নেবার জন্যে অবারিত

করে তোলে নিজের লোমশ বুকখানিকে। তারপর ঘরে পায়চারি করতে করতে নিজের মনেই বলে, 'এভাবেই মানুষ পাগল হয়—নিজেকে গুলি করে ···অপমান এড়াতে।' ··

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয় ভ্রনস্কি। দাঁতে দাঁত চেপে টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা রিভলভার তুলে নেয় সে। রিভলভারটা হাতে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে কি যেন চিন্তা করে দুমিনিট। তারপর বুকের বাঁ দিকে রিভলভার তুলে ধরে ঘোড়াটা টিপে দেয়। গুলির শব্দটা সে শুনতে পায়নি, কিন্তু বুকের প্রচণ্ড আঘাতটা তাকে মেঝেতে ছিটকে ফেলে। টেবিলের ধারটা আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করে ভ্রনস্কি, রিভলভারটা খসে পড়ে হাত থেকে, অবাক দৃষ্টিতে চারধারে তাকায় সে। নিজের ঘরটাকে সে যেন চিনতে পারে না। তার পরেই বৈঠকখানা দিয়ে এগিয়ে আসা পরিচারকের দ্রুত পায়ের শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। সচেষ্ট প্রয়াসে ভ্রনস্কি বুঝতে পারে, সে মেঝের ওপরে পড়ে রয়েছে···মেঝেতে বেছানো বাঘের ছাল এবং নিজের হাতে রক্ত দেখে অনুভব করে, সে গুলি করেছে নিজেকে। 'আহাম্মক কোথাকার! ফস্কে গেছে!' বিড়বিড় করে রিভলভারটা খুঁজতে চেষ্টা করে ভ্রনস্কি। একেবারে কাছেই পড়ে ছিলো রিভলভারটা—সেটাকে সে আরও দূরে সরিয়ে দিতে চায় এবং ভারসাম্য হারিয়ে রক্তস্নাত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপরে।

মার্জিতরুচির গুঁফো পরিচারকটি মনিবকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে এতোই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে সে ভ্রনস্কিকে ওই অবস্থাতেই ফেলে রেখে সাহায্যের জন্যে ছুটে যায়। একঘণ্টা পরে ভ্রনস্কির বৌদি ভারিয়া এসে তিনজন ডাক্তারের সাহায্যে আহত মানুষটাকে বিছানায় নিয়ে শোয়ায় এবং তার পরিচর্যা করতে শুরু করে।

মৃত্যু-আশঙ্কাটা কেটে যাবার পর থেকেই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ লক্ষ্য করতে শুরু করলেন, আনা তাঁকে ভয় পাচ্ছে, তাঁর সামনে অস্বস্তি অনুভব করছে এবং সরাসরি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারছে না। ও যেন তাঁকে কিছু বলতে চায়, কিন্তু বলার সাহস পাচ্ছে না।···

ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি আনার শিশুকন্যাটি—আনার নামেই যার নাম রাখা হয়েছে—অসুস্থ হয়ে পড়লো। সকাল বেলা ডাক্তারকে ডেকে পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে কারেনিন অফিসে চলে গিয়েছিলেন। কাজকর্ম শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে এলেন, তখন বিকেল চারটে। হলঘরে ঢুকেই তিনি দেখতে

পেলেন, জমকালো উর্দি-পরা একটা চাপরাশি একটা সাদা ফারের চাদর হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছে।

'কে এসেছেন?' প্রশ্ন করলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

'প্রিন্সেস এলিজাবেথা ফেদেরোভনা তিভারস্কি,' চাপরাশি জানালো।

খাবারের ঘরে ঢুকে, ঘণ্টি বাজিয়ে পরিচারককে ডাকলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ এবং ফের ডাক্তারকে ডেকে আনার নির্দেশ জানালেন। ওই অনিন্দ্য সুন্দর শিশুটার জন্যে তাঁর স্ত্রী তেমন উদ্বিগ্ন নয় দেখে তিনি রীতিমতো বিরক্তি অনুভব করছিলেন এবং সেই কারণে স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর দেখা করতে ইচ্ছে করছিলো না। প্রিন্সেস বেতসির সঙ্গেও তাঁর দেখা করার ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু স্ত্রী এই নিয়ে চিন্তা করতে পারে ভেবে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু নরম গালচে মাড়িয়ে দরজার দিকে যাবার সময় তিনি এমন কিছু আলাপ-আলোচনা শুনে ফেললেন, যা তিনি আদৌ শুনতে চাননি।

'মানুষটা যদি চলে না যেতো, তাহলে আমি তোমার এ প্রত্যাখ্যানের অর্থ বুঝতাম,' বেতসি বলছিলো। 'কিন্তু তোমার স্বামীর তো এসবের ঊর্ধ্বে থাকা উচিত।'

'স্বামীর জন্যে নয়, আমি নিজেই তা চাই না!' উত্তেজিত স্বরে জবাব দেয় আনা।

'কিন্তু তোমার জন্যে যে মানুষটা নিজেকে গুলি করার চেষ্টা করেছিলো, তুমি তাকে বিদায় জানাতে চাও না—তা হতে পারে না…'

'ঠিক সেই কারণেই আমি তা চাই না।'

কারেনিনের মুখে অপরাধীর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। হয়তো তিনি ফেরেই যেতেন—কিন্তু সেটা তাঁর মর্যাদার পক্ষে হানিকর হবে ভেবে, গলা দাফ করে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তিনি ভেতরে যেতেই কণ্ঠস্বর দুটো নীরব হয়ে গেলো।…

'আপনি!' যেন পরম আশ্চর্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বেতসি। 'আপনি বাড়িতে ফিরেছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি! আজকাল আপনি তো কোথাও দেখাই দেন না! আনা অসুস্থ হবার পর থেকে আপনাকে আমি দেখতেই পাইনি!' বেতসির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে, 'আপনার গভীর অনুরক্তির কথা আমি সবই শুনেছি। স্বামী হিসেবে আপনি সত্যিই অদ্ভুত!'

শীতল ভঙ্গিমায় মাথা নুইয়ে স্ত্রীর হাতে চুমু দিলেন কারেনিন।…

'আমি এবারে চলি—' বেতসি বললো।

'না, একটু দাঁড়াও,' আচমকা বেতসির একখানা হাত আঁকড়ে ধরলো আনা। 'তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।' কারেনিনের দিকে ফিরে তাকালো ও, ঘাড় এবং কপাল লাল হয়ে উঠলো ওর। 'তোমার কাছে আমার গোপন বলে কিছু থাকতে পারে না, আমি তা চাইও না। বেতসি বলছে, তাসখন্দে চলে যাবার আগে কাউণ্ট ভ্রনস্কি বিদায় জানাবার জন্যে এখানে আসতে চান। আমি ওকে বলেছি, আমার পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।'

'তুমি বলেছো, সেটা অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের ওপরে নির্ভর করছে,' আনাকে শুধরে দিলো বেতসি।

'না, সেদিক থেকে কোন আপত্তি থাকবে না ··' চট করে স্বামীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নেয় আনা (কারেনিন ওর দিকে তাকাননি)—'আমিই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

কারেনিন এগিয়ে গিয়ে আনার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন। এক ঝাঁকুনিতে ওই শিরা জাগানো স্যাঁতসেতে হাতের আশ্রয় থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছিলো আনার। কিন্তু সযত্ন প্রয়াসে নিজেকে সংযত করে, কারেনিনের হাতে মৃদু চাপ দিলো ও।

'আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু···' বলতে শুরু করে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বিরক্ত হয়ে অনুভব করলেন, যে বিষয়টার সম্পর্কে তিনি মনে মনে এত সহজ ও স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রিন্সেস তিভারস্কির উপস্থিতিতে সেটা তিনি কিছুতেই আলোচনা করতে পারবেন না।

'বেশ, আমি তাহলে চলি।'

আনাকে চুমু দিয়ে বেতসি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কারেনিন অনুসরণ করলেন ওকে।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ!' বৈঠকখানা ঘরে এসে বেতসি বললো, 'আমি জানি, আপনি একজন সত্যিকারের মহান মানুষ। আমি নেহাতই বাইরের লোক! কিন্তু আনাকে আমি এত ভালোবাসি এবং আপনাকে এত শ্রদ্ধা করি যে আমি উপযাচক হয়েই একটা উপদেশ দেবার স্বাধীনতাটুকু নিচ্ছি। অ্যালেক্সি ভ্রনস্কি তাসখন্দে চলে যাচ্ছেন, ওকে আপনি এখানে আসার অনুমতি দিন।'

'আপনার সহানুভূতি এবং উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ, প্রিন্সেস। কিন্তু আমার স্ত্রী কারুর সঙ্গে দেখা করবে কি না, সে সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে।'

নিজের স্বভাব অনুযায়ী ভ্রূ তুলে, গম্ভীর-মর্যাদাসম্পন্ন গলায় কথাগুলো বললেন কারেনিন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিন্তা করে নিলেন, কথাগুলো যেমনই হোক না কেন, তাঁর নিজের পরিস্থিতিটা আদৌ মর্যাদাজনক নয়। এবং কথাটা শুনে বেতসি যেভাবে সারা মুখে চাপা বিদ্রূপের হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো—তাতে সেটা স্পষ্টই অনুভব করলেন তিনি।

বৈঠকখানা ঘর থেকে বেতসিকে বিদায় জানিয়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন। আনা শুয়ে ছিল, পায়ের শব্দ শুনেই ফের উঠে বসলো।

'আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকার জন্যে আমি সত্যিই খুব কৃতজ্ঞ,' বেতসির উপস্থিতিতে কারেনিন ফরাসী ভাষায় যে কথাটা বলেছিলেন, এখন স্ত্রীর পাশে বসে রাশিয়ান ভাষায় সে কথাটাই বললেন আবার। 'তোমার সিদ্ধান্তের জন্যেও আমি কৃতজ্ঞ। কারণ আমিও মনে করি, কাউণ্ট ভ্রনস্কি যখন চলেই যাচ্ছেন, তখন তাঁর আর এখানে আসার কোন প্রয়োজন নেই। অবিশ্যি যদি…'

'কিন্তু আমি তো সে কথা বলেই দিয়েছি, আবার তা বলছো কেন?' আনা নিজের বিরক্তি চেপে রাখতে পারে না। ভাবে, যে মানুষটা ভালোবাসার জন্যে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলতে প্রস্তুত এবং ইতিমধ্যেই যে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলেছে, তাঁকে ছাড়া যে বাঁচতে পারে না সেই ভালোবাসার পাত্রীটির কাছ থেকে তাঁর বিদায় নেবার কোন প্রয়োজনই নেই! ঠোঁট চেপে বসে থাকে আনা। শান্ত গলায় বলে, 'আর কক্ষনো ওসব কথা আলোচনা কোরো না।'

'এ প্রশ্নটা আমি তোমার সিদ্ধান্তের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখে খুবই খুশী হলাম যে…'

'আমার ইচ্ছেটা তোমার ইচ্ছের সঙ্গে মিলে গেছে,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের ধীরে-সুস্থে কথা বলার ভঙ্গিতে বিরক্ত হয়ে, দ্রুত বলে ফেলে আনা—কারণ ও আগে থেকেই জানতো, উনি কি বলবেন।

'হ্যাঁ', সায় দিলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'এবং এ সমস্ত

বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রিন্সেস ত্ভিারস্কির হস্তক্ষেপ করাটা একেবারেই অবাঞ্ছিত। বিশেষতঃ উনি···'

'ওর সম্পর্কে লোকে যা বলে, আমি তার একটি কথাও বিশ্বাস করি না। আমি জানি ও সত্যিই আমার কথা চিন্তা করে।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিছু বললেন না। আনা বিচলিতভাবে খেলা করতে লাগলো অঙ্গাবরণীর দড়িটা নিয়ে—ওর এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, এই মানুষটার বিরক্তির উপস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া।

'এইমাত্র আমি ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছি,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বললেন।

'আমি বেশ ভালো আছি, আবার ডাক্তার কেন?'

'না, বাচ্চাটা কান্নাকাটি করে—সবাই বলে, ধাইয়ের নাকি যথেষ্ট দুধ নেই।'

'আমি মিনতি করে বলেছি, তবু তুমি কেন আমায় বাচ্চাটাকে দুধ দিতে দাওনি? শত হলেও (অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ জানেন, 'শত হলেও' কথাটার কি অর্থ) ও একটা শিশু, ওরা ওকে মেরে ফেলছে!' ঘন্টি বাজিয়ে, বাচ্চাটাকে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয় আনা। 'আমি কত অনুনয় করেছি··· বলেছি, বাচ্চাটাকে আমায় দুধ দিতে দাও। আমাকে সে অনুমতি দেওয়া হয়নি। আর এখন সেজন্যে আমাকেই দোষ দেওয়া হচ্ছে!'

'আমি দোষ দিচ্ছি না···'

'হ্যাঁ, দিচ্ছো! ওহ্, ঈশ্বর, কেন আমি মরলাম না!' কান্নায় ভেঙে পড়ে আনা। তারপর নিজেকে সংযত করে বলে, 'তুমি চলে যাও এখান থেকে '

'না, এভাবে চলতে পারে না,' স্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলেন কারেনিন। তিনি বিশ্বাস করেন, ভ্রনস্কির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলাই আনার পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু নিজেকে নিতান্ত অসহায় বলে মনে হচ্ছিলো তাঁর। তিনি জানতেন, সবাই তাঁর বিরুদ্ধে—যা তাঁর কাছে এত স্বাভাবিক এবং সঠিক বলে মনে হচ্ছে, তা তাঁকে করতে দেওয়া হবে না··· বরং অন্যেরা যেটাকে সঠিক বলে মনে করছে, তা অন্যায় হলেও তিনি তা করতে বাধ্য হবেন।

কারেনিনদের বৈঠকখানা থেকে বেরুবার আগেই স্তিপান আর্কাদিয়েভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো বেতসির।···

'আরে, প্রিন্সেস!' উছলে ওঠে অবলনস্কি, 'কি আনন্দদায়ক এই সাক্ষাৎ!'

'এক মিনিটের জন্যে, কারণ আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।' স্মিত হেসে দস্তানা পরতে থাকে বেতসি।

'এখুনি দস্তানা এঁটো না, প্রিন্সেস! আগে আমাকে তোমার হস্ত চুম্বন করতে দাও।' বেতসির হাতে চুমু দিয়ে অবলনস্কি প্রশ্ন করে, 'আবার কবে আমাদের দেখা হবে?'

'তুমি তার যোগ্য নও,' বেতসির মুখে মৃদু হাসি।

'ভীষণভাবে যোগ্য, আমি এখন রীতিমতো দায়িত্ববান হয়ে উঠেছি। শুধু নিজের ব্যাপারই নয়, এখন আমি অন্যদের ব্যাপার-স্যাপারও সামলাচ্ছি।' অবলনস্কির মুখে ইঙ্গিতময় অভিব্যক্তি।

'শুনে ভীষণ খুশী হলাম!' বেতসি বুঝতে পারে, অবলনস্কি আনার কথা বলছে। 'ভদ্রলোক ওকে একেবারে খুন করে ফেলছেন,' ফিসফিসিয়ে বলে ও।

'জেনে খুশী হলাম যে তোমারও তাই ধারণা,' অসহায় সহানুভূতিতে মাথা নাড়ে অবলনস্কি। 'আর সেই জন্যেই আমি পিটার্সবুর্গে এসেছি।'

'সমস্ত শহরটাতেই ওদের নিয়ে আলোচনা চলেছে। এটা একটা অসম্ভব পরিস্থিতি। ভদ্রলোক বোঝেন না, ও এমন একটা মেয়ে যে নিজের অনুভূতিগুলোকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে না! ওর পক্ষে এটা একেবারে শ্বাসরোধকর অবস্থা!'

'সেই জন্যেই তো আমি এখানে এসেছি,' অবলনস্কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!'

বেতসিকে হলঘর অব্দি পৌঁছে দিয়ে, বোনের কাছে গিয়ে হাজির হয় অবলনস্কি। দেখতে পায়, আনার চোখে জল। আনার কাছে কুশল জানতে চায় সে, জানতে চায় সকাল বেলাটা ওর কেমন কেটেছে।

'ভীষণ, ভীষণ বাজে—আজ, আজকের সকাল, সমস্ত অতীত আর ভবিষ্যৎ—সবই ভীষণ খারাপ।' আনা জবাব দেয়।

'তুমি বোধহয় দুঃখবাদের জন্যে পথ ছেড়ে দিচ্ছো। কিন্তু নিজেকে তোমার জাগিয়ে তুলতে হবে, জীবনকে মুখোমুখি দেখতে হবে। জানি তা কঠিন, কিন্তু…'

'শুনেছি, মেয়েরা নাকি পুরুষদের দোষগুলোর জন্যেও তাদের ভালোবাসে,'

আচমকা বলতে শুরু করে আনা, 'কিন্তু আমি ওঁর গুণগুলোর জন্তেই ওকে ঘৃণা করি। ওঁর সঙ্গে আমি বাস্ করতে পারছি না! আমি অসুখী ছিলাম, ভাবতাম এর চাইতে অ-সুখ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু এখন আমি যে অবস্থায় রয়েছি, তেমনটি কোনদিন হতে পারে বলে আমি কল্পনাও করিনি। আমি জানি ও ভালোমানুষ, চমৎকার মানুষ, আমি ওঁর কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নই। কিন্তু তবু আমি ওঁকে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি ওঁর মহানুভবতার জন্যে। এখন আমার জন্যে বাকি রয়েছে শুধু…'

আনা মৃত্যুর কথা বলতো। কিন্তু অবলনস্কি ওকে শেষ করতে না দিয়ে বলে, 'তুমি অসুস্থ। বিশ্বাস করো, তুমি সবকিছুই ভীষণ অতিরঞ্জিত করে তুলছো। এর মধ্যে তেমন ভয়ঙ্কর কিন্তু কিছু নেই!'

অবলনস্কি মৃদু হাসলো। তার জায়গায় অন্য কেউ হলে, এমন হতাশাজনক পরিস্থিতিতে হাসার সাহস পেতো না—সে হাসিকে পাশবিক বলে মনে হতো। কিন্তু অবলনস্কির হাসিতে এমন মিষ্টতা এবং প্রায় রমণীসুলভ কোমলতা রয়েছে, যে তা কখনও আঘাত করে না বরং স্নিগ্ধতা বয়ে আনে। আনাও সে স্নিগ্ধতা অনুভব করলো।…

'না, স্তিভা,' আনা বললো, 'আমি শেষ হয়ে গেছি! অথচ আমার মনে হচ্ছে, এটাই শেষ নয়। আমি যেন টানটান করে বাঁধা একটা সুতো, যা একসময় ছিঁড়ে যাবেই!'

'সে ক্ষেত্রে আমরা সুতোটাকে একটু একটু করে ঢিলে করে দেবো। এমন কোন পরিস্থিতি নেই, যেখান থেকে উদ্ধারের কোন পথ নেই।'

'আমি ভেবেছি, অনেক ভেবেছি। কিন্তু একমাত্র…'

'মোটেই না,' ফের ওকে বাধা দেয় অবলনস্কি। 'আমার কথা শোনো—আমি একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করছি। তুমি এমন একজনকে বিয়ে করলে, যিনি তোমার চাইতে বিশ বছরের বড়। তোমাদের বিয়ের ক্ষেত্রে প্রেম ছিলো না এবং প্রেম কি তা না জেনেই তুমি বিয়ে করেছিলে। স্বীকার করা যাক, সেটা একটা ভুল হয়েছিলো।'

'ভয়ঙ্কর ভুল!'

'কিন্তু আমি আবার বলছি, সেটা একটা বাস্তব ঘটনা। তারপর, বলা যাক দুর্ভাগ্যক্রমেই, তুমি একজনকে ভালোবাসলে—যিনি তোমার স্বামী নন। এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, কিন্তু এটাও বাস্তব।…তোমার স্বামী এটা জানতে পেরেছেন এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে,

এর পরেও কি তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে জীবন কাটাতে পারবে? তুমি কি তা চাও? তিনি কি তা-ই চান?'

'আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না।'

'কিন্তু তুমি নিজেই বলেছো, তুমি তাঁকে সহ্য করতে পারছো না।'

'না, আমি তা বলিনি···আমি সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি কিচ্ছু জানি না···কিচ্ছু বলতে পারবো না।'

'হ্যাঁ, কিন্তু···'

'তুমি বুঝতে পারছো না···আমার মনে হচ্ছে আমি যেন কোন খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, অথচ নিজেকে বাঁচানো আমার উচিত নয়···'

'বেশ তো, আমরা খাদের মধ্যে একটা কিছু নামিয়ে দিয়ে, তোমাকে টেনে তুলে আনবো! ছাখো আনা, তুমি কি মনে করো এ ব্যাপারটা তোমার তুলনায় কারেনিনের ওপরে কম গুরুভার হয়ে চেপে আছে? অথচ বিবাহ-বিচ্ছেদ পুরো সমস্যাটারই সমাধান করে ফেলতে পারে।' অবশেষে খানিকটা আয়াসসাধ্য প্রচেষ্টায় নিজের মতলবটা প্রকাশ করে, অবলনস্কি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে আনার দিকে তাকালো।

আনা কোন জবাব দেয় না, শুধু মাথা নেড়ে ভিন্নমত প্রকাশ করে। কিন্তু সহসা সেই পুরনো দিনের সৌন্দর্যে ঝিলমিলিয়ে ওঠা ওর মুখখানার দিকে তাকিয়ে অবলনস্কি স্পষ্টই বুঝতে পারে, আনা যদি বিচ্ছেদ না চায় তাহলে তা শুধুমাত্র এই কারণেই চাইছে না যে ও মনে করছে, এ সুখ ওর নাগালের বাইরে।

'তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি ভীষণ দুঃখিত! সব কিছু যদি ঠিকঠাক করে ফেলতে পারি, তা হলে আমি যে কি সুখীই হবো!' অবলনস্কির হাসি এবারে আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। 'কোন কথা নয়, একটি কথাও বলবে না! ঈশ্বর করুন—আমি যেমনটি অনুভব করছি, ঠিক তেমনি ভাবে যেন তা বলতে পারি।···আমি কারেনিনের কাছে যাচ্ছি।'

স্বপ্নিল দুটি চোখ তুলে অবলনস্কির দিকে তাকায় আনা, কোন কথা বলে না।

হাত দুটো পেছনের দিকে রেখে কারেনিন নিজের ঘরে পায়চারি করছিলেন।

'আমি আপনাকে বিরক্ত করছি না তো?' ভগ্নীপতিকে খানিকটা বিব্রত

হতে দেখে প্রশ্ন করলো অবলনস্কি।

'না। আপনি কি কিছু চাইছেন?' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের প্রশ্নে অনাগ্রহী স্বর।

'হ্যাঁ,···ইয়ে হয়েছে···মানে আমি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছিলাম।' সহসা এক অনভ্যস্ত ভীরুতায় অবলনস্কি বিস্মিত হয়ে ওঠে, প্রাণপণে সেটাকে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে সে। 'আশা করি বোনের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং আপনার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে বলে, আপনি বিশ্বাস করেন। ইচ্ছে ছিলো···মানে আমি চাইছিলাম, আমার বোন এবং আপনার পারস্পরিক অবস্থাটা সম্পর্কে আমি আপনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবো।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের মুখে বিষণ্ন হাসি ফুটে ওঠে। কোন কথা না বলে, টেবিল থেকে একখানা অসমাপ্ত চিঠি তুলে নিয়ে, সেটা শ্যালকের দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি।

'আমি অনবরত ওই একটা কথাই চিন্তা করছি। লিখতেও শুরু করেছিলাম, কারণ ভাবলাম চিঠিতেই কথাগুলো ওকে বেশি ভালো করে বলতে পারবো। তাছাড়া আমার উপস্থিতিতে ও বিরক্ত হয়ে ওঠে।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে অবলনস্কি অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের নিষ্প্রভ চোখ দুটো একেবারে অবিচলিত ভাবে তার দিকে স্থির হয়ে রয়েছে। চিঠিটা পড়তে শুরু করলো সে।

'দেখতে পাচ্ছি, আমার উপস্থিতি তোমার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর হলেও আমি বুঝতে পারছি, সেটাই সত্য এবং তা ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না। আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। ঈশ্বর সাক্ষী—তোমার অসুস্থতার সময় তোমাকে দেখে আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে স্থির করেছিলাম, আমাদের মধ্যে যা হয়ে গেছে তা আমি ভুলে যাবো···নতুন করে জীবন শুরু করবো। আমি যা করেছি তার জন্যে আমি কোন অনুতাপ করছি না, করবোও না কোনদিন। তবে আমি একটা জিনিস চেয়েছিলাম—তোমার মঙ্গল, তোমার আত্মার মঙ্গল—এবং এখন দেখতে পাচ্ছি, আমি তা পাইনি। তুমি নিজেই বলো, কিসে তুমি সত্যিকারের সুখ আর মনের শান্তি পাবে। আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তোমার হাতে ছেড়ে দিলাম এবং আমি বিশ্বাস করি, যা সঠিক তুমি তা-ই করবে।'

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে, অবলনস্কি আগের মতো সেই একই বিস্মিত দৃষ্টিতে কারেনিনের দিকে তাকিয়ে রইলো। সে বুঝতে পারছিলো না, কি বলবে।

'আমি জানতে চাই, ওর ইচ্ছেটা কি—' বললেন কারেনিন।

'আমার আশঙ্কা, ও নিজের পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছে না। আপনার মহানুভবতার কাছে ও সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে গেছে। এ চিঠি পড়লে ও কিছুই বলতে পারবে না, শুধু নিজের মাথাটা আরও নিচের দিকে নামিয়ে আনবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আর কি করা যাবে? কি করে জানা যাবে ওর ইচ্ছেটা কি?…আমি তো এ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার মতো কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না!'

'সমস্ত পরিস্থিতি থেকেই বেরিয়ে আসার মতো কোন না কোন পথ থাকে। একটা সময় এসেছিলো, যখন আপনি বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করছিলেন। এখন যদি আপনারা নিঃসন্দেহে মনে করেন যে আপনারা পরস্পরকে সুখী করতে পারবেন না…'

'সুখ শব্দটাকে বিভিন্ন অর্থে বোঝা যেতে পারে। কিন্তু ধরুন, আমি সমস্ত কিছুই মেনে নিলাম আমি কিছুই চাই না—সেক্ষেত্রে আমাদের এখনকার পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কি কোন পথ আছে?'

'আনা কোনদিনও এ সম্পর্কে কিছু বলবে না। কিন্তু একটা জিনিস সম্ভব একটা জিনিস হয়তো ও চাইতে পারে,' অবলনস্কি বলতে থাকে, 'সেটা হচ্ছে, আপনাদের সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতির পরিসমাপ্তি।'

'বিবাহ-বিচ্ছেদ,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কণ্ঠে বিরক্তির স্বর।

'হ্যাঁ, বিবাহ-বিচ্ছেদ,' লাল হয়ে উঠে পুনরাবৃত্তি করে অবলনস্কি। 'কোন বিবাহিত দম্পতি যদি বোঝে যে তাদের দুজনের পক্ষে একত্রে জীবন কাটানো অসম্ভব, তাহলে আর কি করা যাবে?'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

'শুধু একটা বিষয় চিন্তা করার আছে,' অবলনস্কি বলতে থাকে, 'তা হচ্ছে: উভয় পক্ষের মধ্যে কেউ কি নতুনভাবে কোন বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়? যদি তা না হয়, তা হলে ব্যাপারটা খুবই সহজ।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ নিজের মনে বিড়বিড় করে কিছু বললেন,

কোন জবাব দিলেন না। স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ অবলনস্কির কাছে যে সমস্ত জিনিস এত সহজ বলে মনে হচ্ছে, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তা হাজার বার করে ভেবে দেখেছেন। এবং সহজ হওয়া দূরে থাক, সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য জানার পর বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রশ্ন এখন তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হয়।···বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, তাঁর ছেলের কি হবে? ছেলেকে তার মায়ের হেফাজতে ছেড়ে দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মায়ের একটা নতুন অবৈধ সংসার হবে—সেখানে সৎপুত্র হিসেবে ছেলের মর্যাদা এবং শিক্ষা, কোনটাই ভালো হবে না। ছেলেকে নিজের কাছে রেখে দেবেন? কারেনিন জানেন, সেটা তাঁর পক্ষে একটা সমুচিত প্রতিহিংসা নেবার মতো কাজ হবে এবং তিনি তা চান না। কিন্তু এ ছাড়া আরও যে কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় তা হচ্ছে, বিচ্ছেদের সম্মতি দিলে তিনি আনাকেই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলবেন। তিনি জানেন, বিচ্ছেদ হয়ে গেলে আনা ভ্রনস্কির জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন যোগ করে নেবে এবং তাদের সে বন্ধন হবে অবৈধ ও বে-আইনী—কারণ ধর্মীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, স্বামীর জীবদ্দশায় কোন স্ত্রী বিবাহ করতে পারে না। 'ও তখন ভ্রনস্কির সঙ্গে থাকবে এবং দু-এক বছরের মধ্যেই ভ্রনস্কি ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বা ও ফের অন্য কারুর সঙ্গে একটা নতুন সম্পর্ক গড়ে নেবে,' ভাবলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। 'আর এই বে-আইনী বিচ্ছেদে সম্মতি দিয়ে, আমি ওর ধ্বংসের জন্যে দোষী হয়ে থাকবো।' এ সমস্ত কথা কারেনিন হাজার বার করে ভেবে দেখেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে যে, স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ যেমনটি বলেছে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা আদৌ তেমন সহজ নয়—বরং সম্পূর্ণ অসম্ভব। অবলনস্কি তাঁকে যে সমস্ত কথা বলেছে, তিনি তার একটি শব্দও বিশ্বাস করেননি···প্রতিটা কথাতেই তাঁর হাজারটা করে আপত্তি ছিলো। কিন্তু তবু তিনি অবলনস্কির কথাগুলো শুনেছেন···কারণ তিনি অনুভব করেছেন, অবলনস্কির কথাগুলো আসলে এক প্রচণ্ড পাশব-শক্তির সবাক-অভিব্যক্তি—যে শক্তি অবলনস্কির জীবনটাকে পরিচালিত করছে এবং যার কাছে শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবেন।

'এখন একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, কি কি শর্তে আপনি আনাকে মুক্তি দিতে রাজী আছেন। ও কিছুই চায় না, আপনার কাছে কিছু চাইবার মতো সাহসও ওর নেই—ও সবই আপনার মহানুভবতার ওপরে ছেড়ে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' কর্কশ স্বরে মুখর হয়ে উঠলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, 'কলঙ্কের ভাগ আমিই নেবো, এমন কি আমার ছেলেকেও আমি ছেড়ে দেবো। কিন্তু···কিন্তু ব্যাপারটাকে এমনিভাবে রেখে দিলেই ভালো হতো নাকি? যাকগে, আপনাদের যা খুশি আপনারা করতে পারেন···'

শ্যালকের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ জানলার কাছে রাখা একটা কুর্সিতে গিয়ে বসলেন। অবলনস্কিও ব্যথিত হয়ে উঠেছিলো। কিছুক্ষণ নীরবতার পর সে বললো, 'আমার কথা বিশ্বাস করুন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, আনা আপনার মহানুভবতার প্রশংসা করে। কিন্তু মনে হচ্ছে, এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিলো।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ হয়তো কোন জবাব দিতেন, কিন্তু উদ্গত অশ্রু তাঁকে থামিয়ে দিলো।

'এটা একটা বিশ্রী ভবিতব্য এবং সেভাবেই এটাকে মেনে নিতে হবে।' অবলনস্কি বলতে থাকে, 'এ দুর্যোগকে আমি একটা বাস্তব সত্য বলেই মেনে নিয়েছি এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করছি যাতে আপনাদের দুজনকেই সাহায্য করা যায়।'

ভগ্নীপতির ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় সত্যিকারের বেদনা অনুভব করলেও অবলনস্কি এই ভেবে খুশী হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটাকে সে সফল ভাবেই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পেরেছে—কারণ সে সুনিশ্চিত ভাবে অনুভব করছিলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তাঁর কথা থেকে পেছিয়ে আসবেন না।

হৃৎপিণ্ড স্পর্শ না করলেও, ভ্রনস্কির আঘাতটা সাংঘাতিকই হয়েছিলো এবং বেশ কয়েক দিন তাকে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি পড়ে থাকতে হয়েছিলো। প্রথম যখন সে কথা বলার মতো ক্ষমতা ফিরে পেলো, তখন তার ভ্রাতৃবধূ ভারিয়া একাই তার ঘরে ছিলো।

'ভারিয়া,' কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভ্রনস্কি বললো, 'স্রেফ দৈবক্রমে আমি নিজেকে গুলি করে ফেলেছিলাম। দয়া করে কক্ষনো এই নিয়ে কোন কথা বোলো না আর অন্যদেরও তাই বলে দিয়ো। নয়তো এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে উঠবে।'

কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে ভ্রনস্কির মুখের কাছে ঝুঁকে এলো ভারিয়া। ভ্রনস্কির চোখ দুটি পরিষ্কার, কিন্তু চোখের অভিব্যক্তি কঠোর।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' ভারিয়া বললো। 'তোমার কোন কষ্ট নেই তো?'

'এখানে একটু আছে,' বুকের দিকে দেখালো ভ্রনস্কি।

'দাঁড়াও, আমি তোমার ব্যাণ্ডেজগুলো পালটে দিচ্ছি।'

নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে ভারিয়ার দিকে তাকিয়ে রইলো ভ্রনস্কি। তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হতে বললো, 'আমি ভুল বকছি না। তুমি ব্যাপারটা একটু সামলে দিয়ো—দেখো, লোকে যেন বলাবালি না করে যে আমি ইচ্ছে করেই নিজেকে গুলি করেছিলাম।'

'কেউ তা বলে না। তবে আমি আশা করবো, তুমি আর কক্ষনো দৈবক্রমে নিজেকে গুলি করে বসবে না।' ভারিয়ার মুখে প্রশ্নালু হাসি।

'অবশ্যই না। কিন্তু খুব ভালো হতো, যদি···'

ভ্রনস্কির মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে।···

সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রনস্কি অনুভব করে, তার দুঃখ-দুর্দশার একটা অংশ থেকে সে এখন সম্পূর্ণ মুক্ত। আগেকার লজ্জা এবং অপমানবোধ সে তার নিজের কাজ দিয়ে ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ করে ফেলেছে। এখন সে শান্ত মনে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কথা চিন্তা করতে পারে, তাঁর উদারতার কথা অনুভব করতে পারে—কিন্তু সে জন্যে এখন আর তার নিজেকে অপমানিত বলে মনে হয় না। তাছাড়া এখন সে আবার তার পুরনো জীবন-পথে ফিরে এসেছে।···কিন্তু প্রাণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও একটা জিনিস সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না—সেটা হচ্ছে, যা সে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলছে তার জন্যে নিদারুণ বেদনাবোধ। ভ্রনস্কি মনস্থির করে ফেলেছিলো, ভবিষ্যতে আর কোনদিনও সে অনুতপ্ত আনা এবং ওর স্বামীর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াবে না। কিন্তু প্রেমিকাকে হারানোর বেদনা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিলো না, মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলো না সুখের সেই অপরূপ স্মৃতিগুলোকে।···

সেরপুহভস্কি তাসখন্দে ভ্রনস্কির জন্যে একটা নতুন পদের ব্যবস্থা করে রেখেছিলো, ভ্রনস্কি নির্দ্বিধায় সেটা নিতে রাজী হয়ে গেলো। ততদিনে তার আঘাত সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে। তাই যাত্রার উদ্যোগপর্ব সেরে নেবার ফাঁকে একদিন সে বেতসির কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বললো, 'একবার শুধু ওকে দেখবো, তারপর আমি মরে যেতেও প্রস্তুত।' বেতসি দূতী হয়ে আনাকে গিয়ে কথাটা জানালো—কিন্তু ফিরে এসে বললো, আনা দেখা করতে রাজী নয়।

'ভালোই হয়েছে,' খবরটা পেয়ে ভ্রনস্কি ভাবলো। 'ওটা ছিলো একটা দুর্বলতা, যা হয়তো আমার অবশিষ্ট শক্তিটুকুকেও গুঁড়িয়ে ফেলতো।'

কিন্তু পরের দিন সকালবেলা বেতসি নিজেই ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা করে বললো, অবলনস্কির মাধ্যমে ও জানতে পেরেছে যে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হয়েছেন। কাজেই ভ্রনস্কি এখন আনার সঙ্গে দেখা করতে পারে।

নিজের সিদ্ধান্তের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে, বেতসিকে কোন প্রশ্ন না করে, তৎক্ষণাৎ গাড়ি হাঁকিয়ে কারেনিনদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয় ভ্রনস্কি। তারপর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, প্রায় ছুটতে ছুটতে আনার ঘরে ঢুকে, ঘরে কেউ আছে কি না তা পর্যন্ত না দেখে, আনাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে—চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিতে শুরু করে আনার মুখ, হাত আর ঘাড়। আনাও নিজেকে এই সাক্ষাৎকারের জন্যে প্রস্তুত করে তুলছিলো, চিন্তা করে নিচ্ছিলো ভ্রনস্কিকে ও কি বলবে। কিন্তু সে সবের কিছুই ও বলতে পারে না, ভ্রনস্কির আবেগ ওকেও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভ্রনস্কিকে শান্ত করতে চেষ্টা করে ও, চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করে তুলতে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে—ভ্রনস্কির আবেগ ছড়িয়ে পড়েছে ওর শরীরের প্রতিটি তন্ত্রীতে।

'হ্যাঁ, তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছো', অবশেষে ভ্রনস্কির হাত দুটো নিজের বুকে চেপে ধরে আনা। 'আমি তোমার।'

'হতেই হবে। যতদিন আমরা বাঁচবো, ততদিন তাই থাকবে।'

'সত্যিই তাই,' ভ্রনস্কির মাথাটা জড়িয়ে ধরে আনা, ক্রমশ আরও পাংশুল হয়ে ওঠে ও। 'কিন্তু যা ঘটেছে, তারপরেও এ ব্যাপারে একটা সাংঘাতিক জিনিস রয়ে গেছে।'

'কেটে যাবে, ওতে আমাদের প্রেম আরও নিবিড় হবে,' মাথা তুলে দাঁত বের করে হাসে ভ্রনস্কি।

আনাও না হেসে পারে না। ভ্রনস্কির হাতটা তুলে নিয়ে নিজের ঠাণ্ডা গাল আর ছোট করে চুল ছাঁটা মাথায় চাপড় মারে ও।

'তোমাকে এত ছোট চুলে আমি কখনও দেখিনি। কত সুন্দর হয়ে উঠেছো তুমি! ঠিক যেন একটা ছেলে। কিন্তু এত ফ্যাকাশে কেন!'

'হ্যাঁ, আমি বড্ড দুর্বল হয়ে গেছি।' আনার মুখে স্মিত হাসি, ঠোঁট দুটি কাঁপতে শুরু করে ওর।

'আমরা ইতালিতে যাবো—তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো থাকবো, শুধু আমরা···এ-ও কি সম্ভব ?' নিবিড় দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির চোখের দিকে তাকায় আনা।

'এতদিন যে তা হয়নি, সেটাই আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়।'

'স্তিভা বলেছে, 'উনি' সব কিছুতেই রাজী হয়েছেন। কিন্তু আমি ওঁর মহানুভবতা মেনে নিতে পারি না।' স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির মুখ পেরিয়ে দূরের দিকে তাকায় আনা, 'আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই না···ওতে আমার আর কিছু এসে যায় না। শুধু জানি না, সেরিয়োঝার সম্পর্কে উনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন।'

'ও সমস্ত কথা বোলো না, চিন্তাও কোরো না।' ভ্রনস্কি ভেবে পায় না, এই মুহূর্তে ছেলের কথা বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা আনার মনে আসে কি করে। আনার হাত দুটি নিজের হাতে টেনে এনে, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে সে। তবু আনা তার দিকে তাকায় না।

'ওঃ, কেন আমি মরলাম না! তাহলেই তো সব চাইতে ভালো হতো।' মূক অশ্রু আনার দু গাল বেয়ে নেমে আসে। তবু ও হাসতে চেষ্টা করে, যাতে ভ্রনস্কি না আঘাত পায়।

এক সময় তাসখন্দের লোভনীয় প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করার কথা ভ্রনস্কি অপমানজনক এবং অসম্ভব বলেই মনে করেছিলো। কিন্তু এখন এক মুহূর্তও দ্বিধা না করে সেটা সে নাকচ করে দিলো এবং এতে ওপর-মহলের অসন্তুষ্টি লক্ষ্য করে অবিলম্বে সামরিক বাহিনী থেকে ইস্তফা দিলো।

এক মাস বাদে পিটার্সবুর্গের বাড়িতে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ ছেলেকে নিয়ে একা পড়ে রইলেন এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ না করে, বিচ্ছেদের প্রস্তাব দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রাহ্য করে, আনা ভ্রনস্কির সঙ্গে বিদেশে চলে গেলো।

॥ পাঁচ ॥

রুশ দেশের প্রথা অনুসারে বিয়ের দিন (প্রিন্সেস এবং দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা বিয়ের সমস্ত রকমের আচার-আচরণ কঠোরভাবে পালন করার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন) লেভিন তার বাগদত্তার সঙ্গে দেখা করেনি এবং নিজের হোটেলেই তিনজন অবিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে ডিনার সেরে নিয়েছিলো। ডিনারের একটু পরেই বন্ধুরা বিয়ের আসরে সময় মতো সাজগোছ করে

হাজির হবার জন্যে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। একা একা ওই বন্ধুদের আলাপ-আলোচনার কথা মনে করে লেভিন নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলো: বন্ধুরা যে স্বাধীনতার কথা বলছিলো, তার জন্যে তার নিজের মনে কোন দুঃখ আছে কি? প্রশ্নটাতে নিজেই হাসলো সে। 'স্বাধীনতা! স্বাধীনতা কিসের জন্যে? একমাত্র প্রেমেই সুখ—সুখ প্রেমিকার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলে মেনে নেওয়ায়, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা বলে মনে করায়—অর্থাৎ আদৌ স্বাধীনতা নয়···এবং তারই নাম সুখ!'

'কিন্তু তুমি কি ওর চিন্তা, ওর ইচ্ছা আর অনুভূতিকে জানো?' সহসা একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করলো লেভিনকে। লেভিনের মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো, চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। আচমকা একটা আশ্চর্য অনুভূতি নেমে এলো তার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে।···

'ও যদি আমাকে ভালো না বাসে? যদি এমন হয়, ও স্রেফ বিবাহিতা হবার জন্যেই আমাকে বিয়ে করছে? যদি এমন হয় যে ও নিজেই বুঝতে পারছে না, ও কি করছে?' লেভিন চিন্তা করে, 'হয়তো এক সময় ওর চেতনা ফিরে আসবে এবং বিয়ে হয়ে যাবার পরেই ও অনুভব করবে, ও আমাকে ভালো-বাসে না, বাসতে পারবেও না।' ভ্রনস্কির প্রতি বিদ্বেষী হয়ে উঠে লেভিন, যেমন হয়েছিলো এক বছর আগে···যে সন্ধ্যায় ভ্রনস্কির সঙ্গে ওকে সে দেখেছিলো, তা যেন গতকালকার কথা।

সহসা লাফিয়ে ওঠে লেভিন, 'নাঃ, এভাবে চলতে পারে না। আমি ওর কাছে যাবো, গিয়ে জানতে চাইবো···শেষবারের মতো বলবো, আমরা মুক্ত অবস্থায় আছি···এভাবে থাকাটাই শ্রেয় নয় কি? অন্তহীন দুঃখকষ্ট, অপমান আর অবিশ্বস্ততার চাইতে যে কোন জিনিসই তো অধিক শ্রেয়!' হৃদয়ভরা হতাশা এবং সমস্ত মানুষের প্রতি, নিজের প্রতি আর কিটির প্রতি তিক্ত ক্রোধ নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে, গাড়িতে চেপে কিটিদের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে যায় লেভিন।

পেছন দিককার একটা ঘরে ওকে খুঁজে পায় লেভিন। একটা বাক্সের ওপরে বসে পরিচারিকার সঙ্গে পোশাক-আশাকগুলো গুছিয়ে রাখছিলো ও। কুর্সিগুলোর পেছনে, ঘরের মেঝেতে হরেক রঙের পোশাকের স্তূপ।

লেভিনকে দেখে খুশীতে ঝলমলিয়ে ওঠে কিটি, 'কস্তিয়া! কনস্তানতিন দিমিত্রিভিচ! আমি তো তোমাকে আশাই করিনি!' পরিচারিকাকে ঘর থেকে যেতে বলে, লেভিনের উত্তেজিত মুখখানা লক্ষ্য করে ও। 'কি হয়েছে,

কস্তিয়া ?'

'কিটি ! আমি খুব যন্ত্রণায় ভুগছি। আমি শুধু বলতে এসেছি যে এখনও সময় আছে। এখনও এ সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া যায়।'

'কি বলছো তুমি ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ! কি হয়েছে ?'

'যে কথাটা আমি হাজার বার বলেছি···আমি তোমার যোগ্য নই। একটু ভেবে ছাখো ! তুমি একটা ভুল করে ফেলেছো—এ বিয়েতে রাজী হয়ে তুমি ঠিক করোনি। তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারো না · লোকে যা খুশি বলে বলুক, কিন্তু সারাজীবন দুঃখ ভোগ করার চাইতে···তার চাইতে বরং এখনও সময় আছে···'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' কিটির কণ্ঠস্বরে আতঙ্কের সুর। 'তার মানে, তুমি এ বিয়ে চাও না ?'

'না, যদি তুমি আমাকে ভালো না বাসো।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছো !' নিদারুণ বিক্ষোভে লাল হয়ে ওঠে কিটি। কতকগুলো পোশাক আরাম-কুর্সিটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লেভিনের পাশে গিয়ে বসে ও। 'কি ভাবছো তুমি ? বলো, আমাকে সবকিছু বলো—'

'আমি ভাবছি, তুমি আমাকে ভালোবাসতে পারো না। কিসের জন্যেই বা বাসবে ?'

'হে ভগবান ! এখন আমি কি করি ?'·· কান্নায় ভেঙে পড়ে কিটি।

'হায় হায় ! এ আমি কি করলাম ?' হাঁটু মুড়ে বসে কিটির হাতে চুমু দিতে শুরু করে লেভিন।

পাঁচ মিনিট বাদে প্রিন্সেস ঘরে ঢুকে দেখলেন, ওদের মধ্যে সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে। কিটি শুধু যে নিজের প্রেম সম্পর্কে লেভিনকে আশ্বস্ত করেছে তা-ই নয়—লেভিনের প্রশ্নের জবাবে ও তাকে বুঝিয়ে বলেছে, কেন লেভিনকে ও ভালোবাসে। বলেছে লেভিনকে ও ভালোবাসে তার কারণ, লেভিনকে ও পুরোপুরি বুঝতে পারে···কারণ ও জানে, লেভিন কি পছন্দ করে এবং লেভিন যা কিছু পছন্দ করে তার সব কিছুই ভালো।

লেভিনের আসার কারণটা জেনে, প্রিন্সেস কপট ক্রোধ দেখিয়ে তাকে সাজগোছ করে নেবার জন্যে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে সে কিটিকে দেরি করিয়ে না দেয়···কারণ কিটির কেশবিন্যাসকারী চার্লস যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়তে পারে। বললেন, 'একে ইদানীং মেয়েটা কিছু খাচ্ছে না, দেখতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে···তার ওপরে তুমি এসে ওই সমস্ত আজেবাজে

কথা বলে ওর মনটাকে উতলা করে তুলছো। যাও—এবারে তুমি এসো তো বাপু!'

বিবাহ উপলক্ষে আলোয় সজ্জিত গির্জাটাকে ঘিরে অনেক লোকের ভিড় —এঁদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। সদর দরজা দিয়ে যাঁরা ভেতরে ঢুকতে পারেননি তাঁরা জানলার সামনে ভিড় জমিয়েছেন, গুঁতোগুঁতি-ঠেলাঠেলি করছেন, উঁকিঝুঁকি মারছেন জাফরিগুলো দিয়ে। যতবার দরজাটা খোলার আওয়াজ হচ্ছে, ততবারই ভেতরকার কথাবার্তা থেমে যাচ্ছে…বর-কনেকে দেখতে পাবার আশায় মুখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন সকলেই। ইতিমধ্যে বার দশেক দরজাটা খোলা হয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই বিলম্বে আগত কোন অতিথি বা অতিথিদের জন্যে। অবশেষে পরিস্থিতিটা রীতিমতো অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। এক ভদ্রমহিলা নিজের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড তো!'

ইতিমধ্যে বহুক্ষণ আগেই কিটি সাজগোছ করে তৈরি হয়ে বসে রয়েছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলো ও—আধঘটা ধরে গভীর উদ্বেগে আশা করছিলো কেউ এসে জানাবে, বর গির্জায় পৌঁছে গেছে।

লেভিন তখন হোটেলের ঘরে ক্রমাগত পায়চারি করছে আর বারবার দরজা দিয়ে মাথা বের করে বারান্দার দিকে উঁকি মারছে। কিন্তু যে লোকটিকে দেখতে পাবে বলে সে আশা করছিলো, তার কোন পাত্তা নেই।

'কোন মানুষ কি কোনদিনও এমন একটা বোকার মতো পরিস্থিতিতে পড়েছে?' অচঞ্চলভাবে ধূমপান করতে থাকা অবলনস্কির দিকে পাগলের মতো হাত নাচিয়ে বললো লেভিন।

'চিন্তা কোরো না,' স্নিগ্ধ হাসি ছড়ালো অবলনস্কি, 'এক্ষুনি নিয়ে আসবে।'

'কি যে করি!…আর তেমনি হয়েছে এই বুকখোলা ওয়েস্ট-কোটগুলো!' নিজের শার্টের কোঁচকানো সামনের অংশটার দিকে তাকায় লেভিন। 'জিনিসপত্রগুলো যদি রেল স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কি হবে?'

'তাহলে তুমি আমারটা পরে নেবে।'

'সেটা করতে হলে তো অনেক আগেই করে ফেলা উচিত ছিলো—'

'নিজেকে হাস্যকর করে তোলাটা ভালো হবে না…একটু অপেক্ষা করো—এসে যাবে।'

আসলে ঘটনাটা হচ্ছে এই, লেভিন তার সান্ধ্য-স্যুটটা চাইতেই লেভিনের পুরাতন ভৃত্য কুজমা তাকে কোট, ওয়েস্ট-কোট, এবং অন্যান্য জিনিস-গুলো এনে দিয়েছে—কিন্তু কোন জামা দেয়নি। বিগলিত হাসি হেসে বলেছে, 'জামা তো আপনি পরেই রয়েছেন, আজ্ঞে!' অথচ জামাটা সকাল থেকে পরে থাকার দরুন এখন একেবারে কুঁচকে গেছে, কেতাদুরস্ত বুক-খোলা ওয়েস্ট-কোটের সঙ্গে এটা পরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে আগেকার নির্দেশমতো কুজমা সান্ধ্য-কোটটা বাদে লেভিনের সমস্ত কিছুই গোছগাছ করে শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে—সেখান থেকে আজই সন্ধ্যায় তরুণ দম্পতির রওনা হয়ে যাবার কথা।···শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়ি এখান থেকে অনেকটা দূরের পথ। তাই একটা নতুন জামা কিনে আনার জন্যে চাকর পাঠানো হয়েছিলো। সে ফিরে এসেছে—সব বন্ধ, আজ রোববার। অবলনস্কির বাড়ি থেকে একটা জামা নিয়ে আসার জন্যে একজনকে পাঠানো হয়েছিলো—কিন্তু সেটা অসম্ভব চওড়া আর লম্বায় খাটো। শেষ পর্যন্ত শ্চেরবাৎস্কিদের বাড়িতেই লোক পাঠানো হয়েছে এবং ফলে বরের যখন গির্জায় পৌঁছে যাবার কথা, তখন সে পিঞ্জরাবদ্ধ বুনো জন্তুর মতো ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে আর বারবার বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে।··

অবশেষে অপরাধী কুজমা একটা জামা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে এসে হাজির হলো, 'একেবারে সময় মতো পৌঁচে গিয়েছিলুম! মালপত্তরগুলো ওরা তখন সবে মাত্তর গাড়িতে তুলছিলো।'

'এসে গেছে, ওরা এসে গেছে!' 'ওই তো বর!' 'কোন জন?' 'বেশ ছেলেমানুষ কিন্তু, তাই না?' কনেকে নিয়ে লেভিন গির্জায় ঢোকার সময় জমায়েতের ভেতর থেকে বিভিন্ন মন্তব্য শোনা গেলো।

স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ অবলনস্কি তার স্ত্রীকে বিলম্বের হেতুটা জানিয়ে দিয়েছিলো, অতিথিরা তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে হাসিঠাট্টা করছিলেন। লেভিন কিছুই দেখছিলো না, কাউকেই দেখছিলো না—কিটির দিক থেকে সে পলকের জন্যেও দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি। সবাই বলাবলি করছিলো, ইদানীং কিটিকে দেখতে খুব খারাপ হয়ে গেছে—বিয়ের দিনে সাধারণত যতটা সুন্দর দেখানোর কথা, ওকে মোটেই তেমনটি লাগছে না। কিন্তু লেভিনের আদৌ তা মনে হচ্ছিলো না।···

'আমি তো ভাবতে শুরু করেছিলাম, তুমি বুঝি পালিয়ে গেলে,' লেভিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো কিটি।

'আর বোলো না!' লেভিন লাল হয়ে উঠলো, 'যা হয়েছিলো তা বলতেও আমার লজ্জা লাগছে।'

'শোনো কস্তিয়া, এবারে তোমাকে একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে,' অবলনস্কি কপট আতঙ্কের ভঙ্গিমায় বললো। 'ওঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, যে মোমবাতিগুলো আগেও জ্বালানো হয়েছে ওঁরা সেগুলোই জ্বালবেন—নাকি যেগুলো কোনদিনও জ্বালানো হয়নি, সেগুলো? ব্যাপারটা দশ রুবলের।' স্মিত হাসিতে ঠোঁট দুটিকে আয়েসী করে তোলে অবলনস্কি, 'আমি অবিশ্যি সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেলেছি, কিন্তু ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবে না।'

লেভিন বুঝতে পারলো এটা একটা রসিকতা, কিন্তু হাসতে পারলো না।

'তাহলে কি হবে? প্রশ্নটা হচ্ছে—নতুন মোমবাতি, না ব্যবহার করা মোমবাতি?'

'হ্যাঁ, নতুন মোমবাতি।'

'বাঃ, খুব খুশী হলাম। তাহলে প্রশ্নটার ফয়শালা হয়ে গেলো!' শিরিকভের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো অবলনস্কি, 'সত্যি, এই পরিস্থিতিতে পুরুষ মানুষ কি বোকাই না হয়ে যায়!'

'মনে রাখিস কিটি, তুই-ই কিন্তু গালচেতে প্রথমে পা রাখলি।' কাউণ্টেস নর্দস্তন লেভিনের দিকে তাকালেন, 'আপনি খুব ভালো মানুষ!'

'ভয় লাগছে না?' বললেন মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা, এক বৃদ্ধা খুড়ীমা।

'শীত করছে? ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস যে! দাঁড়া, এক মিনিট একটু নিচু হয়ে দাঁড়া দেখি—' কিটির দিদি মাদাম লেভভ হাসিমুখে নিজের গোলগাল হাত দুটি দিয়ে কিটির মাথার ফুলগুলোকে সোজা করে দিলেন।

ইতিমধ্যে পুরোহিত যথাস্থানে উপস্থিত হয়েছেন, লেভিনকে কি যেন বললেন তিনি—লেভিন শুনতে পেলো না।

'কনেকে হাত ধরে নিয়ে যাও,' একজন সঙ্গী বলে দিলো লেভিনকে।

পুরোহিত ফুলে মোড়া দুটো মোমবাতি জেলে কাত করে ধরে রাখলেন, আস্তে আস্তে গলে গলে ঝরে পড়তে লাগলো মোমের ফোঁটাগুলো। বর-কনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওদের আশীর্বাদ করলেন তিনি, তারপর ধুনুচিটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে।...

বিয়ের অনুষ্ঠান যতোই এগিয়ে চলে, লেভিন ততই আরও বেশি করে অনুভব করে—বিয়ের সম্পর্কে তার সমস্ত ধারণা এবং জীবনকে বিধিবদ্ধ করে নেবার তার সমস্ত স্বপ্ন…আসলে সবই ছিলো নেহাত ছেলেমানুষী। এটা এমন একটা জিনিস যা সে এ যাবৎ বুঝতে পারেনি এবং এখন বুঝতে পারছে আরও কম—যদিও সেটা তার ওপরেই প্রয়োগ করা হচ্ছে।…বুকটা দুলে ওঠে লেভিনের, গলার কাছ থেকে কি যেন একটা দলা বেঁধে ওপরের দিকে উঠে আসে ক্রমশ, অবাধ্য অশ্রু এসে হাজির হয় চোখের কোণে।…

অবশেষে শেষ প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করে পুরোহিত নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানালেন। কিটির দিকে তাকালো লেভিন—কিটির সারা মুখে সুখের এক অপরূপ নতুন দীপ্তি। ওকে কিছু বলতে ইচ্ছে করছিলো লেভিনের, কিন্তু সে বুঝতে পারছিলো না অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে কি না। পুরোহিত স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'আপনি স্ত্রীকে চুম্বন করুন, আর আপনি চুম্বন করুন আপনার স্বামীকে।' ওদের হাত থেকে মোমবাতি দুটো নিয়ে নিলেন তিনি।

ভীরু সতর্কতায় কিটির স্মিত অধরে চুমু দেয় লেভিন, তারপর নৈকট্য আর ঘনিষ্ঠতার এক আশ্চর্য অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে আসে গির্জা থেকে। সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না, এ সবই সত্য। শুধু ওদের ভীরু ভীরু চোখের বাউড়ি দৃষ্টি যখন একত্রে মিলিত হচ্ছিলো, তখনই লেভিনের বিশ্বাস হচ্ছিলো সবকিছু—কারণ তখন সে অনুভব করছিলো, তারা দুজনে মিলে এখন একটি মাত্র অস্তিত্ব।

সেদিন রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পরে তরুণ দম্পতি সগৃহে রওনা হয়ে গেলো।

পিটার্সবুর্গে ফিরে এসে ভ্রনস্কি এবং আনা একটা সেরা হোটেলে গিয়ে উঠলো। ভ্রনস্কি নিচের তলায় আলাদা ভাবে রইলো আর ওপরের তলায় চার ঘরের একটা বিশাল স্যুইট নিয়ে আনা রইলো ওর বাচ্চা, ধাই আর একটা ঝিকে নিয়ে।

পিটার্সবুর্গে এসে পৌছনোর দিনেই দাদার সঙ্গে দেখা করতে গেলো ভ্রনস্কি। সেখানে মা এবং বৌদি তাকে যথারীতি অভ্যর্থনা জানালো, তার বিদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে কথাবার্তা বললো, উভয় পক্ষের পরিচিত কয়েকজনের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও করলো—কিন্তু আনার সঙ্গে তার যোগাযোগ সম্পর্কে একটি কথাও বললো না। ভ্রনস্কির দাদা অবিশ্যি পরের দিন সকালে নিজে

থেকেই দেখা করতে এলেন এবং ভ্রনস্কি তাঁকে খোলাখুলি ভাবেই জানিয়ে দিলো যে মাদাম কারেনিনের সঙ্গে তার সম্পর্ককে সে বৈবাহিক সম্পর্ক বলেই মনে করে—সে আশা করছে শীগগিরই কারেনিনের সঙ্গে ওর বিচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে এবং বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই ওকে সে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যে এখন আনাকে সে নিজের স্ত্রী বলেই মনে করে এবং দাদাকে সে মিনতি করে বললো, মা আর বৌদিকে সে যেন এই কথাই জানিয়ে দেয়।

'পৃথিবী হয়তো এটা মেনে নেবে না, কিন্তু আমি তাতে পরোয়া করিনে,' ভ্রনস্কি বললো। 'তবে আমার আত্মীয়স্বজনরা যদি আমার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়, তাহলে আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তাদের ওই একই সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।'

পিটার্সবুর্গের উঁচুতলার মহিলাদের মধ্যে যার সঙ্গে ভ্রনস্কির প্রথমে দেখা হলো, সে তার সম্পর্কিত ভগ্নী—প্রিন্সেস বেতসি। ভ্রনস্কিকে দেখে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠলো ও, 'অবশেষে এলে! আর আনা? তোমরা ফিরে এসে এসেছো বলে আমি খুব খুশী হয়েছি! তা উঠেছো কোথায়? বুঝতেই পারছি অতো সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়িয়ে এসে আমাদের পিটার্সবুর্গকে তোমার কেমন বীভৎস বলে মনে হচ্ছে! রোমে তোমাদের মধুচন্দ্রিমার কথা আমি দিব্যি কল্পনা করে নিতে পারছি।...তা বিচ্ছেদের কতদূর হলো? সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে তো?'

ভ্রনস্কি লক্ষ্য করলো, এখনও বিচ্ছেদ হয়নি জেনে বেতসির উদ্দীপনাটা চুপসে গেলো। বললো, 'আমি জানি লোকে আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারবে, কিন্তু তবু আমি গিয়ে আনার সঙ্গে দেখা করে আসবো। সত্যিই যাবো।'

বাস্তবিক, সেদিনই ও আনার সঙ্গে দেখা করতে এলো। কিন্তু ওর আচার-আচরণ আগেকার তুলনায় একেবারে আলাদা। স্পষ্টতই আনার সাহসের জন্যে ও গর্বিতা, কিন্তু দশ মিনিটের বেশি ও রইলো না এবং যাবার সময় বলে গেলো, 'আমি অবিশ্যি লোকাচার উপেক্ষা করে এসেছি, কিন্তু যতদিন তোমাদের বিয়ে না হবে ততদিন কুচুটে লোকেরা কিন্তু তোমাদের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে চলে যাবে। · তোমরা শুক্রবার দিন চলে যাচ্ছো? ইস্, তাহলে তো তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না!'

বেতসির সুর থেকেই ভ্রনস্কির বুঝে নেওয়া উচিত ছিলো, সমাজের কাছ থেকে সে কি আশা করতে পারে। তবু নিজের পরিবারের দিক থেকে সে আরও একটা চেষ্টা করলো। সে জানতো, প্রথম দেখার সময় আনার সম্পর্কে

উচ্ছ্বসিতা হলেও, তার মা এখন আনাকে এতটুকুও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করবেন না—কারণ আনা ওঁর ছেলের জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু বৌদি ভারিয়ার ওপরে ভ্রনস্কি অনেকখানি আশা রেখেছিলো। সে ভেবেছিলো, ভারিয়া কোন বাধা না মেনে আনার সঙ্গে এসে দেখা করবে এবং ওকে নিজের বাড়িতে তুলে নেবে।

পৌঁছনোর পরের দিনই ভ্রনস্কি ভারিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গেলো এবং ওকে একা পেয়ে খোলাখুলিভাবে জানালো, সে কি চায়।

'তুমি তো জানো অ্যালেক্সি, আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি,' ভ্রনস্কির বক্তব্য শুনে ভারিয়া বললো, 'আর তোমার জন্যে কিছু করতে আমি কতখানি প্রস্তুত। কিন্তু তবু আমি পিছিয়ে রয়েছি—তার কারণ আমি জানি, আমি তোমার আর আনা আর্কাদিয়েভনার কোন কাজেই আসবো না। দয়া করে মনে কোরো না, আমি 'ওকে' সমালোচনা করছি। মোটেই তা নয়! হয়তো ওর জায়গায় হলে আমিও ওর মতোই কাজ করতাম। কিন্তু...' ভীরু চোখে ভ্রনস্কির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকালো ও, 'তুমি যা চাইছো, আমি তা করতে পারি না! আমার মেয়েরা বড় হয়ে উঠছে...তুমি আমার ওপরে রাগ কোরো না অ্যালেক্সি, দয়া করে একটু বুঝতে চেষ্টা করো...'

ভ্রনস্কি বুঝতে পারে, এ বিষয়ে অন্য কোন চেষ্টা করা নিরর্থক এবং পিটার্সবুর্গে এই সামান্য কটা দিন তাকে এমন ভাবে কাটাতে হবে, যেন সে একটা অপরিচিত শহরে রয়েছে—আগেকার পরিচিত মানুষের সংস্রব তাকে সযত্নে এড়িয়ে চলতে হবে, যাতে কোন অপ্রীতিকর এবং অপমানকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়, যা তার কাছে একেবারে অসহনীয়। সব চাইতে বিশ্রী ব্যাপার হচ্ছে, পিটার্সবুর্গের সর্বত্রই যেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের উপস্থিতি, সকলের মুখে মুখেই তার নাম। কারেনিনের কথা উল্লেখ না করে কোন আলোচনার সূত্রপাত করা সম্ভব নয়, তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার ঝুঁকি না নিয়ে কোথাও যাওয়াও একেবারে অসম্ভব।...

পিটার্সবুর্গের দিনগুলো ভ্রনস্কির কাছে আরও যে কারণে দুঃসহ হয়ে ওঠে তা হচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে আনার মেজাজের পরিবর্তন—যার কোন হদিসই সে খুঁজে পায় না। এই মনে হয়, ভ্রনস্কিকে ও ভালোবাসে—আবার পরমুহূর্তেই ও শীতল হয়ে ওঠে, খিটখিটে হয়ে যায়। কোন একটা ব্যাপারে ও ক্রমাগত দুশ্চিন্তা করছে, ভ্রনস্কির কাছ থেকে কিছু একটা লুকিয়ে রাখছে...যে অপমান ভ্রনস্কির অস্তিত্বটাকে বিষাক্ত করে তুলেছে তা যেন ও লক্ষ্যই করছে না।

রাশিয়ায় ফিরে আসার পেছনে আনার একটা উদ্দেশ্য ছিলো, ছেলের সঙ্গে দেখা করা। কিন্তু কি করে এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা হবে, তা ও একবারও ভেবে দেখেনি। ওর মনে হয়েছিলো, একই শহরে থাকার দরুন দেখা করার ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে উঠবে। কিন্তু পিটার্সবুর্গে ফিরে এসেই সমাজে বর্তমানে ওর স্থান কোথায়, সে সম্পর্কে ও সচেতন হয়ে উঠলো এবং বুঝতে পারলো, এই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করাটা সহজ হবে না।...আজ দুদিন ধরে ও পিটার্সবুর্গে রয়েছে। এই দুদিনে ছেলের চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যেও ওকে রেহাই দেয়নি, কিন্তু তাকে ও দেখতেও পায়নি। আনা অনুভব করছিলো, সরাসরি ও বাড়িতে যাবার কোন অধিকার ওর নেই এবং সেখানে গেলে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাছাড়া তাঁরা ওকে অপমান করতে পারে, বাড়িতে নাও ঢুকতে দিতে পারে।...স্বামীকে চিঠি লেখার চিন্তাও ওর কাছে যন্ত্রণাদায়ক...স্বামীর কথা চিন্তা না করলেই ও শান্তিতে থাকে।.. ছেলেকে দূর থেকে একটি বার দেখতে পাওয়াই আনার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই সাক্ষাৎকারের জন্যে অপেক্ষা করে আছে ও—সেরিয়োঝাকে ওর কত কথা বলার আছে...তাকে ও কত আদর করবে, চুমু দেবে!...সেরিয়োঝার পুরনো ধাই হয়তো এ বিষয়ে আনাকে সাহায্য করতে পারতো, পরামর্শ দিতো। কিন্তু এখন সে আর কারেনিনের বাড়িতে নেই। কাজেই দুটো দিন এমনি অনিশ্চিয়তার মধ্যে আর পুরনো ধাইকে খুঁজে পাবার প্রচেষ্টায় বৃথাই কেটে গেছে।

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কথা শুনে, তৃতীয় দিনে কাউন্টেসকেই চিঠি লিখবে বলে মনস্থ করলো আনা—যদিও সেটা ওর পক্ষে নিতান্তই পীড়াদায়ক। চিঠিতে ও ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলো যে, ছেলের সঙ্গে ওর দেখা করার অনুমতি অবশ্যই ওর স্বামীর মহানুভবতার ওপরে নির্ভর করছে। আনা জানতো, চিঠিটা ওর স্বামীকে দেখানো হলে তিনি 'মহৎ স্বামী'র ভূমিকাটি যথাযথ পালন করবেন এবং আনার অনুরোধ খারিজ করে দেবেন না।

যে চাপরাশী চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলো, সে সব চাইতে আশাতীত এবং নিষ্ঠুরতম জবাব নিয়ে এলো—বললো, কোন জবাব নেই। নিজেকে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত বলে মনে করলেও আনা অনুভব করলো, নিজের দিক থেকে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা ঠিকই করেছেন।...সারাদিন হোটেলে বসে

চিন্তা করলো ও এবং শেষ পর্যন্ত স্থির করলো, স্বামীকেই চিঠি লিখবে। মনে মনে যখন ও চিঠিটার মুসাবিদা করছে, ঠিক তখনই লিদিয়া ইভানোভনার চিঠি এসে হাজির হলো। কাউণ্টেসের নীরবতা আনা তবু মেনে নিয়েছিলো, কিন্তু চিঠির বয়ানে ও একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং স্থির করলো, পরের দিনই—অর্থাৎ সেরিয়োঝার জন্মদিনে ও সোজা স্বামীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। তারপর চাকরবাকরদের ঘুষ দিয়ে হোক বা যে করেই হোক, ছেলের সঙ্গে দেখা করবে···হতভাগা ছেলেটাকে ওরা মিথ্যার যে রাক্ষুসে জাল দিয়ে ঘিরে রেখেছে, সেটাকে ও ছিঁড়ে তছনছ করে ফেলবে।···

সেদিনই পুতুলের দোকানে গিয়ে একগাদা পুতুল কিনে ফেললো আনা। এবং পরের দিন সকাল আটটার সময় একটা ভাড়াটে শ্লেজ থেকে নেমে, ওর পুরনো বাড়ির সদর দরজার ঘন্টি বাজিয়ে দিলো।···

দ্বাররক্ষক কাপিতোনিচ তখনও পুরো সাজ-পোশাক পরে তৈরি হয়নি। তার সহকারী গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই আনা ভেতরে ঢুকে ছেলেটির হাতে একটা তিন রুবলের নোট গুঁজে দিলো।

'সেরিয়োঝা—সার্জেই অ্যালেক্সিচ,' বলতে বলতে এগিয়ে গেলো ও।

'কাকে চাইছেন আপনি?' নোটটা লক্ষ্য করে নতুন ছেলেটি ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় দরজার কাছে ওকে থামিয়ে দিলো।

আনা কিছু শুনলো না, কোন জবাবও দিলো না।

ইতিমধ্যে কাপিতোনিচ বেরিয়ে এসে ওড়নায় মুখ ঢাকা আনার কাছে জানতে চাইলো, উনি কি চাইছেন।

'আমি প্রিন্স স্কোরোতুমভের কাছ থেকে আসছি, সার্জেই অ্যালেক্সিচের সঙ্গে দেখা করবো।' বললো আনা।

'উনি তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি,' এক মনে আনাকে লক্ষ্য করতে করতে কাপিতোনিচ বললো।

এ বাড়িতে আনার জীবনের দীর্ঘ নটা বছর কেটে গেছে। ও ভাবতেই পারেনি, হল ঘরটার পরিবেশ আগের মতো তেমনি অপরিবর্তিতই থেকে যাবে। অনেক মধুর আর বিধুর হয়ে যাওয়া স্মৃতি ওর মনে ভেসে ওঠে··· মুহূর্তের জন্যে ও ভুলে যায়, কেন ও এখানে এসেছে।

'আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করবেন?' আনার গা থেকে ফারের চাদরটা খুলতে সাহায্য করে কাপিতোনিচ, আনাকে চিনতে পেরে ওকে অভিবাদন জানাতে অনেকটা নিচু হয় মানুষটা। 'ভেতরে আসুন, মা!'

আনা কিছু বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু ওর কণ্ঠ নিশ্চুপ হয়ে থাকে। বৃদ্ধ মানুষটাকে অনুসরণ করে পরিচিত সিঁড়ি বেয়ে হালকা পায়ে ওপরে উঠতে থাকে ও।

'দয়া করে বাঁ দিকে আসুন। ছোট হুজুরকে এখন পুরনো মহলে নিয়ে আসা হয়েছে কি না!' একটা বিশাল দরজা অর্ধেকটা খুলে, ভেতরে উধাও হয়ে যায় কাপিতোনিচ। আনা অপেক্ষায় থাকে। 'উনি এইমাত্র ঘুম থেকে জেগেছেন,' কাপিতোনিচ ফিরে এসে জানায়।

সেই মুহূর্তে ভেতর থেকে শিশুকণ্ঠে একটা হাই তোলার শব্দ শুনতে পায় আনা—শুধু ওই শব্দটুকুতেই নিজের ছেলেকে চিনতে পারে ও, মনে হয় সেরিয়োঝাকে ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

'আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও···তুমি যাও!' বলতে বলতে আনা ভেতরে ঢুকে পড়ে।

দরজার ডানদিকে একটা খাট, খাটে বসে রয়েছে ছেলেটা। রাত্রিবাসের জামার বোতামগুলো খোলা। সামনের দিকে ছোট্ট শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে হাই তোলা শেষ করছে ও। হাই শেষ হতেই, এক ঘুম-ঘুম স্বর্গীয় হাসিতে ওর মিলিত ঠোঁট দুটি বঙ্কিম হয়ে ওঠে। তারপর হাসি মুখেই ফের গড়িয়ে পড়ে বিছানায়।

'সেরিয়োঝা!' খাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ফিসফিসিয়ে ডাকে আনা।

এ-কদিনেই অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে সেরিয়োঝা। ইস্, কি রোগা দেখাচ্ছে ওর মুখখানা! চুলগুলো কি ছোট ছোট! হাত দুটো কি লম্বাই না হয়েছে! আনা ওকে ছেড়ে যাবার পর থেকে ও অনেক পালটে গেছে। কিন্তু তা হলেও, ও সেই সেরিয়োঝা।···

'সেরিয়োঝা!' প্রায় বাচ্চাটার কানের কাছে পুনরাবৃত্তি করে আনা।

কনুইতে ভর রেখে মাথা তোলে সেরিয়োঝা···ওর কাছে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত··· তারপর এক স্বর্গীয় হাসিতে স্বপ্নিল হয়ে, চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আনার বুকে।

'সেরিয়োঝা, সোনা আমার!' আনা দু হাতে জাপটে ধরে ওকে।

'মামন!' আনার ঘাড়ে মুখ ঘষতে থাকে সেরিয়োঝা, 'আমি জানতাম··· আজ যে আমার জন্মদিন আমি জানতাম তুমি আসবে!'

সেরিয়োঝার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দেয় আনা, কোন কথা বলতে পারে না···চোখের জলে ওর গলা বুজে আসে।

'তুমি কাঁদছো কেন, মামন?' সেরিয়োঝার কণ্ঠে কান্নার রেশ।

'আনন্দে কাঁদছি, সোনা···আর কাঁদবো না!···কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম!' ঢোক গিলে কান্না চেপে রাখে আনা, 'এসো, তোমার পোশাক পরার সময় হয়ে গেছে।' খাটের পাশে যে কুর্সিটাতে সেরিয়োঝার পোশাক-আশাক রাখা ছিলো, সেটাতেই বসে পড়ে ও।

'এম্মা, তুমি আমার জামার ওপরে বসে পড়েছো!' সেরিয়োঝা হাসিতে ফেটে পড়ে।

ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে আনা।

'আমার মামন সোনা!' ফের ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেরিয়োঝা। 'এটা তোমাকে পরতে হবে না.' আনার টুপিটা খুলে ফেলে, ওকে চুমু দেয় সে।

'তুমি কি আমার কথা ভাবতে, মানিক? নিশ্চয়ই ভাবতে না, আমি মরে গেছি?'

'আমি কক্ষনো তা বিশ্বাসই কত্তাম না!'

'বিশ্বাস করতে না, সোনামনি?'

'না, আমি জানতাম—আমি জানতাম,' আনার হাতটা নিজের মুখে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে তোলে সেরিয়োঝা।

ইতিমধ্যে ভৃত্য মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। সবাই জেনে গেছে—গিন্নীমা এসেছেন, কাপিতোনিচ তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছে এবং উনি এখন বাচ্চাটার ঘরে রয়েছেন। এদিকে কর্তাবাবু রোজ ন'টার আগেই বাচ্চাটাকে দেখতে যান। প্রত্যেকেই অনুভব করছিলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটা নিতান্তই অবাঞ্ছিত হবে এবং যে করেই হোক সেটাকে রুখতে হবে। অবশেষে নার্স মারিয়া ইয়েফিমোভনা ভ্যালেট কর্ণি ভ্যাসিলিচকে বলল, 'তুমি কর্তাবাবুকে আটকে রাখো, আমি ততক্ষণে ছুটে গিয়ে 'ওঁকে' বের করে আনি।'

নার্স যখন ঘরে গিয়ে ঢুকলো তখন সেরিয়োঝা হাত-পা নেড়ে মাকে গল্প শোনাচ্ছে, কিভাবে সে আর নাদিন্‌কা ডিগবাজি খেতে খেতে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছিলো। আনা প্রাণভরে শুধু সেরিয়োঝাকে দেখছিলো, কিছুই

শুনছিলো না। ওর সমস্ত অন্তর জুড়ে শুধু একটাই চিন্তা—চলে যেতে হবে, সেরিয়োঝাকে ফেলে চলে যেতে হবে।···মারিয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো ও, তবু বসে রইলো—যেন ও পাথর হয়ে গেছে।

'জন্মদিনে ঈশ্বর বাচ্চাটার জন্যে সত্যিই আনন্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন', আনার হাতে চুমু দেয় মারিয়া। 'আপনি কিন্তু একটুও বদলাননি, মাদাম।'

'তুমি এ বাড়িতে আছো, আমি জানতাম না নার্স,' মুহূর্তের জন্যে নিজেকে জাগিয়ে তোলে আনা।

'আমি এখানে থাকি না, আমার মেয়ের সঙ্গে থাকি। আমি শুধু ওকে বলতে এসেছিলাম, এমন শুভদিন যেন অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসে!'

সহসা মারিয়া ইয়েফিমোভনা কান্নায় ভেঙে পড়ে, ফের আনার হাতে চুমু দিতে শুরু করে ও।

'মামন, ও প্রায়ই আমাকে দেখতে আসে। আর যখন আসে ·' বলতে বলতে থেমে যায় সেরিয়োঝা—লক্ষ্য করে, নার্স ওর মাকে চুপিচুপি যেন কি বলছে আর তাই শুনে ওর মা'র মুখটা যেন কেমন হয়ে যায়।

'আমার লক্ষ্মী সোনা!' সেরিয়োঝার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আনা। ও বিদায়ের কথা বলতে পারে না, কিন্তু ওর অভিব্যক্তিতে সে কথা ফুটে ওঠে। সেরিয়োঝাও তা বুঝতে পারে। 'তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো? তুমি··' আর কিছু বলতে পারে না ও।

কিন্তু মার সমস্ত না বলা কথাই বুঝতে পারে সেরিয়োঝা। বুঝতে পারে, মা ওকে ভালোবাসে···মা বড় অসুখী। নার্স মাকে ফিসফিসিয়ে কি বলেছিলো, তা-ও ও বুঝতে পারে। 'নিয়মিত নটার সময়' কথাটা ও শুনতে পেয়েছিলো এবং বুঝেছিলো ওরা তার বাবার কথা বলছে ··বাবার সঙ্গে মার দেখা হওয়া চলবে না। কিন্তু একটা জিনিস ও বুঝে উঠতে পারে না: মা'র মুখে অমন ভয় আর লজ্জা ফুটে উঠবে কেন। মা কোন অন্যায় করতে পারে না—কিন্তু মা কোন কিছুতে ভয় পাচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছে। সন্দেহ দূর করার জন্যে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছিলো তার, কিন্তু সাহস হয়নি। ও দেখেছিলো মা কষ্ট পাচ্ছে, মা'র জন্যে কষ্ট হচ্ছিলো তারও। নিঃশব্দে মা'কে জড়িয়ে ধরে ও ফিসফিসিয়ে বলে, 'তুমি যেও না, বাবা এখুনি আসবে না।'

'সেরিয়োঝা,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথা বুঝতে পারে আনা, 'তুমি বাবাকে ভালোবাসবে। উনি আমার চাইতে অনেক ভালো। আমি ওঁর কাছে অনেক অন্যায় করেছি···বড় হয়ে তুমি সব ঝতে পারবে।'

'তোমার চাইতে কেউ বেশি ভালো না!' হতাশায় কেঁদে ফেলে সেরিয়োঝা, প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরে মাকে।

'আমার ছোট্ট সোনা, আমার মানিক!' ওকে জড়িয়ে ধরে ওর মতোই কাঁদতে থাকে আনা।

সেই মুহূর্তে ত্রস্ত নার্স আনার হাতে টুপিটা তুলে দেয়, 'উনি আসছেন!'

সেরিয়োঝা বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছোট ছোট হাত দুখানি সরিয়ে ওর ভেজা মুখে চুমু দেয় আনা, তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় দরজার দিকে। অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ তখন সবেমাত্র ঘরে ঢুকছিলেন। আনাকে দেখে উনি থমকে দাঁড়ালেন, মাথাটা নিচু করলেন সামান্য। যদিও মুহূর্তকাল আগে আনা বলেছিলো, উনি আমার চাইতে অনেক ভালো, কিন্তু এক ঝলক মানুষটার দিকে তাকিয়েই ওর সমস্তটা মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। চকিতে মুখের ওপরে ওড়নাটা টেনে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও।

আনা বাঁধন খোলার কোন অবসর পায়নি। তাই আগের দিন অনেক দুঃখ অনেক ভালোবাসা নিয়ে ও যে পুতুলগুলোকে পছন্দ করে কিনেছিলো, সেগুলো ওকে সঙ্গে করেই ফিরিয়ে আনতে হলো।

আনা কল্পনাও করতে পারেনি, সেরিয়োঝার সঙ্গে ওর সেই সাক্ষাৎকার ওর মনে এত নিদারুণ হয়ে বাজবে। হোটেলের নির্জন ঘরে ফিরে এসে অনেকক্ষণ ধরে ও মনেই করতে পারলো না, কেন ও এখানে এসেছে।···

'হ্যাঁ, সব শেষ ··এখন আবার আমি একা,' বলতে বলতে টুপিটা না খুলেই চুল্লির কাছে রাখা একটা নিচু কুর্সিতে বসে পড়লো ও। · বিদেশ থেকে নিয়ে আসা ফরাসী পরিচারিকা ওকে পোশাক পালটে নিতে বললো। 'পাল্টাচ্ছি,' খানিকক্ষণ মেয়েটির দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থেকে জবাব দিলো আনা। একটা চাপরাশি এসে কফির কথা বললো। 'খাবোখন', ফের বললো ও।

ইতালিয় নার্সটি বাচ্চাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে আনার কাছে নিয়ে এলো। বাচ্চাটা মাকে দেখে সর্বদাই যেমনটি করে থাকে, তেমনিভাবে ছোট ছোট গোলগাল হাত দুখানি মা'র দিকে এগিয়ে দিয়ে ফোকলা মুখে হাসলো। দেখে না হেসে থাকা যায় না, চুমু না দিয়ে পারা যায় না, ও শক্ত করে চেপে ধরবে বলে একটা আঙুল এগিয়ে না দেওয়া একেবারে অসম্ভব।···মেয়েটাকে

কোলে নিয়ে দোল খাওয়ালো আনা, চুমু দিলো ওর কচি কচি গাল দুটোতে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও নতুন করে অনুভব করলো, সেরিয়োঝার সম্পর্কে ও যেমনটি অনুভব করে, সেই তুলনায় মেয়েটার সম্পর্কে ওর অনুভূতিকে আদৌ 'ভালোবাসা' বলা যায় না। বাচ্চাটার সবই সুন্দর, তবু যে কোন কারণেই হোক ও আনার হৃদয়কে তেমন করে অধিকার করতে পারেনি। ওর প্রথম সন্তান যাঁর মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছিলো, তাঁকে আনা ভালোবাসে না—তবু সেরিয়োঝার জন্যে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা একত্র করেও আনার আশ মেটেনি। মেয়েটা জন্মেছে সব চাইতে দুঃখজনক পরিস্থিতিতে, সেরিয়োঝার তুলনায় একশো ভাগের এক ভাগ যত্নও ও পায়নি। তাছাড়া মেয়েটার সমস্ত কিছু এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে—আর সেরিয়োঝা ইতিমধ্যেই একটা ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে ··আনাকে সে বুঝতে পারে, ভালোবাসে, তার কাছ থেকে আনা চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—শুধু শারীরিক দিক থেকে নয়, মানসিক দিক থেকেও এবং এ বিষয়ে আর কিছুই করার নেই।

বাচ্চাটাকে নার্সের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আনা ওকে চলে যেতে বলে। তারপর হারের লকেট খুলে, সেরিয়োঝার একটা ছবি বের করে ছাখে—ছবিটা ওই মেয়েটার মতোই ছোট্ট বয়সে তোলা হয়েছিলো। ··টুপিটা খুলে, টেবিল থেকে একটা অ্যালবাম তুলে নেয় ও। অ্যালবামে বিভিন্ন বয়সে তোলা সেরিয়োঝার ছবি। সব কটা ছবিই খুলে ফেলে আনা ·শুধু সব চাইতে শেষে তোলা, সব চাইতে সুন্দর ছবিটা বাদে। ছবিটা কোথায় যেন আটকে ছিলো, খুলছিলো না কিছুতেই। টেবিলে কাগজ কাটার কোন ছুরি ছিলো না, তাই পরের ছবিটা খুলে নিয়ে (পরের ছবিটা ভ্রনস্কির, রোমে তোলা·· মাথায় গোল টুপি, লম্বা চুল) সেটার সাহায্যে চাড় দিয়ে ছেলের ছবিটা তুলে নেয় ও। 'হ্যাঁ, এই তো সে!' ভ্রনস্কির ছবিটা দেখে আচমকা আনার মনে পড়ে, এই মানুষটাই ওর বর্তমান দুঃখের মূল কারণ। সকাল থেকে ভ্রনস্কির কথা ওর একবারের জন্যেও মনে পড়েনি। কিন্তু এখন ভ্রনস্কির এত পরিচিত, এত প্রিয়, নিষ্পাপ পুরুষালি মুখখানা দেখে, মানুষটার প্রতি এক আশাতীত প্রেমের আবেগ অনুভব করে ও।

'কিন্তু সে কোথায়? আমাকে সে দুঃখের মধ্যে কি করে একা ফেলে রেখেছে?' আনা ভুলে যায়, ছেলের সম্পর্কে সমস্ত কথাই ও ভ্রনস্কির কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলো। কারণ ভ্রনস্কি যদি বিষয়টার তেমন গুরুত্ব না দেয়, তবে আনা তাকে ঘৃণা না করে পারবে না এবং ভ্রনস্কিকে ঘৃণা করার কথা

ভাবতেও ও আতঙ্কে শিউরে ওঠে।...

এক্ষুনি এসে দেখা করার জন্যে ভ্রনস্কির কাছে খবর পাঠালো আনা। তারপর মনে মনে ভাবতে লাগলো, কিভাবে ও আজকের সমস্ত কথা ভ্রনস্কিকে খুলে বলবে আর ভ্রনস্কি কি ভাবে ওকে সান্ত্বনা জানাবে।...পরিচারক ফিরে এসে জানালো, ভ্রনস্কির সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন—কিন্তু উনি এক্ষুনি আসছেন। উনি জানতে চেয়েছেন, উনি প্রিন্স ইয়াশভিনকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন কিনা—ইয়াশভিন এইমাত্র পিটার্সবুর্গে এসে পৌছেছেন।...

'তার মানে ও একা আসছে না। গতকাল ডিনারের পর থেকে ও আমার সঙ্গে দেখা করেনি।' আনা ভাবলো, 'ও ইয়াশভিনের সঙ্গে আসবে, যাতে আমি ওকে সব কথা খুলে বলতে না পারি।' আচমকা আনার মনে এক অদ্ভুত চিন্তা ঘনিয়ে আসে : ভ্রনস্কি যদি ওকে আর ভালো না বাসে?...গত কয়েকদিনের ঘটনা চিন্তা করে এই আশঙ্কাটাই নিশ্চিত বলে মনে হয় আনার। গতকাল মানুষটা বাড়িতে ডিনার করেনি, পিটার্সবুর্গে এসে সে-ই আলাদা ভাবে থাকার জন্যে জিদ করেছে, এমন কি এখনও সে একা আসছে না, একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে—যেন আনার সঙ্গে সে আলাপ-আলোচনা করাটাকে এড়াতে চেষ্টা করছে।...নিজেকে ভীষণ অসহায় বলে মনে হয় আনার, পরিচারিকার জন্যে ঘন্টি বাজিয়ে, সাজঘরে ঢুকে পড়ে ও। তারপর অনেক কষ্টে সাজিয়ে তোলে নিজেকে—যা ইদানীং কালের মধ্যে আর করেনি। যেন, ভ্রনস্কি যদি ওকে আর ভালো না বাসে—তাহলে এখন আবার বাসবে...কারণ ও সাজগোছ করেছে, সুন্দর করে চুল বেঁধেছে।

তৈরি হবার আগেই ঘন্টির শব্দ শুনতে পায় আনা। বৈঠকখানায় ঢুকে প্রথমেই ও যাকে দেখতে পায়, সে ভ্রনস্কি নয়—ইয়াশভিন। ভ্রনস্কি ওর ছেলের ছবিগুলো দেখছিলো, যেগুলো ও তাড়াহুড়োয় টেবিল থেকে তুলতে ভুলে গিয়েছিলো।

'আগেও আমাদের দেখা হয়েছে,' ইয়াশভিনের বিশাল থাবায় নিজের ছোট্ট হাতখানা রাখে আনা, 'গত বছর ঘোড়দৌড়ের সময়।...ওগুলো আমাকে দাও,' ভ্রনস্কির হাত থেকে ছবিগুলো প্রায় ছিনিয়ে নেয় ও। 'এ বছরের ঘোড়দৌড়টা ভালো হয়েছিলো তো? আমি এবারে রোমের কর্সোতে ঘোড়দৌড় দেখলাম। আপনি তো আবার বিদেশের জীবন সম্পর্কে তেমন উৎসাহী নন, তাই না?' আনার মুখে সৌজন্যের হাসি ফুটে ওঠে, 'দেখেছেন

তো, দেখা সাক্ষাৎ কম হলেও আপনার সমস্ত রুচির কথাই আমি জানি !'

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলার পর ভ্রনস্কিকে ঘড়ির দিকে তাকাতে দেখে ইয়াশভিন আনার কাছে জানতে চায়, ও বেশ কিছুদিন পিটার্সবুর্গে থাকবে কিনা।

'সম্ভবত বেশিদিন নয়,' বিভ্রান্ত হয়ে ভ্রনস্কির দিকে তাকায় আনা।

'তাহলে আর দেখা হচ্ছে না ?' উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রনস্কির দিকে তাকায় ইয়াশভিন। 'আজ তোমরা কোথায় ডিনার করছো ?'

'আপনি চলে আসুন, আমাদের সঙ্গেই ডিনার করবেন।' আনা বলতে থাকে, 'এখানকার খাবার-দাবার অবিশ্যি ভালো নয়। কিন্তু আপনাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎটা তো হবে! ফৌজি বন্ধুদের মধ্যে অ্যালেক্সি তো আপনাকেই সব চাইতে বেশি পছন্দ করে।'

'শুনে খুশী হলাম,' ইয়াশভিনের মুখে মৃদু হাসি—যা থেকে ভ্রনস্কি স্পষ্টই বুঝতে পারে, আনা ওকে জয় করে নিয়েছে।

ইয়াশভিন বিদায় নিয়ে চলে যায়।

'তুমিও কি যাচ্ছো নাকি ?' ভ্রনস্কিকে জিজ্ঞেস করে আনা।

'এমনিতেই আমার দেরি হয়ে গেছে।' গলা চড়িয়ে ভ্রনস্কি ইয়াশভিনকে বলে, 'তুমি এগোও হে, আমি এক মিনিটের মধ্যেই তোমাকে ধরে নেবো।'

'একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' ভ্রনস্কির চওড়া হাতখানা নিজের কাঁধে তুলে চাপ দেয় আনা, 'ইয়াশভিনকে খেতে বলে খারাপ করেছি ?'

'ঠিকই করেছো,' সামান্য হেসে আনার হাতে চুমু দেয় ভ্রনস্কি।

'অ্যালেক্সি, আমার সম্পর্কে তোমার মন পালটে যায়নি তো ?' নিজের দু হাতের মুঠোয় আনা ভ্রনস্কির হাতখানা চেপে ধরে, 'অ্যালেক্সি, এখানে আমার অবস্থা বড্ড করুণ ! কবে আমরা এখান থেকে যাবো ?'

'শীগগিরি, খুব শীগগিরি। আমার পক্ষেও এখানকার জীবন যে কি বিশ্রী হয়ে উঠেছে, তা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না,' আনার মুঠি থেকে নিজের হাতটা টেনে নেয় ভ্রনস্কি।

'বেশ, যাও···যাও তুমি !' আনার কণ্ঠস্বরে আঘাতের সুর ফুটে ওঠে, দ্রুত পায়ে ভ্রনস্কির কাছ থেকে সরে যায় ও।

ভ্রনস্কি যখন ফিরে এলো, আনা তখন বাড়িতে নেই। ভ্রনস্কিকে বলা

হলো, সে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই একজন ভদ্রমহিলা আনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন এবং আনা তাঁর সঙ্গেই বেরিয়ে গেছে। ও কোথায় গেছে সে সম্পর্কে কোন খবর রেখে যায়নি, এখনও ফিরে আসেনি এবং আজ সকালেও ও ভ্রনস্কিকে কিছু না জানিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো—এসবের সঙ্গে আনার আজকের উত্তেজিত ব্যবহার, পাগলের মতো ভ্রনস্কির হাত থেকে ছেলের ছবিগুলো কেড়ে নেওয়া—সব কিছু মিলিয়ে ভ্রনস্কিকে চিন্তায় ফেলে দিলো। সে স্থির করলো, আনার সঙ্গে বিষয়গুলো একটু পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন এবং সেই মতো সে বৈঠকখানায় এসে অপেক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু আনা একা ফিরলো না, ফিরলো ওর অবিবাহিতা বুড়ি পিসী প্রিন্সেস অবলনস্কিকে সঙ্গে নিয়ে। এই মহিলাই সকালবেলা আনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এবং আনা এঁর সঙ্গেই কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলো। ভ্রনস্কির দুশ্চিন্তা, অনুসন্ধিৎসু অভিব্যক্তি—কিছুই যেন আনার নজরে পড়লো না। উচ্ছ্বসিত স্বরে ও নিজের কেনাকাটার বিবরণ দিতে শুরু করলো।···

চারজনের জন্যে ডিনার দেওয়া হয়েছিলো। ওরা যখন খাওয়া-দাওয়ার ছোট্ট ঘরটাতে ঢুকবে বলে একত্রে জড়ো হয়েছে, ঠিক তখনই তুশকেভিচ এসে জানালো, প্রিন্সেস বেতসি ওদের বিদায় জানাবার জন্যে আসতে পারছেন না বলে মার্জনা চেয়ে পাঠিয়েছেন। উনি অসুস্থ, তবে আনা যেন সাড়ে ছটা থেকে নটার মধ্যে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে।···সময়টা এভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়ায় আনার দিকে তাকালো ভ্রনস্কি। কারণ এতে করে বোঝাই যায়, বিশেষ খেয়াল রাখা হয়েছে যাতে অন্য কারুর সঙ্গে আনার দেখা হয়ে না যায়।···

'আমি খুবই দুঃখিত—কিন্তু সাড়ে ছটা থেকে নটা হচ্ছে ঠিক এমন একটা সময়, যখন আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'প্রিন্সেস খুবই হতাশ হবেন।'

'আমিও তাই।'

'আপনারা পাত্তির গান শুনতে যাবেন বোধহয়?' জিজ্ঞেস করলো তুশকেভিচ।

'পাত্তি! ভালো বলেছেন তো! একটা বক্স পাওয়া সম্ভব হলে, আমি যেতাম বৈকি।'

'আমি আপনাকে বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।'

'আমি তাহলে সত্যিই খুব উপকৃত হবো,' বললো আনা। 'কিন্তু আপনি

আমাদের সঙ্গে খেয়ে যাচ্ছেন তো?'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকালো ভ্রনস্কি। আনার মতলব সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। কেন প্রিন্সেস অবলনস্কিকে ও ফের নিয়ে এসেছে? কেন ও তুশকেভিচকে ডিনারের জন্যে থাকতে বললো? আর সব চাইতে আশ্চর্য কাণ্ড, কেন তাকে ও বক্সের জন্যে পাঠাচ্ছে? ওকি সত্যিই ওখানে যাবার কথা ভাবতে পারছে, যেখানে পরিচিত সকলের সঙ্গেই ওর দেখা হয়ে যাবে?...

পুরো ডিনারের সময়টাতে আনা আগ্রাসী আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে রইলো—তুশকেভিচ আর ইয়াশভিনের সঙ্গে প্রায় প্রেমের অভিনয়ই করলো বলা চলে। খাওয়া-দাওযার পরে তুশকেভিচ বক্সের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। আর ইয়াশভিন গেলো ধূমপান করতে। ভ্রনস্কি কিছুক্ষণের জন্যে ইয়াশভিনকে সঙ্গ দিয়েই, ছুটতে ছুটতে ওপরতলায় এসে হাজির হলো। আনা ততক্ষণে অপেরায় যাবে বলে মখমল আর হালকা রেশম দিয়ে পারীতে বানানো নিচু গলার গাউনটা পরে নিয়েছে।...

'তুমি কি সত্যিই থিয়েটারে যাচ্ছো?' আনার দিকে না তাকাবার চেষ্টা করে ভ্রনস্কি।

'অত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করছো কেন?' ভ্রনস্কি ওর দিকে তাকালো না বলে, আনা ফের আহত হয়। 'কেন যাবো না?'

যেন ভ্রনস্কির কথার উদ্দেশ্যটাই ও বুঝতে পারেনি।

'না, তেমন কোন কারণ অবিশ্যি নেই,' ভ্রনস্কির ভ্রূ কুঁচকে ওঠে।

'আমিও ঠিক তাই-ই বলি', ইচ্ছে করেই ভ্রনস্কির ব্যঙ্গের স্বরটাকে উপেক্ষা করে আনা।

'আনা, ঈশ্বরের দোহাই—তোমার কি হয়েছে বলো তো?' ভ্রনস্কি অনুনয়ের স্বরে বলে, যেমন করে একদিন ওর স্বামীও বলেছিলেন।

'তুমি কি বলতে চাইছো, আমি বুঝতে পারছি না।'

'তুমি জানো, তুমি ওখানে যেতে পারো না।'

'কেন যেতে পারবো না? আমি তো একা যাচ্ছি না! প্রিন্সেস ভারভারা সাজগোছ করতে গেছে, ও আমার সঙ্গে যাবে।'

হতাশার ভঙ্গিমায় দু-কাঁধে ঝাঁকুনি তোলে ভ্রনস্কি, 'কিন্তু তুমি কি জানো না · '

'আমি জানতে চাই না,' প্রায় চিৎকার করে ওঠে আনা। 'আমি পরোয়া করি না। আমি যা কিছু করেছি, তার জন্যে কি আমি অনুতপ্ত? না, না,

না! প্রয়োজন হলে আমি আবার তা করবো। তোমার আর আমার মধ্যে একটা জিনিসই সব—তা হচ্ছে, আমরা দুজন-দুজনকে ভালোবাসি কি না। অন্য লোকের কথা আমাদের চিন্তা করার কোন প্রয়োজনই নেই। কেন আমরা এখানে আলাদা হয়ে রয়েছি? কেন আমরা দুজন দুজনের সঙ্গে দেখা করি না? কেন আমি বাইরে বেরুতে পারবো না? আমি তোমাকে ভালোবাসি আর যতক্ষণ তুমি বদলে না যাচ্ছো, ততক্ষণ আমার কিছুতেই কিছু এসে যায় না।' রুশ ভাষায় বলতে থাকে আনা, দু চোখে এক আশ্চর্য দীপ্তি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ভ্রনস্কির দিকে—যার অর্থ ভ্রনস্কি বুঝে উঠতে পারে না। 'কেন তুমি আমার দিকে তাকাও না?'

ওর দিকে তাকায় ভ্রনস্কি। কিন্তু ওর সৌন্দর্য আর সৌষ্ঠব এখন তাকে বিরক্ত করে তোলে।

'তুমি জানো, আমার অনুভূতিগুলো পালটাতে পারে না,' ভ্রনস্কি ফরাসী ভাষায় বলে। 'কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, মিনতি করছি—তুমি যেও না।' ভ্রনস্কির কণ্ঠস্বরে নিবিড় কোমলতা, কিন্তু দুচোখে তুষারের হিম।

আনা ভ্রনস্কির কথাগুলো শুনতে পায়নি, শুধু ভ্রনস্কির চোখের হিমদৃষ্টিটা দেখতে পেয়েছে।

'তাহলে দয়া করে বুঝিয়ে দাও, কেন আমি যাবো না,' আনার কণ্ঠস্বর ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে।

'কারণ এতে তুমি…' ভ্রনস্কি ইতস্তত করে।

'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। ইয়াশভিন মোটেই বিপজ্জনক মানুষ নয় আর প্রিন্সেস ভারভারাও অন্যদের তুলনায় খারাপ নয়। …আরে, ওই তো ও এসে গেছে!'

এই প্রথম আনার সম্পর্কে এক তীব্র ক্রোধ, প্রায় ঘৃণা, অনুভব করলো ভ্রনস্কি—কারণ আনা ইচ্ছে করেই ওর প্রকৃত পরিস্থিতিটা বুঝতে চায়নি। যে কারণে রাগটা আরও বেড়ে উঠলো তা হচ্ছে—ভ্রনস্কি তার রাগের কারণটা ওকে সাদা ভাষায় বলতে পারেনি। নিজের মনের কথাটা যদি সে খোলা-খুলি ভাবে আনাকে বলতে পারতো, তা হলে বলতো—'ওই পোশাকে সকলের সুপরিচিতা ওই প্রিন্সেসের সঙ্গে, তোমার থিয়েটারে যাবার অর্থ—শুধুমাত্র নষ্ট মেয়েমানুষ হিসেবে নিজেকে স্বীকার করে নেওয়া নয়, নিজেকে চিরদিনের মতো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।'

কিন্তু ভ্রনস্কি তা বলতে পারেনি।

'ও কেন এটা বুঝতে পারছে না? কি ভাবছে ও?' নিজের মনে ভাবতে থাকে ভ্রনস্কি। অনুভব করে, আনার সম্পর্কে ওর শ্রদ্ধা ক্রমশ কমে আসছে—অথচ ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে তার সচেতনতা বেড়ে উঠেছে অনেকখানি।...জ্র কুঁচকে নিজের ঘরে ফিরে এলো ভ্রনস্কি। ইয়াশভিন কুর্সিতে বসে ব্রাণ্ডি আর সোডা পান করছিলো। ভ্রনস্কিও নিজের জন্যে ওই একই পানীয় আনার নির্দেশ দিলো। একটু পরেই একটি পরিচারক ঘরে ঢুকে জানালো, আনা থিয়েটারে চলে গেছে।...

'আমরাও কি তাহলে যাবো?' গোঁফের তলা দিয়ে মৃদু হেসে ইয়াশভিন জানিয়ে দিলো, ভ্রনস্কির বিষণ্ণতার কারণ সে বুঝতে পেরেছে—কিন্তু তাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি।

'না, আমি যাচ্ছি না,' বিষণ্ণ স্বরে জবাব দেয় ভ্রনস্কি।

'কিন্তু আমি কথা দিয়েছি...আমি তাহলে চলি—'

ইয়াশভিন বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর সারা ঘর জুড়ে পায়চারি করতে শুরু করে ভ্রনস্কি।

'এখন কি করছে ওরা?' ভ্রনস্কি চিন্তা করে, 'এটা চতুর্থ সাহায্য রজনী... ইয়েগর আর তার স্ত্রী ওখানে রয়েছে এবং খুব সম্ভব আমার মা-ও।...আনা এখন ভেতরে গিয়ে ঢুকেছে, গায়ের চাদরটা খুলে সামনের আলোর দিকে পা বাড়িয়েছে। তুশকেভিচ, ইয়াশভিন, প্রিন্সেস ভারভারা...' দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে নেয় ভ্রনস্কি। 'কিন্তু কেন ও আমাকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলছে?'

ভ্রনস্কি গভীর হতাশায় টেবিলটাতে ঘুঁষি মারতেই, টেবিলের ওপরে রাখা ব্রাণ্ডি ও সোডার বোতলগুলো টাল-মাটাল হয়ে ওঠে এবং সেগুলোকে সামলাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সমস্ত কিছুই উলটে যায়। প্রচণ্ড রাগে এক লাথিতে টেবিলটাকে উলটে দেয় ভ্রনস্কি, তারপর ঘন্টি বাজিয়ে ভ্যালেটকে ডেকে পাঠায়।

সাড়ে আটটার সময় ভ্রনস্কি যখন থিয়েটারে গিয়ে ঢুকলো, তখন প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে গেছে। সেরপুহোভস্কি দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে, মৃদু হেসে কাছে ডাকলো।

'দুঃখের বিষয়, তুমি সময় মতো না আসায় প্রথম অঙ্কটা দেখতে পেলে

না!' সমবেদনা জানালো সেরপুহোভস্কি।

ভ্রনস্কি এতক্ষণ আনাকে দেখতে পায়নি—ইচ্ছে করেই সেটা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু এবারে ছোট দুরবিনটা চোখে দিয়েই সহসা আনার হাসিভরা গর্বিত মুখখানা তার চোখে পড়ে যায়। নিচের সারির পঞ্চম কুঠরিতে সামনের দিকে বসে রয়েছে ও···অর্ধেকটা ঝুঁকে কি যেন বলছে ইয়াশভিনকে। সুন্দর চওড়া কাঁধের ওপরে ওর মাথার অপরূপ ভারসাম্যতা, সংযত উচ্ছ্বাস এবং দু চোখের দীপ্তি ভ্রনস্কিকে সেই আনার কথা মনে করিয়ে দেয়, যাকে সে মস্কোর বলনাচের উৎসবে দেখেছিলো। কিন্তু এখন ওর সৌন্দর্য সম্পর্কে ভ্রনস্কির অনুভূতি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এখন তার অনুভূতিতে আনার সম্পর্কে রহস্য বলতে কিছু নেই। তাই আনার সৌন্দর্য যদিও তাকে আগের চাইতে বেশি আকর্ষণ করে, তবু তা ভ্রনস্কির মনকে আঘাতের অনুভূতিতে ভরিয়ে তোলে। আনা ভ্রনস্কির দিকে তাকাচ্ছিলো না, কিন্তু ভ্রনস্কি অনুভব করছিলো, ও ইতিমধ্যেই তাকে দেখতে পেয়েছে।

দুরবিনটা ফের ঘোরাতেই ভ্রনস্কি দেখতে পায়, প্রিন্সেস ভারভারার মুখখানা অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে···অস্বাভাবিকভাবে হাসতে হাসতে পাশের কুঠরিটার দিকে তাকাচ্ছে ও। আনার দৃষ্টি অন্য কোথাও স্থির হয়ে আছে—পাশের কুঠরিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা ও আদৌ দেখছে না এবং স্পষ্টতই দেখতে চাইছে না। তাস খেলায় হারতে থাকলে ইয়াশভিনের মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, এখনও তার মুখে সেই একই অভিব্যক্তি। গোঁফের বাঁ ধারের প্রান্তটা ক্রমশ আরও বেশি করে মুখের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সে ক্রমাগত সেটা চুষছে আর তেরছা চোখে পাশের কুঠরিটার দিকে তাকাচ্ছে।···বাঁ দিকের ওই কুঠরিটাতে কার্তাসভ্‌রা রয়েছেন। ভ্রনস্কি ওঁদের চেনে এবং জানে, আনা ওদের পরিচিতা। রোগা-পাতলা চেহারার মাদাম কার্তাসভ্‌ নিজের কুঠরিতে আনার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে, স্বামীর হাত থেকে সান্ধ্য-পোশাকটা গায়ে ঢুকিয়ে নিচ্ছেন। ভদ্রমহিলার মুখখানা ক্রুদ্ধ ও পাংশুল, উত্তেজিতভাবে উনি কিছু বলছেন। টেকো মাথা, গাঁট্টা-গোট্টা চেহারার কার্তাসভ্‌ বারবার ঘুরে ঘুরে আনার দিকে তাকাচ্ছেন আর স্ত্রীকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। স্ত্রী কুঠরি থেকে বেরিয়ে যেতেই ভদ্রলোক নানানভাবে আনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন, স্পষ্টই আনাকে অভিবাদন জানাবার জন্যে। কিন্তু আনা, নিঃসন্দেহে ইচ্ছে করেই, তাঁর দিকে না তাকিয়ে ইয়াশভিনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত

কার্তাসভ, অভিবাদন না জানিয়েই বিদায় নিলেন···ওঁদের কুঠরিটা খালি পড়ে রইলো।···

আনার পক্ষে অপমানজনক কিছু ঘটেছে অনুমান করে, ভ্রনস্কি ঘটনাটা জানার অভিপ্রায়ে তার দাদার দখল করা কুঠরিটার দিকে এগিয়ে গেলো। কুঠরির সামনেই দেখা হলো ভারিয়ার সঙ্গে।···

'ঘৃণ্য, নিচ!' ভ্রনস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে ভারিয়া উত্তেজিত স্বরে বলতে শুরু করলো, 'মাদাম কার্তাসভের কোন অধিকার নেই অমন ব্যবহার করার! মাদাম কারেনিনা···'

'কিন্তু কি হয়েছে? আমি কিছুই জানি না—'

'সেকি, তুমি এখনও কিছু শোননি?·· আমাকে তোমার দাদা বললেন··· ওই মহিলা মাদাম কারেনিনাকে অপমান করেছেন। মহিলার স্বামী পাশের কুঠরি থেকে মাদাম কারেনিনার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন আর মহিলা তখন উঁচু গলায় কিছু আপত্তিকর কথাবার্তা বলে কুঠরি থেকে বেরিয়ে গেছেন।'

ভ্রনস্কি কুঠরির ভেতরে গিয়ে ঢুকলো

'তোমাকে তো আজকাল কোথাও দেখাই যায় না!' ভ্রনস্কির মার মুখে বিদ্রূপের হাসি।

'সু-সন্ধ্যা মামন, আমি তোমার কাছেই আসছিলাম,' ভ্রনস্কির কণ্ঠস্বর শীতল।

'তা তুমি রূপবতী মাদাম কারেনিনার কাছে যাচ্ছো না কেন? সে তো শুনেছি পাত্তির চাইতেও বেশি উত্তেজনার খোরাক!'

'মামন আমি তোমাকে ওই বিষয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা বলতে বারণ করেছিলাম—'

'সবাই যা বলে, আমি শুধু তা-ই বলেছি।'

ভ্রনস্কি কোন জবাব দেয় না। কুঠরি থেকে বেরিয়ে আসার পথেই তার দাদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

'বুঝলে অ্যালেক্সি, ওই মহিলাটি একটি নিরেট নির্বোধ ছাড়া কিছু নন! আমি ওঁর কাছেই যাচ্ছিলাম। চলো, তাহলে এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।'

ভ্রনস্কি কোন কথা না শুনে, দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে সোজা আনার কুঠরির কাছে গিয়ে হাজির হলো। আনা তখন স্ত্রেমভের সঙ্গে কথা বলছিলো। ভ্রনস্কিকে দেখে বললো, 'তুমি দেরি করে এলে বোধ হয়? সব চাইতে ভালো

গানটাই শুনতে পেলে না!'

'আমি গানটান তেমন বুঝি না।'

'ঠিক প্রিন্স ইয়াশভিনের মতো! উনি মনে করেন, পাত্তি বড্ড চিৎকার করে গান করে,' মৃদু হেসে আনা বললো। তারপর কুঠরির পেছন দিকটায় গিয়ে বসলো।

পরের অঙ্কে আনার কুঠরিটা শূন্য দেখে ভ্রনস্কি গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা হোটেলে এসে হাজির হলো। আনা ততক্ষণে হোটেলে ফিরে এসেছে। তখনও ওর পরনে থিয়েটারের পোশাক। দেয়ালের দিকে রাখা প্রথম আরাম-কুর্সিটাতে বসে সামনের দিকে তাকিয়েছিলো ও—ভ্রনস্কিকে দেখে মুখ তুলে তাকালো।

'আনা—।'

'সব দোষ তোমার···সব দোষ তোমার!' আনার দু চোখে হতাশার অশ্রু, কণ্ঠস্বরে ক্রোধের প্রকাশ। কুর্সি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও।

'কিন্তু আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম ·মিনতি করে বলেছিলাম তুমি ওখানে যেও না। আমি জানতাম ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হয়ে··'

'অপ্রীতিকর! চিৎকার করে ওঠে আনা, 'বলো, ভয়ঙ্কর! আমি যতদিন বাঁচবো, কোনদিনও এ ঘটনাটা ভুলতে পারবো না। মহিলা বললেন, আমার পাশে বসাও নাকি অপমানজনক!'

'ওটা স্রেফ অর্থহীন মেয়েলি কথা। কিন্তু কি দরকার ছিলো ঝুঁকি নেবার, প্ররোচনা যোগাবার···'

'তোমার ওই আত্মসংযমকে আমি ঘৃণা করি। এর মধ্যে আমাকে নিয়ে আসা তোমার মোটেই উচিত হয়নি। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে···'

'আনা! এর সঙ্গে আমার ভালোবাসার কি সম্পর্ক?'

'হ্যাঁ—আমি তোমাকে যেমন ভালোবাসি, তুমি যদি আমাকে তেমনি করে ভালোবাসতে···যদি তুমি আমার মতো যন্ত্রণা ভোগ করতে!···' আতঙ্কের দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির দিকে তাকায় আনা।

ওর জন্যে ভ্রনস্কির দুঃখ হয়, সেই সঙ্গে রাগও। নিজের প্রেম সম্পর্কে ওকে সে আশ্বস্ত করে—কারণ সে অনুভব করে, এটাই ওকে শান্ত করার একমাত্র পথ।···এই সমস্ত আশ্বাসবাণী ভ্রনস্কির কাছে এতই সাধারণ এবং গতানুগতিক বলে মনে হচ্ছিলো যে সেগুলো উচ্চারণ করতেও তার লজ্জা

লাগছিলো। অথচ আনা পরম আগ্রহে তাই পান করে এবং ক্রমশ শান্ত হয়ে ওঠে।···পরের দিন নতুন করে মিলন হবার পরে, গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় ওরা।

॥ ছয় ॥

বাচ্চাগুলোকে নিয়ে পক্রোভস্কিতে কিটিদের বাড়িতে গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাচ্ছিলো ডলি। লেভিন আর তার স্ত্রী দুজনে মিলেই ডলিকে গ্রীষ্মের দিন কটা এখানে কাটিয়ে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। অবলনস্কিও সর্বান্তঃকরণে এ ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে এবং বলেছে, অফিসের কাজের জন্যেই সে তার পরিবারের সঙ্গে ওখানে গিয়ে থাকতে পারছে না—যেটা তার পক্ষে সব চাইতে বেশি আনন্দের ব্যাপার হতো। সে এখন মস্কোতেই রয়েছে, মাঝে-মধ্যে দু-একদিনের জন্যে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে যায়।···

অনেক দিন থেকেই আনার সঙ্গে দেখা করতে যাবার ইচ্ছেটা মনে মনে পুষে রেখেছিলো ডলি। একদিন লেভিনই সেখানে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলো এবং লেভিনের পরামর্শ মতোই ভোরবেলা পক্রোভস্কি থেকে বেরিয়ে পড়লো ও।···

ঘোড়ায় টানা গাড়িতে যেতে যেতে নিজের বিবাহিত জীবনের ফেলে আসা পনেরোটা বছরের কথা ভাবছিলো ডলি। 'কি পেয়েছি আমি?' ভাবছিলো ও, 'গর্ভধারণ, অসুস্থতা, মানসিক জড়তা আর সর্বোপরি সৌন্দর্যহীনতা। আমি জানি, পেটে বাচ্চা এলে আমি দেখতে কি কদর্য হয়ে উঠি। তারপর সেই জন্মদান, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, সেই শেষের মুহূর্তটা···ওঃ! এর পরেও আছে বাচ্চাদের অসুস্থতা, তাদের জন্যে অন্তহীন দুশ্চিন্তা, তাদের বড় করে তোলা, পড়াশুনো করানো।···কিন্তু এ সব কিসের জন্যে? কি হবে এতে? এই তো আমি···আমার মনে মুহূর্তের জন্যেও শান্তি নেই···হয় পেটে বাচ্চা ধরে রয়েছি, নয়তো বাচ্চাকে লালন-পালন করছি। বাকি জীবনটাও আমার এমনি ভাবেই কাটবে—সারাজীবন ধরে আমি শুধু কতকগুলো হতভাগ্য, কপর্দকশূন্য শিশুর জন্ম দিয়ে যাবো।···কিটি আর কস্তিয়া ওদের সঙ্গে গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটিয়ে যাবার আমন্ত্রণ না জানালে, কি করতাম জানি না! অবিশ্যি ওরা খুবই ভালো এবং ওরা এমন ভাবে চলে, যাতে

আমরা এতটুকুও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব না করি। কিন্তু এমনি ভাবে তো চিরটা কাল চলতে পারে না! ওদেরও বাচ্চা-কাচ্চা হবে, তখন তো ওরা আমাদের সাহায্য করতে পারবে না!···'

গ্রামের পথ বেয়ে গাড়িটা একটা ছোট্ট সেতুতে গিয়ে উঠলো। একদল চাষী-মেয়ে কলকল-ছলছল করতে করতে সেতুর উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছিলো। ওরা থমকে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু চোখে ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। ডলি ভাবলো, 'ওরা সবাই পৃথিবীটাকে উপভোগ করছে। ওই চাষী মেয়েগুলো, আমার বোন নাতালী, ভ্যারেনকা, আনা—সকলেই উপভোগ করছে জীবনকে···শুধু আমি বাদে।··অথচ সকলেই আনাকে ঘৃণার চোখে দেখে! কিন্তু কেন? আমি কি আনার চাইতে কিছু ভালো অবস্থায় রয়েছি? অন্তত আমার একজন স্বামী আছে—তাঁকে আমি যতটা ভালোবাসতে চাই, ততটা না হলেও খানিকটা অবশ্যই ভালোবাসি। কিন্তু আনা ওর স্বামীকে ভালোবাসে না। অথচ তাতে ওর কি দোষ? ও বাঁচতে চায়—মনের মধ্যে সেই প্রয়োজনবোধটা নিয়েই আমাদের জন্ম. ও যা করেছে, সম্ভবত আমারও তা-ই করা উচিত ছিলো। আজ অব্দি আমি জানি না, আনা যেদিন মস্কোতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলো, সেদিন ওর কথা শুনে আমি ভালো করেছিলাম কি না। হয়তো আমার তখনই স্বামীকে ত্যাগ করে, নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত ছিলো। তাহলে আমি হয়তো সঠিক ভাবে কাউকে ভালোবাসতে পারতাম, কারুর ভালোবাসা পেতে পারতাম। এখন ওঁকে আমি শ্রদ্ধাও করি না, ও আমার কাছে নেহাতই একটা প্রয়োজন মাত্র।'···

স্বামীর কথা ভাবতে গিয়ে ডলির মনে হলো, এখনও হয়তো খুব একটা দেরি হয়ে যায়নি···এখনও হয়তো পুরুষের মন জয় করার মতো খানিকটা সৌন্দর্য ওর মধ্যে অবশিষ্ট রয়ে গেছে। এক কল্পিত পুরুষের সঙ্গে নিজের কাল্পনিক প্রেমের কথা চিন্তা করে, ওর ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠলো। ও যেন দেখতে পেলো, আনার মতো ও-ও নিজের প্রেমের কথা স্বামীর কাছে খুলে বলছে। এবং তাই শুনে অবলনস্কির মুখে ফুটে ওঠা নিদারুণ বিস্ময় ও বিহ্বলতা ওকে হাসিয়ে তুলছে।···

ডলি যতক্ষণ এই সব দিবাস্বপ্ন দেখছিলো, গাড়িটা ততক্ষণে বড় রাস্তা থেকে বাঁক নেওয়া ভদভিঝেনস্কোর পথে পৌঁছে গেছে।

ভদভিঝেনস্কোতে পৌঁছবার পর ডলির পথশ্রমে শ্রান্ত এবং দুশ্চিন্তায় রেখাঙ্কিত ও কৃশ হয়ে ওঠা মুখখানা দেখে আনা যা ভাবছিলো, প্রায় তা-ই বলতে যাচ্ছিলো। বলতে যাচ্ছিলো যে, ডলি রোগা হয়ে গেছে। কিন্তু ও নিজে আগের চাইতে আরও সুন্দর হয়েছে—এ সম্পর্কে সচেতন হওয়ায় এবং ডলির চোখে তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখায়, আনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করলো।

'তুমি আমাকে দেখছো আর ভাবছো, এ অবস্থায় আমি সুখী হই কি করে—তাই না?' আনা বললো, 'কথাটা স্বীকার করতেও লজ্জা হয়—কিন্তু আমি · আমি এখন সত্যিই খুব সুখী। আমার মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেছে ··ঠিক যাদুর খেলার মতো। ঠিক যেন ··একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখছি, ভয় বলতে আর কিছু নেই।'

'খুব খুশী হলাম! তা তুমি আমাকে চিঠি লেখোনি কেন?'

'কেন লিখিনি? কারণ আমার সে সাহস ছিলো না বলে ··তুমি আমার পরিস্থিতিটার কথা ভুলে যাচ্ছো।'

'আমার কাছেও চিঠি লেখার সাহস হয়নি? হায়রে! তুমি যদি জানতে · '

ডলি দেখতে পায়, আনার দু চোখ জলে ভরে উঠেছে · নিঃশব্দে আনার হাত দুটি চেপে ধরে ও।

'কটা দিন থাকবে তো?' ডলির দিকে তাকায় আনা। 'মোটে একটা দিন? অসম্ভব!'

'কিন্তু আমি কথা দিয়ে এসেছি। তা ছাড়া বাচ্চাগুলো···'

'না ডলি, লক্ষ্মীটি! ··আচ্ছা, ঠিক আছে—ওসব পরে দেখা যাবেখন। এখন এসো—' বলতে বলতে ডলিকে ওর ঘরের দিকে নিয়ে যায় আনা।

'তারপর বলো—সবাই কেমন আছে?' ঘরে ঢুকে ডলির পাশে বসে আনা। 'তানিয়ার কি খবর? এতদিনে ও নিশ্চয়ই বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, খুব লম্বা হয়েছে মেয়েটা,' ডলি সংক্ষেপে জবাব দেয়। 'আমরা এখন লেভিনদের ওখানে খুব আনন্দে দিন কাটাচ্ছি।'

'ইস্, আমি যদি জানতাম যে তুমি আমাকে ঘৃণা করো না · তোমরা তো সবাই মিলেই আমাদের এখানে আসতে পারতে! আর স্তিভা তো অ্যালেক্সির পুরনো বন্ধু,' বলেই লাল হয়ে ওঠে আনা।

'কিন্তু আমরা সবাই…'

'থাক সে কথা—আমি স্রেফ মনের আনন্দে বাজে বকে চলেছি। আসলে তুমি এসেছো বলে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি।' আনার হাতে চুমু দেয় ডলি, 'তবে তুমি কিন্তু বলোনি, আমার এ পরিস্থিতিটা তুমি কি চোখে দেখছো।… আমি তা জানতে চাই। আমি যেমনটি আছি, তুমি আমাকে ঠিক তেমনি দেখবে…এই ভেবেই আমি খুশি। আমি চাই না যে কেউ ভাবুক, আমি কিছু প্রমাণ করতে চেষ্টা করছি। আমি কিছুই প্রমাণ করতে চাই না, শুধু বাঁচতে চাই। এবং সেটা নিজের ছাড়া অন্য কারুর কোন ক্ষতি না করে। সে অধিকারটুকু আমার নিশ্চয়ই আছে, তাই না?…যাকগে, আমরা পরে সময় মতো এ ব্যাপারে কথা বলবো। এখন আমি পোশাক পালটাতে যাচ্ছি আর তোমাকে সাহায্য করার জন্যে একটা ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'না, আমার ধারণা উনি ক্লান্ত।' ভ্রনস্কি আনাকে বললো, 'তুমি বরং আস্তাবলটা ঘুরে এসো। আমি ওঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে একটু কথাবার্তা বলি।'

ভ্রনস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে ডলির মনে হলো, মানুষটা ওকে কিছু বলতে চায়। ডলির ভুল হয়নি। আনা বাগানের ছোট্ট দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই ভ্রনস্কি ডলিকে বললো, 'আপনি অনুমান করে নিয়েছেন যে আমি আপনাকে কিছু বলতে চাই—তাই না? আপনি যে আনার সত্যিকারের বন্ধু, তা আমার বুঝে নিতে ভুল হয়নি।' টুপি খুলে, টাক পড়তে শুরু করা মাথায় রুমালটা বুলিয়ে নেয় ভ্রনস্কি।

ডলি কোন জবাব দেয় না। মানুষটার সঙ্গে একা হয়ে, হঠাৎ কেমন যেন ভয় ভয় করে ওর। ভ্রনস্কি ওকে যা বলতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে নানান ধরনের অনুমান ওর মনে বিদ্যুতের মতো ঝলসে ওঠে। 'ও বলবে, আমি যেন বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এসে ওদের সঙ্গে থাকি এবং আমাকে তা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। মস্কোতে আনার জন্যে একটা বন্ধুমহল খুঁজে দিতে বলবে। অথবা কিটির প্রসঙ্গে হয়তো কিছু বলবে—হয়তো বলবে যে ওই ব্যাপারে সে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে।' সব কটাই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ। কিন্তু আসলে কোন্ ব্যাপারে ভ্রনস্কি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছে, তা ও কিছুতেই সঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারে না।

'আনার ওপরে আপনার প্রভাব অসামান্য, আপনাকে ও ভীষণ পছন্দ

করে।' ভ্রনস্কি বলতে থাকে, 'আমি চাই, আপনি আমাকে সাহায্য করুন।'

ভীরু-ভীরু অনুসন্ধিৎসু চোখে ভ্রনস্কির দিকে তাকায় ডলি। লেবু গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে চুঁইয়ে আসা সূর্যের আলোয় ভ্রনস্কির মুখখানা কখনও সম্পূর্ণ, কখনও বা আংশিকভাবে আলোকিত হয়ে উঠছে—তারপর আবার ছায়ার আড়াল নেমে আসছে পুরোপুরি। মানুষটা আরও কিছু বলবে বলে, ডলি অপেক্ষা করে থাকে। কিন্তু ভ্রনস্কি নিশ্চুপ হয়ে হাঁটতে থাকে পাশাপাশি।

'আনার বান্ধবীদের মধ্যে একমাত্র আপনিই এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছেন—অবিশ্যি আমি এর মধ্যে প্রিন্সেস ভারভারাকে ধরছি না। আমি জানি—আপনি যে এখানে এসেছেন তার কারণ এই নয় যে, আমাদের অবস্থাটা আপনি স্বাভাবিক বলে মনে করেন। আসলে পরিস্থিতিটার সমস্ত অসুবিধে বোঝা সত্ত্বেও আপনি ওকে ভালোবাসেন, ওকে সাহায্য করতে চান। তাই নয় কি?' মুখ ঘুরিয়ে ভ্রনস্কি ডলির দিকে তাকায়।

'হ্যাঁ, কিন্তু '

'আমি জানি, আনা এখন সুখী। কিন্তু আমি? ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে কি জমা হয়ে আছে, তা ভেবে আমার ভয় হয়।…আনার এ সুখ কি চিরদিন থাকবে? আমরা ঠিক করেছি কি ভুল করেছি, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। কিন্তু ছাঁচটা ঢালাই হয়ে গেছে, এখন চিরজীবনের মতো আমরা দুজনে বাঁধা হয়ে গেছি—বাঁধা হয়েছি প্রেমের বাঁধনে যাকে আমরা সব চাইতে পবিত্র বলে মনে করি। আমাদের একটি সন্তান আছে, হয়তো আরও হবে। কিন্তু আইন এবং পরিস্থিতি এমনই যে এখন হাজারো জটিলতা গড়ে উঠেছে, যা আনা দেখছে না দেখতে চায়ও না। অথচ আমি তা না দেখে পারি না। আমার মেয়ে আইন অনুসারে আমার মেয়ে নয়—কারেনিনের মেয়ে। এ মিথ্যে আমি মেনে নিতে পারি না!' তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকায় ভ্রনস্কি।

ডলি কোন জবাব দেয় না, শুধু নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে ভ্রনস্কির দিকে।

'হয়তো কোন দিন আমাদের একটা ছেলে হবে,' ফের বলতে থাকে ভ্রনস্কি, 'আমার ছেলে—কিন্তু আইন অনুসারে সেও হবে কারেনিনের। আমার নাম বা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সে পাবে না। আমাদের পারিবারিক জীবন যতই সুখের হোক না কেন, যত সন্তানই আমাদের হোক না কেন—আমাদের মধ্যে আইনসিদ্ধ কোন বন্ধনই থাকবে না।…ওরা সকলেই

হবে কারেনিনের। পরিস্থিতিটার তিক্ততা আর ভয়াবহতা ভেবে দেখুন!··· আমি এ বিষয়ে আনার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, আনা তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা ও ঠিকমতো বোঝে না, আর আমিও খোলাখুলি ভাবে ওকে এসব বলতে পারি না!'

'কিন্তু আনা এ ব্যাপারে কি করতে পারে?'

'পারে···আনার ওপরেই এটা নির্ভর করছে। এমন কি দত্তক নেবার জন্যে সম্রাটের কাছে আবেদন করতে হলেও, আনার বিবাহ-বিচ্ছেদটা জরুরী। এবং সেটাই আনার ওপরে নির্ভর করছে। অ্যালেক্সি অ্যালেক-জান্দ্রোভিচ বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজী হয়েছিলেন—সত্যি বলতে কি, তখন আপনার স্বামীই এ বন্দোবস্তটা করে দিয়েছিলেন এবং আমি নিশ্চিতভাবে জানি, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ এখনও তাতে অসম্মত হবেন না। উনি পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, আনা যদি চিঠির মাধ্যমে তাঁকে নিজের ইচ্ছেটা জানায়, তা হলে তিনি তাতে অরাজী হবেন না। আমি জানি, আনার পক্ষে ওঁকে চিঠি লেখাটা কত কষ্টকর! কিন্তু বিষয়টা এতই জরুরী যে আমি এখন বেহায়ার মতো আপনাকে নঙ্গর হিসেবে আঁকড়ে ধরেছি। আপনি দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন· আনাকে রাজী করান, যাতে ও বিচ্ছেদের প্রার্থনা জানিয়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাছে চিঠি লেখে।'

'করবো, নিশ্চয়ই করবো,' চিন্তিত সুরে বললো ডলি।

'ওর ওপরে আপনার প্রভাব খাটান, যাতে ও চিঠিটা লেখে। আমি নিজে এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই না—সেটা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবও বটে।'

'বেশ তো, আমিই কথা বলবো,' ভ্রনস্কির কৃতজ্ঞ দৃষ্টির জবাবে বললো ডলি।

ঢিলে অঙ্গবাসটা গায়ে জড়িয়ে আনা যখন ডলির ঘরে এসে ঢুকলো তখন ডলি শোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। যে কথাগুলো ডলিকে বলার জন্যে ও সমস্ত দিন ধরে উন্মুখ হয়ে ছিলো, এখন ডলির মুখোমুখি হয়ে ওর মনে হচ্ছিলো, যেন তার সমস্ত কিছুই বলা হয়ে গেছে।···

'কিটি কেমন আছে?' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপরাধীর দৃষ্টিতে ডলির দিকে তাকালো আনা। 'ডলি, আমাকে সত্যি করে বলো—ও কি আমার

ওপরে রাগ করেছে ?'

'রাগ ? না না !' মৃদু হেসে জবাব দিলো দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা।

'তাহলে ও হয়তো আমাকে ঘৃণা করে, তাই না ?'

'না ! তবে কি জানো, এমন অনেক জিনিস আছে যা মানুষ ভোলে না।'

'জানি,' খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় আনা। 'কিন্তু ওতে আমার কোন দোষ ছিলো না। কারই বা দোষ ? আর দোষ দিয়েই বা কি লাভ ?…কিন্তু ও কথা থাক, আমরা এখনও কিটির কথা শেষ করিনি। ও কি সুখী ? সবাই বলে, লেভিন খুব ভালো মানুষ।'

'খুব ভালোর চাইতেও অনেক ভালো। ওর চাইতে ভালো মানুষ আমি দেখিনি।'

'বাঃ, খুব খুশী হলাম ! ভালোর চাইতেও অনেক ভালো !' পুনরাবৃত্তি করে আনা। 'আচ্ছা, অ্যালেক্সি তোমাকে কি বললো ?'

'সে যা বললো, তা আমি নিজেই তোমাকে জিজ্ঞেস করবো বলে ভেবেছিলাম। আচ্ছা, এটা কি সম্ভব নয় যে…' (ডলি ইতস্তত করে) 'মানে যদি সম্ভব হয় তাহলে আমার মনে হয়, তোমাদের বিয়ে করা উচিত…'

'তার মানে তুমি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা বলছো ? তুমি জানো পিটার্সবুর্গে একমাত্র যে মহিলাটি এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে, সে হচ্ছে বেতসি তভারস্কি ? মহিলাটিকে তুমি চেনো নিশ্চয়ই ? ও হচ্ছে তুশকেভিচের প্রেমিকা, যে কিনা বিশ্রীভাবে নিজের স্বামীকে প্রতারণা করেছে। আর ও-ই কিনা আমাকে বললো, যদ্দিন আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক না হচ্ছে, তদ্দিন ও আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। মনে করো না আমি তুলনা করছি, কিন্তু…যাকগে, অ্যালেক্সি তোমাকে কি বললো ?'

'বললো, তোমার এবং তার নিজের জন্যে সে খুব যন্ত্রণা ভোগ করছে। প্রথমে সে তার মেয়েকে আইনসিদ্ধ করে নিতে চায়, তোমার স্বামী হতে চায়—যাতে তোমার ওপরে তার বৈধ অধিকার থাকে। কিন্তু সব চাইতে বেশি করে চায়, তুমি যেন কোন কষ্ট না পাও।'

'অসম্ভব ! তারপর ?'

'ওর সব চাইতে বড় ইচ্ছে, তোমার সন্তানদের একটা পরিচয় থাকুক।'

'সন্তানদের ?'

'হ্যাঁ, আনি এবং আরও যারা আসবে…'

'এ বিষয়ে ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে—আমার আর সন্তান হবে না।'

'একথা তুমি কি করে বলছো?'

'বলছি, তার কারণ আমি আর সন্তান চাই না।' নিজের উত্তেজনা সত্ত্বেও, ডলির মুখে কৌতূহল বিস্ময় আর আতঙ্কের প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি দেখে আনা না হেসে পারে না। 'অসুখের পরে ডাক্তারবাবু আমাকে বলেছিলেন…'

'অসম্ভব!' দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। 'সেটা কি অর্থ নৈতিক নয়?'

'কেন? ভুলে যেও না, আমার কাছে দুটো পথ খোলা আছে—হয় সন্তান ধারণ করা অর্থাৎ অকর্মণ্য হয়ে থাকা, আর নয়তো আমার স্বামীর… হ্যাঁ, বলতে গেলে ওই আমার স্বামী…ওর বন্ধু আর সঙ্গিনী হওয়া। তোমার বা অন্যদের পক্ষে এতে দ্বিধা করার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু আমার পক্ষে… মনে রেখো, আমি ওর স্ত্রী নই—যতদিন আমার প্রতি ওর ভালোবাসা থাকবে, ততদিনই ও আমাকে ভালোবাসবে। আর আমার প্রতি ওর ভালোবাসা আমি কি করে বজায় রাখবো? এ ভাবে?' শুভ্র বাহু দুটি দিয়ে নিজের মধ্যশরীরটা উঁচু করে ঘিরে ধরে আনা।

দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা কোন জবাব দেয় না, শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'তুমি বলছো এটা ঠিক নয়?' আনা ফের বলতে থাকে, 'কিন্তু তুমি আমার পরিস্থিতিটা ভুলে যাচ্ছো। কি করে আমি সন্তান চাইবো? তারা হবে নাম-গোত্র-পরিচয়হীন হতভাগ্যের দল। সর্বদা আমার মনে হবে, ওই অসুখী শিশুগুলোর কাছে আমি অপরাধ করেছি। ওরা জন্ম না নিলে, অন্তত অসুখী হবে না। কিন্তু অসুখী হলে, পুরো দোষটা শুধু আমারই হবে। …ডলি, ভুলে যেও না, তুমি আর আমি এক পরিস্থিতিতে নেই। তোমার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে, তুমি আরও সন্তান চাও কি না। আর আমার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমি আদৌ সন্তান চাই কি না। দুটোর মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। তুমি কি বুঝতে পারছো না যে এ পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে সন্তান কামনা করা সম্ভব নয়?'

'সে জন্যেই তো, সম্ভব হলে পরিস্থিতিটা স্বাভাবিক করে নেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ, সম্ভব হলে।' আচমকা আনার কণ্ঠস্বরে বিষাদের সুর ফুটে ওঠে।

'বিচ্ছেদের ব্যাপারটা তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্নাতীত নয়? শুনেছি, তোমার স্বামী নাকি তাতে মত দিয়েছিলেন…'

'ডলি, আমি ও ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে চাই না।'

'বেশ, করবো না।' আনার মুখে যন্ত্রণার ছায়া ফুটে উঠতে দেখে ডলি বলে, 'তবে আমার মনে হয়, তুমি সব কিছুরই অন্ধকার দিকটা বেশি করে দেখছো।'

'কিন্তু আমি কি করতে পারি, বলো? কিছুই না। তুমি বলছো, অ্যালেক্সিকে বিয়ে করতে—আর আমি বলছি, সে কথা আমি চিন্তাও করি না।' আনার গালে রঙ ভেসে আসে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হালকা পায়ে সারা ঘরে পায়চারি করতে শুরু করে ও। 'চিন্তা করি না? এমন একটা দিন, এমন একটা ঘণ্টা যায় না—যখন আমি কথাটা চিন্তা করি না। সেজন্যে নিজেকে আমি গালাগাল করি, কারণ চিন্তাটা আমাকে পাগল করে তোলে। তখন মরফিন ছাড়া আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারি না! কিছু মনে করো না ডলি…এসো, আমরা বরং শান্তভাবে কথাটা আলোচনা করি। সবাই বিচ্ছেদের কথা বলে। প্রথমত, উনি এখন আর তাতে রাজী হবেন না—কারণ 'উনি' এখন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার কথা মেনে চলেন।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

'ধরা যাক, চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার অর্থটা কি হয়, ভেবে দেখেছো? তার অর্থ হচ্ছে—মানুষটাকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও, আমি যে তাঁর প্রতি অন্যায় করেছি সে কথা মেনে নিয়ে, তাঁর মহানুভবতাকে স্বীকার করে—আমাকে চিঠি লেখার অপমানটা বইতে হবে। তবু ধরা যাক, আমি চেষ্টাটা করলাম… চিঠি লিখলাম। সে ক্ষেত্রে হয় আমি একটা অপমানজনক প্রত্যাখ্যান পাবো, আর নয়তো সম্মতি মিলবে। বেশ, সম্মতিই মিললো…' ঘরের অপর প্রান্তে গিয়ে একটা জানলার পর্দা ঠিকঠাক করে দিতে থাকে আনা। 'ওঁর সম্মতি আমি পেলাম…কিন্তু…কিন্তু আমার ছেলে? ওঁরা কিছুতেই আমার ছেলেকে আমায় দেবে না…সে তার বাবার কাছে থেকে, আমাকে ঘৃণা করতে করতে বড় হয়ে উঠবে। জানো, দুজনকে আমি নিজের চাইতেও বেশি ভালোবাসি—দুজনকেই সমান—সেরিয়োঝা আর অ্যালেক্সি।'

ঘরের মাঝখানে এসে ডলির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ায় আনা, হাত দুটিকে চেপে ধরে বুকের গভীরে। শুভ্র বহির্বাসের আবরণে অস্বাভাবিক দীর্ঘ দেখায় ওকে। মাথা নিচু করে সজল চোখে ডলির দিকে তাকায় ও, 'শুধু এই দুজনকেই আমি ভালোবাসি। অথচ এদের একজনকে পেতে হলে, আর একজনকে আমায় ছাড়তে হবে। দুজনকে আমি একসঙ্গে পেতে পারি

না, কিন্তু সেটাই আমার প্রয়োজন। আর যেহেতু আমি তা পাবো না, তাই বাকি কিছুতেই আমার কিছু এসে যায় না···তাই আমি এই নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না।' ডলির পাশে এসে বসে আনা··· অপরাধীর দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর হাত দুটি নিজের হাতে টেনে নেয়। 'কি ভাবছো? কি ভাবছো তুমি আমাকে? ঘৃণা কোরো না—আমি ঘৃণ্য নই·· আমি শুধু অসুখী। পৃথিবীতে অসুখী বলে যদি কেউ থাকে, তো সে আমি।'

আনা কাঁদতে কাঁদতে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। প্রার্থনা শেষ করে ডলি বিছানায় উঠে বসে। আনার সঙ্গে কথা বলার সময় ও সত্যিই আনার জন্যে দুঃখ অনুভব করেছিলো, কিন্তু এখন চেষ্টা করেও ওর চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিতে পারে না। নিজের বাড়ি আর সন্তানদের কথা এক নতুন এবং আশ্চর্য আলোয় দীপ্ত হয়ে ওর কল্পনাকে ভরিয়ে তোলে। নিজের ছোট্ট পৃথিবীটাকে ওর এতই মধুর আর মহার্ঘ বলে মনে হয় যে ডলি স্থির করে, কোন কারণেই ও আর একটা দিনও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না···কালই এখান থেকে ফিরে যাবে।

ইতিমধ্যে নিজের মহলে ফিরে গিয়ে আনা একটা মদের গ্লাসে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে নেয়। ওষুধটার প্রধান উপাদান মরফিন। সেটা পান করে, খানিকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে ও। তারপর খানিকটা শান্ত আর খুশিয়াল মনে শোবার ঘরে গিয়ে ঢোকে। ভ্রনস্কি ওকে লক্ষ্য করছিলো। সে জানতো, এতক্ষণ আনা যখন ডলির ঘরে রয়েছে, তখন ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্তা হয়েছে। অথচ তেমন কোন ইঙ্গিতই সে আনার অভিব্যক্তিতে খুঁজে পেলো না। ওরা কি নিয়ে আলোচনা করছিলো, তা সে জিজ্ঞেস করতে চাইছিলো না—তবে আশা করছিলো, আনা নিজে থেকেই তা বলবে। কিন্তু আনা শুধু বললো, 'ডলিকে তোমার ভালো লেগেছে বলে আমি খুব খুশী হয়েছি।'

'ওঁকে আমি অনেকদিন ধরেই চিনি, মনটা খুব ভালো।' ভ্রনস্কি বললো, 'তাহলেও ওঁকে দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি।'

আনার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ভ্রনস্কি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকালো। সে দৃষ্টির ভুল অর্থ বুঝে, আনা হাসলো ভ্রনস্কির দিকে তাকিয়ে।

পরদিন ভ্রনস্কিদের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা স্বগৃহে ফিরে এলো। এবং সবাইকে বিশেষ ভাবে বলতে শুরু করলো—কত আন্তরিকতার সঙ্গে ভ্রনস্কি আর আনা ওকে গ্রহণ করেছে, ওর যত্ন করেছে··· ভ্রনস্কিদের বাড়িতে বিলাস-সামগ্রীর কত ছড়াছড়ি···কি সুন্দর ওদের রুচি।···ভ্রনস্কিদের বিরুদ্ধে একটি কথাও ও শুনতে রাজী নয়।

অক্টোবর মাসে কাশিন প্রদেশের নির্বাচন এসে গেলো। ভ্রনস্কি, সেভিয়াঝস্কি ও অবলনস্কির জমিদারি এবং লেভিনের ছোট্ট তালুকটা এই প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। ভ্রনস্কি বহুদিন আগে সেভিয়াঝস্কিকে কথা দিয়েছিলো, নির্বাচনের সময় সে উপস্থিত থাকবে এবং নির্বাচনের ঠিক আগেই সেভিয়াঝস্কি নিজে এসে তাকে ভদভিঝেনস্কো থেকে নিয়ে এলো।···

ভ্রনস্কি নির্বাচনে যোগ দিতে এসেছিলো তার কারণ—প্রথমত, ভদভিঝেনস্কোর গ্রামীণ জীবন তার কাছে প্রচণ্ড একঘেয়ে হয়ে উঠেছিলো এবং দ্বিতীয়ত, আনার কাছে সে নিজের স্বাধীন সত্তাটাকে জাহির করতে চেয়েছিলো। কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারটা যে তার মধ্যে এতখানি আগ্রহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলবে, তা সে কখনই আশা করেনি। এ অঞ্চলে সে একেবারেই নতুন মানুষ—কিন্তু তার সফলতাও একেবারে নির্ভুলভাবে প্রমাণিত হলো, যখন তারই সমর্থিত প্রার্থী নেভিদোভস্কি নির্বাচনে জয়লাভ করলো।··নেভিদোভস্কির বিজয়-উৎসবে যোগ দিতে এসে তাই ভ্রনস্কি রীতিমতো জয়ের গৌরব অনুভব করছিলো এবং ভাবছিলো, তিন বছরের মধ্যে সে নিজেই নির্বাচনে দাঁড়াবে—যদি তদ্দিনে আনার সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে যায়।···

বিজয়-উৎসবের খানাপিনার পর সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠতে শুরু করেছে, তখন ভ্রনস্কির ভ্যালেট থালায় করে একখানা চিঠি ভ্রনস্কির দিকে এগিয়ে দিলো।···

চিঠিটা আনার কাছ থেকে এসেছে। ওটা না খুলেই ভ্রনস্কি বুঝতে পারলো, ওতে কি লেখা আছে। নির্বাচনে পাঁচ দিনের বেশি সময় লাগবে না মনে করে, সে শুক্রবার ফিরবে বলে কথা দিয়ে এসেছিলো। আজ শনিবার। তাই ভ্রনস্কি জানে, সময়মতো না ফেরার জন্যে সমস্ত চিঠিটা জুড়ে তাকে গালমন্দ করা হয়েছে। সম্ভবত গতকাল সন্ধ্যায় পাঠানো তার চিঠিটা এখনও আনার হাতে গিয়ে পৌঁছয়নি।

ভ্রনস্কি যেমনটি আশা করেছিলো, চিঠিটার বিষয়বস্তু অবিকল তাই! কিন্তু চিঠির আঙ্গিক তার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এবং বিরক্তিকর। আনা লিখেছে—'আমি ভীষণ অসুস্থ। ডাক্তার বলেছেন, এটা নিউমোনিয়াও হতে পারে। একা একা আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠেছি। প্রিন্সেস ভারভারা সাহায্য করার বদলে, অসুবিধে ঘটাচ্ছে বেশি। গতকাল এবং পরশু—দুদিনই তুমি ফিরবে বলে আশা করেছিলাম। এখন তুমি কোথায় আছো, কি করছো তা জানার জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমার নিজেরই যাবার ইচ্ছে ছিলো—কিন্তু তুমি তা পছন্দ করবে না মনে করে, এটাই শ্রেয় বলে ভাবলাম। যা হোক একটা জবাব দিও যাতে আমি বুঝতে পারি, আমি কি করবো।'

মেয়েটা অসুস্থ, তা সত্ত্বেও নিজে আসার কথা ভাবছিলো। আশ্চর্য! নির্বাচন উপলক্ষে এই নির্দোষ আনন্দ-উৎসব আর ওই বিষণ্ণ, দায়িত্বময় প্রেম—এ দুয়ের মধ্যে কি দুস্তর প্রভেদ। তবু ভ্রনস্কিকে সেখানে যেতেই হবে এবং সেদিনই রাতের প্রথম ট্রেনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো সে।

আনা বুঝতে পেরেছিলো, ভ্রনস্কি কোথাও যাবার সময় প্রতিবারই তাদের মধ্যে যে নাটকের অবতারণা হয়, তা ভ্রনস্কিকে ওর আরও কাছে নিয়ে আসার বদলে বরং আরও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই এবারেও স্থির করেছিলো, এবারকার বিচ্ছেদ শান্তভাবে মেনে নেবার জন্যেও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে; কিন্তু যে শীতল অভিব্যক্তি মুখে নিয়ে ভ্রনস্কি ওকে যাবার কথা বলতে এসেছিলো, তা আনাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিলো এবং ভ্রনস্কি যাবার আগেই ওর মনের শান্তিটুকু নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। 'ওর যখন যেখানে খুশি যাবার অধিকার আছে—শুধু যাবার নয়, আমাকে ত্যাগ করার অধিকারও।' আনা নিজের মনে ভেবে ভেবে স্থির করলো, 'সমস্ত অধিকার শুধু ওরই আছে, আমার কিছুই নেই।…আমার দিকে ওভাবে তাকানোর অর্থ—আমার প্রতি ওর প্রেম জুড়িয়ে আসতে শুরু করেছে।' কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর কিছুই করার নেই। অতএব ভ্রনস্কি যদি ওকে আর ভালো না বাসে—এই দুর্ভাবনাটাকে ভুলে থাকার জন্যে আনা সমস্ত দিনমান নানান কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখলো এবং রাতে যথারীতি মরফিন খেতে লাগলো। বস্তুত, পথ শুধু একটাই আছে এবং তা হচ্ছে এমন একটা পরিস্থিতি গড়ে তোলা, যাতে ভ্রনস্কি ওকে পরিত্যাগ করতে না পারে। অর্থাৎ, বিচ্ছেদ ও বিবাহ। এই

প্রথম আনা স্থির করলো : ভ্রনস্কি বা স্তিভা যে-ই এ প্রসঙ্গটা তুলুক না কেন, এবারে ও তাতে রাজী হয়ে যাবে।

এই ভাবে পাঁচ দিন কেটে গেলো। কিন্তু ষষ্ঠ দিনেও কোচোয়ান যখন ভ্রনস্কিকে না নিয়ে ফিরে এলো, তখন আনা আর স্থির থাকতে পারলো না। ঠিক এই সময়েই ওর মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়লো। মেয়ের শুশ্রূষার ভার ও নিজের হাতেই তুলে নিলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তা ওকে রেহাই দিলো না। তাছাড়া মেয়ের অসুখটাও তেমন কিছু মারাত্মক ছিলো না। সেদিন সন্ধ্যার দিকে ও এতই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো যে, নিজেই শহরের দিকে রওনা হবে বলে মনস্থ করলো। তারপর দ্বিতীয়বার বিষয়টা চিন্তা করে, মত পালটে একটা চিঠি লিখলো ভ্রনস্কিকে এবং চিঠিটা না পড়েই একজন বিশেষ বার্তাবহের মারফত সেটা পাঠিয়ে দিলো ভ্রনস্কির কাছে। পরের দিন সকালে ভ্রনস্কির চিঠি পেয়ে, তাকে চিঠি লেখার জন্যে অনুতাপ হলো আনার। ভ্রনস্কি ফিরে এসে যখন দেখবে মেয়েটা আদৌ মারাত্মক অসুস্থ নয়, তখন তার সেই পুরনো অভিব্যক্তিরই পুনরাবৃত্তি হতে পারে ভেবে শিউরে উঠলো ও।···

বৈঠকখানা ঘরে আলোর পাশে বসে একটা বই পড়ছিলো আনা আর শুনছিলো বাইরে বাতাসের গুমরে ওঠার আওয়াজ। প্রতি মুহূর্তেই ভ্রনস্কির গাড়িটা এসে পৌছবে বলে আশা করছিলো ও। কয়েকবার যেন চাকার আওয়াজও শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো ওর, কিন্তু সে শুধু ভুল। অবশেষে শুধু চাকার আওয়াজই নয়, কোচোয়ানের চিৎকারও শোনা গেলো —নিজের মনে তাস খেলতে থাকা প্রিন্সেস ভারভারাও বললো সে কথা। মুহূর্তের মধ্যে রাঙা হয়ে উঠে দাঁড়ালো আনা। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নিচে ছুটে যাবার বদলে—যা ও আজ সন্ধ্যে থেকে ইতিমধ্যেই দুবার করেছে—স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ভ্রনস্কিকে ও ভুল পথে চালিত করেছে ভেবে লজ্জা হলো আনার···ভয় হলো, কি ভাবে সে ওকে গ্রহণ করবে সেকথা চিন্তা করে। আনার মনে পড়লো, গতকাল থেকেই বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। ভ্রনস্কিকে চিঠিটা পাঠানোর পর থেকেই বাচ্চাটা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছিলো বলে, ওর রাগই হয়েছিলো। তারপরেই ভ্রনস্কির কথা ভাবলো আনা—সে এসেছে···তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বটা নিয়ে···তার হাত দুখানি, তার চোখ দুটি। ভ্রনস্কির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো ও এবং সব কিছু ভুলে, আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে গেলো তার সঙ্গে দেখা করবে বলে।

'আনি কেমন আছে ?' আনাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখে, ক্লান্ত স্বরে

প্রশ্ন করলো ভ্রনস্কি।

একটা কুর্সিতে বসেছিলো ভ্রনস্কি, একজন চাপরাসী ওর পা থেকে টেনে খুলছিলো উষ্ণ উঁচু জুতো জোড়া।

'আগের চাইতে ভালো।'

'আর তুমি?' নিজের শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিলো ভ্রনস্কি।

আনা ভ্রনস্কির হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে, কোমরের কাছে টেনে আনে···মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরায় না ভ্রনস্কির দিক থেকে। ভ্রনস্কি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে আনাকে·· ওর চুল, ওর পোশাক। ভ্রনস্কি জানে, এ সবই তার জন্যে। সবই সুন্দর···কিন্তু কতবার এ সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে তাকে! সেই শীতল অভিব্যক্তি—যাকে আনার এত ভয়—আবার নেমে আসে ভ্রনস্কির সারা মুখে।

'তুমি ভালো আছো তো?' রুমাল দিয়ে ভিজে দাড়িটা মুছে, আনার হাতে চুমু দেয় ভ্রনস্কি।

'ঠিক আছে,' আনা ভাবে, 'শুধু ও এখানে থাকুক। যতক্ষণ ও এখানে থাকবে, ততক্ষণ কিছুতেই আমাকে ভালো না বেসে থাকতে পারবে না।'

প্রিন্সেস ভারভারার উপস্থিতিতে সেদিনের সন্ধ্যাটা আনন্দ-উচ্ছ্বাসেই কেটে যায়। প্রিন্সেস অভিযোগ করে, ভ্রনস্কির অনুপস্থিতে আনা নিয়মিত মরফিন সেবন করে।

'আমি কি করবো? আমার ঘুম আসে না···আমার চিন্তাগুলো আমাকে জাগিয়ে রাখে। ও এখানে থাকলে, আমি কক্ষনো ওসব খাই না···আর খেলেও, খুব কম।'

ভ্রনস্কি ওকে নির্বাচনের কথা বলে। আনাও কুশলী প্রশ্নের মাধ্যমে ভ্রনস্কিকে সেই সব কথা বলিয়ে নেয়, যা বলে সে খুশী হয়—অর্থাৎ নিজের সফলতার কথা। বাড়ির যে সমস্ত বিষয়ে ভ্রনস্কির আগ্রহ, আনাও তার সব কিছু ভ্রনস্কিকে বলে এবং সব সংবাদই জানায় চমৎকার ভাবে বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু পরে রাত্রি গভীর হলে যখন দুজনে একা হয়, যখন আনা অনুভব করে যে ভ্রনস্কির ওপরে নিজের পূর্ণ অধিকার ও আবার ফিরে পেয়েছে—তখন আনার ভীষণ ইচ্ছে হয়, চিঠি পেয়ে ওর সম্পর্কে ভ্রনস্কির মনে যে বিরূপ ধারণাটা বাসা বেঁধেছিলো, সেটা ও মুছে দেবে।

'সত্যি করে বলো, চিঠিটা পেয়ে তুমি আমার ওপরে রাগ করেছিলে··· আমার কথা বিশ্বাস করোনি—তাই না?'

কথাটা বলেই আনা অনুভব করে, ওর প্রতি ভ্রনস্কির অনুভূতি যতই উষ্ণ হোক না কেন, চিঠির ব্যাপারে সে ওকে ক্ষমা করেনি।

'হ্যাঁ, কি অদ্ভুত চিঠি!' ভ্রনস্কি বলে, 'প্রথমত আনি অসুস্থ, তারপর তুমি আবার নিজেই যাবার কথা ভাবছিলে '

'সবই সত্যি।'

'হ্যাঁ, আমি তাতে সন্দেহ করছি না।'

'হ্যাঁ, করেছো। দেখতেই পাচ্ছি, তুমি বিরক্ত হয়েছো।'

'এক মুহূর্তের জন্যেও না। আর যদি হয়েও থাকি তাহলে তার একমাত্র কারণ এই যে যে কোন কারণেই হোক না কেন, তুমি যেন স্বীকার করতে চাও না যে কর্তব্য বলে কিছু আছে...'

'কনসার্টে যাবার কর্তব্য...'

'ওসব কথা থাক,' ভ্রনস্কি বলে।

'কেন থাকবে?'

'আমি শুধু বলতে চাইছি যে এমন কিছু কাজ আসতে পারে যা এড়ানো চলে না। যেমন ধরো, বাড়িটার বন্দোবস্ত ঠিক করার জন্যে আমাকে মস্কো যেতে হবে। ...ওঃ, আনা, তুমি এত উত্তেজিত হয়ে ওঠো কেন? তুমি কি জানো না, আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারি না?'

'যদি তাই হয়,' সহসা এক অন্য স্বরে আনা বলতে থাকে, 'তাহলে তার অর্থ, তুমি এ জীবনে ক্লান্ত হয়ে উঠেছো।...হ্যাঁ, তুমি একদিনের জন্যে বাড়িতে আসো, তারপরে আবার চলে যাও—সব পুরুষ মানুষ যা করে...'

'আনা, এ বড় নিষ্ঠুর কথা। আমি আমার সমস্ত জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত...'

'তুমি মস্কোতে গেলে, আমিও যাবো। আমি এখানে থাকবো না। হয় আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে আর নয়তো আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকবো।'

'তুমি ভালো করেই জানো, সেটাই আমার একমাত্র কামনা। কিন্তু সে জন্যে...'

'আমাকে কারেনিনের কাছ থেকে বিচ্ছেদ পেতে হবে, তাই না? বেশ, আমি তাঁকে লিখবো। এভাবে আমি আর চলতে পারছি না।...কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি মস্কোতে যাবো।'

'তুমি এমনভাবে কথা বলছো, যেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছো। কিন্তু

তোমার সঙ্গে আমার যেন কোনদিনও বিচ্ছেদ না হয়—এটা আমি যেমন করে চাই, তেমন করে আর কিছুই চাই না।'

ভ্রনস্কির মুখে মৃদু হাসি। কিন্তু তার চোখে যে দীপ্তি জ্বলে ওঠে তা শুধু হিম-শীতল নয়, তা যেন কোন নির্যাতিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা মানুষের প্রতিহিংসাপরায়ণ দৃষ্টি। দৃষ্টিটা আনাকে যেন বলে, 'যদি তাই হয়, তাহলে এর অর্থ চরম দুর্গতি!' মুহূর্তের জন্যে হলেও, আনা কোনদিন তা ভুলবে না।

…বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে স্বামীর কাছে চিঠি লিখলো আনা। প্রিন্সেস ভারভারা পিটার্সবুর্গে চলে যেতে চাইছিলেন। নভেম্বরের শেষাশেষি আনা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভ্রনস্কির সঙ্গে মস্কোতে চলে এলো। প্রতিদিনই অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাছ থেকে চিঠির জবাব এবং তারপর বিচ্ছেদ পাবে বলে আশা করে, বিবাহিত দম্পতির মতো সংসার পাতলো ওরা।

॥ সাত ॥

লেভিনরা আজ দু মাস ধরে মস্কোতে রয়েছে। বিজ্ঞজনের বিশ্বাসযোগ্য গণনা অনুসারে যে দিনটিতে কিটির বাচ্চা হবার কথা, তা আজ বহুদিন হলো পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আজ অব্দি ওর প্রসব হয়নি এবং এমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না যাতে করে বোঝা যায়, দু মাস আগের চাইতে এখন কিটি নির্দিষ্ট দিনটির আরও নিকটবর্তী হয়েছে। ডাক্তার, আয়া, ডলি, ওর মা এমন কি লেভিন—যে মানুষটা আতঙ্ক ছাড়া ওই বিশেষ দিনটির এগিয়ে আসার কথা কল্পনাও করতে পারে না—সকলেই এখন অধৈর্য এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছে। শুধু কিটিই একমাত্র মানুষ যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ শান্ত ও সুখী। অনাগত সন্তানের জন্যে এক নতুন স্নেহের জন্ম সম্পর্কে এখন ও সুস্পষ্টভাবে সচেতন। শিশুটা এখন আর ওর শরীরের অংশ নয়, কিছুদিন হলো সে এক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে কিটির শরীরে বাস করছে। মাঝে মাঝে এ জন্যে কিটির কষ্ট হয়, কিন্তু সেই একই সঙ্গে এক নতুন আনন্দে ও অট্টহাসিতে মুখর হয়ে উঠতে চায়।…কিটি যাদের ভালোবাসে, সেই সব মানুষগুলো এখন ওকে ঘিরে রেখেছে…সবাই ওর যত্ন-আত্তি করছে, সবাই চেষ্টা করছে

যাতে কিটির ভালো লাগে। একমাত্র যে জিনিসটা ওর আনন্দকে মাটি করে দিচ্ছে তা হলো, লেভিন যেন সেই আগের মানুষটি নেই। গ্রামে থাকতে লেভিনকে মনে হতো যেন সে নিজের জায়গাতে রয়েছে—কোন কাজে তাড়া নেই, অথচ কাজ নেই তাও নয়। আর এখানে ওর কোন কাজ নেই, অথচ সব সময়েই এক অস্থিরতা · যেন কি একটা হারিয়ে ফেলার ভয় তাকে ব্যাকুল করে রেখেছে। লেভিনের জন্যে দুঃখ হয় কিটির। কিন্তু ও জানে, অন্যরা লেভিনকে দেখে আদৌ করুণার পাত্র বলে মনে করে না।···আসলে লেভিন এখানে কি করবে? সে তাস খেলতে পছন্দ করে না। ক্লাবে যায় না। আর অবলনস্কির মতো তরতাজা যুবকদের সঙ্গে বেরুনোর অর্থ—কিটি জানে তার কি অর্থ ·তার অর্থ, মদ গেলা এবং তারপরে গাড়ি হাঁকিয়ে বেরিয়ে পড়া। মদ খাবার পর পুরুষ মানুষরা গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় যায়, তা ভাবলেও কিটি শিউরে ওঠে।· উঁচু তলার মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করবে? কিটি জানে, সেটা উপভোগ করতে হলে লেভিনকে যুবতী মেয়েদের সঙ্গ উপভোগ করতে হবে—যা কিটি আদৌ চায় না। হ্যাঁ, বাড়িতে বসে সে কিটি, ওর মা এবং বোনদের সঙ্গে গল্পগাছা করতে পারে। কিন্তু কিটি জানে, সেটা লেভিনের পক্ষে খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাহলে আর বাকি কি রইলো? বই লেখার কাজ চালিয়ে যাওয়া? কিন্তু লেভিন বলেছে, ইতিমধ্যে সে এখানে এসে তার বই সম্পর্কে এত কথা বলেছে যে তার চিন্তাধারাগুলো এখন জট পাকিয়ে গেছে এবং ওই ব্যাপারে তার আর কোন আগ্রহও নেই।·

শহুরে জীবনে একটিমাত্র আশীর্বাদ ওরা পেয়েছে—এখানে এসে ওদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয়নি। মস্কোর জীবনধারার জন্যেই হোক বা ওরা এখন সাবধানী হয়ে ওঠার জন্যেই হোক—এটা একটা ঘটনা যে মস্কোতে এসে অবধি ঈর্ষাকে ভিত্তি করে ওদের মধ্যে কখনও কোন বিবাদ-বিসম্বাদ হয়নি, গ্রাম থেকে আসার সময় যেটা ওদের কাছে একটা ভয়ের বস্তু ছিলো।···

এ বিষয়ে একটা ঘটনা সত্যিই ঘটেছিলো, যা কিটি এবং লেভিন দুজনের পক্ষেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে, কিটির সঙ্গে ভ্রনস্কির সাক্ষাৎকার।···

শারীরিক অবস্থার জন্য কিটি কোথাও বেরুতো না। কিন্তু কিটির ধর্ম-মা প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভনা বিশেষ পীড়াপীড়ি করায়, কিটি একদিন ·ওর বাবার সঙ্গে বৃদ্ধার বাড়িতে যায় এবং সেখানেই ভ্রনস্কির সঙ্গে ওর দেখা হয়। এই সাক্ষাৎকারে একমাত্র যে কারণের জন্যে কিটি নিজের ওপরে রাগ করতে

পারে, তা হচ্ছে এই: অসামরিক পোশাক পরিহিত অবস্থায় ভ্রনস্কির সেই 'একদা অতি পরিচিত' চেহারাটা দেখা মাত্র ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। শরীরের সমস্ত রক্ত ছুটে গিয়েছিলো হৃৎপিণ্ডের দিকে এবং কিটি অনুভব করেছিলো, লাল রঙের উজ্জ্বল বন্যায় ওর সারামুখ ভরে উঠেছে। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী হয়েছিলো মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। ওর বাবা ইচ্ছে করেই উঁচু গলায় ভ্রনস্কির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি তাঁর কথা শেষ করার আগেই কিটি ভ্রনস্কির মুখোমুখি হবার জন্যে··প্রয়োজন হলে, ও যেভাবে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে ঠিক তেমনি স্বাভাবিকভাবে ভ্রনস্কির সঙ্গেও কথা বলার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলো। ভ্রনস্কির সঙ্গে ও সামান্য কটি বাকবিনিময় করেছে, এমন কি নির্বাচন প্রসঙ্গে তার একটা মজার মন্তব্য শুনে হেসেছে পর্যন্ত। কিন্তু তারপরেই সেই যে প্রিন্সেসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে, ভ্রনস্কি না ওঠা পর্যন্ত আর তার দিকে ফিরে তাকায়নি। শেষ সময়ে একবার ও তাকিয়েছিলো বটে, কিন্তু তার কারণ—কেউ বিদায় চাইলে, তার দিকে না তাকানোটা অভদ্রতা। ওর বাবা ভ্রনস্কির সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গটা আর উল্লেখ করেননি বলে, কিটি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিলো। কিন্তু ফেরার পথে তাঁর বিশেষ কোমল ব্যবহারে কিটি স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলো, কিটির ওপরে তিনি খুশী হয়েছেন। খুশী হয়েছিলো কিটি নিজেও। কারণ ও আদৌ আশা করেনি, ভ্রনস্কির সম্পর্কে ওর অতীত-অনুভূতির সমস্ত স্মৃতিগুলোকে ও এভাবে মনের একান্ত গভীর-গোপনে ঢেকে রাখার মতো শক্তি খুঁজে পাবে।

কিটি যখন লেভিনকে জানালো যে প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভনার বাড়িতে ভ্রনস্কির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো, তখন লেভিন কিটির চাইতেও বেশি লাল হয়ে উঠলো। কিটির পক্ষে লেভিনকে এ সমস্ত কথা বলাই কঠিন —আরও কঠিন হয়েছিলো এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া। কারণ লেভিন ওকে কোন প্রশ্ন করেনি, শুধু ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েছিলো ওর দিকে।

'তুমি ওখানে ছিলে না বলে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিলো,' কিটি বললো। 'তার মানে, আমি একই ঘরে থাকার কথা বলছি না· তুমি সেখানে থাকলে আমি অতটা স্বাভাবিক হতে পারতাম না।···তখনকার চাইতে আমি এখন অনেক বেশি লাল হয়ে উঠছি·· অনেক বেশি।' কিটির চোখে জল এসে যায়, 'কিন্তু আমি চাইছিলাম তুমি যদি কোন ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে সব কিছু দেখতে পেতে!'

ওর বিশ্বাসী চোখ দুটি লেভিনকে জানিয়ে দেয়, কিটি নিজের ওপরে খুশী হয়েছে এবং ও লাল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লেভিন তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত হয়ে ওকে প্রশ্ন করতে শুরু করে—যা কিটি সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চাইছিলো। সমস্ত কাহিনীটা বিশদভাবে শুনে লেভিন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং জানায়, ঘটনাটা ঘটেছে বলে সে খুবই খুশী হয়েছে · ভবিষ্যতে ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা হলে সে তার সঙ্গে যথাসম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে।

একেবারে সমসম সময়ে ক্লাবে গিয়ে পৌছলো লেভিন। এখানে সে বহুদিন আসেনি। কিন্তু ভেতরে ঢুকতেই তার মনে হলো, ক্লাবের সেই পুরনো পরিবেশ তাকে যেন ঘিরে ধরলো · শান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য আর ঐশ্বর্যের পরিবেশ।

'আপনার টুপিটা, স্যার - '

লেভিন টুপিটা খুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলো। চাপরাসীর অনুরোধে টুপিটা খুলে, বাইরের ঘর পেরিয়ে খাবার-ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। কুর্সিতে সারিসারি মানুষ—বৃদ্ধ আর যুবক, কেউ কেউ শুধুমাত্র পরিচিত, কেউ বা অন্তরঙ্গ বন্ধু। একটাও চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন মুখ নেই। টুপির সঙ্গে নিজেদের ভাবনা-চিন্তাগুলোকেও যেন বাইরের ঘরে রেখে এসে, ওরা অবসর সময়ে জীবনের পার্থিব আনন্দটুকু উপভোগের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। সেভিয়াঝস্কি আর শ্চেরবাৎস্কি, নেভিদোভস্কি আর বৃদ্ধ প্রিন্স, ভ্রনস্কি এবং কোঝনিশেভ — সবাই হাজির।

'তুমি দেরি করে ফেলেছো!' বৃদ্ধ প্রিন্স মৃদু হেসে প্রশ্ন করলেন, 'কিটি কেমন আছে?'

'ভালোই আছে, ধন্যবাদ।'

'লেভিন! এখানে!' খানিকটা দূর থেকে একটা সদাশয় কণ্ঠের ডাক শোনা গেলো। কণ্ঠস্বরের অধিকারী তুরোভৎসিন—তার পাশে সামরিক পোশাক পরা এক যুবক। টেবিলের কাছে দুটো উলটে রাখা কুর্সি! 'কুর্সি দুটো আমরা তোমার আর অবলনস্কির জন্যে রেখেছি। অবলনস্কি সোজা এখানে চলে আসবে।'

তুরোভৎসিনের সঙ্গীটির নাম, গাগিন—পিটার্সবুর্গ থেকে আসা একজন অফিসার। তুরোভৎসিন দুজনের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলো।

'অবলনস্কি চিরদিনই লেট-লতিফ।'

'ওই তো, এসে গেছে!'

'তোমরা কি এই এলে নাকি?' অবলনস্কি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো ওদের দিকে। 'তোমার কি খবর হে? ভদকা খেয়েছো? আরে এসো, এসো —'

অবলনস্কিকে অনুসরণ করে একটা বিশাল টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লেভিন। টেবিলে ভদকা ছাড়া আরও অসংখ্য রকমের পানীয়—যার ভেতর থেকে নিজের পছন্দমতো পানীয় বেছে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু অবলনস্কি বিশেষ একটা পানীয় নিয়ে আসার নির্দেশ জানালো, উর্দি-পরা একটা চাপরাসী তৎক্ষণাৎ তা দিয়ে গেলো। এক গ্লাস করে ভদকা পান করে টেবিলে ফিরে এলো ওরা।...

সুরুয়া খেতে খেতেই গ্যাগিন এক বোতল শ্যাম্পেন আর চারটে গ্লাস নিয়ে আসার নির্দেশ দিলো। লেভিন প্রত্যাখ্যান তো করলোই না, বরং আরও একটা বোতল আনার নির্দেশ জানালো। তার খিদে পেয়েছিলো, মনের আনন্দে পানভোজন করতে করতে সে সঙ্গীদের আলাপ-আলোচনায় অংশ নিলো। গ্যাগিন গলা নামিয়ে পিটার্সবুর্গের একটা কাহিনী শোনালো। লেভিন তাতে এত জোরে হেসে উঠলো যে আশে-পাশের সকলে মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখে নিলো।... অবলনস্কির গল্পটাও মজাদার। তারপর লেভিন একটা গল্প শোনালো, সবাই সেটার প্রশংসা করলো। অবশেষে সবাই আলোচনা করতে শুরু করলো, কি-ভাবে ভ্রনস্কির 'অ্যাটলাস' দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ঘোড়দৌড়ে প্রথম পুরস্কারটা জিতেছে।...

'আরে, ওই তো ওরা!' কুর্সিতে হেলান দিয়ে ভ্রনস্কির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো অবলনস্কি।

ভ্রনস্কির মুখে আনন্দের ঝলকানি, সঙ্গের কর্ণেলটিও হাসিখুশী। অবলনস্কির কাঁধে হাত রেখে ভ্রনস্কি কানে কানে যেন কি বললো। তারপর স্মিত মুখে হাত বাড়িয়ে দিলো লেভিনের দিকে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশী হলাম!'

'আমরা এইমাত্র আপনার ঘোড়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম,' লেভিন বললো, 'অভিনন্দন রইলো!'

'আপনিও তো বাজির ঘোড়া রাখেন, তাই না?'

'না, আমার বাবা রাখতেন। তবে তাঁর আস্তাবলটার কথা আমার মনে আছে, তাই ও ব্যাপারে আমার কিছু কিছু জ্ঞান আছে।'

'তোমরা কোথায় বসে খেলে?' প্রশ্ন করলো অবলনস্কি।

'ওই তো, থামগুলোর আড়ালে—দ্বিতীয় টেবিলটাতে।'

'ওর ঘোড়ায় যেমন কপাল, আমার তাসে যদি তেমনি কপাল হতো।' লম্বা কর্নেলটি বললেন, 'নাঃ, আমি আর মূল্যবান সময়টা নষ্ট করি কেন? আমি তাহলে 'নরকপুরি'তে চলি।' কর্নেল চলে গেলেন।

'ও হচ্ছে ইয়াশভিন,' তুরোভৎসিনের প্রশ্নের জবাবে ভ্রনস্কি বললো। তারপর ওর পাশের খালি কুর্সিটাতে বসে একপাত্র সুরা পান করলো। ক্লাবের সাধারণ পরিবেশের জন্যেই হোক বা মদ্যপানের প্রভাবেই হোক—লেভিন ভ্রনস্কির সঙ্গে পশু-প্রজনন সম্পর্কে অনেক কথাই বললো এবং এই ভেবে খুশী হলো যে, মানুষটার সম্পর্কে সে এতটুকুও বিরূপতা অনুভব করছে না। এমন কি অন্যান্য কথার মধ্যে ভ্রনস্কিকে সে একথাও জানালো যে সে তার স্ত্রীর কাছে শুনেছে, প্রিন্সেস মারিয়া বরিসোভনার বাড়িতে ভ্রনস্কির সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিলো।

'জানো, আজ অব্দি আনার সঙ্গে লেভিনের দেখা হয়নি?' অবলনস্কি ভ্রনস্কিকে বললো, 'সব চাইতে আগে আমি লেভিনকে নিয়ে গিয়ে আনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। চলো হে লেভিন, যাওয়া যাক!'

'আপনাকে দেখে ও খুব খুশী হবে,' ভ্রনস্কি বললো। 'আমারও এক্ষুনি বাড়িতে যাওয়া উচিত। কিন্তু ইয়াশভিনকে নিয়ে আমি ভীষণ চিন্তিত—ওর তাস খেলা শেষ না হওয়া অব্দি আমি এখানেই থাকতে চাই।'

'কেন, উনি কি হারছেন?'

'ও সব সময়েই হারে আর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একমাত্র আমিই ওকে সামলে রাখতে পারি।'

'তাহলে চলো, আনার ওখানে যাওয়া যাক।' স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ লেভিনের হাত চেপে ধরলো, 'আমি অনেকদিন আগেই ওকে কথা দিয়েছিলাম, তোমাকে নিয়ে যাবো। আজকের সন্ধ্যাটা তুমি কি অন্য কোথাও কাটাবে বলে ঠিক করেছিলে?'

'নাঃ, তেমন কোথাও নয়।' লেভিন বললো, 'ঠিক আছে, চলো।'

স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ অবলনস্কির গাড়িতে চেপে যেতে যেতে লেভিন ভাবছিলো, আনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে কি না। কিটি কি ভাববে, কে জানে। অবলনস্কি অবশ্য তাকে চিন্তা করার মতো কোন অবসর দিচ্ছিলো না। অনর্গল বলছিলো, 'তুমি ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছো

বলে আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। জানো তো, ডলি অনেকদিন ধরেই এটা চাইছিলো। লেভভও মাঝে-মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা করতে যায়। আনা আমার বোন হলেও আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, ও এক অসাধারণ মহিলা অবিশ্যি তুমি নিজেই তা দেখবে। তবে ওর অবস্থাটা, বিশেষ করে এখন, খুবই কঠিন চলছে।'

'বিশেষ করে এখন কেন ?'

'আমরা ওর স্বামীর সঙ্গে বি৻ ' ়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলছি। তিনি রাজী আছেন, কিন্তু মুশকিল হয়েছে ওর ছেলেটাকে নিয়ে। ফলে যে ব্যাপারটা অনেকদিন আগেই চুকে যাওয়া উচিত ছিলো, আজ তিন মাস ধরে সেটাকে নিয়েই টানাপোড়েন চলেছে। বিচ্ছেদ পেয়ে গেলেই আনা ভ্রনস্কিকে বিয়ে করবে। কি যে অর্থহীন এ সমস্ত আদ্যিকালের উৎসবগুলো! আজকাল কেউই ওসব বিশ্বাস করে না—ওগুলো শুধু মানুষের সুখের পথে কাঁটা। তবে ওটা হয়ে গেলে, আনার অবস্থাটা তোমার-আমার মতোই স্বাভাবিক হয়ে উঠবে।'

'মুশকিলটা কি ?'

'সে এক দীর্ঘ, ক্লান্তিকর কাহিনী। কিন্তু কথা হচ্ছে—আনা আজ তিনমাস হলো বিচ্ছেদের প্রতীক্ষায় মস্কোতে এসে রয়েছে, যেখানে সবাই ওকে চেনে। ও কোথাও যায় না, ডলি বাদে অন্য কোন মহিলার সঙ্গে দেখাও করে না। কারণটা বুঝতেই পারো, ও চায় না কেউ করুণাপরবশ হয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসুক। আনার জায়গায় অন্য কোন মহিলা হলে ভেবেই পেতো না, নিজেকে নিয়ে কি করবে। কিন্তু আনা · তুমি নিজেই দেখবে, ও কি ভাবে নিজের জীবনটাকে গুছিয়ে নিয়েছে।' গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বের করে অবলনস্কি চালককে নির্দেশ দেয়, 'বাঁ দিকে চলো হে—গির্জাটার উলটো দিকে ওই ছোট্ট রাস্তাটা।'

'কিন্তু ওঁর তো একটি মেয়ে আছে। নিঃসন্দেহে উনি তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ?' প্রশ্ন করে লেভিন।

'আমার বিশ্বাস, তুমি প্রত্যেক মহিলাকেই স্রেফ একটি নারী বলে মনে করো। মেয়েরা ব্যস্ত থাকলে, নির্ঘাৎ ছেলেপুলে নিয়ে ব্যস্ত—তাই না ?' অবলনস্কি বলতে থাকে, 'আনা সুন্দরভাবেই মেয়েকে বড় করে তুলছে। কিন্তু প্রথমত, ও ব্যস্ত ওর লেখা নিয়ে। তুমি বিদ্রূপের হাসি হাসছো, দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু তুমি ভুল করছো! ও একটা বাচ্চাদের বই লিখছে··· কাউকে অবিশ্যি ও বিষয়ে কিছু বলে না, কিন্তু আমাকে পড়ে শুনিয়েছে। আমি

পাণ্ডুলিপিটা ভরখুয়েভকে দেখিয়েছি···ভরখুয়েভ একজন প্রকাশক, নিজেও লেখেন-টেখেন বোধহয়। তিনি বলেছেন, ওটা চমৎকার হয়েছে।···তা তুমি তো ভাবছো, আনা ষোল আনাই একজন লেখিকা—তাই না? মোটেই না। সব চাইতে আগে, মনেপ্রাণে ও একটি নারী। এখন একটি ইংরেজ মেয়ে ওর কাছে রয়েছে, তাদের পুরো সংসারটাই ও দেখাশুনো করে।'

'উনি কি জনহিতকর কাজ করেন নাকি?'

'তুমি প্রতিটা জিনিসই খারাপ চোখে ত্যাখো। জনহিতকর ব্যাপার নয়—এটা প্রাণ থেকে করা। ওদের—মানে ভ্রনস্কির—একজন ইংরেজ প্রশিক্ষক ছিলো। লোকটা নিজের ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম শ্রেণীর, কিন্তু পাঁড় মাতাল। মদ লোকটাকে খেলো আর তার সংসারটা পথে এসে দাঁড়ালো। আনা তখন ওদের সাহায্য করে, একটু একটু করে ওদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এখন ওদের পুরো সংসারটাই আনার হাতে। ছেলেগুলোকে ও উঁচু স্কুলের জন্যে রুশ ভাষায় তৈরি করছে আর মেয়েটাকে নিজের কাছে রাখবে বলে নিয়ে এসেছে।··· সবই তুমি নিজে দেখবে।'

গাড়িটা ইতিমধ্যে বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। একজন পরিচারক ঘন্টির আওয়াজ শুনে দরজাটা খুলে দিলো। গৃহকর্ত্রী বাড়িতে আছেন কি না, তা জিজ্ঞেস না করেই অবলনস্কি হলঘরে ঢুকে পড়লো। ওকে অনুসরণ করে গালচে বেছানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলো লেভিন। সিঁড়ির শেষপ্রান্তে একজন চাপরাসী অবলনস্কিকে অভিবাদন করে জানালো, আনা আর্কাদিয়েভনা ভরখুয়েভের সঙ্গে রয়েছেন।

'ওরা কোথায়?'

'পড়ার ঘরে, স্যার।'

ছোট্ট খাবার ঘরটা দিয়ে পুরু গালচে মাড়িয়ে অবলনস্কি এবং লেভিন পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বিশাল ঘেরাটোপ দেওয়া একটি মাত্র আলোয় ঘরটা স্বল্প আলোকিত। দেয়ালে ঝোলানো প্রতিফলকসহ একটা আলো পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটা প্রতিকৃতির ওপরে রশ্মি ফেলেছে, যেটা লেভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। প্রতিকৃতিটা আনার, ইতালিতে মিহেইলভের আঁকা।··· অবলনস্কি পর্দার ওধারে চলে গেলো, লেভিন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে রইলো ছবিটার দিকে। কিছুতেই সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না। তার মনে হচ্ছিলো, ওটা ছবি নয়—ওটা প্রাণময়ী এক অপরূপা নারী···মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, অবারিত কাঁধ ও বাহুদুখানি, পালক-কোমল ঠোঁটে

স্বপ্নিল আধো-হাসি।…

'আমি খুশী হয়েছি,' আচমকা কাছে থেকে একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো লেভিন। স্পষ্টতই কথাটা তাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে এবং যে বলেছে, তার ছবিই এতক্ষণ তন্ময় হয়ে দেখছিলো সে।… …লেভিন দেখলো, বাস্তবে মহিলা খানিকটা কম দীপ্তিময়ী। কিন্তু ওঁর মধ্যে এমন একটা সতেজ, ভঙ্গিমা এবং সম্মোহিনী আকর্ষণ শক্তি রয়েছে, যা ওই ছবির মধ্যে নেই।

'আমি খুশী হয়েছি, খুব খুশী,' পুনরাবৃত্তি করে আনা। ওর ঠোঁট থেকে বেরুনো এই সাধারণ শব্দকটি লেভিনের কানে যেন এক বিশেষ অর্থ বয়ে আনে। 'আমি বহুদিন ধরেই আপনাকে জানি, আপনাকে পছন্দ করি—দুই-ই স্তিভার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব এবং আপনার স্ত্রীর কারণে।… আপনার স্ত্রীকে আমি খুবই কম সময়ের জন্যে দেখেছি · কিন্তু আমার মনে ও একটা ফুলের মতো ছাপ রেখে গেছে একটা অপূর্ব সুন্দর ফুল। ভাবা যায়, শীঘ্রিই ও মা হতে চলেছে!'

সহজভাবে এবং তাড়াহুড়ো না করে কথা বলছিলো আনা। লেভিন স্বস্তি অনুভব করলো। তার মনে হচ্ছিলো, আনার শিশু বয়স থেকেই সে যেন আনাকে চেনে।

'ঠিক ওই কারণেই আমরা অ্যালেক্সির পাঠঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছি,' অবলনস্কি ধূমপান করতে পারে কি না জিজ্ঞেস করায় আনা জানায়, 'মানে, যাতে ধূমপান করা যায়।' লেভিনের দিকে একবার অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে - সে ধূমপান করেছে কি না, তা জিজ্ঞেস না করেই—কচ্ছপের খোল দিয়ে তৈরি বাক্স থেকে একটা সিগারেট তুলে নেয় আনা।

'ছবিটা অপূর্ব, তাই না?' লেভিনকে ছবিটার দিকে তাকাতে দেখে প্রশ্ন করে অবলনস্কি।

'এত নিখুঁত জিনিস আমি আজ অব্দি দেখিনি।'

'সাদৃশ্যটাও অদ্ভুত, তাই নয় কি?' ভরখুয়েভ প্রশ্ন করেন।

ক্রমশ আলোচনার ধারা শিল্পের নতুন প্রবণতার দিকে ঘুরে যায় এবং ওরা এক ফরাসী শিল্পীর কথা আলোচনা করতে শুরু করে, যিনি সবেমাত্র কিছুদিন হলো বাইবেল থেকে একগুচ্ছ ছবি আঁকা শেষ করেছেন। বাস্তববাদকে স্থূল রুক্ষতার সীমানায় নিয়ে যাবার জন্যে ভরখুয়েভ শিল্পীটিকে আক্রমণ করে। লেভিন বলে, ফরাসীরা অন্যদের তুলনায় চলিত রীতি-

প্রকরণকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে এবং তার ফলস্বরূপ তাঁরা বাস্তববাদকেই আবার স্বাগত জানিয়েছে—মিথ্যে না বলার মধ্যেই কবিতাকে খুঁজে পেয়েছে।

নিজের কোন মন্তব্যই লেভিনকে এতটা খুশী করতে পারেনি। কথাটা শুনেই আনার মুখখানা আলোকিত হয়ে ওঠে। মৃদু হেসে ও বলে, 'আমি হাসছি··যে কারণে মানুষ কারুর নিখুঁত ছবি দেখে হাসে। এইমাত্র আপনি যা বললেন, তা এখনকার ফরাসী শিল্প, চিত্র এবং সাহিত্যকেও সঠিকভাবে আঘাত করেছে—যেমন ধরুন জোলা, দোঁদে। তবে চিরদিন বোধহয় এমনটিই হয়··মানুষ অলীক কল্পনা আর চলিত রীতি থেকে নিজের ধারণাকে গড়ে তোলে এবং তারপর সমস্ত রকমের রূপ সমন্বয় শেষ করে তারা কল্পিত মূর্তিতে ক্লান্ত হয়ে, আরও স্বাভাবিক আরও বাস্তব কিছু আবিষ্কার করতে শুরু করে।'

'একেবারে খাঁটি কথা,' ভরখুয়েভ মন্তব্য করেন।

'তুমি তাহলে ক্লাবে ছিলে?' ভাইয়ের দিকে ফিরে প্রশ্ন করে আনা।

নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে লেভিন তখন অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে আনার অপরূপ মুখের দিকে। ভাইকে ও কি বলছিলো, তা লেভিন শুনতে পায়নি। কিন্তু ওর অভিব্যক্তির চকিত পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে ওঠে সে। এক মুহূর্ত আগেও যে মুখখানা ছিলো সুন্দর-প্রশান্ত, এখন হঠাৎ তাতেই এক বিচিত্র কৌতূহল, ক্রোধ আর অহঙ্কারের ছায়া। কিন্তু সে শুধু এক নিমেষের জন্যে। চোখ দুটি কুঁচকে যেন কি মনে করার চেষ্টা করে ও। তারপর ইংরেজ মেয়েটিকে বলে, 'বৈঠকখানা ঘরে চা দিতে বলো।'

মেয়েটি উঠে, ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

'ও কি পরীক্ষায় পাস করেছে?' অবলনস্কি জানতে চায়।

'হ্যাঁ, ভালোই করেছে। মেয়েটা খুব চালাক, স্বভাবটিও মিষ্টি।'

'শেষমেষ নিজের মেয়ের চাইতে তুমি ওকেই বেশি ভালোবাসবে।'

'এই না হলে পুরুষ মানুষ! ভালোবাসায় কম-বেশি বলে কিছু নেই। আমার মেয়েকে আমি এক রকম ভালোবাসি, এই মেয়েটাকে অন্যরকম।'

'আমি এইমাত্র আনা আর্কাদিয়েভনাকে বলছিলাম,' ভরখুয়েভ বলতে থাকেন, 'এই ইংরেজ মেয়েটির পেছনে উনি যে শক্তি ব্যয় করছেন, তার একশো ভাগের এক ভাগও যদি রুশ শিশুদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে ব্যয় করতেন—তাহলে উনি একটা মস্ত বড় প্রয়োজনীয় কাজ করতেন।'

'আপনার যা ইচ্ছে হয়, বলুন ··কিন্তু আমি তা পারবো না। কাউণ্ট অ্যালেক্সি কিরিলিচ গ্রামের স্কুলটার দিকে নজর দেবার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করতেন। কয়েকবার আমি সেখানে গিয়েও ছিলাম। বাচ্চাগুলোও খুব মিষ্টি। কিন্তু কাজটাতে আমার মন লাগেনি। আপনি শক্তির কথা বলছিলেন···শক্তির উৎস হচ্ছে ভালোবাসা আর ভালোবাসা স্বেচ্ছায় আসে —তাকে জোর করে আনা যায় না। এই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি·· কিন্তু কেন তা আমি নিজেই জানি না।'

আনা লেভিনের দিকে তাকায়। ওর হাসি আর দৃষ্টি লেভিনকে জানিয়ে দেয়, কথাগুলো ও শুধুমাত্র লেভিনকেই উদ্দেশ করে বলেছে।

'আমি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারি,' লেভিন জবাব দেয়। 'ও ধরনের একটা স্কুল বা প্রতিষ্ঠানে প্রাণ-মন ঢেলে দেওয়া যায় না। দাতব্য প্রতিষ্ঠান-গুলোতে এ জন্যেই কখনো ভালো ফল হয় না বলে আমার বিশ্বাস।'

আনা খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থেকে হেসে ওঠে। তারপর লেভিন এবং ভরখুয়েভকে চায়ের জন্যে বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিয়ে, ভাইয়ের সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে নেয়।···

চায়ের টেবিলেও কথাবার্তার বিরতি ছিলো না। ওদের আলোচনা শুনতে শুনতেও লেভিন মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে আনাকে · মুগ্ধ হয়েছে ওর রূপ, বুদ্ধি, সুসংস্কৃত মন আর গভীরতার পরিচয় পেয়ে। অথচ মনে মনে আনার জন্যে দুঃখ অনুভব করেছে সে। তার ভয় হয়েছে, ভ্রনস্কি হয়তো ওকে পুরোপুরি বুঝতে পারেনি।···

এগারোটা নাগাদ অবলনস্কি যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো (ভরখুয়েভ আগেই চলে গিয়েছিলো) তখন লেভিনের মনে হলো, সে সবেমাত্র এখানে এসেছে।···বিষণ্ণ মনে উঠে দাঁড়ালো সে।

'বিদায়,' আনা লেভিনকে বললো, 'আপনার স্ত্রীকে গিয়ে বলবেন—আমি ওকে আগের মতোই ভালোবাসি। ও যদি আমার পরিস্থিতিকে ক্ষমা না করে থাকে, তাহলে যেন কোনদিনও তা ক্ষমা করতে না পারে—এই আমার কামনা। কারণ ক্ষমা করতে হলে আমি যে পথ পেরিয়ে এসেছি, ওকেও সেই পথ পেরিয়ে আসতে হবে। ঈশ্বর যেন তা থেকে ওকে রেহাই দেন!'

বাড়িতে ফিরে স্ত্রীকে বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকতে দেখলো লেভিন। ওরা

তিন বোনে একত্রে মজা করে রাতের খাবার খেয়ে, লেভিনের জন্যে অপেক্ষা করেছে। তারপর অন্য দুজন চলে গেছে, কিটি বসে রয়েছে একা একা।...

'কি করছিলে তুমি?' সরাসরি লেভিনের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো কিটি। তারপর পাছে লেভিন সব কথা না বলে, তাই হাসির মুখোশে মুখ ঢেকে শুনলো, কি ভাবে সে সন্ধ্যাটা কাটিয়েছে।

'ভ্রনস্কির সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি সত্যিই খুব খুশী হয়েছি। অবিশ্যি আমি ওকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই করবো, কিন্তু...' লেভিনের মনে পড়লো, 'এড়িয়ে যাবার চেষ্টা' করতে গিয়ে সে তক্ষুনি আনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো...লাল হয়ে উঠলো লেভিন। 'আমরা চাষীদের মদ খাওয়া নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কিন্তু আমি সত্যিই জানি না, কারা বেশি মদ খায়—সাধারণ মানুষ, না আমাদের শ্রেণীর লোক। চাষীরা ছুটির সময়ে মদ খায়, তবে...'

চাষীদের মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে কোন তত্ত্বালোচনায় কিটির আগ্রহ ছিলো না। লেভিনের লাল হয়ে ওঠাটা ও লক্ষ্য করেছিলো এবং তার কারণটাই জানতে চাইছিলো।

'তারপরে কোথায় গিয়েছিলে?'

'স্তিভা আমাকে ভীষণভাবে অনুরোধ করলো, আনা আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করার জন্যে।'

কথাটা বলেই আরও বেশি করে লাল হয়ে ওঠে লেভিন এবং আনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সে ঠিক করেছে কিনা, সে প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে যায়। লেভিন অনুভব করে, ওখানে তার যাওয়া উচিত হয়নি। ওদিকে আনার নাম শুনেই কিটির চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাণপণ প্রয়াসে নিজেকে সংযত রেখে, মনের উত্তেজনা লুকিয়ে রাখে ও।

'আমি ঠিক জানি, আমি ওখানে গেছি বলে তুমি রাগ করবে না।'

'না না!' বললো কিটি।

'উনি ভারি মিষ্টি · চমৎকার মহিলা! তবে ভীষণ...ভীষণ করুণার পাত্রী।'

'হ্যাঁ, তা বটেই তো।'

কিটির শান্ত ব্যবহারে আশ্বস্ত হয়ে, পোশাক পালটাতে যায় লেভিন। কিন্তু ফিরে এসে দেখে, কিটি সেই একই আরাম-কুর্সিতে বসে আছে। লেভিন কাছে যেতেই, তার দিকে তাকায় ও—তারপর কেঁদে ওঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

'কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?' জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করে লেভিন।

'তুমি ওই নোংরা মেয়েছেলেটার প্রেমে পড়েছো ! ও তোমাকে তুক করেছে ! আমি তোমার চোখ দেখেই সব বুঝতে পেরে গেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ ! এর শেষ কোথায় ? তুমি ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়েছো·· মদ খেয়েছো আর জুয়া খেলেছো·· তারপর আর কেউ নয়—ওর কাছে গেছো ! না, আমরা এখান থেকে চলে যাবো···আমি কালই এখান থেকে চলে যাবো।'

বহুক্ষণ বাদে স্ত্রীকে শান্ত করতে পারলো লেভিন। শান্ত করলো এ কথা স্বীকার করে যে—করুণার অনুভূতির সঙ্গে মদের মাত্রাটা তার পক্ষে একটু বেশি হয়ে গিয়েছিলো, যার জন্যে আনার ছলনাময়ী প্রভাবে সে বশীভূত হয়ে পড়ে। এবং এবার থেকে ওকে সে এড়িয়ে চলবে। লেভিন আন্তরিক ভাবে এ কথা স্বীকার করে যে, এত দীর্ঘদিন ধরে মস্কোর এই কর্মহীন জীবন—শুধু পান, ভোজন আর আড্ডা—তাকে নীতিভ্রষ্ট করে তুলছিলো। রাত তিনটে অব্দি কথা বললো ওরা, তারপর সম্পূর্ণভাবে বিরোধ মিটিয়ে ঘুমোতে গেলো।

অতিথিদের বিদায় দিয়ে আনা সারা ঘর জুড়ে পায়চারি করতে শুরু করে। যদিও নিজের অজ্ঞাতে ও সমস্ত সন্ধ্যাটায় লেভিনের মধ্যে একটা প্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করছিলো—ইদানীং সমস্ত যুবকদের সঙ্গেই যা করা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে—এবং যদিও ও জানতো যে একটি সম্মানিত তথা বিবাহিত মানুষের সঙ্গে একটি সন্ধ্যায় যতটা সম্ভব, ও ততটাই সফল হয়েছে—এবং যদিও মানুষটাকে ওর খুবই পছন্দ হয়েছে (পৌরুষের দিক থেকে ভ্রনস্কি ও লেভিনের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, নারী হিসেবে আনা ওদের মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছে—যার জন্যে কিটিও ওদের দুজনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলো), তবু লেভিন চলে যাবার পর থেকেই ও তার সম্পর্কে আর চিন্তা করছিলো না। ···একটি, শুধু একটি মাত্র চিন্তা বিভিন্ন আঙ্গিকে ওকে অনুসরণ করছিলো—আনা কিছুতেই সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলো না। 'অন্যদের ওপরে আমার যদি এতই প্রভাব···ওই বিবাহিত মানুষটা, যে নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসে—তার ওপরেও···তাহলে 'সে' কেন এত শীতল আর নির্লিপ্ত ? না, ঠিক শীতল নয়—আমি জানি সে আমাকে ভালোবাসে—কিন্তু আমাদের মধ্যে যেন একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। সমস্ত সন্ধ্যাটা সে কেন বাইরে কাটালো ? স্তিভাকে দিয়ে সে বলে পাঠিয়েছে যে সে ইয়াশভিনকে ছেড়ে

আসতে পারছে না, ইয়াশভিন যতক্ষণ খেলবে ততক্ষণ তার দিকে ওকে নজর রাখতে হবে। কেন, ইয়াশভিন কি শিশু ? আর কথাটা সত্যি বলে মেনে নিলেও—ও কক্ষনো মিথ্যে বলে না—তার পেছনে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে। ওর যে আরও কাজ আছে, সেটা আমাকে দেখাবার সুযোগ পেয়ে ও খুশী হয়েছে। আমি জানি, ওর অন্য কাজও আছে···আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু আমার কাছে সেটা ওকে প্রমাণ করতে হবে কেন ? ও আমাকে বোঝাতে চায়, আমার প্রতি ওর প্রেমে অবশ্যই ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু আমাকে কিছু দেখাবার প্রয়োজন নেই, আমার শুধুমাত্র ভালোবাসা। ওর বোঝা উচিত, মস্কোতে আমার এ জীবন—যদি এটাকে জীবন বলা যায়—কি দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমি শুধু একটা সমাধানের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছি, যেটা ক্রমশই শুধু পেছিয়ে যাচ্ছে। এখনও কোন জবাব নেই। স্তিভা বলেছে, সে আর অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারবে না। আমিও তাঁকে ফের চিঠি লিখতে পারি না। আমি কিছুই করতে পারি না—শুরুও করতে পারি না, পালটাতেও পারি না। আমার শুধু নিজেকে অপেক্ষায় রাখতে হবে, সময় কাটাবার পথ আবিষ্কার করতে হবে—যেমন এই ইংরেজ পরিবার, আমার লেখা, পড়া—কিন্তু এ সবই শুধু নিজেকে আনমনা রাখার জন্যে···ঠিক মর্ফিন খাবার মতো। আমার প্রতি 'ওর' কিছুটা সহানুভূতি অন্তত থাকা উচিত।'

নিজের দু চোখে আত্মকরুণার অশ্রু অনুভব করে আনা। তারপরেই সদর দরজায় ভ্রনস্কির প্রচণ্ড ঘণ্টির আওয়াজ পেয়ে, চকিতে চোখ মুছে একটা বই নিয়ে আলোর কাছে গিয়ে বসে পড়ে। ভ্রনস্কিকে ও দেখাবে যে, সে প্রতিশ্রুত সময়ে আসেনি বলে ও অসন্তুষ্ট হয়েছে। কোন কারণেই তাকে ও নিজের দুঃখ দেখতে দেবে না—আত্মকরুণা তো কিছুতেই নয়। আনা বিবাদ চায় না। ভ্রনস্কিকে ও দোষ দেয়, সে বিবাদ চায় বলে। তবু নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা প্রতিকূল ভঙ্গিমা নিয়ে বসে থাকে ও।

'তুমি একা ছিলে না নিশ্চয়ই ?' উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশ্নটা করে, দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসে ভ্রনস্কি। 'সত্যি, জুয়া এমন একটা সাংঘাতিক নেশা !'

'যাতে একা না লাগে, তার জন্যে আমি অনেক আগে থেকেই নিজেকে তৈরি করে নিয়েছি। স্তিভা আর লেভিন এখানে ছিলো।'

'হ্যাঁ, ওরা বলেছিলো ওরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।' ভ্রনস্কি

আনার পাশে এসে বসে, 'লেভিনকে তোমার কেমন লাগলো ?'

'খুব ভালো। ওরা একটু আগেই চলে গেলো। ইয়াশভিনের কি খবর?'

'প্রথমটাতে ভাগ্য ওর সহায় ছিলো—সতেরো হাজার জিতলো। তখন আমি প্রায় ওকে তুলে এনেছিলাম। কিন্তু ও আবার ফিরে গেলো, এখন হারছে।'

'তাহলে ওখানে থেকে তোমার কি লাভ হলো ?' আচমকা আনা চোখ তুলে ভ্রনস্কির দিকে তাকায়, মুখের অভিব্যক্তি শীতল। 'স্তিভাকে তুমি বলেছিলে, তুমি ইয়াশভিনকে নিয়ে আসার জন্যে ওখানে থাকছো। আর এখন তুমিই ওকে ছেড়ে চলে এলে!'

সেই একই শীতল অভিব্যক্তি ভ্রনস্কিরও সারা মুখে নেমে আসে। 'প্রথমত, আমি তোমায় খবর দেবার জন্যে স্তিভাকে কিছু বলিনি। এবং দ্বিতীয়ত, মিথ্যে বলাতে আমি অভ্যস্ত নই। আসল কথা হচ্ছে—আমি ওখানে ছিলাম, তার কারণ আমি ওখানে থাকতে চাইছিলাম।' এক মুহূর্ত নীরবতার পর ভ্রনস্কি নিচু হয়ে নিজের হাতখানা সামনে বাড়িয়ে দেয়, আশা করে আনা নিজের হাতটা তাতে রাখবে। 'আনা, আনা, কেন তুমি এমন করো ?'

ভ্রনস্কির এই কোমল আবেদনে খুশী হয় আনা। কিন্তু একটা অশুভ আত্মা ওকে পেছনে টেনে রাখে, যেন যুদ্ধের নিয়মাবলী ওকে আত্মসমর্পণের অনুমতি দেয় না।

'তা তো বটেই—তুমি থাকতে চেয়েছিলে, তাই থেকেছো! সব সময় তুমি যা চাও তা-ই করো। কিন্তু আমাকে তা বলছো কেন ? কেন ?' ক্রমশ আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে আনা, 'কেউ কি তোমার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ?'

মুঠিবদ্ধ হাতটা টেনে আনে ভ্রনস্কি, মুখখানা আরও কঠিন হয়ে ওঠে তার।

'তোমার পক্ষে এটা একটা অবাধ্যতা,' সহসা সঠিক শব্দটা খুঁজে পায় আনা। 'স্রেফ অবাধ্যতা! তোমার কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে, তুমিই ছড়ি ঘোরাচ্ছো কি না। আর আমার কাছে··· ···' আত্মকরুণার অনুভূতিটা ফের ভাসিয়ে নেয় ওকে, কান্নায় প্রায় ভেঙে পড়ে ও। 'এর অর্থ আমার পক্ষে যে কতখানি, তা যদি তুমি জানতে! যখন মনে হয় তুমি আমার ওপরে রেগে আছো—যেমন এখন মনে হচ্ছে—তখন আমার অবস্থা যে কি হয়, তুমি যদি

তা বুঝতে পারতে! যদি জানতে, তখন আমার মনে হয় আমি সর্বনাশের কত কাছাকাছি পৌঁছে গেছি···আমার কি ভীষণ ভয় করে···কি প্রচণ্ড ভয় করে নিজেকে!' কান্না লুকোতে মুখ ঘুরিয়ে নেয় আনা।

'কিন্তু তুমি কেন এমন করছো?' আনার মুখে হতাশার অভিব্যক্তি দেখে সচকিত হয়ে ওঠে ভ্রনস্কি। ফের নিচু হয়ে আনার হাতে চুমু দেয় সে, 'আমি কি এমন করেছি? আমি কি বাড়ির বাইরে আমোদ খুঁজতে যাই? আমি কি অন্য মেয়েদের সংস্রব এড়িয়ে চলি না?'

'আমি তাই আশা করি।'

'তাহলে বলো, তোমাকে শান্তি দেবার জন্যে আমি কি করবো? তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত। তুমি কষ্ট পাও, এমন কোন কাজ আমি কিছুতেই করবো না। আনা!'

'ও কিছু নয়,' আনা বলে। 'জানি না, কেন আমার এমন হয়—এভাবে একা একা থাকার জন্যে, না কি আমার স্নায়ুগুলো···কিন্তু ওই নিয়ে আর কোন কথা নয়।···ঘোড়দৌড়ে কি হলো? তুমি কিন্তু আমাকে কিছুই বলোনি।' জয়ের আনন্দ লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে আনা, যে জয় একান্ত-ভাবেই ওর নিজস্ব।

ভ্রনস্কি ওকে ঘোড়দৌড়ের কথা বলতে শুরু করে। কিন্তু তার ক্রমশ শীতল হয়ে ওঠা কণ্ঠস্বর আর চোখ দুটো আনাকে জানিয়ে দেয়, ওর জয়ের জন্যে ওকে সে ক্ষমা করেনি। যেন আত্মসমর্পণ করে এখন অনুতাপ হচ্ছে তার। যে কথা-গুলো আনাকে জয় এনে দিয়েছিলো—'আমি সর্বনাশের কত কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, আমার কি প্রচণ্ড ভয় করে নিজেকে'—তা মনে করে আনা বুঝতে পাবে, অস্ত্রটা খুবই মারাত্মক ছিলো এবং দ্বিতীয় বার ওটা আর কিছুতেই ব্যবহার করা চলবে না। আনা অনুভব করে, যে প্রেম ওদের দুজনকে একত্রে বেঁধে রেখেছে, এখন তার পাশাপাশি বিবাদের এক অশুভ আত্মা জেগে উঠেছে—যা ও কিছুতেই ভ্রনস্কির মন থেকে ঝেড়ে নামাতে পারছে না, আরও কম পারছে ওর নিজের মন থেকে তাড়াতে।

জীবনের এমন কোন পরিস্থিতি নেই, যাতে মানুষ নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে না—বিশেষ করে সে যদি দেখে যে তার চারদিকের সবাই তা মেনে নিয়েছে। তিন মাস আগেও লেভিন বিশ্বাস করতে পারতো না, সেদিন সে যে পরিস্থিতিতে ছিলো, তাতে রাত্রিবেলা সে আবার নিশ্চিন্ত মনে

ঘুমোতে পারবে। কিন্তু ক্লান্তি, বেশি রাত অব্দি জেগে থাকা এবং সুরাপানের প্রভাবে বাকি রাতটা সে নিঃসাড়ে শান্তি মতোই ঘুমোলো।

ভোর পাঁচটায় দরজা খোলার আওয়াজে ঘুম ভাঙলো লেভিনের। দ্রুত উঠে বসে চারদিকে তাকালো সে। কিটি বিছানায় তার পাশে ছিলো না। কিন্তু একটা আলো পর্দার পেছনে আনাগোনা করছিলো। ওর পায়ের শব্দও শুনতে পেলো সে।

'কি ব্যাপার?' আধো ঘুমে বিড়বিড় করে উঠলো লেভিন, 'কি হয়েছে, কিটি?'

'কিছু না,' পর্দার পেছন থেকে কিটি মোমবাতি হাতে ফিরে এলো। 'কেমন যেন ভালো লাগছিলো না।' কিটির মুখে এক বিচিত্র এবং অর্থময় মৃদু হাসি।

'অ্যাঁ? শুরু হয়েছে নাকি? শুরু হয়েছে?' আতঙ্কিত স্বরে প্রশ্ন করলো লেভিন। তারপর দ্রুত হাত বাড়ালো পোশাকের দিকে, 'তাহলে তো··'

'না না,' ওকে থামাবার জন্যে হাত বাড়ায় কিটি। 'আমি বলছি, ও কিছু নয়। শুধু একটু অস্বস্তি লাগছিলো—ব্যস। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে।'

বিছানায় উঠে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দেয় কিটি, শুয়ে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে। কিন্তু ওর স্তব্ধতা সত্ত্বেও, যে বিচিত্র কোমলতা এবং আবেগের সঙ্গে ও পর্দার ওধার থেকে এসে বলেছিলো, 'ও কিছু নয়'—তা লেভিনের কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়। তবু তার এত ঘুম পাচ্ছিলো যে তক্ষুনি সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।··· পরে লেভিন বুঝতে পেরেছিলো, ওর পাশে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে থেকে কিটি তখন নারীজীবনের সব চাইতে বড় ঘটনাটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো।

সাতটার সময় কাঁধে কিটির স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভাঙলো লেভিনের।···

'কস্তিয়া, ভয় পেয়ো না। সব ঠিক আছে···তবে আমার মনে হচ্ছে, এবারে বোধহয় লিজাবেতা পেত্রোভনাকে ডেকে পাঠানো উচিত।'

ফের মোমবাতিটা জ্বেলে, বিছানায় উঠে বসেছিলো কিটি। ওর হাতে একটা বোনার কাজ, যেটা নিয়ে ও গত কয়েকদিন ধরে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

'তুমি ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি,' লেভিনের মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখে কিটি বললো, 'সব ঠিক আছে। আমি একটুও ভয় পাইনি।' লেভিনের হাতটা প্রথমে নিজের বুকে, তারপর ঠোঁটে চেপে ধরলো ও।

এক লাফে বিছানা থেকে উঠে, ত্রস্তহাতে অঙ্গবাসটা গায়ে গলিয়ে নিলো

লেভিন। তারপর নিশ্চল হয়ে, অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো কিটির দিকে। তাকে যেতেই হবে, অথচ সে কিছুতেই যেতে পারছে না··· চোখ ফেরাতে পারছে না কিটির দিক থেকে। ওই মুখখানিকে লেভিন ভালোবাসে, ও মুখের প্রতিটি অভিব্যক্তি তার অতি চেনা—কিন্তু এমনটি সে যেন আর কোনদিনও দেখেনি। গত কাল রাত্রে ওকে সে কত ব্যথা দিয়েছে তা মনে করে, এই মুহূর্তে নিজের প্রতি ভীষণ ঘৃণা হলো লেভিনের। কিটির মুখখানা লাল, গুঁড়ো গুঁড়ো নরম চুলগুলো বেরিয়ে এসেছে রাত্রিকালীন অবগুণ্ঠনের বাঁধা পেরিয়ে—সমস্ত মুখে আনন্দ আর সাহসের দীপ্তি। যদিও সাধারণভাবে কিটির চরিত্রে জটিলতা বা কৃত্রিমতা বলে তেমন কিছু নেই, তবু এই মুহূর্তে সমস্ত ছদ্মবেশ খসে গিয়ে ওর প্রকৃত সত্তাটা যেন ওর চোখের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। লেভিন মুগ্ধ হলো এবং ওই সরলতা ও আবরণহীন সত্তার মধ্যেই আরও স্পষ্ট করে নিজের ভালোবাসার পাত্রীটিকে দেখতে পেলো।···

মুখ তুলে লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি হাসলো। কিন্তু অতর্কিতে ওর ভ্রূ দুটি কুঁচকে উঠলো, মাথাটা ওপরের দিকে তুলে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে লেভিনকে আঁকড়ে ধরলো ও···ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস পুড়িয়ে দিলো লেভিনকে। ও কষ্ট পাচ্ছে, যেন কষ্টের জন্যে অভিযোগ জানাচ্ছে লেভিনকে। মুহূর্তের জন্যে অভ্যেসের বশে নিজেকে দোষী বলে মনে হলো লেভিনের। কিন্তু কিটির দু চোখের কোমলতা তাকে জানিয়ে দিলো, ও আদৌ লেভিনকে দোষ দিচ্ছে না বরং ওর এই কষ্টের জন্যেই লেভিনকে ও ভালোবেসেছে। 'আমি না হলে, দোষ কার?'· নিজের অজান্তেই একজনকে খুঁজে বের করতে চায় লেভিন, যাকে সে শাস্তি দেবে। কিন্তু তেমন কাউকেই মেলে না। কিটি কষ্ট পায়, অভিযোগ করে, যন্ত্রণাকে হারিয়ে দেয়, যন্ত্রণাকে উপভোগ করে—স্বাগত জানায়। লেভিন দেখতে পায়, কিটির সত্তার মধ্যে এক মহান পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কিন্তু সেটা কি?—তা লেভিন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না···তা লেভিনের বোধের অগম্য।

'আমি মাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে লিজাবেতা পেত্রোভনাকে নিয়ে এসো।···ওঃ, কস্তিয়া!··নাঃ, কেটে গেছে।' লেভিনের কাছ থেকে সরে গিয়ে, ঘন্টি বাজালো কিটি। 'তুমি এবারে যাও। পাশা আসছে·আমি ভালোই আছি।'

লেভিন বিস্মিত হয়ে দেখলো, কিটি বোনার কাজটা তুলে নিয়ে ফের

বুনতে শুরু করেছে। সে একটা দরজা দিয়ে বেরুবার সময়েই একজন পরিচারিকা অন্য দরজা দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লেভিন শুনতে পেলো, কিটি ওকে ঘরটা সঠিকভাবে সাজাবার নির্দেশ দিয়ে, খাট সরাবার জন্যে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে, পরিচারকরা যতক্ষণ গাড়িতে ঘোড়া জুতছে (এত ভোরে কোন ভাড়াটে গাড়ি পাওয়া সম্ভব নয়) ততক্ষণে ফের এক ছুটে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো লেভিন। দুজন পরিচারিকা তখন ঘরের এটা-সেটা এদিক-সেদিকে সরাতে ব্যস্ত। কিটি বোনাটা হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করছে আর নির্দেশ দিচ্ছে।

'আমি এক্ষুনি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। ওরা লিজাবেতা পেত্রোভনাকে নিয়ে আসার জন্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে, তবে আমি নিজেও সেখানে যাবো। তোমার আর কিছু দরকার আছে কি? ও হ্যাঁ, আমি ডলির কাছেও যাবো নাকি?'

লেভিনের দিকে তাকালো কিটি। স্পষ্টতই লেভিনের কোন কথাই ও শোনেনি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও—' ভ্রূ কুঁচকে লেভিনকে হাত নাড়লো ও।

বৈঠকখানা ঘরে বেরিয়ে এসেই, শোবার ঘর থেকে মুহূর্তের জন্যে একটা করুণ গোঙানি শুনতে পেলো লেভিন। থমকে দাঁড়ালো সে, কিছুক্ষণের জন্যে কিছুই বুঝতে পারলো না। তারপর দু হাতে মাথাটা চেপে, ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

'ঈশ্বর, আমাদের করুণা করো! আমাদের ক্ষমা করো, সাহায্য করো!' যে কোন কারণেই হোক, আচমকা কথাগুলো লেভিনের ঠোঁট থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এলো। এবং সে, একজন নাস্তিক, কথাগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো—এবং শুধু ঠোঁট দিয়ে নয়। সেই মুহূর্তে তার সন্দেহ, বা বিশ্বাসের পথ রোধ করে থাকা যুক্তি—কিছুই ঈশ্বরের কাছে আবেদন করা থেকে তাকে বিরত করতে পারলো না। সমস্ত অবরোধই ধুলোর মতো ঝরে পড়লো তার সত্তা থেকে। যিনি নিজের হাতে ওকে, ওর আত্মাকে, ওর প্রেমকে ধরে রেখেছেন—তাঁর দিকে ছাড়া আর কার দিকে তাকাবে লেভিন?

গাড়ি তখনও তৈরি হয়নি। যে কাজ করতে হবে, পাছে তাতে দেরি হয়ে যায়—সেই উদ্বেগে শরীর ও মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠা লেভিন পায়ে

হেঁটেই বেরিয়ে পড়ে এবং কুজমাকে বলে যায়, সে যেন পথে তাকে ধরে নেয়।

রাস্তার মোড়েই জোর কদমে ছুটে আসা একটা রাতের গাড়িকে দেখতে পায় লেভিন। ছোট্ট ওই শ্লেজটার ভেতরে লিজাবেতা পেত্রোভনা একটা মখমলের চাদর জড়িয়ে বসেছিলেন, মাথায় একটা রুমাল বাঁধা।…'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' মহিলার কঠোর অভিব্যক্তিময় ফ্যাকাশে মুখখানা চিনতে পেরে, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো লেভিন। চালককে গাড়ি থামাতে নিষেধ করে, গাড়ির পাশাপাশি ছুটে চললো সে।

'দু ঘণ্টা ধরে হচ্ছে, বলছেন? তার বেশি নয়?' লিজাবেতা পেত্রোভনা বললেন, 'পিয়োতর দিমিত্রিভিচকে আপনি খবরটা জানিয়ে দিন, তবে তাঁকে তাড়া দেবেন না। আর ডাক্তারখানা থেকে খানিকটা আফিং নিয়ে আসবেন।'

'তাহলে আপনি মনে করছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে?' নিজের ঘোড়াটাকে দেউরি দিয়ে বেরুতে দেখে লেভিন বললো, 'ঈশ্বর, আমাদের দয়া করো… সাহায্য করো।'

এক লাফে শ্লেজে চেপে, কুজমার পাশে বসে, তাকে ডাক্তারের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে বললো লেভিন।

লেভিন যখন বাড়িতে ফিরে এলো, কিটিদের মা—প্রিন্সেসও তক্ষুণি এসে পৌঁছেছেন। ওঁর চোখে জল, হাত দুটি কাঁপছে। লেভিনকে দেখেই তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলেন মহিলা। তারপর লিজাবেতা পেত্রোভনার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে জানতে চাইলেন, 'কি খবর, লিজাবেতা পেত্রোভনা?'

'সমস্ত কিছুই ঠিকমতো চলছে,' উনি বললেন। 'তবে আমি চাইছিলাম, আপনারা ওঁকে একটু শুয়ে পড়তে রাজী করান। তাহলে ব্যাপারটা ওঁর পক্ষে আরও সহজ হবে।'

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে এবং পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে লেভিন স্থির করেছিলো—বিনা চিন্তা-ভাবনায় এবং কোন রকম আশা না রেখে, যা হতে চলেছে তা সে সহ্য করে যাবে…স্ত্রীকে এতটুকুও বিচলিত করে তুলবে না, বরং সাহস যুগিয়ে ওকে আশ্বস্ত করবে। জিজ্ঞাসাবাদ করে সে জেনেছিলো, এটা ঘণ্টা পাঁচেকের ব্যাপার এবং তার মনে হয়েছিলো, ততক্ষণ নিজের মনকে সে অবশ্যই সামলে রাখতে পারবে।…কিন্তু একটি একটি করে পুরো পাঁচটি ঘণ্টাই কেটে গেলো, পরিস্থিতি তখনও অপরিবর্তিত। তবু লেভিন

ধৈর্য ধরে রয়েছে, কারণ তা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। সময়ের বোধও সে হারিয়ে ফেলেছে। লিজাবেতা পেত্রোভনা যখন তাকে একটা মোমবাতি জেলে দিতে বললেন, তখন সে দেখলো—বিকেল পাঁচটা বেজেছে। তাকে যদি বলা হতো এটা বেলা দশটা, তাহলেও সে একই রকম অবাক হতো। এতটা সময় সে কোথায় ছিলো, সে সম্পর্কেও লেভিনের কোন সঠিক ধারণা নেই। সে কিটির লাল হয়ে ওঠা মুখখানা দেখেছে—কখনও সে মুখ যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে, আবার কখনও হেসেছে···তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করেছে। সে দেখেছে, বৃদ্ধা প্রিন্সেসের ধূসর চুলগুলো বিন্যাসহীন ·· চোখের জল চেপে রাখার জন্যে উনি ঠোঁট কামড়াচ্ছেন। ডলি এবং ডাক্তারবাবু সিগারেট টানছেন। লিজাবেতা পেত্রোভনার মুখখানা তেমনি শান্ত, কঠোর এবং আশ্বাসে ভরা। বৃদ্ধ প্রিন্স ভ্রূ কুঁচকে বল নাচের ঘরে পায়চারি করছেন। কিন্তু এঁরা কি করে এলেন এবং গেলেন, কোথায় ছিলেন—লেভিন তা কিছুই জানে না। এই মুহূর্তে প্রিন্সেস শোবার ঘরে ডাক্তারের সঙ্গে ছিলেন, পরক্ষণেই তাকে পাঠঘরে দেখা গেলো—যেখানে টেবিল পেতে হঠাৎ খাবার-দাবার দেওয়া হলো। তারপরেই দেখা গেলো, প্রিন্সেস নন· ডলি রয়েছে ওখানে। পরে লেভিনের মনে পড়েছিলো, একবার তাকে বাইরে কোথাও পাঠানো হয়েছিলো। আর একবার তাকে একটা টেবিল এবং একটা সোফা সরাতে বলা হয়েছিলো। এটা কিটির প্রয়োজনে লাগবে মনে করেই, করেছিলো লেভিন। কিন্তু পরে সে আবিষ্কার করলো, সে নিজের জন্যে রাত্রে শোবার বন্দোবস্ত করছিলো। তারপর ডাক্তারের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার জন্যে তাকে পাঠঘরে পাঠানো হয়েছিলো এবং ডাক্তার কিছু একটা জবাবও দিয়েছিলেন। আর একবার তাকে পাঠানো হয়েছিলো প্রিন্সেসের শোবার ঘর থেকে একটা পবিত্র ছবি নিয়ে আসার জন্যে। ছবিটা নামিয়ে আনার জন্যে লেভিন এবং প্রিন্সেসের বৃদ্ধা পরিচারিকা একটা ছোট্ট আলমারির ওপরে উঠেছিলো। কিন্তু ছবির সামনে জ্বলতে থাকা লম্ফটা লেভিন ভেঙে ফেলেছিলো এবং বুড়ো চাকরটা তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলো। ছবিটা নিয়ে এসে, লেভিন সযত্নে সেটা কিটির মাথার কাছে বালিশের পেছনে রেখে দিয়েছিলো।···কিন্তু কোথায়, কখন এবং কেন এসব হলো—তা লেভিন জানে না। সে বুঝতে পারেনি, কেন প্রিন্সেস তার হাত দুটি ধরে, তার দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে, তাকে দুশ্চিন্তা না করতে মিনতি করেছিলেন···কেন ডলি তাকে

কিছু খেয়ে নেবার জন্যে বারবার পীড়াপীড়ি করছিলো…এমন কি ডাক্তারবাবু পর্যন্ত কেন তার দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সমবেদনার সঙ্গে তাকে কয়েক ফোঁটা ওষুধ দিতে চাইছিলেন।…

মোমবাতিগুলো তখন জ্বলে জ্বলে অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। পাঠ-ঘরে বসে ডাক্তারবাবুর গল্প শুনছিলো লেভিন। হঠাৎ একটা অপার্থিব চিৎকারে গোটা বাড়িটা ভরে উঠলো।…একছুটে শোবার ঘরে গিয়ে, কিটির মাথার কাছে দাঁড়ালো লেভিন। চিৎকার থেমে গেছে, কিন্তু কোথাও একটা কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে। পরিবর্তনটা কি, তা লেভিন দেখতে বা বুঝতে পারছিলো না—দেখার বা বোঝার কোন ইচ্ছেও তার ছিলো না। লিজাবেতা পেত্রোভনার ফ্যাকাশে মুখখানা আগের মতোই কঠোর—যদিও ওঁর চোয়াল সামান্য কেঁপে উঠলো…চোখের দৃষ্টি কিটির দিকে স্থির। কিটির মুখখানা লাল, উদ্বেগে আকুল…একগুচ্ছ চুল লেপটে রয়েছে ওর স্যাঁতসেঁতে কপালে। ঘামে ভেজা হাতে লেভিনের ঠাণ্ডা হাতদুটো আঁকড়ে ধরে, নিজের মুখের ওপরে তা চেপে ধরলো কিটি।

'যাস না, যাস না! আমি ভয় পাইনি!' দ্রুত বলতে থাকে কিটি, 'মাগো, আমার দুল দুটো খুলে নাও…অসুবিধে হচ্ছে।…তুমি ভয় পাওনি তো? এক্ষুনি লিজাবেতা পেত্রোভনা, এবারে এক্ষুনি…'

কিটি হাসতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু ওর মুখখানা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠলো, লেভিনকে ঠেলে সরিয়ে দিলো ও।

'ওঃ, কি কষ্ট! আমি মরে গেলাম… আমি মরে যাবো! যা, চলে যা!' চিৎকার করে উঠলো কিটি এবং সেই একই অপার্থিব চিৎকার সমস্ত বাড়িতে ফের প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।…

'ডাক্তারবাবু, এ কি হচ্ছে? এর অর্থ কি?' ডাক্তারের হাত চেপে ধরলো লেভিন।

'শীগগিরই এ সব শেষ হয়ে যাবে।'

ডাক্তারের মুখখানা এতই গম্ভীর যে লেভিনের মনে হলো—উনি বলতে চাইছেন, কিটি মরতে চলেছে।…ধাত্রীর ভ্রূ দুটো আগের চাইতে অনেক বেশী কোঁচকানো, মুখখানা আরও কঠোর। কিটির মুখখানা যেখানে থাকার কথা, সেখানে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে ওঠা একটা বীভৎস অস্তিত্ব… তার ভেতর থেকেই ওই ভয়ঙ্কর চিৎকারগুলো বেরিয়ে আসছে একের পরে এক।

খাটের বেষ্টনীতে মাথা রাখলো লেভিন আর তারপরেই আচমকা চিৎকার থেমে গেলো। একটা মৃদু নড়াচড়ার শব্দ…পোশাক-চাদরের খসখসানি…দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ এবং তারপর কিটির ফিসফিসে কণ্ঠস্বর, 'হয়ে গেছে!'

লেভিন মাথা তুললো। দুর্বল হাত দুটি তুলে কিটি নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। অদ্ভুত সুন্দর আর শান্ত লাগছে ওকে, ঠোঁটে অসফল হাসির প্রচেষ্টা।…

খাটের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে, স্ত্রীর হাত দুটি নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে লেভিন।…

'বেঁচে আছে, বেঁচে আছে! ছেলে হয়েছে!' লেভিন শুনতে পায় লিজাবেতা পেত্রোভনা কাঁপা কাঁপা হাতে ছেলেটার পেছনে চাপড় মারছেন।

'মাগো, এ কি সত্যি?' কিটি প্রশ্ন করে।

জবাবে প্রিন্সেস একটু ফুঁপিয়ে ওঠেন।

এবং সেই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে মায়ের প্রশ্নের নির্ভুল জবাব ভেসে আসে এক নবজাত মানব-শিশুর সতেজ কান্নায়—এক মুহূর্ত আগেও যার কোন অস্তিত্ব ছিলো না, কিন্তু অন্য মানুষের মতো সমান অধিকার এবং গুরুত্ব নিয়ে যে বেঁচে থাকবে…নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি করবে।

একটা লোভনীয় চাকরির সম্পর্কে দরবার করার জন্যে স্তিপান আর্কাদিয়েভিচের পিটার্সবুর্গে যাবার প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া আনাকে সে কথা দিয়েছিলো, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাছ থেকে বিচ্ছেদের ব্যাপারে সে একটা সঠিক জবাব বের করে আনবে। তাই ডলির কাছ থেকে পঞ্চাশ রুবল ভিক্ষা করে, পিটার্সবুর্গের পথে রওনা হয়েছিলো সে।…

কারেনিনের পাঠাগারে বসে, রুশ অর্থনীতির অসন্তোষজনক পরিস্থিতির কারণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব প্রতিবেদন শুনতে শুনতে স্তিপান আর্কাদিয়েভিচ শুধু অপেক্ষা করছিলো, কখন উনি ওঁর ভাষ্য শেষ করবেন আর সে আনার প্রসঙ্গ তুলবে।

'একটা বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই এবং আপনি জানেন, সেটা কি,' অবশেষে সুযোগ পেয়ে অবলনস্কি বললো। 'কথাটা আনার সম্পর্কে।'

আনার নাম উল্লেখ করা মাত্র কারেনিনের অভিব্যক্তি পালটে যায়।

কুর্সিটা ঘুরিয়ে, এক ঝটকায় ডাঁটিবিহীন চশমাটা পরে নিলেন উনি।

'আমার কাছ থেকে ঠিক কি জিনিস চাইছেন আপনি?'

'একটা সিদ্ধান্ত। যা হোক একটা সিদ্ধান্ত চাইছি, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ! ওর প্রতি আপনার করুণা হওয়া উচিত।'

'তার মানে, সঠিক ভাবে কি বলতে চাইছেন আপনি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ।

'হ্যাঁ, ওকে আপনি দয়া করুন। ওর অবস্থাটা একেবারে ভয়ঙ্কর!'

'আমার ধারণা ছিলো, আনা আর্কাদিয়েভনা নিজের জন্যে যা কিছু চেয়েছিলো, তা সবই পেয়েছে।' কারেনিনের কণ্ঠস্বর চড়ে ওঠে।

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, অতীত অতীতই হয়ে গেছে। আপনি তো জানেন, ও কিসের প্রতীক্ষায় রয়েছে···ও কি আশায় রয়েছে! ও চায়—বিচ্ছেদ।'

'কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম, আনা আর্কাদিয়েভনা বিচ্ছেদ চায় না—যদি আমি ছেলেটাকে রাখতে চাই। আমি সে ভাবেই ওকে জবাব দিয়েছিলাম এবং অনুমান করে নিয়ে ছিলাম, প্রসঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে। ওটা শেষ হয়ে গেছে বলেই আমি মনে করি,' কারেনিন চিৎকার করে ওঠেন।

'ঈশ্বরের দোহাই, আপনি শান্ত হোন।' ভগ্নীপতির উরুতে একটা আঙুল রাখে অবলনস্কি, 'বিষয়টা এখনও শেষ হয়নি। ··ওই সময় আপনি ওকে সমস্ত কিছুই দিতে প্রস্তুত ছিলেন—ওর স্বাধীনতা, এমন কি বিচ্ছেদ পর্যন্ত। আপনার মহানুভবতায় ও এতই মুগ্ধ হয়েছিলো যে তখন ও সমস্ত কিছু বিবেচনা করে দেখতে পারেনি। কিন্তু অভিজ্ঞতা এবং সময় প্রমাণ করে দিয়েছে যে ওর পরিস্থিতিটা মানসিক দিক থেকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক এবং অসহ্য।'

'আনা আর্কাদিয়েভনার জীবন সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ থাকতে পারে না।'

'দয়া করে সে কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলবেন না।' অবলনস্কি মৃদু ভাষে বলে, 'আনার পরিস্থিতিটা ওর পক্ষে অসহনীয় এবং তাতে অন্য কারুর কোন উপকার হচ্ছে না। হয়তো আপনি বলতে পারেন, এটা ওর প্রাপ্য ছিলো। ও তা জানে এবং আপনার কাছ থেকে ও কিছু চায়ও না। কিন্তু আমি, ওর আত্মীয়-স্বজন এবং যাঁরা ওকে ভালোবাসেন—আমরা সবাই আপনাকে মিনতি করছি। ওর এ যন্ত্রণাভোগের কি অর্থ আছে? এতে কার কি লাভ হচ্ছে?'

'মাফ করবেন, মনে হচ্ছে আপনি আমাকেই আসামীর জায়গায় দাঁড় করাচ্ছেন।'

'না না, আদৌ তা নয়!' অবলনস্কি এবারে কারেনিনের হাত স্পর্শ করে—যেন তার নিশ্চিত ধারণা, দৈহিক স্পর্শই তার ভগ্নীপতিকে কোমল করে তুলবে। 'আমি শুধু বলছি যে, ওর অবস্থাটা একেবারে অসহনীয়···সেটাকে সহনীয় করে তোলার ক্ষমতা আপনার হাতেই রয়েছে এবং সেটা করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনার হয়ে আমিই সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো, আপনি কিছু টেরই পাবেন না। মনে রাখবেন, আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।'

'সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো অনেক আগে। এবং আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আমার ছেলের প্রশ্নে ব্যাপারটার ফয়শলা হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি আশা করেছিলাম, আনা আর্কাদিয়েভনার একটু মহত্ত্ব আছে···' সচেষ্ট প্রয়াসে কথা বলছিলেন অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ। ওঁর ঠোঁট দুটি কাঁপছিলো, মুখটা ফ্যাকাশে।

'আনা সমস্ত কিছুই আপনার মহানুভবতার ওপরে ছেড়ে দিয়েছে। ওর শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা : ও যে অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে, তা থেকে মুক্তি পাওয়া। এখন ও আর নিজের ছেলেকেও চায় না! অ্যালেক্সি অ্যালেক-জান্দ্রোভিচ, আপনি একজন সদাশয় মানুষ· এক মুহূর্তের জন্যে আপনি নিজেকে ওর জায়গায় রেখে দেখুন! ওর পরিস্থিতিতে বিচ্ছেদের ব্যাপারটা জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন। আপনি যদি প্রতিশ্রুতি না দিতেন, তাহলে ও হয়তো এ পরিস্থিতিতেই নিজেকে মানিয়ে নিয়ে, গ্রামে গিয়ে জীবন কাটাতো। কিন্তু আপনি ওকে কথা দিয়েছিলেন—তাই ও আপনাকে চিঠি লিখেছে, মস্কোতে চলে এসেছে। আজ ছ মাস ধরে ও এখানে রয়েছে, প্রতি দিনই আপনার সিদ্ধান্ত জানতে পারবে বলে আশা করছে। এ যেন মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একটা মানুষকে মাসের পর মাস গলায় দড়ি পরিয়ে রাখা—তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখা, সে মৃত্যুও পেতে পারে অথবা মুক্তি।'

'হয়তো আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা দেবার কোন অধিকার আমার ছিলো না।'

'তার মানে, আপনি কি প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে নেবার কথা বলছেন?'

'আমি যতটা করতে পারি, তা কখনও করবো না বলি না। কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা কতদূর পালন করা সম্ভব—তা বিবেচনা করে

দেখার মতো কিছুটা সময় আমার অবশ্যই প্রয়োজন।'

'না, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ!' এক লাফে উঠে দাঁড়ায় অবলনস্কি, আমি তা বিশ্বাস করি না! আপনি কোন মতেই…'

'আমি যথাসম্ভব আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চেষ্টা করবো। কিন্তু একজন ধর্ম-বিশ্বাসী হিসেবে এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি খৃষ্টীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে যেতে পারি না।'

'কিন্তু আমি যতদূর জানি, খৃষ্টীয় সমাজ এবং আমাদের সমাজেও, বিবাহ-বিচ্ছেদ একটা অনুমোদিত ব্যবস্থা। এমন কি গির্জা থেকেও বিচ্ছেদের অনুমতি দেওয়া হয়।'

'হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের ক্ষেত্রে নয়।'

'অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ, আপনি আর সেই আপনি নেই। এই আপনিই না একদিন সমস্ত কিছু ক্ষমা করে দিয়েছিলেন? এই আপনিই না খৃষ্টীয় প্রেরণায় পরিচালিত হয়ে যে কোন ত্যাগ-স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন? আপনিই বলেছিলেন '

'মাফ করবেন,' আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে কারেনিন কর্কশকণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি মিনতি করছি, এ আলোচনা…এ আলোচনা এখন বন্ধ করুন!'

'ওহো! আমি আপনার বেদনার কারণ ঘটিয়ে থাকলে, আমাকে ক্ষমা করবেন।' মুখে বিব্রত হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় অবলনস্কি, 'আমি কেবলমাত্র একজন দূত হিসেবে এসেছিলাম- আর কিছু নয়।'

'বিষয়টা আমি অবশ্যই ভেবে দেখবো,' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচও হাত এগিয়ে দিলেন। তারপর মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললেন, 'পরশুদিন আপনি আমার চূড়ান্ত জবাব পেয়ে যাবেন।'

অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে আলোচনা করার পরদিন বেতসির বাড়িতে গিয়ে প্রিন্সেস মিয়াকির সঙ্গে দেখা হলো অবলনস্কির। আনার সাম্প্রতিক খবর শুনে প্রিন্সেস মিয়াকি বললো, 'আমি বাদে সবাই যা করে, আনাও তাই করেছে—তবে কি না, সবাই লুকিয়ে করে। কিছু মনে করবেন না, আপনার ভগ্নীপতির কথায় সবাই বলতো—ভদ্রলোক কি কুশলী, কত্তো চালাক। একমাত্র আমিই বলেছিলুম, লোকটা বোকা। এখন আবার লিদিয়া ইভানোভনা আর লাঁদুর সঙ্গে ওঁর অত মাথামাথি দেখে সবাই বলে, উনি পাগল। সবাইয়ের সঙ্গে এক-রা হওয়া আমার মোট্টে পছন্দ নয়,

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি একমত না হয়ে পারিনি।'

'ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?' অবলনস্কি বললো, 'গতকাল বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত জবাব পাবার জন্যে আমি আমার বোনের হয়ে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে কোন জবাব দেননি—বলেছেন, ভেবে দেখবেন।'

'ওই তো!' প্রিন্সেস মিয়াকি উল্লসিতা হয়ে উঠলো, 'তার মানে ওরা লাঁন্ডুকে জিজ্ঞেস করবে, এ ব্যাপারে সে কি বলে।'

'লাঁন্ডুকে জিজ্ঞেস করবে? কেন? কে লাঁন্ডু?'

'সে কি! আপনি জুলে লাঁন্ডুকে চেনেন না? সে লোকটাও পাগল। তবে কি না, এখন তার ওপরেই আপনার বোনের ভাগ্য নির্ভর করছে।... গ্রামদেশে থেকে কি হয় দেখুন—আপনি কোন ব্যাপারেই কিছু জানেন না! ...লাঁন্ডু ছিলো পারীর একটা দোকানের কেরানী। একদিন সে ডাক্তার দেখাতে গিয়ে ডাক্তারখানাতেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং ঘুমের মধ্যে অন্য রোগীদের পরামর্শ দিতে শুরু করে। সে কি অদ্ভুত পরামর্শ! আপনি ইউরি মেলেডিনস্কিকে চেনেন তো—সেই যে পঙ্গু মানুষটা? সেই ইউরি মেলেডিনস্কির স্ত্রী তখন স্বামীর চিকিৎসার জন্যে লাঁন্ডুকে নিয়ে আসে। মেলেডিনস্কি খুব একটা উপকার পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না...কারণ সে যেমন অসুস্থ ছিলো, তেমনি আছে। কিন্তু লাঁন্ডুর ওপরে ওদের অগাধ বিশ্বাস, তাই তার কাছেই লেগে রয়েছে। ওরা তাকে রাশিয়ায় নিয়ে আসে। ...এখানেও তার কাছে ভীষণ ভীড় হতে থাকে এবং সেও সবাইকে চিকিৎসা করতে শুরু করে। লোকটা কাউন্টেস বেঝুভকে ভালো করে দিয়েছে আর ওকে কাউন্টেসের এত ভালো লেগে গেছে যে তিনি ওকে দত্তক নিয়ে ফেলেছেন।'

'দত্তক নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, ছেলে হিসেবে। এখন সে আর লাঁন্ডু নয়, এখন সে কাউন্ট বেঝুবভ।...লিদিয়াকে আমার খুবই ভালো লাগে, যদিও ওর মাথায় একটু ছিট আছে। তা লিদিয়াও এখন ওই লাঁন্ডুর ফাঁদে ধরা পড়েছে এবং লিদিয়া বা অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ—কেউই তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। অতএব বুঝতেই পারছেন, আপনার বোনের ভাগ্য এখন লাঁন্ডু তথা কাউন্ট বেঝুবভের হাতে!'

…পরের দিন সকালে অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কাছ থেকে চূড়ান্ত জবাব পেয়ে গেলো অবলনস্কি। বিচ্ছেদের প্রস্তাব তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবলনস্কি বুঝতে পারলো, ওই ফরাসী লোকটা সত্যিকারের সমাধিস্থ অবস্থায় বা ভণ্ডামি করে যা বলেছে—এ সিদ্ধান্তের মূলে তাই-ই আছে।

বিবাহিত জীবনে কোন কাজ করতে হলে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয় সম্পূর্ণ বিরোধিতা আর নয়তো প্রেমময় মতৈক্য থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সম্পর্ক যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে কিছুই করা যায় না। · বসন্তের পরে যখন উজ্জ্বল গ্রীষ্মের দিনগুলো এসে হাজির হলো,গাছ-গাছালির পাতা ধুলোয় ভরে উঠলো, তখন গরম এবং ধুলোয় ভ্রনস্কি আর আনা দুজনের কাছেই মস্কোর জীবন অসহনীয় হয়ে উঠলো। কিন্তু ভদভিঝেনস্কোতে ফিরে যাবার বদলে—যা ওরা অনেক আগেই করবে বলে স্থির করে রেখেছিলো—ওরা মস্কোতেই রইলো…যদিও মস্কো ওদের দুজনের কাছেই বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিলো, কারণ ইদানীং ওদের মধ্যে আদৌ কোন সমন্বয় ছিলো না। অথচ যে অশান্তি ওদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তার কোন বাস্তবানুগ কারণ নেই এবং বোঝাপড়া করার সমস্ত প্রয়াস এটাকে দূর করার বদলে আরও জটিল করে তুলছিলো।…

আনার দৃষ্টিতে ভ্রনস্কির সমস্ত অভ্যেস, আদর্শ, বাসনা—তার আত্মিক ও দৈহিক প্রকৃতি—সব কিছু একটি মাত্র কথায় বলে দেওয়া যায়। তা হচ্ছে, রমণী-প্রেম। এবং আনা মনে করে—এই প্রেম, যা সম্পূর্ণভাবে ওর প্রতিই কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত, তা ক্রমশ ক্রমে আসছে। অতএব ওর যুক্তিতে এই প্রেমের কিছুটা অংশ ভ্রনস্কি নিশ্চয়ই অন্য মেয়েদের বা অন্য কোন মেয়েকে উৎসর্গ করেছে এবং তার ফলে আনা হয়ে উঠেছে ঈর্ষাতুরা। এই ঈর্ষা কোন বিশেষ মেয়ের প্রতি নয়, ভ্রনস্কির প্রেমের প্রতি। এবং এই ঈর্ষাই ওকে এখন কলহপ্রিয়া করে তুলেছে—অনবরত ও এখন শুধু অসন্তুষ্টির কারণ খুঁজে বেড়ায়। ওকে যা কিছু সহ্য করতে হয়েছে, সব কিছুর জন্যেই আনা এখন ভ্রনস্কিকে দোষ দেয়। উৎকণ্ঠাময় অনিশ্চয়তায় মস্কোতে বাস করা, সিদ্ধান্ত জানানোয় কারেনিনের অহেতুক কাল হরণ, ওর নিঃসঙ্গতা—সমস্ত কিছুর জন্যেই ভ্রনস্কি দায়ী। সে যদি আনাকে ভালোবাসতো, তাহলে আনার দুঃখ-দুর্দশা অনুভব করে, অবশ্যই ওকে উদ্ধার করতো। গ্রামে না থেকে ওরা যে

মস্কোতে বাস করছে, এ দোষও ভ্রনস্কির। উঁচু তলার সমাজে মেলামেশা না করে সে থাকতে পারে না—তাই আমাকে সে এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে ফেলে রেখে, ইচ্ছে করেই সমস্ত তিক্ততার দিকে চোখ বন্ধ করে রেখেছে। এবং আনা যে চিরদিনের মতো ওর ছেলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সে দোষও অবশ্যই ভ্রনস্কির।

এমনকি কোমলতার যে দুর্লভ মুহূর্তগুলো মাঝে মাঝে আসে, তারাও আনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। ভ্রনস্কির কোমলতার মধ্যেও এখন ও আত্ম-প্রসাদ, আত্মবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পায়—যা আগে ছিলো না এবং যা ওকে প্ররোচনা যুগিয়েছিলো।...

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। একা একা ভ্রনস্কির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আগের দিনের ঝগড়ার প্রতিটি বিশদ বিবরণ মনে মনে চিন্তা করছিলো আনা। আজ সমস্ত দিন ভ্রনস্কি বাড়িতে নেই। গতকাল তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার জন্যে এখন আনার এত বিশ্রী লাগছিলো যে, মিটমাট করে নেবার বাসনায় এখন ও সমস্ত কিছুই ভুলে যেতে ও ক্ষমা করে নিতে প্রস্তুত। 'দোষ আমারই, আমিই অহেতুক রেগে উঠি।' আনা ভাবছিলো, 'ও সোজা কথার মানুষ, ও আমাকে ভালোবাসে। আমিও ওকে ভালোবাসি। আর দু-একদিনের মধ্যেই আমি বিচ্ছেদের অনুমতি পেয়ে যাবো। তখন আর কি চাই আমার?... আমি শান্ত হয়ে থাকবো, ওর ওপরে আরও বিশ্বাস রাখবো। সমস্ত দোষ আমি নিজের কাঁধে নেবো। হ্যাঁ, ও বাড়িতে ফিরলেই আমি বলবো, আমিই দোষ করেছিলাম—যদিও আসলে তা নয়। তারপর আমরা গ্রামে ফিরে যাবো...সেখানে অনেক শান্তিতে থাকতে পারবো আমি।'

চিন্তা ও বিরক্তি এড়ানোর বাসনায় ঘন্টি বাজিয়ে ট্রাঙ্কগুলো দিয়ে যেতে বললো আনা এবং গ্রামে যাবার জন্যে গোছগাছ করতে প্রস্তুত হলো।

রাতে যদিও চূড়ান্তভাবে স্থির হয়নি ওরা সোমবার যাবে, না মঙ্গলবার—তবু পরের দিন সকালেই আনা রওনা হবার জন্যে সাগ্রহে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিলো। নিজের ঘরে একটা খোলা ট্রাঙ্ক থেকে অপ্রয়োজনীয় পোশাকগুলো বের করছিলো ও আর ভ্রনস্কি তখনই—স্বাভাবিক সময়ের চাইতে আগে—বাইরে বেরুবার পোশাকে ওর ঘরে এসে ঢুকলো।

'আমি এক্ষুনি মামনের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।' ভ্রনস্কি বললো, 'মামন

ইয়েগোরোভের মারফত আমাকে টাকাটা পাঠাতে পারে। কালই আমি রওনা দেবার জন্যে তৈরি হয়ে যাবো।'

মেজাজটা যতই ভালো থাক, ভ্রনস্কির মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথাটা আনাকে যেন তীব্র আঘাত করলো।

'না, আমি তার মধ্যে তৈরি হতে পারবো না।' কথাটা বলেই আনা ভাবলো: 'তাহলে আমার ইচ্ছে অনুযায়ী বন্দোবস্ত করা সম্ভব!' বললো, 'না, তুমি যেমনটি করতে চাও, করো। তবে আগে খাবার ঘরে যাও, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

ভ্রনস্কি প্রাতরাশ খাচ্ছিলো, আনা কফি নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসলো। 'তুমি বিশ্বাস করবে না, আসবাবে সাজানো এই ঘরগুলো আমার কাছে কি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই, সত্তা নেই। এই দেয়াল-ঘড়িগুলো, পর্দা, আর সব চাইতে জঘন্য ওই দেয়াল-কাগজ— সবই যেন দুঃস্বপ্ন। ভদভিঝেনস্কোকে আমার মনে হয়, যেন ঈশ্বর-প্রতিশ্রুত দেশ।···তুমি ঘোড়াগুলোকে এখুনি পাঠাচ্ছো না?'

'না, ওগুলো আমাদের পরে আসবে।···তুমি এখন কোথায় বেরুবে বলে ভাবছো?'

'ভাবছিলাম, মিসেস উইলসনকে কয়েকটা পোশাক দিয়ে আসবো।··· তাহলে কালকে যাওয়াই ঠিক হলো?' খুশিয়াল স্বরে প্রশ্ন করলো আনা। কিন্তু পিটার্সবুর্গ থেকে আসা একটা তারবার্তার রসিদ নেবার জন্যে ভ্রনস্কির ভ্যালেট ঘরে ঢুকতেই, আচমকা ওর মুখখানা পালটে গেলো। ভ্রনস্কি পক্ষে তারবার্তা পাবার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। কিন্তু যেভাবে সে লোকটাকে বললো যে রসিদটা পাঠঘরে রয়েছে এবং তারপর যে ভাবে দ্রুত আনার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, কালকের মধ্যে আমি অবশ্যই সব কিছু সেরে ফেলবো –' তাতে আনার মনে হলো, ভ্রনস্কি ওর কাছ থেকে কিছু লুকোতে চাইছে।

'তারটা কার কাছ থেকে এসেছে?' ভ্রনস্কির কথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করলো আনা।

'স্তিভার কাছ থেকে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিলো ভ্রনস্কি।

'আমাকে ওটা দেখাওনি কেন? আমার কাছ থেকে গোপন করার মতো এমন কি থাকতে পারে স্তিভার?'

ভ্যালেটকে ফের ডেকে এনে, তাকে তারবার্তাটা নিয়ে আসতে বললো ভ্রনস্কি।

'ওটা আমি তোমাকে দেখাতে চাইনি, কারণ তার পাঠাবার ব্যাপারে স্তিভার একটা অহেতুক আকর্ষণ আছে। কিছুই যখন ঠিক হয়নি, তখন আর তার করা কেন?'

'বিচ্ছেদের ব্যাপারে?'

'হ্যাঁ। ও লিখেছে, 'ওঁর কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারিনি। কথা দিয়েছেন, শীঘ্রিই চূড়ান্ত জবাব জানাবেন'। এই নাও, তুমি নিজেই পড়ে ছাখো—'

কাঁপা কাঁপা আঙুলে তারবার্তাটা নিয়ে আনা দেখলো, ভ্রনস্কি যা বলেছিলো ওতে ঠিক তা-ই লেখা আছে। তবে শেষটাতে যোগ করা আছে: 'আশা সামান্যই। কিন্তু আমি সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত চেষ্টাই করবো।'

আনা ভাবলো, 'তাহলে ও অন্য মেয়েদের চিঠিপত্রও আমার কাছে এভাবে লুকোতে পারে এবং লুকোয়।' তারপর লাল হয়ে উঠে বললো, 'আমি গতকাল বলেছিলাম, আমি বিচ্ছেদ পাই বা না পাই বা যবেই পাই—তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। তাই এটা আমার কাছ থেকে লুকোবার সামান্যতম প্রয়োজনও ছিলো না। তুমি কেন মনে করলে, এ খবরটা আমাকে এতই বিচলিত করে তুলবে যে এটা আমার কাছ থেকে লুকোনো দরকার? আমি তোমাকে বলেছিলাম, আমার কাছে ও ব্যাপারটার কোন মূল্য নেই এবং আমার ইচ্ছে, আমার মতো তুমিও ওটাকে কোন মূল্য দেবে না।'

'আমি ও ব্যাপারটাকে মূল্য দিই, কারণ আমি নিশ্চয়তা পছন্দ করি।'

'নিশ্চয়তা রীতিতে থাকে না, থাকে ভালোবাসায়।' ভ্রনস্কির শান্ত কণ্ঠস্বরে আরও বেশি করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে আনা। 'কিন্তু তুমি কেন তা চাও?'

'তুমি তা ভালো করেই জানো—চাই তোমার জন্যে, তোমার ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্যে।'

'ভবিষ্যতে আমার আর কোন সন্তান হবে না।'

'সেটা খুবই দুঃখের কথা।'

'তুমি সন্তানদের জন্যে সেটা চাও, কিন্তু আমার কথা চিন্তা করো না—তাই না?' সন্তান-সম্ভাবনার প্রশ্নটা দীর্ঘদিন ধরেই আনার কাছে বিতর্ক এবং বিরক্তির বিষয়। ভ্রনস্কির সন্তান কামনা, আনার ব্যাখ্যায়, আনার সৌন্দর্যের ব্যাপারে ভ্রনস্কির উদাসীনতার প্রমাণ।

'ওহো, আমি বলেছিলাম 'তোমার জন্যে'! সর্বোপরি তোমার জন্যে।'

যেন নিদারুণ যন্ত্রণায় ভ্রনস্কির মুখখানা কুঁচকে ওঠে, 'কারণ আমি নিশ্চিত ভাবে জানি—তোমার অশান্তির একটা বিরাট অংশ, তোমার পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা থেকে এসেছে।'

'সেটা মোটেই কোন কারণ নয়। তাছাড়া আমি সম্পূর্ণভাবে তোমার ক্ষমতার অধীন—এতে পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা কোথায়? বরং ঠিক তার উলটো।'

'আমি খুবই দুঃখিত, তুমি আমার কথা বুঝতে চাইছো না। তুমি মনে করছো, আমি মুক্ত···সেখানেই তোমার অনিশ্চয়তা।'

'সে দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো।' ভ্রনস্কির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আনা কফির পেয়ালা তুলে নেয়। তারপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে ফের তাকায় তার দিকে, 'তোমার মা কি চিন্তা করেন, কার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চান—সে সম্পর্কে আমার এতটুকুও মাথাব্যথা নেই।'

'কিন্তু আমরা ও বিষয়ে কথা বলছি না।'

'বলছি বৈকি! একটা কথা বলি শোনো—একজন হৃদয়হীনা মহিলা—তিনি বৃদ্ধা হোন বা না হোন, তোমার মা হোন বা অন্য যে কেউ হোন—আমার কাছে তাঁর অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই এবং তাঁর সঙ্গে আমি কোন সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই না।'

'আনা, আমি মিনতি করছি·· তুমি আমার মা'র সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বোলো না।'

'যে মহিলার হৃদয় বলে দেয় না, তাঁর সন্তানের সুখ কোথায়, যিনি মিথ্যাকে সম্মান দেন—তাঁর হৃদয় বলে কিছু নেই।'

'আমি আবার বলছি আনা, তুমি আমার মাকে অসম্মান করে কথা বলবে না···তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।' কণ্ঠস্বর চড়িয়ে ভ্রনস্কি কঠোর দৃষ্টিতে আনার দিকে তাকায়।

'তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো না! ও সমস্ত শুধু কথা, কথা আর কথা!' আনার চোখে এক রাশ ঘৃণা।

'যদি তাই হয়, তাহলে আমরা···'

'মনস্থির করবো এবং আমি ইতিমধ্যেই আমার মন স্থির করে ফেলেছি।' আনা ঘর থেকে বেরুতে যেতেই, ইয়াশভিন ভেতরে এসে ঢোকে। তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, থমকে দাঁড়ায় আনা।

যখন হৃদয়ে দুরন্ত ঝড় গর্জন করে চলেছে, যখন ও অনুভব করছে

ও জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে, যার পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে—তখন, সেই মুহূর্তেই, একজন বহিরাগতের কাছে যে শীঘ্রি বা পরে সমস্ত কিছুই জানতে পারবে—কেন ওকে স্বাভাবিক হয়ে থাকতে হবে, আনা তা জানে না। তবু তক্ষুণি মনের ঝড় থামিয়ে, কুর্সিতে বসে অতিথির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে ও।

আগে কখনও পুরো একটা দিন ঝগড়ার মধ্যে কাটেনি। আজই প্রথম। এবং এটা ঝগড়াও নয়। এটা শুধু, পরস্পরের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা স্বীকার করে নেওয়া।···

আনা ভাবছিলো, ভ্রনস্কি হয়তো বলতে পারতো, 'আমি তোমাকে ধরে রাখিনি—যেখানে খুশি চলে যাবার স্বাধীনতা তোমার আছে। সম্ভবত তোমার স্বামীর কাছ থেকে তুমি বিচ্ছেদ চাও না, অতএব তুমি তাঁর কাছেও ফিরে যেতে পারো। তোমার টাকার প্রয়োজন থাকলে বলো, আমি দেবো। কত চাও তুমি?'···

পরমুহূর্তেই আনা ভাবলো, 'কিন্তু গতকাল রাত্রেই কি মানুষটা শপথ করে বলেনি, সে আমাকে ভালোবাসে? এর আগেও কি আমি প্রায়ই বিনা কারণে হতাশ হইনি?'

মিসেস উইলসনের কাছে যাবার জন্যে দুটি ঘণ্টা ব্যয় করা ছাড়া আনা সমস্তটা দিন ভেবে ভেবে কাটালো: সব কিছু শেষ হয়ে গেছে, নাকি এখনও মিটমাটের কোন আশা আছে? ও কি এখুনি চলে যাবে, নাকি আর একবার তার সঙ্গে দেখা করবে? সমস্তটা দিন ভ্রনস্কির প্রতীক্ষায় কাটিয়ে, সন্ধ্যার সময় নিজের ঘরে শুতে চলে গেলো আনা···পরিচারিকাকে বলে গেলো, ভ্রনস্কি এলে তাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়, ওর মাথা ধরেছে। আনা ভাবলো, 'খবরটা পেয়েও সে যদি আসে তো বুঝতে হবে, সে এখনও আমাকে ভালোবাসে। আর যদি না আসে তো তার অর্থ, সবই শেষ হয়ে গেছে এবং তখন আমাকে স্থির করতে হবে, আমি কি করবো···'

সন্ধ্যা বেলা ভ্রনস্কির গাড়িটা এসে থামার শব্দ শুনতে পেলো আনা। তারপর ঘন্টির আওয়াজ, পায়ের শব্দ। পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলছে ভ্রনস্কি···এবং ওর সঙ্গে দেখা না করেই নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সে। তাহলে সব শেষ!···আনার মনে হলো, এখন একমাত্র মৃত্যুই ওর প্রতি ভ্রনস্কির প্রেম নতুন করে জাগিয়ে তুলতে পারে, ভ্রনস্কিকে শাস্তি দিতে পারে।

এখন ওরা ভদভিঝেনস্কোভে যাক বা না যাক, আনা বিচ্ছেদ পাক বা না পাক—তাতে আর কিছুই এসে যায় না···এখন সে সব কিছুই অর্থহীন। এখন একমাত্র যে জিনিসটাতে ও আগ্রহী তা হচ্ছে, মানুষটাকে শাস্তি দেওয়া।···

স্বাভাবিক মাত্রা মতো আফিং নিতে গিয়ে আনার মনে হলো, মরার জন্যে ওকে শুধুমাত্র এই শিশিটার পুরো জিনিসটুকু খেয়ে নিতে হবে। কাজটা ওর কাছে এতই সহজ আর সরল বলে মনে হলো যে, ফের ও কল্পনা করে সত্যিকারের আনন্দ পেলো—যখন অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন মানুষটা কি ভীষণ যন্ত্রণাই না পাবে, কত অনুতাপ করবে, কিভাবে সযত্নে ওর স্মৃতি মনের কোঠায় রেখে দেবে!···

বিছানায় শুয়ে, কার্নিসের ছাঁচে জ্বলে-জ্বলে ছোট-হয়ে-আসা মোম-বাতিটার আলো আর পর্দার ছায়ার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে আনা। ও স্পষ্টই অনুভব করে, যখন ও থাকবে না···যখন ও শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে, তখন ভ্রনস্কি ভাববে—'কি করে আমি ওকে ওই নিষ্ঠুর কথাগুলো বলেছিলাম? একটাও কথা না বলে, কি করে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম? কিন্তু আজ ও আর নেই। চিরদিনের মতো ও আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে···'

হঠাৎ পর্দার ছায়াটা দুলে ওঠে, তীরবেগে ছুটে যায় কার্নিস আর ছাদের সিলিঙের দিকে। অন্যদিক থেকেও ছায়াগুলো ছুটে আসে একই তীব্রতা নিয়ে। মুহূর্তের জন্যে ওরা পেছনে সরে আসে, তারপর আবার এগিয়ে যায় নতুন উৎসাহে··কেঁপে কেঁপে ওঠে···মিলে ঝুলে যায়···তারপর সব অন্ধকার। 'এই তবে মৃত্যু!' ভাবে আনা। এবং এতই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে বহুক্ষণ ধরে বুঝে উঠতে পারে না, ও কোথায় রয়েছে···ওর কাঁপা কাঁপা হাত দুটো নিভে যাওয়া মোমবাতিটার জায়গায় একটা নতুন মোম জ্বালাবার জন্যে কোন দেশলাইও খুঁজে পায় না।

'না, যাই হোক—শুধু বেঁচে থাকা!' আনা ভাবে, 'আমি ওকে ভালোবাসি আর ও-ও আমাকে ভালোবাসে! এ সবই অতীতে হয়েছে, সবই কেটে যাবে!' আনা অনুভব করে ও জীবন ফিরে পাওয়ায়, আনন্দের অশ্রু ওর দু'গাল বেয়ে নেমে আসছে। আতঙ্ক থেকে পরিত্রাণের আশায়, সিঁড়ি বেয়ে ভ্রনস্কির ঘরে নেমে আসে ও।

নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছিলো ভ্রনস্কি। মুখের কাছে মোমবাতিটা ধরে বহুক্ষণ

মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকে আনা। ঘুমোচ্ছে বলেই এখন তাকে ওর এত ভালো লাগে যে, ও চোখের জল বেঁধে রাখতে পারে না। অথচ আনা জানে—জেগে উঠলে মানুষটা নিজেকে সঠিক মনে করে ওর দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকাতো এবং তাকে নিজের ভালোবাসার কথা জানাবার আগেই আনাকে প্রমাণ করতে হতো, ওর প্রতি সে কত অন্যায় করেছে। মানুষটাকে না জাগিয়েই নিজের ঘরে ফিরে যায় আনা। তারপর আরও একমাত্রা আফিং খেয়ে, ভোরের দিকে এক গভীর অস্থিরতাময় ঘুমে ঢলে পড়ে—যার মধ্যে ও কখনও সম্পূর্ণভাবে সচেতনতা হারায়নি।

ভোরবেলা এক প্রচণ্ড দুঃস্বপ্ন—যেটা ভ্রনস্কির সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার আগে ও কয়েকবার দেখেছে—আনার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।…এলোমেলো দাড়ি, ছোটখাটো চেহারার এক বুড়ো একটা লোহার ডাণ্ডার ওপরে ভর রেখে, নিচু হয়ে, কি যেন করছে আর বিড়বিড় করে ফরাসী ভাষায় অর্থহীন কি সব বলছে এবং—এটাই দুঃস্বপ্নটাকে সব সময় এত ভয়ঙ্কর করে তোলে—আনা অনুভব করে, যদিও মনে হয় ওই বুড়ো চাষীটা আনার দিকে কোন মনোযোগ দিচ্ছে না, কিন্তু আসলে সে ডাণ্ডাটা দিয়ে ওকে সাংঘাতিক কিছু করছে।…ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে, ঘুম থেকে জেগে ওঠে আনা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আগের দিনের ঘটনাগুলো যেন কুয়াশার মতো ওর মনে ভেসে আসে।

'ঝগড়া হয়েছিলো। তা তেমন ঝগড়া এর আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে। আমি বলেছিলাম, আমার মাথা ধরেছে—কিন্তু সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কাল আমরা চলে যাচ্ছি।…আমার এখন ওর সঙ্গে দেখা করে, যাবার জন্যে তৈরি হওয়া উচিত—' নিজেকে বলে আনা এবং ভ্রনস্কি পাঠঘরে আছে জেনে, সেদিকে পা বাড়ায়।

বৈঠকখানা ঘর পেরিয়ে এসে, সদর দরজায় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শুনতে পায় আনা…জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে, লাইল্যাক রঙের টুপি পরা একটি অল্পবয়সী মেয়ে গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দরজায় ঘন্টি বাজাতে থাকা চাপরাশিটাকে যেন কি নির্দেশ দিচ্ছে। হলঘরে সামান্য কথোপকথনের পর কে একজন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো এবং তারপরেই বৈঠকখানার বাইরে ভ্রনস্কির পায়ের শব্দ শুনতে পেলো আনা। দ্রুত পায়ে নিচে নেমে গেলো মানুষটা। আনা ফের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভ্রনস্কির মাথায় টুপি নেই, গাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। মেয়েটি ওকে একটা মোড়ক দিলো। ভ্রনস্কি কিছু বলে, মৃদু হাসলো। তারপর গাড়িটা চলে গেলো,

মানুষটা আবার দ্রুতপায়ে ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এলো।

যে কুয়াশাটা এতক্ষণ সব কিছু ঢেকে রেখেছিলো, এবারে সহসা সেটা আনার চেতনা থেকে সরে গেলো। কালকের অনুভূতিটা নতুন বেদনা নিয়ে আবার ফিরে এলো ওর ব্যথিত হৃদয়কে বিদীর্ণ করার জন্মে। আনা বুঝতে পারছিলো না, ওই মানুষটার সঙ্গে একটা সম্পূর্ণ দিন একই ছাদের তলায় থেকে ও কি করে নিজেকে অপমানিত করতে যাচ্ছিলো। নিজের সিদ্ধান্ত জানাবার জন্মে ভ্রনস্কির পাঠঘরে গিয়ে ঢুকলো ও।

'প্রিন্সেস সোরোকিন আর ওঁর মেয়ে মামনের কাছ থেকে টাকা আর দলিলপত্রগুলো নিয়ে এসেছিলেন,' আনার মলিন বিষণ্ন মুখের দিকে না তাকিয়েই শান্ত গলায় বললো ভ্রনস্কি। 'তোমার মাথা কেমন আছে—আগের চাইতে ভালো?'

নিশ্চুপ হয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলো আনা, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ভ্রনস্কির দিকে। এক ঝলক ওর দিকে তাকালো ভ্রনস্কি, ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠলো পলকের জন্মে, তারপর আবার হাতের চিঠিটা পড়তে লাগলো সে। মুখ ফিরিয়ে ধীর পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলো আনা। এখনও মানুষটা ওকে ডাকতে পারে · কিন্তু আনা দরজার কাছে পৌছে গেলো, মানুষটা তবু নিশ্চুপ হয়েই রইলো।

'হ্যাঁ, ভালো কথা,' ভ্রনস্কি বললো—আনা ততক্ষণে দোরগোড়ায় পৌছে গেছে—'কাল আমরা অবশ্যই যাচ্ছি। তাই নয় কি?'

'তুমি, আমি না।' আনা ঘুরে দাঁড়ালো।

'আনা, এভাবে আমরা চলতে পারি না··'

'তুমি, আমি না,' ফের বললো ও।

'এ একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে!'

'তুমি · তোমাকে এ জন্মে দুঃখ পেতে হবে,' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো আনা।

যে হতাশার অভিব্যক্তি নিয়ে আনা কথাটা বললো, তাতে সচকিত হয়ে লাফিয়ে উঠলো ভ্রনস্কি, ভাবলো ওকে অনুসরণ করে ছুটে যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার চিন্তা করে, দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূ কুঁচকে ফের বসে পড়লো সে। 'আমি সমস্ত কিছুই চেষ্টা করে দেখেছি,' ভ্রনস্কি ভাবলো, 'এখন একমাত্র যেটা বাকি, তা হচ্ছে ভ্রূক্ষেপ না করা।'

গাড়ি নিয়ে প্রথমে শহরে, তারপর ওকালত-নামায় সই নেবার জন্মে ফের

মা'র কাছে যাবে বলে তৈরি হতে শুরু করলো সে।...পাঠঘরে, তারপর বৈঠকখানায় তার পায়ের শব্দ শুনতে পেলো আনা। বৈঠকখানার দরজা পেরিয়ে গেলো মানুষটা, কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো না—শুধু নির্দেশ দিয়ে গেলো, তার অনুপস্থিতিতে ভয়তভ্ এলে তাকে যেন ঘোড়াটা দিয়ে দেওয়া হয়।...আনা গাড়ির শব্দ শুনতে পেলো, দরজাটা খুললো, বেরিয়ে গেলো সে। কিন্তু ফের হলঘরে ফিরে এলো ভ্রনস্কি, কে একজন ছুটতে ছুটতে ওপরে উঠে এলো। লোকটা ভ্রনস্কির ভ্যালেট, প্রভুর ভুল করে ফেলে যাওয়া দস্তানাজোড়া নেবার জন্যে ফিরে এসেছিলো। জানলার কাছে গিয়ে আনা দেখলো, ওপরের দিকে না তাকিয়েই মানুষটা দস্তানাজোড়া হাতে নিলো। তারপর জানলার দিকে একটি বারও না তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলো, যথারীতি অভ্যেস মতো পায়ের ওপর পা তুলে দস্তানাজোড়া হাতে গলিয়ে নিলো এবং মোড়ের দিকে উধাও হয়ে গেলো।

'চলে গেছে! সব শেষ!' জানলার কাছে দাঁড়িয়ে নিজেকে বললো আনা। এবং জবাবে সেই একই হিমেল আতঙ্ক ওর সমস্ত হৃদয় ভরিয়ে তুললো, যা ও আগের দিন রাতে অনুভব করেছিলো—যখন অন্ধকার আর দুঃস্বপ্নের কাছে ওকে ফেলে রেখে ঘরের মোমবাতিটা কেঁপে কেঁপে নিভে গিয়েছিলো।

'না, তা হতে পারে না!' চিৎকার করে উঠে, সজোরে ঘন্টি বাজালো আনা। একা একা থাকতে ওর এত ভয় লাগছিলো যে, পরিচারকের জন্যে অপেক্ষা না করে, নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও।

'জেনে এসো, কাউন্ট কোথায় গেছেন।'

লোকটা জানালো, কাউন্ট আস্তাবলে গেছেন। 'উনি বলে গেছেন, মাদাম যদি বেরুতে চান—তাই গাড়িটা সোজা এখানে ফিরে আসবে।'

'ভালো কথা। তুমি একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুনি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। মিহাইলকে দিয়ে চিঠিটা আস্তাবলে পাঠিয়ে দেবে।'

আনা লিখলো—'সব দোষ আমার। বাড়িতে ফিরে এসো। আমি সব কিছু বুঝিয়ে বলবো। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি এসো। আমার ভয় করছে।'

চিঠিটা খামে ভরে, পরিচারককে দিয়ে দিলো ও। তারপর একা থাকতে ভয় করায়, বাচ্চাটার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

'এ কি করে হলো? এ তো সে নয়! কোথায় তার সেই নীল চোখ, মিষ্টি লাজুক হাসি?' মনের বিভ্রান্তিতে বাচ্চার ঘরে সেরিয়োঝাকে দেখবে

বলে আশা করেছিলো আনা। তাই তার বদলে কোঁকড়ানো কালো চুল আর গোলাপী-গালের ছোট্ট মেয়েটাকে দেখে প্রথমেই কথাটা মনে হলো ওর।··· বাচ্চাটা টেবিলে বসে সশব্দে একটা বোতলের ছিপি ঠুকছিলো—মাকে দেখে কালো দুটি চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো শূন্য দৃষ্টিতে। কিন্তু ওর খিলখিল হাসি আর ভুরুর ভঙ্গিমা এত সুস্পষ্টভাবে আনাকে ভ্রনস্কির কথা মনে করিয়ে দিলো যে, প্রাণপণে কান্না চেপে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো ও। 'সত্যিই কি সব শেষ? না, তা হতে পারে না!' আনা ভাবলো, 'সে ফিরে আসবে।···কিন্তু ওই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলার পর তার সেই হাসি, সেই প্রাণচঞ্চলতার ব্যাখ্যা সে কি করে দেবে? যদি সে বোঝাতে নাও পারে, তাহলেও তাকে আমি বিশ্বাস করবো। যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে আমার জন্যে শুধু একটা জিনিসই বাকি থাকে···এবং আমি তা চাই না।'

ঘড়ির দিকে তাকালো আনা। বারো মিনিট কেটে গেছে। 'এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই আমার চিঠি পেয়েছে···ফিরে আসছে। আর বেশিক্ষণ লাগবে না—আর দশ মিনিট।···কিন্তু যদি সে না আসে? না, তা অসম্ভব!···কিন্তু আমি যে কাঁদছিলাম, তা আমি কিছুতেই ওকে বুঝতে দেবো না। এক্ষুনি গিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলবো। আর আমার চুল··চুল কি আমি আঁচড়েছিলাম, না আঁচড়াইনি?' মনে মনে চিন্তা করলো আনা, তবু মনে করতে পারলো না। মাথায় হাত দিয়ে দেখলো ও, 'হ্যাঁ, আঁচড়েছি—কিন্তু কখন, তা আমার কিছুই মনে পড়ে না।' তবু নিজের হাতকেও ওর বিশ্বাস হয় না—আয়নায় দেখতে যায়, ও সত্যি সত্যি চুল আঁচড়েছে কি না।·· আঁচড়েছে, কিন্তু আঁচড়াবার কথা ওর একটুও মনে পড়ে না।··· 'ওটা কে?' আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবলো আনা—আয়না থেকে ফোলা ফোলা মুখ আর অস্বাভাবিক চকচকে চোখ নিয়ে কে যেন তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। 'কেন, ওটা তো আমিই!' তক্ষুনি বুঝতে পারলো ও এবং নিজের পূর্ণ দৈর্ঘ্য প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে সহসা যেন অনুভব করলো, ভ্রনস্কি ওকে চুমু দিচ্ছে। আনা শিউরে উঠলো, তারপর নিজের হাতটা ঠোঁটের কাছে তুলে চুমু খেলো।

'আমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাচ্ছি!' ভাবলো আনা এবং শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো, যেখানে আনুশকা সাফসুফোর কাজ করছিলো।

'আনুশকা!' পরিচারিকার কাছে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো আনা—ভেবে পেলো না, কি বলবে।

'আপনি দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন,'

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই আন্নুশকা বললো।

'দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনা? হ্যাঁ, তাই তো।'

'ওখানে পনেরো মিনিট আর পনেরো মিনিট ফিরে আসতে।...কিন্তু সে এখন ফিরে আসার পথে, যে কোন মুহূর্তেই এসে পড়বে।' ঘড়ি বের করে হিসেব কষে নিলো আনা। 'কিন্তু আমাকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে সে কি করে চলে গেলো?' জানলার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো ও। এতক্ষণে তার ফিরে আসার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু হয়তো ওর হিসেব ভুলও হতে পারে, তাই ভ্রনস্কি বাড়ি থেকে বেরুবার পর থেকে ফের মিনিট গুণতে শুরু করলো আনা।...নিজের ঘড়িটা মিলিয়ে নেবার জন্যে ও যখন দেয়াল-ঘড়িটার দিকে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একটা গাড়ি সদর দরজায় এসে দাঁড়ালো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আনা দেখলো, ওটা ভ্রনস্কিরই গাড়ি। কিন্তু কেউ ওপরে উঠে এলো না। নিচের তলায় কার যেন কণ্ঠস্বর—ও আনারই সেই বার্তাবহ, গাড়িটা নিয়ে ফিরে এসেছে। আনা নিচের তলায় নেমে এলো।

'আমি কাউণ্টকে ধরতে পারিনি। উনি নিঝনি স্টেশনে চলে গেছেন।' মিহাইল আনাকে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলো।

'তাহলে চিঠিটা সে পায়নি,' ভাবলো আনা। বললো, 'তুমি এক্ষুনি এই চিঠিটা নিয়ে কাউণ্টেস ভ্রনস্কির গ্রামের বাড়িতে চলে যাও। বাড়িটা তুমি চেনো তো? আর সঙ্গে সঙ্গে জবাব নিয়ে এসো।'

আনা ভাবলো, 'কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করবো? হ্যাঁ, ডলির কাছে যাবো...নয়তো আমার মাথা ঠিক থাকবে না।...হ্যাঁ, আমি তো একটা তারও পাঠাতে পারি!' আনা সঙ্গে সঙ্গে তারবার্তাটা লিখে ফেললো: 'তোমার সঙ্গে কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। এক্ষুনি চলে এসো।'

তারবার্তাটা পাঠিয়ে, ওপরে এসে সাজগোছ করে নিলো আনা। তারপর আবার তাকালো আন্নুশকার গোলগাল শান্ত মুখখানার দিকে। সহানুভূতিতে ভরা আন্নুশকার ছোট ছোট ধূসর দুটি চোখ।...

'আন্নুশকা, আমি কি করবো?' ফুঁপিয়ে উঠে অসহায়ের মতো একটা কুর্সিতে বসে পড়লো আনা।

'আপনি কেন এত অস্থির হচ্ছেন, আনা আর্কাদিয়েভনা? এ সব জিনিস হয়েই থাকে। যান, একটু বেড়িয়ে আসুন—তাতে মনটা ভালো হবে।'

'হ্যাঁ, বেরুবো।' নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো আনা। 'ইতিমধ্যে যদি কোন তার আসে, তো সেটা দারিয়া অ্যালেকজান্দ্রোভনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিও।...না, তার মধ্যে আমি নিজেই ফিরে আসবো।'

দ্রুত পায়ে নিচে নেমে, আনা গাড়িতে উঠে বসলো।

'কোথায় যাবো, মাদাম ?' কোচোয়ানের আসনে উঠে বসার আগে প্রশ্ন করলো পিয়োতর।

'ঝামেস্কা স্ট্রীট, অবলনস্কিদের বাড়ি।'

বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মানসিক অবস্থা যেমন ছিলো, তার চাইতেও বিষণ্ণ মন নিয়ে ডলির বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো আনা। আগেকার যন্ত্রণার সঙ্গে এখন আরও যুক্ত হলো এক সচেতন বিরাগবোধ এবং জাতিচ্যুত হবার অনুভূতি—যা কিটির ব্যবহারে ও স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলো।

'কোন্ দিকে, মাদাম ?'- পিয়োতর প্রশ্ন করলো, 'বাড়ি ?'

'হ্যাঁ, বাড়ি,' জবাব দিলো আনা—অথচ এখন কোথায় যাচ্ছে, সে বিষয়ে ও কিছুই চিন্তা করছিলো না।

'ওরা আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিলো, যেন একটা ভয়ঙ্কর অদ্ভুত ধারণাতীত কিছু দেখছে!' দুজন পথচারীর দিকে তাকিয়ে আনা ভাবলো, 'কেউ কি নিজের অনুভূতির কথা কাউকে কখনও বলতে পারে ? আমি ডলিকে বলতে চেয়েছিলাম, বলিনি ভালোই হয়েছে। আমার দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে ও কি খুশীই না হতো! হয়তো ও তা লুকিয়ে রাখতো, কিন্তু আমার শাস্তির কথা জেনে মনে মনে খুশী হতো—কারণ আমার সুখকে হিংসে করতো ও। আর কিটি · কিটি তো আরও বেশি আনন্দ পেতো। আমি ওকে একখানা বইয়ের মতো পড়ে ফেলতে পারি। ও আমাকে হিংসে করে, আমাকে ঘেন্না করে। ওর চোখে আমি একটা নষ্ট মেয়েমানুষ। কিন্তু আমি যদি নষ্টই হতাম, তাহলে এমন করতাম যাতে ওর স্বামী আমার প্রেমে পড়ে—মানে, যদি আমার তেমন ইচ্ছে হতো। আর সে ইচ্ছে আমার সত্যিই হয়েছিলো।'

এ সমস্ত চিন্তায় আনা এতই মগ্ন হয়েছিলো যে, গাড়ি দেউড়িতে ঢোকা অব্দি বর্তমান সমস্যাগুলোর কথা ওর মনেই ছিলো না। দরোয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখে, ভ্রনস্কিকে পাঠানো চিঠি আর তারবার্তার কথা মনে পড়লো ওর।

'কোন জবাব এসেছে ?' জিজ্ঞেস করলো আনা।

'দেখে আসছি,' দরোয়ান বললো। তারপর নিজের টেবিল থেকে একটা তারবার্তা এনে আনার হাতে তুলে দিলো।

'দশটার আগে আমি ফিরতে পারছি না—ভ্রনস্কি।' পড়লো আনা।

'আমি যাকে পাঠিয়েছিলাম, সে এখনও ফেরেনি?'

'না।'

আনা অনুভব করে, একটা অস্পষ্ট ক্রোধ আর প্রতিশোধ স্পৃহা ওর ভেতর থেকে জেগে উঠছে। 'আমি নিজেই ওর কাছে যাবো। চিরদিনের মতো ছেড়ে আসার আগে ওকে বলে আসবো, ওর সম্পর্কে আমার কি ধারণা। ওকে আমি যেমন ঘৃণা করি, কাউকে কোনদিনও তেমন ঘৃণা করিনি।' সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এসে, টুপির আলনায় ভ্রনস্কির টুপিটা দেখে ঘৃণায় শিউরে ওঠে আনা। ও চিন্তা করে দেখেনি, ভ্রনস্কির তারবার্তাটা ওর তারবার্তার জবাবে এসেছে এবং ওর চিঠিটা তখনও তার হাতে গিয়ে পৌছোয়নি।... আনা কল্পনায় দেখতে পায়, ভ্রনস্কি তার মা আর প্রিন্সেস সোরোকিনের সঙ্গে শান্তভাবে গল্পসল্প করছে.. আনার দুর্দশায় মজা পাচ্ছে। 'হ্যাঁ, আমি এক্ষুনি যাবো,' ভাবে ও—অথচ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না, কোথায় যাবে। ..

'আমি রেল-স্টেশনে যাবো। সেখানে যদি না পাই, তবে বাড়িতে গিয়ে ওকে ধরবো।' দৈনিক পত্রিকায় ট্রেনের সময়-সূচিটা দেখে নেয় আনা। সন্ধ্যা আটটা দু মিনিটের সময় একটা ট্রেন আছে। 'হ্যাঁ, আমি সময় মতোই পৌছে যাবো।' একটা ব্যাগের মধ্যে কয়েকদিনের মতো জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয় ও। ও জানতো, এ বাড়িতে ও আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলো ওর মাথায় এসেছিলো, তার মধ্যে থেকে ও মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছিলো, স্টেশন অথবা কাউণ্টেসের বাড়িতে যা ঘটবে তারপরে ও নিঝনি লাইনের ট্রেনে চেপে, প্রথম শহরটাতেই নেমে পড়বে।...

টেবিলে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই রুটি এবং পনিরের গন্ধে খাওয়ার প্রতি স্পৃহা চলে গেলো আনার। গাড়ি আনবার নির্দেশ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ও। বাড়িটা এখন ঠিক রাস্তার ওপরে ছায়া ফেলেছে। উজ্জ্বল সন্ধ্যা অথচ এখনও সূর্যের আলোয় উষ্ণ। আন্নুশকা ওর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে এসেছিলো, পিয়োতর সেগুলোকে গাড়িতে তুলে রাখলো। আন্নুশকা, পিয়োতর এবং কোচোয়ান—সবাইকেই বিরক্তিকর লাগছিলো আনার...বিরক্তি লাগছিলো ওদের কথাবার্তা এবং ভাব-ভঙ্গিমার জন্যে।

'তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে না, পিয়োতর।'

'কিন্তু আপনার টিকিটের কি হবে?'

'বেশ, তোমার যা খুশি।'

এক লাফে চালকের বাক্সে উঠে বসলো পিয়োতর। তারপর নিজের কোমরে দু হাত রেখে, কোচোয়ানকে স্টেশনের দিকে গাড়ি হাঁকাবার নির্দেশ জানালো।

পথে যেতে যেতে আনা দেখলো, একটা পুলিস কারখানার একজন শ্রমিককে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—লোকটা প্রায় সম্পূর্ণ মাতাল, মাথাটা ঝুলছে বুকের ওপরে। 'লোকটা একটা চটজলদি রাস্তা খুঁজে পেয়েছে।' আনা ভাবলো, 'কিন্তু কাউন্ট ভ্রনস্কি আর আমি কেউই সুখ পাইনি, যদিও আমরা খুব বেশি করে তা আশা করেছিলাম।' এই প্রথম অনুসন্ধানের তীব্র আলোটা ভ্রনস্কির সঙ্গে ওর সম্পর্কের দিকে ঘোরালো আনা, যা এতদিন চিন্তা করার কথা ও সযত্নে এড়িয়ে এসেছে। 'আমার মধ্যে কি খুঁজেছিলো সে? প্রেম ততটা নয়, যতটা চেয়েছিলো আত্মশ্লাঘার পরিতৃপ্তি।' পরিচয়ের প্রথম দিনগুলোতে মানুষটার কথাবার্তা, বিশ্বস্ত কুকুরের মতো অভিব্যক্তি—সব মনে পড়লো আনার এবং সব কিছুই ওর ধারণাটাকে সমর্থন করলো। 'হ্যাঁ, ওর মধ্যে সফলতার জয়গর্ব ছিলো বৈকি! অবিশ্যি ভালোবাসাও ছিলো, কিন্তু আসল জিনিস ছিলো সফলতার অহঙ্কার। আমাকে নিয়ে গর্ব ছিলো ওর। কিন্তু এখন সে সব শেষ হয়ে গেছে। এখন গর্ব করার মতো কিছু নেই। এখন গর্বিত হবার নয়, লজ্জিত হবার কারণ আছে। ও আমার কাছ থেকে যতটুকু পেরেছে, নিয়ে নিয়েছে···এখন ওর কাছে আমার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমার সম্পর্কে ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে এবং চেষ্টা করছে যাতে ব্যবহারে ভদ্রতাটুকু বজায় রাখা যায়। শুধু গতকালই বোকার মতো বলে ফেলেছিলো, ও বিচ্ছেদ এবং বিয়ে চায়—যাতে ওর ফিরে যাবার কোন পথ না থাকে।·· ভালো ও বাসে, কিন্তু কি রকম?·· সে উৎসাহটাই চলে গেছে,' ইংরেজীতে নিজেকে বললো আনা। 'এখন আমি ওকে ছেড়ে গেলে, ও মনে মনে খুশীই হবে।··· আমার ভালোবাসা ক্রমশ আরও বেশি আবেগময় আরও বেশি স্বার্থপর হয়ে উঠছে, কিন্তু ওর প্রেম একটু একটু করে মরে যাচ্ছে আর তাই আমরা ক্রমশ দূরে সরে সরে যাচ্ছি। অথচ কিছুই করার নেই! আমার কাছে ও সর্বস্ব—আমি চাই, ও নিজেকে আরও

সম্পূর্ণভাবে আমার কাছে বিলিয়ে দেবে। কিন্তু ও চায়, আমার কাছ থেকে ক্রমশ আরও দূরে সরে যেতে। ও বলে, আমি পাগলের মতো ঈর্ষাপরায়ণ এবং আমি নিজেকেও তাই বলি। কিন্তু আসলে তা নয়—আমি ঈর্ষাপরায়ণ নই, আমি অতৃপ্ত। আমি কি জানি না, ও আমাকে প্রতারণা করবে না··· প্রিন্সেস সোরোকিনকে বিয়ে করার কথা ও চিন্তাও করে না···কিটিকে ও ভালোবাসে না? সবই জানি, কিন্তু তাতে আমার কোন লাভ নেই! ও যদি আমাকে ভালো না বাসে, যদি শুধুমাত্র কর্তব্যের খাতিরে আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে—তবে ওর ঘৃণা পাবার চাইতে সেটা হবে আরও হাজার গুণ খারাপ! নরক! অথচ এখন তাই হয়েছে। বহুদিন হয়ে গেলো, ও আর আমাকে ভালোবাসে না। আর প্রেম যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই তো ঘৃণার শুরু!···এসব পথঘাটগুলো আমি একেবারেই চিনি না। কি পাহাড়ী এ অঞ্চলটা···চারদিকে শুধু বাড়ি আর বাড়ি···আর বাড়ির মধ্যে শুধু মানুষ আর মানুষ·· মানুষের আর শেষ নেই—সবাই সবাইকে ঘৃণা করে!···আচ্ছা, চিন্তা করে দেখা যাক, সুখী হতে হলে আমি কি চাই। বেশ—ধরা যাক আমি বিচ্ছেদ পেলাম, অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচ সেরিয়োঝাকে আমায় দিলেন, আমি ভ্রনস্কিকে বিয়ে করলাম।' অ্যালেক্সি অ্যালেকজান্দ্রোভিচের কথা মনে পড়তেই আনা একেবারে নিখুঁতভাবে তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পেলো··· সেই প্রাণহীন ধূসর দুটি চোখ, শুভ্র দুটি হাতে নীল শিরা—শুনতে পেলো, তাঁর স্বরভঙ্গি আর আঙুল মটকানোর আওয়াজ—এবং ওদের মধ্যে যে অনুভূতিটা ছিলো, যাকে প্রেমই বলা হতো, তা মনে করে শিউরে উঠলো ও। 'বেশ—আমি বিচ্ছেদ পেয়ে, ভ্রনস্কির স্ত্রী হলাম। তাতে কি লাভ হলো? কিটি আজ যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলো, তখন কি আর সেভাবে তাকাবে না? না। সেরিয়োঝা কি দুই স্বামীর প্রশ্ন তুলে আমাকে ত্যাগ করবে? ভ্রনস্কি আর আমার মধ্যে আমি কি নতুন কোন অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারবো? সুখ না পেলেও, তখন কি দুঃখের অবসান হবে? না, না!' এতটুকুও দ্বিধা না করে নিজেকে জবাব দিলো আনা। 'অসম্ভব! জীবন আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে—এখন আমরা দুজন দুজনের অ-সুখের কারণ। এর আর কোন পরিবর্তন নেই।···বাচ্চার সঙ্গে একটা মেয়ে-ভিখারী। ও ভাবছে, ওকে দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু পরস্পরকে ঘৃণা করার জন্যে এবং তার ফলে নিজেকে ও অন্যকেও যন্ত্রণা দেবার জন্যেই কি আমাদের পৃথিবীতে ছুঁড়ে দেওয়া হয়নি?···স্কুলের ছেলেরা যাচ্ছে··হাসছে···সেরিয়োঝা?' আনা

ভাবলো, 'আমিও ভেবেছিলাম, আমি তাঁকে ভালোবাসি এবং আমার নিজের কোমলতা তখন আমাকে স্পর্শ করতো। কিন্তু অন্য এক প্রেমের বিনিময়ে আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি এবং যতদিন এই প্রেম আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে, ততদিন আমি কোন অনুযোগ করিনি।' নিদারুণ বিরক্তি নিয়ে ওই 'অন্য প্রেমে'র কথা চিন্তা করলো আনা এবং যে অবাধ স্পষ্টতায় ও এখন নিজের ও অন্যের জীবন দেখতে পেলো, তা এক নিবিড় আনন্দে ভরিয়ে তুললো ওকে। 'অতএব এটা আমার মধ্যে যেমন আছে—পিয়োতর, কোচোয়ান ফিয়োদর, ব্যবসাদার, ভোলগার দুধারে যারা থাকে, ওই বিজ্ঞাপনগুলো যেখানে আমাদের যেতে আমন্ত্রণ জানায় সেখানকার মানুষ সর্বত্র সর্বদা সকলের মধ্যেই আছে।'

ভাবতে ভাবতে গাড়ি নিঝনি স্টেশনের নিচু বাড়িটার কাছে পৌঁছে গেলো, কুলিরা ছুটে এলো আনার দিকে।

'ওবিরালোভকার একখানা টিকিট?' জানতে চাইলো পিয়োতর।

কোথায় এবং কেন যাচ্ছে, আনা তা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলো। নিদারুণ প্রচেষ্টায় প্রশ্নটার অর্থ বুঝতে পারলো ও।

'হ্যাঁ,' পিয়োতরের হাতে পয়সার থলেটা তুলে দিলো আনা। তারপর নিজের ছোট্ট লাল ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে, নেমে এলো গাড়ি থেকে।

পিয়োতর আনাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে এগিয়ে এলো। কয়েকটা লোক প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছিলো। আনা পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা চুপ হয়ে রইলো—একজন ওর সম্পর্কে ফিসফিসিয়ে আরেকজনকে কিছু বললো···নিঃসন্দেহে কোন নোংরা কথা।···কাউকে যাতে দেখতে না হয় সেজন্যে তাড়াতাড়ি একটা ফাঁকা কামরায় উঠে, জানলার উলটো দিকে গিয়ে বসলো ও।

একটা বিষণ্ণ চেহারার কৃষক—সারা গায়ে ধুলো, টুপির ভেতর থেকে জট পাকানো চুলগুলো চতুর্দিক দিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে—গাড়ির চাকাগুলোর দিকে ঝুঁকতে ঝুঁকতে জানলাটা পেরিয়ে গেলো। 'ওই বিকট দেখতে চাষীটার মধ্যে কি যেন ভীষণ চেনা চেনা ঠেকলো,' আনা ভাবলো এবং তারপরেই স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ায়, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উলটো দিকের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।···তত্ত্বাবধায়ক গাড়ির দরজা খুলে, একটা লোক ও তার স্ত্রীকে ভেতরে তুললো।

'আপনি কি বেরুতে চান ?'

আনা কোন জবাব দিলো না। তত্ত্বাবধায়ক এবং যাত্রী দুজন—কেউই ওড়নার আড়াল থেকে ওর আতঙ্ক-পীড়িত মুখখানা লক্ষ্য করেনি। ফের নিজের কোণটাতে গিয়ে বসে পড়লো ও। ওই দম্পতিও আনার উলটো দিকে এসে বসলো এবং সতর্ক অথচ কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো ওর পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে। দুজনকেই বিরক্তিকর বলে মনে হলো আনার। স্বামীটি আনার কাছে ধূমপানের অনুমতি চাইলো—স্পষ্টতই ধূমপানের ইচ্ছেয় নয়, ওর সঙ্গে কথপোকথনের বাসনায়। অনুমতি পেয়ে সে ফরাসী ভাষায় স্ত্রীকে কিছু বলতে শুরু করলো এবং তারপর একে অন্যের সম্পর্কে অনেক শূন্যগর্ভ মন্তব্যও করলো। আনা পরিষ্কার বুঝতে পারলো, ওরা একে অন্যের বিষয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে—ওরা দুজন দুজনকে ঘৃণা করে এবং এ সমস্ত হতভাগ্যদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই করা যায় না।

দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজতেই চতুর্দিকে শুধু মালপত্র তোলার আওয়াজ, হৈ-হট্টগোল আর হাসি। কান বন্ধ করে থাকতে ইচ্ছে করছিলো আনার। অবশেষে তৃতীয় ঘণ্টা বাজলো—সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের শিস, চাকার আর্তনাদ, সংযোজক শেকলে ঝাঁকুনি।···মহিলাকে পেরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো আনা। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো পেছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে আনার বাগটা সশব্দে প্লাটফর্ম পেরিয়ে যায়—পেরিয়ে যায় একটা ইটের দেয়াল, সাংকেতিক আলোর স্তম্ভ এবং আরও কতকগুলো ট্রেনের কামরা। সামান্য ঝনঝন শব্দ তুলে চাকাগুলো গড়িয়ে চলে আরও মসৃণ গতিতে। সান্ধ্য সূর্যের উজ্জল আলো জানলা দিয়ে ভেতরে ছুটে আসে, মৃদু বাতাস খেলা করে পর্দাটার সঙ্গে। সহযাত্রীদের কথা ভুলে গিয়ে ট্রেনের দোলায় দুলতে দুলতে তাজা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয় আনা।

'কোথায় থেমেছিলাম যেন ?' আনা ভাবতে থাকে, 'হ্যাঁ—দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্যেই আমাদের জন্ম, আমরা সকলেই তা জানি এবং পরস্পরকে প্রতারণা করার পথ আবিষ্কার করি। এই পরম সত্যটা মানুষ যখন দেখতে পায়, তখন সে কি করে ?'

'যা উদ্বিগ্ন করে তোলে, তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই মানুষকে বিচার শক্তি দেওয়া হয়েছে,' মহিলা ফরাসী ভাষায় বললেন। স্পষ্টতই নিজের কথায় উনি নিজেই খুব খুশী হয়েছেন।

কথাগুলো যেন আনার চিন্তাগুলোর জবাব।

'হ্যাঁ, আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন। উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই মানুষকে বিচারশক্তি দেওয়া হয়েছে। অতএব আমি নিষ্কৃতি পাবোই।...যখন কিছুই দেখার নেই, সমস্ত কিছুই যখন বিরক্তিকর দেখায়—তখন আলোগুলোকে নিভিয়ে দেওয়া হয় না কেন? গার্ড ভদ্রলোক কেন অমন করে গাড়ির পাদানি ধরে ছুটছেন? পাশের কামরার ছেলেছোকরাগুলো কেন এত গোলমাল করছে? কেন ওরা হাসছে, কথা বলছে? সমস্ত কিছুই তো মিথ্যে, আর প্রবঞ্চনা!'

ট্রেনটা স্টেশনে এসে থামতেই, একদল যাত্রীর সঙ্গে নেমে পড়ে আনা। তারপর সকলের সংস্রব থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করে, কেন ও এখানে এসেছে এবং কি করতে চায় ও। আগে যা ওর কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছে, এখন তা নিয়ে বিচার করাও অসম্ভব বলে মনে হয়—বিশেষত এই চিৎকৃত মানুষগুলোর মাঝখানে, যারা কিছুতেই ওকে একা হতে দেবে না। কুলিগুলো ছুটতে ছুটতে এসে ওর কাজে হাত লাগাতে চাইছে। যুবকরা প্লাটফর্মের তক্তায় গোড়ালি ঠুকে ঠুকে হাঁটছে, উঁচু গলায় কথা বলছে, বারবার তাকাচ্ছে ওর দিকে। যারা পথ করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তারা সর্বদাই ভুল দিক দিয়ে ওর পাশ কাটাচ্ছে। কোন জবাব না পেলে ও এই ট্রেনেই চলে যাবে মনে পড়ায়, আনা একটা কুলিকে থামিয়ে জানতে চায়, কাউণ্ট ভ্রনস্কির কাছ থেকে কোন কোচোয়ান কোন চিঠি নিয়ে এসেছে কি না।

'কাউণ্ট ভ্রনস্কি? এই মাত্র প্রিন্সেস সোরোকিন আর তাঁর মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, সেখান থেকে কে একজন এসেছিলো। তা ওই কোচোয়ানকে কি রকম দেখতে?'

ঠিক তখনই মিহাইল এসে আনার হাতে একখানা চিঠি তুলে দেয়। খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করে আনা এবং চিঠিটা পড়ার আগেই হৃৎপিণ্ডটা কুঁকড়ে ওঠে ওর।

'খুবই দুঃখিত, তোমার চিঠি আমার কাছে এসে পৌছোয়নি। আমি দশটায় ফিরবো।' অমনোযোগী হাতে চিঠিটা লিখেছে ভ্রনস্কি।

'আমি ঠিক এমনটিই আশা করেছিলাম!' নিজেকে বলে আনা। তারপর নিচু গলায় মিহাইলকে বলে, 'ঠিক আছে, তুমি বাড়িতে চলে যেতে পারো।'

প্লাটফর্ম ধরে এগিয়ে চলে ও। দুটি পরিচারিকা যেতে যেতে ওর পোশাক সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করে। অল্পবয়সী ছেলেছোকরাগুলো কিছুতেই ওকে

শান্তিতে থাকতে দেবে না। ফের ওর পাশ কাটিয়ে যায় তারা, ওর মুখের দিকে তাকায়, অস্বাভাবিক উঁচু গলায় হাসে আর কথা বলে। স্টেশনমাস্টার ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, ও এই ট্রেনে যাচ্ছে কি না। দেশী মদ বিক্রি করতে থাকা একটি ছেলে কিছুতেই ওর দিক থেকে চোখ সরায় না। 'হে ঈশ্বর! কোথায় যাবো আমি?' প্লাটফর্ম ধরে আরও এগুতে এগুতে চিন্তা করে আনা। তারপর থমকে দাঁড়ায়। চশমা পরা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিত হতে আসা কয়েকটি মহিলা এবং শিশু তাদের উচ্চকিত হাসি ও কথাবার্তা থামিয়ে, ওর দিকে তাকায়। চলার গতি বাড়িয়ে, ওদের পেরিয়ে, প্লাটফর্মের ধারের দিকে চলে যায় ও।…একটা মালগাড়ি স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসে আর সেই সঙ্গে প্লাটফর্মটাও কাঁপতে শুরু করে—আনার মনে হয়, ও যেন আবার ট্রেনে করে চলেছে।

এবং তক্ষুনি আচমকা সেই লোকটার কথা মনে পড়ে আনার, ভ্রনস্কির সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনে যে লোকটা ট্রেনে চাপা পড়েছিলো। আনা বুঝতে পারে, ওকে কি করতে হবে। দ্রুত হালকা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, এগিয়ে আসা ট্রেনটার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় ও।

কামরাগুলোয় নিচের অংশটার দিকে তাকিয়ে থাকে আনা…লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসা প্রথম কামরাটার স্ক্রু, শেকল আর লোহার উঁচু উঁচু চাকাগুলোকে…মেপে নিতে চেষ্টা করে সামনের চাকা আর পেছনের চাকাগুলোর মধ্যবিন্দুটা কোথায় এবং ঠিক কখন সেটা ওর মুখোমুখি আসবে। 'ওখানে…ঠিক ওই মধ্যিখানটাতে আমি তাকে শাস্তি দেবো,' নিজেকে বলে ও, 'সকলের কাছ থেকে আর আমার কাছ থেকেও আমি নিষ্কৃতি পাবো।'

ওর ঠিক মুখোমুখি হওয়া প্রথম বগিটার দু-চাকার মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলো আনা। কিন্তু কাঁধ থেকে লাল ব্যাগটা ফেলতে গিয়ে দেরি হয়ে যায়, চলে যায় বগিটা। এবারে পরের বগিটার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ওকে। স্নানের সময় প্রথম বার গায়ে জল দেবার আগে প্রতিবারই যে শিহরণ ও অনুভব করে, সেই একই অনুভূতি জেগে ওঠে ওর সর্বাঙ্গ জুড়ে। পরিচিত সেই অনুভূতিটা ওর শৈশব আর বালিকা-বয়সের সমস্ত স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসে, ওর সব-কিছু ঘিরে-রাখা অন্ধকারের মোড়কটা আচমকা সরে যায়, অতীতের সমস্ত আনন্দ নিয়ে জীবন মুহূর্তের জন্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে ওর চোখের সামনে। তবু এগিয়ে আসা দ্বিতীয় বগিটার চাকাগুলোর দিক থেকে চোখ সরায় না আনা। এবং ঠিক সেই মুহূর্তটিতে, যখন দু চাকার মধ্যবর্তী

জায়গাটা ওর মুখোমুখি হয়—তখন লাল ব্যাগটা ফেলে দিয়ে, মাথাটা কাঁধের কাছে টেনে এনে, হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে এত হালকাভাবে ও গাড়ির নিচে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় যে মনে হয় এক্ষুনি ও হাঁটু মুড়ে আবার উঠে পড়বে। অথচ ঠিক সেই মুহূর্তেই, ও কি করছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে আনা।…'আমি কোথায়? কি করছি আমি? কিসের জন্যে করছি?'… আনা উঠে পড়তে চেষ্টা করে, চেষ্টা করে নিজেকে পেছনে টেনে নিতে। কিন্তু একটা সুবিশাল এবং নির্দয় কিছু ওর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে, ওকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। 'ঈশ্বর, সমস্ত কিছুর জন্যে আমাকে ক্ষমা করো! বিড়বিড় করে ওঠে আনা—অনুভব করে, লড়াই করা একেবারেই অসম্ভব।…

ছোটখাটো চেহারার একটা কৃষক বিড়বিড় করতে করতে ওর দিকে ঝুঁকে, লোহাগুলোকে নিয়ে যেন কি করছিলো। আর যে মোমবাতিটার আলোয় আনা ঝঞ্ঝাট-প্রবঞ্চনা-দুঃখ আর অন্যায়ে ভরা বইটা পড়ছিলো, সেটা অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠে, যা কিছু ওর কাছে অন্ধকারে ঘেরা ছিলো তা আলোকিত করে তোলে ··কেঁপে কেঁপে ওঠে···তারপর ক্ষীণ হতে হতে নিভে যায় চিরদিনের মতো।